প্রভাস খণ্ড,

২য় ভাগ

নিশুরাম দাস

১৮৭০

পত্রাঙ্ক।

পাতাল বৃত্তান্ত ৬৯
পৃথিবীর বৃত্তান্ত কথন ৭০
স্বর্গ বৃত্তান্ত ৭১
গোলোক বৃত্তান্ত ৭২
নারদ মুনির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত ৭২
নারদের প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ ৭৪
ব্রহ্মার প্রতি নারদের অভিশাপ ৭৫
নারদের গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তি ৭৬
কামকান্তের নগর ভ্রমণ ৭৭
চিত্রাঙ্গিণীর বিরহাবস্থা ৮০
জলমগ্নে অধিক জ্বালাতন ৮২
মিলনের মন্ত্রণা ৮৪
নিদ্রাভঙ্গে কামকান্তের ভাবনা ৮৫
কামকান্তের কামিনী লাভ ৮৮
কামকান্ত ও সহচরীকে পরিচয় দেন ও বিনয় করেন ৯০
চিত্ররথ ও বীরধ্বজের যুদ্ধ ১০১
মন্ত্রী ও চিত্ররথের যুদ্ধ ১০৫
চিত্ররথ ও বীরধ্বজের পুনঃ যুদ্ধ ১০৭
চিত্রাঙ্গিণীর রোদন ও সখীগণ কর্ত্তৃক প্রবোধ ১০৯
পবনদেব ব্রহ্মার নিকটে সমাচার দেন ১১০
বিধাতা ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রকে গন্ধর্ব্বনগরে প্রেরণকরেন ১১১
দেবরাজের গন্ধর্ব্বপুরে গমন ও কামকান্তের বন্ধন মোচন এবং
চিত্রাঙ্গিণী প্রাপ্তি ১১২
সুগন্ধার বিবাহ ও চিত্রাঙ্গিণীর অভিমান ১২২
চিত্রাঙ্গিণীর মানভঞ্জন ১২৪
কামকান্ত চিত্রাঙ্গিণীর নিকটে ব্রহ্মশাপ বিবরণ কহেন ও এক--
ও এককালিন সমস্ত বিবাহ সমাপন ১২৭

পত্রাঙ্ক।

কামকান্ত পঞ্চাশত কামিনী লইয়া বহুদিন ক্রীড়া করিয়া পরে
পুষ্করে আগমন করেন ১৩১
সংকীর্ত্তন শ্রবণার্থ দেব সভা ১৩২
সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য ১৩৩
সংকীর্ত্তনারম্ভ ১৩৩
দেবগণ কর্ত্তৃক দান ১৩৪
দ্বিতীয়বার গানারম্ভ ১৩৬
সখীগণ শ্রীকৃষ্ণের ভৎসনা ছলে স্তুতি ১৩৭
দেবাগ্নির উৎপত্তি ১৩৯
দ্বিভুজ মুরলীধরের রূপ দর্শন ১৪০
ব্রহ্ম কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব ১৪১
মহাদেব কর্ত্তৃক স্তব ১৪১
অনন্ত কর্ত্তৃক স্তব ১৪২
গণেশ কর্ত্তৃক স্তব ১৪২
কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক স্তব ১৪৩
দেবগণ কর্ত্তৃক স্তব ১৪৩
ধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্তব ১৪৩
মুনিগণ কর্ত্তৃক স্তব ১৪৩
সরস্বতী কর্ত্তৃক স্তব ১৪৪
পদ্মা কর্ত্তৃক স্তব ১৪৪
সাবিত্রী কর্ত্তৃক স্তব ১৪৪
পার্ব্বতী কর্ত্তৃক স্তব ১৪৫
গন্ধর্ব্ব ঋষিকর্ত্তৃক স্তব ১৪৬
দেবাগ্নির স্থিতি ১৪৮
কুলটা কামিনীর উৎপত্তি ১৫০
কুলটার পতি অন্বেষণ ১৫১
কুলটার মনোগত কথা ১৫৩

পত্রাঙ্ক।

কৃষ্ণের পৃথিবীতে আগমন ১৫৫
নারদের শাপান্ত ১৫৭
শুকদেবের প্রশ্ন ১৫৮
রাধাকৃষ্ণ মিলন সংবাদের মঙ্গলাচরণে প্রথমত পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ রূপের ধ্যানানুস্মরণ ১৫৯
রাধাকৃষ্ণ মিলনার্থে ব্রহ্মা নারদকে প্রেরণ করেন ১৫৯
নারদ মুনির বৃন্দাবনে আগমন ও অবস্থা দর্শন ১৬২
নারদ মুনি শ্রীদামাদির দুঃখ দেখিয়া খেদ করেন ১৬৩
নারদ শ্রীরাধার ভবনাভিমুখে গমন ১৬৪
শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছাবস্থা ১৬৬
সখীগণের কলরবে শ্রীমতীর মূর্চ্ছাভঙ্গ ও বৃন্দার সহিত কথোপকথন ১৬৭
শ্রীমতীর অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণে নারদ আগমন জানিয়া বৃন্দাকে প্রেরণ করেন ১৬৮
শ্রীমতীর আজ্ঞায় বৃন্দার পথিমধ্যে গমনও নারদের সহিত সন্দর্শন ১৭০
নারদের মানস জানিয়া শ্রীমতী সখী সঙ্গে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হয়েন ১৭১
নারদের রাধা সন্দর্শন ১৭২
নারদমুনি শ্রীরাধাকে সহস্র নামে স্তব করেন ১৭৩
রাধিকার সহস্র নাম ১৭৪
নারদের নন্দালয়ে গমন ১৯৫
যশোদার নিকটে নারদের গমন ১৯৭
নারদমুনিকে লইয়া যশোদা রাণী শ্রীকৃষ্ণের ক্রীড়ার স্থান সকল দর্শন করান ১৯৮
নারদমুনির দ্বারিকায় প্রবেশ ২০৪
নারদের কৃষ্ণ নিকটে গমন ২০৬
শ্রীকৃষ্ণের দ্বারিকা বাসিনী কামিনীগণের চরিত্র ২০৮
নারদমুনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত কহেন..... ২১১

পত্রাঙ্ক।

শ্রীকৃষ্ণ কপট বচন দ্বারা নারদ ঋষিকে ছলনা করেন ২১৫
নারদমুনি বসুদেবের নিকটে যাইয়া যজ্ঞমন্ত্রণা দেন ২১৭
বসুদেবের নিকটে রাম কৃষ্ণের আগমন ২২১
বিশ্বকর্ম্মার আগমন ও কুরুক্ষেত্রে পুরী নির্ম্মাণ ২২৩
বসুদেবের যজ্ঞের উদ্যোগ ২২৬
শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে গমন ও রুক্মিণীর সহিত কথোপকথন ২৩০
শ্রীকৃষ্ণের অনিরুদ্ধ ও শাম্বের সহিত কথোপকথন ২৩৪
দ্বারিকা বাসীগণের প্রভাসে গমন ২৩৪
অন্নপূর্ণার প্রভাসে গমন ২৪০
যুধিষ্ঠিরাদির প্রভাসে আগমন ২৪১
শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকা রক্ষার্থ সমুদ্র ও সুদর্শনকে নিযুক্ত করেন ২৪৩
শ্রীকৃষ্ণের প্রভাসে গমন ও যজ্ঞের উদ্যোগ ২৪৬
প্রভাসে ত্রিভুবন বাসীর আগমন ২৪৭
প্রভাসের হাট ২৪৯
নারদমুনির বৃন্দাবনে পুনরগমন ও পৌর্ণমাসী দেবী দ্বারা ব্রজবাসীকে যজ্ঞের সংবাদ দেওন ২৫১
নারদ কর্ত্তৃক কালীর স্তব ২৫২
নারদের প্রতি ভগবতী সদয় ২৫৩
নন্দ যশোদার কথোপকথন ২৫৫
ব্রজবাসীগণের প্রভাসে গমনোদ্যোগ ২৫৭
শ্রীমতীর সহিত সখীগণের কথা ২৫৮
সখীগণের প্রতি রাধিকার কথা ২৫৯
আয়ানের শরীরে জ্ঞান প্রদান করেন ২৬১
আয়ান কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার স্তব ২৬৬
যশোদা ও কৃত্তিকা রাণীর জটিলার নিকটে গমন ২৭১
শ্রীমতীর প্রভাসে যাত্রা ও ব্রজভূমির সহিত কথোপকথন ২৭২
শ্রীমতীর গৃহ পরিহারানন্তর পথি মধ্যে গমন ২৭৫

পত্রাঙ্ক।

শ্রীমতীর সহিত বৃন্দার কথোপকথন ২৭৬
ব্রজবাসীর সঙ্গে পশু, পক্ষ ও গো বৎসাদির গমন ২৭৭
দিবাবসানে ব্রজবাসীগণের পথি মধ্যে অবস্থিতি ২৭৮
দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে ব্রজবাসীর ভয়যুক্ত ও রাধা কর্ত্তৃক ভয়নিবারণ ২৭৯
নিজ তেজে বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীমতীর কৃষ্ণ বিরহ ২৮১
ব্রজবাসীগণের ভয় নিবারণ হইয়া প্রভাসাভিমুখে গমন ২৮২
যজ্ঞস্থানে বলরামের ক্রোধ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ক্রোধ নিবারণ ২৮৩
দক্ষিণ দ্বারে দ্বারী সন্নিধানে যজ্ঞশালার বিনয় ২৮৭
পূর্ব্ব পশ্চিম দ্বার বিবরণ ২৮৯
উত্তর দ্বারের বিবরণ ২৯০
ভীমার্জ্জুনের কথোপকথন ২৯৪
ধনিষ্ঠার সহিত যশোদার কথোপকথন ২৯৬
শ্রীনন্দ রোদন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ডাকেন ২৯৭
শ্রীদাম উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকেন ২৯৮
যশোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ২৯৯
যশোদা ও শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন ৩০২
যশোদা ও দেবকীতে সন্তান পরীক্ষা ৩০৪
রাখালগণ ও গোবৎসাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন ৩০৬
শ্রীরাধাকৃষ্ণ মিলন ৩০৭
যজ্ঞ সমাপন বিবরণ ৩০৯
রজনী যোগে শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা ৩১০
রুক্মিণী ও সত্যভামার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন ৩১২
ললিতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা ৩১৩
শ্রীরাধা ও ললিতায় কথোপকথন ৩১৪
শ্রীমতী রাধিকার গোলোক ধামে গমন ৩১৫
ব্রজবাসীগণের গোলোকে গমন ৩২১
ফলশ্রুতি ৩২২

প্রথমবার ১০০০ হাজার।

দ্বিতীয়বার ১৫০০ হাজার।

তৃতীয়বার ১৫০০ হাজার।

শ্রীচৈতন্য বন্দনা।

পয়ার। জয় জয় শ্রীচৈতন্য শচীর দুলাল। পূর্ণরূপে অবতীর্ণ পরম দয়াল॥ গোপন মহিমা তব কে বুঝিবে মর্ম্ম। তোমার যতেক লীলা অলৌকিক কর্ম্ম॥ লোক শিক্ষা হেতু সাধু ধর্ম্ম প্রকাশিলে। যাচিয়া জীবেরে হরিনাম বিতরিলে॥ এমন দয়ালু প্রভু কোন যুগে নাই। ধন্য কলিযুগ যাতে চৈতন্য গোসাঁই॥ আপনি চৈতন্য রূপি প্রভু ভগবান। অচৈতন্য জনেরে, চৈতন্য দিলে দান॥ যে জন চৈতন্য পায় সে চিনে তোমায়। অনায়াসে ভবার্ণবে পার হয়ে যায়॥ চৈতন্য চরণপদ্মে মজে যার মন॥ শমন ভবনে তার না হয় গমন॥ অহর্নিশি যেই জপে তোমার শ্রীনাম। পরিণামে প্রাপ্ত হয় বৃন্দাবন ধাম॥ অলৌকিক তব রূপ গুণ কব কত। গুণীগণ ও চরণ ভজে অবিরত॥ রাধাভাবে ভাবি হয়ে হয়েছ একাঙ্গ। অন্তরে শ্রীশ্যাম রূপ বাহিরে গৌরাঙ্গ॥ এ তত্ত্ব তোমার নাহি জানে অন্য জন। সেই জানে যেই ভজে তোমার চরণ॥ তত্ত্বাতীত তব রূপ অন্যে কোথা পাবে। ভক্তগণে দৃষ্ট হও ভক্তির প্রভাবে॥ আমি দৈন্য ভক্তিশূন্য ক্ষুণ্ণতম মন। কেমনে পাইব প্রভু তোমার চরণ॥ কৃপা করি কৃপাময় কটাক্ষে চাহিয়া। প্রাকৃত শিশুর আশা ভক্তি দান দিয়া॥

অথ গ্রন্থকারের বিবরণ।

পয়ার। পৃথিবীতে নবদ্বীপ ত্রিদিব সমান। যথায় গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি প্রভু ভগবান॥ ফুলে বেলগড়ে নাম অন্তঃপাতি তার। সুবিখ্যাত সর্ব্বলোকে গ্রাম মধ্যে সার॥ ব্রাহ্মণ কুলীন শ্রেষ্ঠ বসতি যথায়। ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম কথা কার সাধ্য গায়॥ তথা বাস রামানন্দ ধার্ম্মিক সুধীর। তন্তুবায় কুলোদ্ভুত সর্ব্ব গুণে ধীর॥ তাঁহার তনয় দ্বয় শান্তশীল অতি। ইষ্ট নিষ্ঠ দয়াবন্ত বিপ্র ভক্ত মতি॥ কনিষ্ঠ শ্রীরঘুনাথ সর্ব্বগুণ ধর, জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ ধর্ম্মেতে তৎপর॥ প্রাণকৃষ্ণের চারি পুত্র জগচ্চন্দ্র বড়। গঙ্গাভক্ত গুণশীল বুদ্ধিমন্ত দড়॥ মধ্যমেতে শ্রীরামকুমার গুণময়। দেব দ্বিজ বৈষ্ণবেতে ভক্তি অতিশয়॥ শ্রীরাধাচরণ নামে তৃতীয় তনয়। সুলেখক যার সম দৃষ্টি নাহি হয়॥ ধর্ম্মবন্ত দয়াবন্ত যশোবন্ত অতি। সত্যবন্ত জিতেন্দ্রিয় রাম ভক্ত মতি॥ সবার কনিষ্ঠ দীন শিশুরাম দাস। পৃথিবীতে সন্তানেতে হইয়া নৈরাশ॥ ইহকাল পরকাল রক্ষার উপায়ে। মন্ত্রণা করিয়া মনে কৃষ্ণ গুণ গায়॥ সংস্কৃতে কৃষ্ণ কথা যাহা বিরচিত। শিশুরাম তাবাচ্ছন্দে ভাষায়ে রচিত॥

গণেশ বন্দনা।

ত্রিপদী। সিদ্ধপ্রদ গণরায়, প্রণাম তোমার পায়, ব্রহ্মময় বিভু সনাতন। সৃজন পালন হত, তোমার কটাক্ষ গত, তুমি দেব নিত্য নিরঞ্জন॥ হয়ে পঞ্চ মূর্ত্তি ধর, মহা বিষ্ণু দিবাকর, দুর্গা শিব গণেশ আপনে। শিবের সন্তান ছলে, দুর্গারে জননী বলে, কত খেলা খেলহ ভুবনে॥ তুমি সর্ব্ব মূলাধার, স্তুতি করে সাধ্য কার, বাণী যিনি তোমাতে স্তম্ভিত। সাকারে সুখর্ব্ব তনু, আগম নিগম মনু, সর্ব্ব শাস্ত্রে তুমি সুপূজিত॥ অগ্রসর পূজা তব, তব গুণ কত কব, নির্গুণের গুণ চমৎকার। কটাক্ষে সৃজিয়া কালে, জীবের অন্তিমকালে, ভবার্ণবে হও কর্ণধার॥ তোমার চরিত্র যত, সে কথা বর্ণিব কত, শেষ না করিতে পারে শেষ। ইন্দ্র চন্দ্র কি বরুণ, কহিতে না পারে গুণ, দেব গুরু দিনেশ মহেশ॥ আমি অতি অর্ব্বাচীন, বুদ্ধি বিদ্যা হীন দীন, ক্ষুদ্র জীব কোন শক্তি নাই। কিন্তু মনে আশা করি, খর্ব্ব হয়ে চন্দ্র ধরি, পঙ্গু হয়ে পর্ব্বত লংঘাই॥ শ্রীকৃষ্ণের গুণ গান, বিরচিতে ধাবমান, নিবেদন করি তব পদে। কৃপাদৃষ্টে গজানন, আশা কর সম্পূরণ, বিঘ্ন বিনাশিয়া নিরাপদে॥ সিদ্ধপ্রদ তব নাম, সিদ্ধি কর মনস্কাম, শিশুরামে হও কৃপাবান। গাইতে কৃষ্ণের গুণ, শক্তি দেহ সুনিপুণ, কৃষ্ণ পদে ভক্তি দেহ দান॥

সরস্বতী-বন্দনা।

ত্রিপদী। নমস্তে সারদা বাণী, বেদমাতা বিষ্ণুরাণী, শুভদা সুখদা সত্যবতী। বীণাযন্ত্র করে ধরা, শুভ্র সুবসন পরা, শ্বেত-পদ্মাসনা সরস্বতী ॥ শরীরের শুভ্র করে, রজতের দর্প হরে, চন্দ্র ত্রাস মুখচন্দ্র করে। গলে গজমতি হার, কত শোভা কব তার, বক্ষ পরে যুগ্ম পয়োধরে ॥ চরণ পঙ্কজ রাজে, রতন নূপুর সাজে, নখরে বিরাজে শশধর। যে জন ও পদে মজে, শাস্ত্রগণ তারে ভজে, বিদ্যার কি কহিব বিস্তর ॥ সর্ব্ব বিদ্যা বিধায়িনী, সর্ব্বশাস্ত্র প্রবাদিনী, সর্ব্বারাধ্যা সিদ্ধা সনাতনী। সকলের মূল তন্ত্র, তুমি মা সকল তন্ত্র, নিত্যানন্দময়ী নিরঞ্জনী ॥ চিন্ময়ী চিন্ময় পরা, চিন্ময় গৃহিণী বরা, চিদানন্দ প্রদা শুভঙ্করী। নানা শব্দ নিনাদিনী, সর্ব্ব জীবে নিবাসিনী, বাক্যরূপে বাক্যের ঈশ্বরী ॥ তোমার মহিমা গুণ, বর্ণিবারে সুনিপুণ, ত্রিভুবনে সাধ্য আছে কার। থাকি তুমি কণ্ঠাগারে, যে কথা বলাও যারে, সেই তাহা করয়ে প্রচার ॥ আমি অতি অভাজন, না জানি কৃষ্ণ সাধন, ভবার্ণবে কিসে হব পার। গাইয়া কৃষ্ণের গান, পার হতে চাহে প্রাণ, তুমি মা তাহার মূলাধার ॥ কণ্ঠদেশে অধিষ্ঠিয়া, নিজ গুণ প্রকাশিয়া, কৃষ্ণ গুণ করাহ বর্ণন। শিশুরে পবিত্র কর, ভব দুঃখ পরিহর, তব পদে এই নিবেদন ॥

প্রভাস খণ্ড।

অথ শুকদেবে ও ব্যাসদেবে কথোপকথন।

ত্রিপদী। ধন্য নারায়ণাশ্রম, পুণ্যক্ষেত্র মনোরম, বটমূল তথায় সুন্দর॥ সিদ্ধ হেতু সিদ্ধগণ, যথা বাঞ্ছে অনুক্ষণ, অধিষ্ঠান যথায় ঈশ্বর॥ তথা সুখাসন বাসী, কৃষ্ণপদ অভিলাষী, কৃষ্ণ অংশ ঋষি দ্বৈপায়ন। করেন সর্ব্বদা তপ, কৃষ্ণ২ নাম জপ, মহামুনি কৃষ্ণ পরায়ণ॥ শ্রীকৃষ্ণ চরণাম্বুজে, যত্নে রাখি হৃদাম্বুজে, ধ্যানে বসি উন্মীল নয়নে। মনোমত্ত মধুকরে, পদসুধা পান করে, মত্ত সদা কৃষ্ণ গুণগানে। রসনা পাইয়া রস, হইয়া মনের বশ, কৃষ্ণযশ সর্ব্বদা বাখানে। হেনকালে উপনীত, শুনিতে সুশাস্ত্রনীত, শুকদেব আসি সেইখানে॥ অবনী লোটায়ে কায়, প্রণতি পিতার পায়, জিজ্ঞাসা করেন তপোধন। পুরাণ কারণ কথা, কৃষ্ণভক্তি মুক্তি যথা, যাহে পাপ হয় বিমোচন॥ শ্রুতি সম্মতীয় হয়, যে যে রূপ জ্ঞানচয়, জ্ঞানান্ধের প্রদীপ স্বরূপ। যোগীজন যাহে তৃপ্ত, মনোবর্ত্ম হয় দীপ্ত নাশয়ে অজ্ঞানঅন্ধকূপ॥ পুনঃ কন বিশেষিয়া, কহ পিতা বিবরিয়া, কৃষ্ণভক্তি জীবে যাহে জানে। কৃপা করি কৃপাময়, কিঙ্করে হয়ে সদয়, মুক্তি কর ভক্তি জ্ঞান দানে॥ সেই মূল জ্ঞান শক্তি, যাতে আছে কৃষ্ণভক্তি, সর্ব্ব শক্তি রূপে সেই সার। সেই ভক্তি শুদ্ধাচরি, কৃষ্ণ দাস্য দান করি, পার করে এ ভব সংসার॥ সেই দাস্য সারাৎসার, যে দাস্যে করায় তাঁর, সুযুগল চরণ সেবন। নিত্য

গোলোকেতে বাস, স্তুতিবাদে শ্রীনিবাস, অনিমিষে করায় দর্শন॥ সেবাকর্ম্মে নিয়োজিয়ে, অবিচ্ছেদি শক্তি দিয়ে, নিত্যালাপ করায় সে সঙ্গে। ভক্তের বাঞ্ছিতসার, কহ করি সুবিস্তার, সারশাস্ত্র শ্রুতির প্রসঙ্গে॥ এত যদি শুক কন, ব্যাসদেব হৃষ্ট মন, পুত্রেরে জানিয়া মহাকার্য্য [illegible]রাত্রি মতে যুক্তি, যথার্থ মূলের উক্তি, শিশু আশু ভাষিল ভাষায়॥

অথ ব্যাসদেব কর্ত্তৃক শুকদেবের প্রশংসা।

ত্রিপদী। পুত্রের বচন শুনি, ব্যাসদেব মহামুনি, আনন্দেতে সুহাস্য বদন। জানিয়া পরম জ্ঞানী, শুভাশীষ সহ বাণী, তুষ্ট হয়ে পুত্র প্রতি কন॥ শুক ধন্য মান্যতর, সর্ব্বাংশেতে যশস্কর, পুণ্যরূপ ভারত ভুবনে। মম ভাগ্যে তুমি পুত্র, কুল মুক্ত হেতু সূত্র, ধন্য হৈল বংশাবলি গণে॥ কৃষ্ণভক্ত সুসন্তান, ভাগ্যে জন্মে যেই স্থান, জন্ম মাত্রে সেই বংশচয়। পিতৃকুল পক্ষে শত, পুরুষ পর্য্যন্ত যত, কৃষ্ণপাদপদ্মে লীন হয়॥ মাতামহ কুলে শত, মাতৃমাতামহে তত, পুরুষাদি অবিলম্বে তরে। সহোদর সহোদরী, পত্নী ভৃত্য আদি করি, শ্বশ্রুকুলে ত্রিপুরুষ ধরে॥ আমার বংশের মূল, তোমারে যে কহি স্থূল, শুন পুত্র বচন সে সব। কৃষ্ণভক্ত বংশাবলি, কল্পতরু কলি হলি, ভক্তি গুণে মুক্তিদাতা সব॥ সৃষ্টিকর্ত্তা বিধি যিনি, পরম বৈষ্ণব তিনি, বশিষ্ঠ বৈষ্ণব পুত্র তাঁর। তাঁর সুত শক্তি নাম, কৃষ্ণভক্ত অনুপাম, পরাসর তনয় তাঁহার॥ যোগেন্দ্রের গুরু তিনি, জীবনে পবিত্র যিনি, কৃষ্ণপদ সাধনের ফলে। আমিহ তনয় তাঁর, কৃষ্ণ ভাবি অনিবার, বেদবেত্তা হয়েছি ভূ তলে॥ মম গুরু গুরুমণি, বৈষ্ণবের চূড়ামণি, যোগীন্দ্র নারদ ঋষিবর। তাঁহার যে গুরুদেব, দেব দেব মহাদেব, জ্ঞানদাতা বৈষ্ণব ঈশ্বর॥ সে সব পুণ্যেতে মম, ধন্য ধন্য ধন্যতম, জন্মিয়াছ হয়ে পুণ্যরূপ। মম কুল পদ্মপ্রায়, প্রকাশ করিলে তায়, তুমি পুত্র ভাস্কর স্বরূপ॥ অতএব শুক শুন,

হয়ে অতি সুনিপুণ, জ্ঞানামৃত সার কথা সার। শিশুরাম কহে বাণী, কহ শীঘ্র সেই বাণী, শুনি লোক তরুক সংসার॥

অথ বেদব্যাস জ্ঞানকাণ্ড কহেন।

পয়ার। শ্রীকৃষ্ণ চরণ আর নারদ চরণ। সরস্বতী আদি পদ করিয়া বন্দন॥ নারদীয় পঞ্চরাত্র জ্ঞানকাণ্ড সার। শুকেরে কহেন ব্যাস করিয়া বিস্তার॥ যাহা পূর্ব্বে গোলোকেতে বিরজার তীরে। শ্রীকৃষ্ণ আপন মুখে কহেন বিধিরে॥ বিধাতা আসিয়া তাহা কহেন শঙ্করে। প্রসন্ন হইয়া বিধি শিবের আদরে॥ নারদের প্রতি শিব সদয় হইয়া। কহিলেন সেই কথা বিস্তার করিয়া॥ নারদ কহেন তাহা আমা ভক্ত জানি। তব স্নেহে পুত্র আমি কহি সেই বাণী॥ সাবধান হয়ে পুত্র শুন তত্ত্বসার। পঞ্চরাত্রে পঞ্চবিধ জ্ঞানের সঞ্চার॥ প্রথমতঃ তত্ত্বজ্ঞান মৃত্যুহরা হয়। যে জ্ঞান পাইয়া হর হন মৃত্যুঞ্জয়॥ দ্বিতীয় পঞ্চম জ্ঞান মুক্তিপ্রদচয়। যে প্রভাবে জীব হয় হরি পদে লয়॥ তৃতীয় মঙ্গল জ্ঞান শুদ্ধ কৃষ্ণভক্তি। কৃষ্ণ দাস্য লাভ হয় যাহার প্রশক্তি॥ চতুর্থ যৌগিক জ্ঞানপ্রদা সর্ব্বসিদ্ধি। যে যোগেতে যোগী হয় অনায়াসে সিদ্ধি॥ পঞ্চম জ্ঞানেতে সর্ব্ব জ্ঞানের সঞ্চার। সত্ত্ব রজস্তমো আদি গুণের প্রচার॥ পঞ্চরাত্র সপ্তবিধ আছয়ে প্রকাশ। প্রত্যেক তাহার নাম শুনহ নির্য্যাস॥ ব্রাহ্ম শৈব কৌমার বাশিষ্ঠ কাপিলেয়। গৌতমীয় নারদীয় এই সপ্ত শ্রেয়॥ ইতি মধ্যে নারদীয় সর্ব্ব সারাৎসার। যাহাতে প্রসিদ্ধ সর্ব্ব জ্ঞানের প্রচার॥ ষট পঞ্চরাত্র বেদ পুরাণাদি যত। ধর্ম্ম শাস্ত্র ইতিহাস সিদ্ধ শাস্ত্র মত॥ এ সব শাস্ত্রেতে বহু হইল বিচার। সকল মতেতে পঞ্চরাত্র সারাৎসার॥ শিশু আশু কহে পরে শুন সর্ব্বজন। গ্রন্থের মহিমা বেদ ব্যাসের বচন॥

অথ গ্রন্থ মহিমা।

পয়ার। ব্যাস কন শুন শুক হয়ে সাবধান। গ্রন্থের মহিমা যথা আছয়ে ব্যাখ্যান॥ দেব মধ্যে পরিপূর্ণ যথা নারায়ণ। গ্রন্থে পূর্ণ এই গ্রন্থ জানিবে তেমন॥ দেবী মধ্যে যথা মূল প্রকৃতির শেষ। সিদ্ধ জ্ঞানী যোগী আর বৈষ্ণবে মহেশ॥ বিশ্বস্থ ইন্দ্রিয় মধ্যে শীঘ্র গামী মন। বেদবেত্তা মধ্যে ব্রহ্মা পূজ্যে গজানন॥ সনৎকুমার ভগবান প্রবর মুনিতে। সিদ্ধেতে কপিল জীব সুবুদ্ধি পণ্ডিতে॥ যোগীন্দ্র মধ্যেতে শুদ্ধ সিদ্ধের গণন। পরম পবিত্র শ্রেষ্ঠ ঋষি নারায়ণ॥ কবি মধ্যে শুক্রাচার্য্য গুণে সরস্বতী। নদী মধ্যে গঙ্গা নদে অর্ণব মহতি॥ বনমধ্যে বৃন্দাবন বর্ষেতে ভারত। সাধুতে বৈষ্ণব তীর্থে পুষ্কর মহত॥ আপন গণের মধ্যে আপনার কাম। পুরী মধ্যে হয় যথা পুরী কাশীধাম॥ বৃক্ষ মধ্যে কল্পবৃক্ষ যে রূপ গণন। কামধেনু মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুরভীর গণ॥ পত্রেতে তুলসী পুষ্পে পারিজাত আর। মন্ত্র মধ্যে কৃষ্ণমন্ত্র ধনে বিদ্যা সার॥ তেজস্বীতে সূর্য্যদেব অমৃত মিষ্টেতে। মহাবিষ্ণু যথা পুত্র আরবি স্থলেতে॥ সূক্ষ্মে পরমাণু গুরু মধ্যে মন্ত্রদাতা। স্নেহ পাত্র মধ্যে পুত্র সৃজিলা বিধাতা॥ নক্ষত্র মধ্যেতে শশী গব্য মধ্যে ঘৃত। শস্য মধ্যে সার ধান্য সর্ব্ব শস্যাবৃত॥ শাস্ত্র মধ্যে যথা বেদ আশ্রমী ব্রাহ্মণ। তৈজসের মধ্যে মণি মাণিক্য রতন॥ শক্তি মধ্যে দুর্গা যে গায়ত্রীচ্ছন্দ মতা। ক্ষমাশীলা সুমেদিনী লক্ষ্মীপতিব্রতা॥ সুন্দরী মধ্যেতে সৌভাগ্যা যে রমণী। প্রিয়া মধ্যে কৃষ্ণপ্রিয়া রাধা সুবদনী॥ বানরেতে হনুমন্ত পক্ষেতে গরুড়। বাহনেতে যথা বৃষ শঙ্কর আরূঢ়॥ পূজা মধ্যে কৃষ্ণপূজা যন্ত্রে শালগ্রাম। ব্রতে একাদশী তপে উপবাস কাম॥ ধর্ম্ম কর্ম্ম মধ্যে জপ শ্রেষ্ঠতা যেমন। সুশীলত্ব গুণে পুণ্যে শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তন॥ প্রভা মধ্যে তেজঃ শ্রেষ্ঠ সুদৃশ্যেতে শোভা। মিত্রতায় উপনারী যথা মনোলোভা॥ আর দেখ সারোদ্ধার শাস্ত্রের সম্মতি।

শ্রেষ্ঠ হন যথা মাতা পোষণে সন্ততি ॥ লোকমধ্যে গোলোক যে নাগ মধ্যে শেষ। চক্রে সুদর্শন শিল্পে বিশ্বকর্ম্মা শেষ॥ ধর্ম্মিষ্ঠেতে দয়াবান মহতে মহর্ষি। বিষ্ণুভক্ত মধ্যে পূজ্য নারদ দেবর্ষি॥ সেইমত শাস্ত্র মধ্যে এ গ্রন্থ পূজিত। সংসারের মধ্যে সার সবার বাঞ্ছিত॥ যেমন পীযূষপানে ক্ষুধানাশ পায়। এশাস্ত্র দেখিলে অন্য শাস্ত্র স্পৃহা যায়॥ জ্ঞানান্ধের দীপ এই পঞ্চবিধ জ্ঞান। শ্রবণে পঠনে জন্মে সর্ব্ব শাস্ত্রে জ্ঞান॥ এতত্ব যথার্থ অর্থ জানিবে নির্যাস। ব্যাসের ভারতি ভাষে শিশুরাম দাস॥

অথ নারদের প্রতি দৈববাণী।

পয়ার। গ্রন্থের মহিমা শুনি শুক মহাশয়। পুলকে পূর্ণিত তনু প্রফুল্ল হৃদয়॥ পিতার নিকটে কন প্রণত হইয়া। কহ প্রভু সার গ্রন্থ বিস্তার করিয়া॥ নারদের প্রতি শিব হয়ে কৃপাবান। কি রূপেতে পঞ্চরাত্র করেন প্রদান॥ কোনখানে কোন রূপে কোন বা কারণে। সদয় হইলা শিব স্বয়ম্ভু নন্দনে॥ ব্যাস কন সে বচন শুনহ সুমতি। শুদ্ধ যোগ সুপ্রয়োগ সুন্দর ভারতি॥ বেদবেত্তা হয়ে মুনি ব্রহ্মার নন্দন। ব্রহ্মবাক্যে তপস্যাতে করেন গমন॥ ভারতে প্রশস্ত স্থান তীর্থ কেদারেতে। গঙ্গাতীরে মনোহরে মলয়া পূর্ব্বেতে॥ সিদ্ধ নারায়ণ ক্ষেত্রে বসি নিরন্তর। আরম্ভ করিলা তপ অতি ঘোরতর॥ এই রূপে দেবমানে সহস্র বৎসর। তপস্যায় তপোধন আছেন তৎপর॥ হেনকালে দৈববাণী হটাতে হইল। আকাশে আপনি বাণী ডাকিয়া কহিল॥

যথা।

আরাধিতোযদি হরিস্তপসাততঃ কিং,
নারাধিতোযদিহরি স্তপসাততঃ কিং।

অন্তর্ব্বহির্যদি হরি স্তপসাততঃ কিং
নান্তর্বহি যদিহরি স্তপসাক্ততঃ কিং॥
বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিং তপস্যাস্বুবৎস,
ব্রুজব্রুজ দ্বিজ শীঘ্রুং শঙ্করংজ্ঞানসিন্ধুং।
লভলভহরিভক্তিং বৈষ্ণবাত্তাং সুপক্কাং
ভব নিগড় নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তৃণীঞ্চ॥

পয়ার। এরূপ আকাশবাণী আকাশে হইল। তপে বসি তপোধন শ্রবণ করিল॥ শুনিয়া অদ্ভুত বাণী আপনার কাণে। ব্রহ্মার নন্দন ঋষি চমৎকার মানে॥ শ্লোক শুনি শোকে মগ্ন হইয়া বিমন। না বুঝিয়া কিছু তার অর্থ নিরূপণ॥ অস্থির হইল অতি অর্থ না পাইয়া। তপ ছাড়ি তপোধন উঠিল কান্দিয়া॥ পাগলের প্রায় সেই স্বর্ণদীর তীরে। রোদন করেন ঋষি ব্যাকুল শরীরে॥ কি করিতে কি হইল কি হবে উপায়। তপেতে নিষেধ হৈল একি ঘোর দায়॥ তপ হয় ব্রাহ্মণের পরম সম্পদ। হেন তপ হীন হব এ বড় বিপদ॥ এই মত বহু মত ভাবি মনে মন। স্মরণ করেণ শেষে শ্রীহরি চরণ॥ স্মরিতে স্মরিতে হৈল অপূর্ব্ব ঘটন। অকস্মাৎ অবনীতে বিধি আগমন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে ব্যাসের বচন। হরি স্মৃতি সকলের বিপদ নাশন॥

অথ ব্রহ্মার আগমন।

পয়ার। হরি পদ স্মরে ঋষি হয়ে একমন। হেনকালে সেই স্থলে বিধি আগমন॥ সনৎকুমার সঙ্গে হংস আরোহণে। উপনীত হইলেন হসিত বদনে॥ দেখিয়া নারদ অতি আনন্দিত মতি। ত্রস্ত উঠি ভূমি লুঠি করেন প্রণতি॥ বিচিত্র আসন আনি বসিবারে

দিয়া। বিধিমতে পাদ্য অর্ঘ্যে বিধিরে পূজিয়া॥ সনৎকুমার তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর। তাঁর পদ পূজিলেন করি সমাদর॥ নারদের সমাদরে সন্তোষ হইয়া। বসিলেন পদ্মযোনি কুমারে লইয়া॥ গতিশ্রম দূর করি হইয়া সুস্থির। সুধান কুশল কথা ক্রমেতে সুধীর॥ নারদ কহেন প্রভু করি নিবেদন। ঘটিয়াছে অদ্য মম অদ্ভুত ঘটন॥ নয়ন মুদিয়া আমি আছি যোগাসনে। অকস্মাৎ দৈববাণী হইল গগণে॥ কিন্তু তার নিগূঢ়ার্থ বুঝে না পাইয়া। চঞ্চল হইল চিত্ত ভাবার্থ চিন্তিয়া॥ আপনি আসিয়া যদি হইলে সদয়। কৃপা করি অর্থ কিছু কহ মহাশয়॥ এত বলি পূর্ব্বে যাহা হৈল দৈববাণী। কহিলেন বিধাতারে করি যোড়পাণি॥ শ্লোক ছন্দ কথা সেই সুধাক্ষরে যায়। শুনিয়া সানন্দে বিধি নানার্থ ঘটায়॥ শ্রুতি স্মৃতি পুরাণীয় মতেতে মিলিত। পদে পদে কন অর্থ ভাবার্থ সহিত॥

অথ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক প্রথম পাদ শ্লোকস্যার্থঃ।

আরাধিতোযদিহরিস্তপসাততঃ কিং।

পয়ার। যেই জন আরাধিলা হরির চরণ। আর তার তপস্যায় কোন প্রয়োজন॥ শ্লোক মাঝে সূক্ষ্মরূপে অর্থের সঞ্চার। অপরে শুনহ বলি ভাবার্থ বিস্তার॥ ভাব বিনা কবিতার না হয় শোভন। সুন্দরী রমণী যেন বিনা আভরণ॥ অতএব যথার্থ যে ভাবের বর্ণন। কহি তাহা বেদমতে করহ শ্রবণ॥ একবার যে ভজিলা কৃষ্ণের চরণ। তাহার সমান সাধু নাহি ত্রিভুবন॥ শ্রীকৃষ্ণ পদারবিন্দ সেবনের পর। নাহি ধর্ম্ম নাহি তপ সংসার ভিতর॥ কৃষ্ণভক্ত পদধূলা স্পর্শে বসুন্ধরা। সর্ব্বদা পাপীর পাপে মুক্ত

কলেবরা ॥ বিশ্বের পবিত্রকারী হয় যেইজন। কি কাষ তপস্যা তার তীর্থ পর্য্যটন ॥ তপ করি অধিক লভিবে কোন ফল। মুক্তি আদি যত ফল তার করতল ॥ তবু যেই তপ করে উপহাস তায়। চর্ব্বিত চর্ব্বণে যেন আস্বাদ না পায় ॥ বেদ বিধি মতে হইা প্রমাণ লিখন। এই হেতু কৃষ্ণভক্তে তপস্যা বারণ ॥ প্রথম পদের অর্থ কহিলাম সার। দ্বিতীয় পদের অর্থ শুন আরবার ॥

অথ দ্বিতীয় পাদ শ্লোকস্যার্থঃ।

নারাধিতোযদি হরিস্তপসাততঃ কিং।

পয়ার। যেই জন আরাধিলা শ্রীকৃষ্ণচরণ। তপস্যায় তার আর কোন প্রয়োজন ॥ দেখহ তাহার ভাব শাস্ত্রের সম্মত। হরি আরাধনা বিনা সর্ব্বকর্ম্ম হত ॥ জপ যজ্ঞ তপ দান ব্রত অনশন। কৃষ্ণের প্রীতিতে করে কৃষ্ণেতে অর্পণ ॥ তাহা না করিয়া যদি যাচে তার ফল। কামনায় কাম যায় কাম পায় ফল ॥ কৃষ্ণেতে অভক্তি করি কর্ম্ম করে যেই। সুরাকুম্ভ সম নষ্ট কর্ম্ম হয় সেই ॥ অভক্তি হইলে কর্ম্ম সকলি অসার। অভক্ত হেরিলে হয় পাপের সঞ্চার ॥ অভক্ত স্পর্শন হেতু কাঁপে তীর্থগণ। অভক্তের ভয়ে ভূমি ভীত সর্ব্বক্ষণ ॥ দেব দ্বিজ মুনি ঋষি সাধু সদাশয়। অভক্তের ভয়ে সদা সশঙ্ক হৃদয়॥ অভক্ত যদ্যপি কভু গঙ্গাস্নানে যায়। তারে দেখি গঙ্গাদেবী তখনি পলায় ॥ আপনি জাহ্নবী যিনি ত্রিলোক তারিণী। অভক্ত হেরিলে হন অঙ্গার বাহিনী ॥ অভক্তের ত্রাণ হেতু না দেখি উপায়। যথা যায় তথা দায় দেখিলে পলায় ॥ অতএব তপ করি হইবে কি ফল। মিছে কেন পরিশ্রম করিবে বিফল ॥ দ্বিতীয় পদের এই অর্থ সুনিশ্চিত। কহিলাম যথা শক্তি তোমারে কিঞ্চিৎ ॥ এ তত্ত্ব যথার্থ অর্থ বেদার্থ বচন। তৃতীয় পদের অর্থ করহ শ্রবণ ॥

অথ তৃতীয়পাদ শ্লোকস্যার্থঃ।

অন্তর্বহির্যদিহরিস্তপসাততঃকিং।

পয়ার। অন্তরে বাহিরে হরি ভাবে যেই জন। বল তাঁর তপে আর কোন প্রয়োজন॥ দেখহ তাহার ভাব সর্ব্বশাস্ত্রে কয়। বিশ্বের আধার হরি হরি বিশ্বময়॥ সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর আর নর। রাক্ষস পিশাচ রক্ষ যক্ষ জলচর॥ যত দেখ জীব রূপে হরির বিহার। স্থাবর জঙ্গম যত বিভূতি তাঁহার॥ জল অগ্নি বায়ু আর পৃথিবী আকাশ। হরিতে উৎপত্তি হয় হরিতে বিনাশ॥ হেন হরি বাহ্যান্তরে হেরে যেই জন। সেই সে পরম জ্ঞানী জ্ঞানের ভাজন॥ জ্ঞান গুণে ভক্তি তাঁরে ভজে সর্ব্বক্ষণ। ভক্তিভাবে মুক্তি পায় থাকিতে জীবন॥ জীবনে পবিত্র সেই জগতের সার। তার পর প্রিয় নাই শ্রীহরির আর॥ ভক্ত প্রাণ ভক্ত আত্মা প্রভু পরাৎপর। ভক্তের কারণ সদা চিন্তিত অন্তর॥ ভক্ত রক্ষা হেতু হরি অস্ত্র সুদর্শন। অগ্রে তাঁর অগ্রে অগ্রে করেন ক্ষেপণ॥ তথাপি নিশ্চিন্ত নন তাহার রক্ষণে। অলক্ষে আপনি সঙ্গে রহেন গোপনে॥ নশম্ভু স্বয়ম্ভু লক্ষ্মী রাধা সরস্বতী। যে জন ভজনা করে হরি তার পতি॥ অতএব হরি বশীভূত রহে যার। বল কোন প্রয়োজন তপস্যায় তার॥ তৃতীয় পদের এই অর্থ সমাপন। চতুর্থ পদের অর্থ শুনহ এখন॥

অথ চতুর্থ পাদ শ্লোকস্যার্থঃ।

নান্তর্বহির্যদিহরিস্তপসাততঃ কিং।

পয়ার। অন্তরে বাহিরে হরি না হেরে যে জন। বল তার তপস্যার কোন প্রয়োজন। সর্ব্বশাস্ত্রে দেখ তার প্রমাণ লিখন।

হরি ভক্তি বিনা মুক্তি না হয় কথন ॥ তপ জপ যজ্ঞ হোম ব্রত অনশন। পুণ্য দান তীর্থ স্নান বৃথা পর্য্যটন ॥ এ সকল কর্ম্মে ফল হইয়া সত্বরে। শ্রীকৃষ্ণ ভকতি যার না থাকে অন্তরে॥ কৃষ্ণ ভক্তি হীন যদি হয় দ্বিজগণ। শ্বপচ অধম বেদে করয়ে বর্ণন॥ ব্রাহ্মণের কৃষ্ণসেবা সর্ব্বদা স্বধর্ম্ম। নিত্য পূজা মহোৎসব সদা এই কর্ম্ম॥ কৃষ্ণপদে মতি আর কৃষ্ণপদে নতি। অহর্নিশ করিবেক কৃষ্ণেতে ভকতি॥ শ্রীকৃষ্ণচরণোদক নৈবেদ্য তাঁহার। সভক্তি পূর্ব্বকে নিত্য করিবে আহার॥ নিবেদন বিনা দ্রব্য আহার করয়। অন্ন বিষ্ঠা পয়মূত্র সমান যে হয়॥ তার হস্তে জল যদি খায় অন্য জন। সুরাপান সম হয় বেদের বচন॥ ইহাতে বুঝহ সেই পাপী যেই মত। অধিক তাহার কথা কব আর কত॥ অতএব তপ তারে শাস্ত্রের বারণ। বাহ্যান্তরে হরি যেই না ভাবে কখন॥ বেদ মত কৃষ্ণমত শিবের সম্মত। এতত্ত্ব যথার্থ অর্থ সার তত্ত্বমত। কহিলান পদে পদে ভাবার্থ সহিত। অপর কবিতা অর্থ শুনহ কিঞ্চিৎ॥

অথ দ্বিতীয় শ্লোকস্যার্থঃ।

বিরম বিরম ব্রহ্মন্ কিংতপস্যাসুবৎস,
ব্রজব্রজদ্বিজশীঘ্রং শঙ্করং জ্ঞানসিন্ধুং।
লভলভ হরিভক্তিং বৈষ্ণবাত্তাং সুপক্কাং
ভবনিগড় নিবন্ধচ্ছেদনীং কর্ত্তৃণীঞ্চ ॥

পয়ার। কি তপস্যা কর বাছা ব্রহ্মার সন্ততি। বিরম বিরম তপ স্থির কর মতি॥ যাহ যাহ দ্বিজ শীঘ্র শঙ্কর নিকটে। হরি ভক্তি লাভ গিয়া কর অকপটে॥ ভবরূপ রজ্জুচ্ছেদী যেই হরি ভক্তি। জ্ঞানসিন্ধু শিবস্থানে লভ সেই শক্তি॥ বৈষ্ণবাত্ত

শুদ্ধমতি তুমিহ সুজন। কহি শুন দুঃখ যাহে হইবে মোচন॥ শ্লোকের সদর্থ এই নিগূঢ়ার্থ সার। তোমার ভাগ্যের সীমা নাহি দেখি আর॥ তোমারে সদয়া হয়ে দেবী নিত্যবাণী। কহিলেন অলক্ষে থাকিয়া এই বাণী॥ অতএব শুন পুত্র অতি সাবধানে। তপ ছাড়ি শীঘ্র যাহ শিব সন্নিধানে॥ দেখিয়া তোমারে শিব করিবে আদর। হরি ভক্তি লাভ তব হইবে সত্বর॥ হরি ভক্তি গুণে হবে পবিত্র জীবন। তপে আর তপোধন কি ফল এখন॥ এত যদি কহিলেন দেব পদ্মাসন। শুনি সানন্দিত চিত নারদ তখন। সনৎকুমার শুনি কিঞ্চিৎ বিমন। বিধির নিকটে কিছু করযোড়ে কন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে অদ্ভুত বচন। এক চিত্ত হয়ে সবে করহ শ্রবণ॥

অথ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক সনৎকুমারের কোট ভঞ্জন।

ত্রিপদী॥ এসব বচন শুনি, সনৎকুমার মুনি, অন্তরেতে জন্মিল সংশয়। বিধির চরণ তলে, প্রণত হইয়া বলে, বহুবিধ করিয়া বিনয়॥ শ্লোকের সদর্থ যত, করাইলে অবগত, বিশেষত বেদ বিধি মতে। আমি অতি বুদ্ধি হীন, শিশুমতি অপ্রবীণ, বুঝিতে না পারি কোন মতে॥ শ্রীহরির আরাধনা, করিয়াছে যেই জনা, তার আর তপে নাহি ফল। একথা বুঝিনু সার, আরাধনা গুণে তার, হইয়াছে সকল সফল॥ কিন্তু হরি আরাধনা, না করেছে যেই জনা, তার যদি তপ বৃথা হয়। কেমনে তরিবে ভবে, তপস্যা বিহনে তবে, না বুঝিনু ইহার নিশ্চয়॥ অধিকন্তু আর কই, তপস্যার স্থান কই, কোন জন হবে তপ ভাগি। আরাধিত নারাধিত, তপে যদি বিবর্জ্জিত, তপস্যা সৃজন কার লাগি॥ এত যদি কন মুনি, বিধাতা চিন্তিত শুনি,

কুমারের কথা চমৎকার। মীমাংসা করিতে ধীর, বুদ্ধির নাহিক স্থির, বসি বিধি ভাবেন অপার॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধি, না পাইয়া কোন বিধি, অস্থির হইয়া নিজমনে। লইয়া গণ্ডূষ জল, বসিলেন সেই স্থল, ধ্যান যোগে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণে॥ একচিত্ত এক মনে, স্মরিতে সে নারায়ণে, অপরাহ্ণ কাল হৈল গত। ভবে সে জানিয়া সার, কন বিধি পুনর্ব্বার, শ্লোকের মীমাংসা যেমত॥ আ শব্দের অর্থ হয়, সম্যগর্থ সুনিশ্চয়, ব্যাধিত সে প্রাপ্ত নিরূপণ। অতএব হরি যায়, সম্যক্ প্রকারে পায়, তপ তায় নাহি প্রয়োজন॥ আর দেখ যেই জন, সেই হরি নারায়ণ, সম্যক্ প্রকারে নাহি পায়। জাগরণে স্বপ্নে জ্ঞানে, কোন রূপে নাহি জানে, তার কায নাহি তপস্যায়॥ তবে যে যে লোকচয়, মধ্যম প্রকার হয়, অন্তরেতে জানে হরি সার। তপ জপ যোগ করি, লভিতে পারয়ে হরি, তপে অধিকার সে সবার॥ যথার্থ সিদ্ধান্ত কথা, কহিলাম শক্তি যথা, অপরে শুনহ কথা আর॥ শিশুরাম দাসে ভাষে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ আশে, পরিণাম হরিনাম সার॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদ মহাত্ম্য ও মার্কণ্ডেয় মুনির পূর্ব্ব জন্ম বৃত্তান্ত।

পয়ার। বিধি বল শুন পুত্র আশ্চর্য্য কথন। কান্যকুব্জ দেশে এক আছিল ব্রাহ্মণ॥ গ্রামযাজী মাংসভোজী পাতকীর শেষ। বৃষবায় মেগে খায় স্বদেশ বিদেশ॥ নাহি জাতি ভেদ অন্ন পাইলে ভোজন। স্বপ্নে জ্ঞানে নাহি জানে শ্রীকৃষ্ণ ভজন॥ দৈবাধীন এক দিন প্রসন্ন কপাল। সাধু সঙ্গে সঙ্গ তার হৈল ক্ষণকাল॥ দেখ রঙ্গ সাধু সঙ্গ এমতি প্রসঙ্গ। ভব পার হেতু তার ঘটিল সে সঙ্গ॥ কৃষ্ণের প্রসাদ ছিল সাধুর অঞ্চলে। বসন ছিঁড়িয়া কিছু পড়িল ভূতলে॥ ক্ষুধাতুর দ্বিজ

বড় উটস্থ হইয়া। অস্তি ব্যাঘ্রে দিয়া শীঘ্র খায় কুড়াইয়া॥ সুভদ্র নামেতে পুত্র সঙ্গেতে আছিল। সমাদরে দ্বিজ তারে কিছু খাওয়াইল॥ ব্রাহ্মণীর জন্যে কিছু যত্ন করি লয়। স্বচ্ছ অন্তরে দ্বিজ যায় নিজালয়॥ ঘরে গিয়া ক্রুত হৈয়া ব্রাহ্মণীকে দিল। ব্রাহ্মণী খাইয়া তাহা ক্ষুধা নিবারিল॥ প্রসাদ বলিয়া নাহি জানে কোন জন। ক্ষুধা নিবারিতে সবে করিল ভোজন॥ প্রসাদের ফল কভু বিফল না হয়। জীবনে পবিত্র হৈল হৈল জ্ঞানোদয়॥ কিছুকাল পরে কাল আসি ঘনাইল। কাননে ব্রাহ্মণে এক ব্যাঘ্রেতে খাইল॥ ছিল তার পত্নী সতী সাধ্বী পতিব্রতা। স্বামীর সহিতে সেহ হৈল সহমৃতা॥ হেনকালে বিষ্ণুদূত তথায় আইল। প্রসাদ ভোজন পুণ্যে বৈকুণ্ঠে লইল॥ আছিল ব্রাহ্মণ পুত্র সুভদ্র সুন্দর। জীবনে মরণে গতি লভিল সুন্দর॥ কাননে ব্রাহ্মণে যেই ব্যাঘ্রে খেয়েছিল। সেহ কাল পরিপূর্ণে সুগতি পাইল॥ অধিক কহিব কত মহিমা অপার। প্রসাদ ভোজী বিপ্রে খেয়ে ব্যাঘ্রের উদ্ধার॥ এত যদি বিধাতা কহেন সমাচার। শুনিয়া পুলকে পুনঃ কহেন কুমার॥ যে কহিলে মহাশয় কহ আরবার। প্রসাদ ভোজনে মুক্তি হৈল যে সবার॥ কোন কোন রূপে মুক্তি হৈল কোন জন। বিস্তার করিয়া বল বিশেষ বচন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে কথা সুললিত। কৃষ্ণভক্তি মুক্তি গাঁথা সবার বাঞ্ছিত॥

অথ মুক্তি বিবরণ।

পয়ার। শুনি কুমারের কথা বিধাতা তখন। ক্রমে ক্রমে বিস্তারিয়া করেন বর্ণন॥ প্রথমতঃ বিপ্রসুত সুভদ্রের কথা। জীবনে পবিত্র হৈল যেই রূপে যথা॥ বিধি কন শুন পুত্র হয়ে সাবধান। অদ্ভুত কৃষ্ণের লীলা অপূর্ব্ব আখ্যান॥ এক দিন ব্রাহ্মণের সুদিন ঘটন। বান্ধবের বিবাহেতে হৈল নিমন্ত্রণ॥

দ্বিজবর হৃষ্টতর হইয়া অন্তরে। সুভদ্র সহিত গেল বান্ধবের ঘরে ॥ বিবাহ নির্ব্বাহ পরে করিয়া ভোজন। নিজ ঘরে স-সত্বরে চলেন তখন ॥ চলিতে তপন তাপে দহে কলেবর। পথ শ্রান্তে ভ্রান্ত ক্লান্ত সুভদ্র অন্তর ॥ পিপাসায় প্রাণ যায় প্রাণ নাহি পায়। ক্ষুধায় আকুল হয়ে সুধায় পীড়ায় ॥ কত দূরে আছে গ্রাম কহ মহাশয়। কোথা পাব আহারীয় কোথা জলাশয় ॥ নিকট নিকট বলি শিশু প্রবোধিয়া। চলিলেন দ্বিজবর অধৈর্য্য হইয়া ॥ কত দূরে গিয়া দেখিলেন সরোবর। চন্দ্রভাগা নামে সেই অতি মনোহর ॥ সুশীতল জল স্থল ছায়া সমন্বিত। বৃক্ষমূল অতি স্থূল ফুলফলাবৃত ॥ শিশুবর হৃষ্টতর দেখি জল স্থল। পিতার নিকটে কহে হয়ে কুতুহল ॥ গদ গদ ভাষে ধীর কহে ধিরে ধিরে। বিশ্রাম করহ পিতা সরোবর তীরে ॥ স্নান করি ফুল ফলে পূজি নারায়ণ। প্রসাদীয় দ্রব্য কিছু করিয়া ভোজন ॥ উদর পুরিয়া জল পান করি শেষ। পথশ্রান্তি শান্তি করি পরে যাব দেশ ॥ শুনিয়া শিশুর বাণী কহে দ্বিজবর। শুন পুত্র এই স্থান অতি ভয়ঙ্কর ॥ হিংস্র জন্তু সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লূকাদি করি। দুরন্ত মহিষ মেষ মদমত্ত করী ॥ এই বনমধ্যে সব আছয়ে বিস্তর। মনুষ্যের হিংসা তারা করে নিরন্তর ॥ বিশ্রামের স্থান এই নহে কদাচন। চল পুত্র ত্বরা করি এস্থান বর্জ্জন ॥ কতদূরে আছয়ে নগর মনোহর। রম্য জল সুশীতল রম্য সরোবর ॥ তথা গিয়া স্নান পূজা করি সমাপন। নানাবিধ মিষ্টফল করিয়া ভক্ষণ ॥ জলপানে তৃপ্ত হয়ে শ্রান্তি করি শান্তি। যাইব স্বচ্ছন্দে গৃহে না রহিবে ক্লান্তি ॥ এত যদি কহে দ্বিজ ভয়াকুল চিত। শুনিয়া সুভদ্র কিছু হইলা কুপিত ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। দ্বিজবরে নীতি কহে দ্বিজের নন্দন ॥

অথ সুভদ্র নীতি কহেন।

ত্রিপদী। শুনিয়া দ্বিজের বাণী, দ্বিজপুত্র মহাজ্ঞানী, জ্ঞান হীন জানি দ্বিজবরে। কিঞ্চিৎ কুপিত মন, রক্তবর্ণ দুনয়ন, হাসিয়া কহিছে কোপভরে॥ আমি অতি অর্ব্বাচীন, তুমি পিতা সুপ্রবীণ, জ্ঞানকাণ্ড করাবে বিদিত। সর্ব্বত্রেতে এই রীত, পিতা পুত্রে দেয় নীত, মম ভাগ্যে দেখি বিপরীত॥ শিশু হয়ে বৃদ্ধ মত, তোমারে বুঝাব কত, বিবেচনা কর এ বচনে। কপালেতে আছে যাহা, কালেতে ঘটিবে তাহা, তুমি তাহা খণ্ডাবে কেমনে॥ রোগ শোক তাপ ভয়, সুখ শান্তি ক্লান্তিচয়, মৃত্যু অপমৃত্যু এ সকল। পুরাকৃত কর্ম্মভোগে, কালমতে লোকে ভোগে, অদৃষ্টের যোগে ফলে ফল॥ যে হস্তে মরণ বিধি, পূর্ব্বেতে করেছে বিধি, অবিধি কে করিবারে পারে। পুনঃ যদি সেই বিধি, ফিরাইতে চাহে বিধি, তবু তাহা ঘুচাইতে নারে। অতএব মহাশয়, কেন কর কাল ভয়, কাল ভয় কাটে যাতে কর। মরণ হইলে পরে, যমে না লইতে পারে, এ তত্ত্বেতে তত্ত্ব বক্ষ ধর॥ দেখহ ধর্ম্মের কর্ম্ম, জীবে বুঝাইতে মর্ম্ম, কর্ম্ম অনুযায়ী ফল দিল। জনন মরণ যোগ, সুখ দুঃখ আদি ভোগ, কর্ম্ম মত নিয়ম করিল॥ জনম লইলে পরে, কেহ গর্ব্ভমধ্যে মরে, কেহ মরে ভূমিষ্ঠ মাত্রত। কেহ বা যৌবনে যায়, কেহ অতি বৃদ্ধকায়, মরে লোক আয়ুঃ শেষ মত॥ অল্পজীবী বহুজীবী, কেহ হয় চিরজীবী, কল্পান্তজীবীও কোন জন। কেহ ভোগে শোক রোগ, কেহ করে সুখ ভোগ, কেহ হয় দুঃখের ভাজন॥ ধনবান্ কোনজন, কাহারো নাহিক ধন, ধন আশে ভ্রমণ কাহার॥ কেহ যায় যান ভরে, কেহ তায় স্কন্ধে করে, আগে পাছে যায় কত তার॥ কেহ কানা কেহ খোঁড়া, কারু বা অঙ্গুলী যোড়া, কেহ বোবা কেহ বা বধির। কনক বরণ কেহ, কেহ বা শ্যামল কেহ, কেহ কালো জিনিয়া তিমির॥ কেহ অতি দীর্ঘতর, কেহ খর্ব্ব মূর্ত্তিধর, কোন

জন স্বাভাবিক বটে। কোনজন বুদ্ধিমান্, কোনজন সুবিদ্বান্, বুদ্ধি বিদ্যা নাহি কারু ঘটে॥ কেহ দেবযোনি ধর, কেহবা অসুর, নর, পশু কীট আদি করি যত। সকলে কর্ম্মের বশ, কর্ম্ম গুণে যশাযশঃ, কর্ম্মফল ভোগে অবিরত॥ অতএব পিতা শুন, হয়ে অতি সুনিপুণ, ভোগের বাসনা দূর কর। এই কর অভিলাষ, যাতে কাটে কর্ম্ম ফাঁস, সেই বর্ত্ম তত্ত্ব করি ধর॥ কহি শুন সার কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম, একেবারে কর পরিহার। শ্রীহরি চরণে মনঃ, যত্নে করি সমর্পণ, শরণ লইয়া থাক তাঁর॥ হইলে হরির দাস, ঘুচিবে কর্ম্মের ফাঁস, এড়াইবে সকল দুর্গতি। হরি ধ্যান হরি জ্ঞান, হরি ধন হরি প্রাণ, হরি বিনা নাহি কোন গতি॥ শুন শুন মহাশয়, ত্যজিয়ে অনিত্য ভয়, স্নান করি এই নদীজলে। স্নানে দেহ শুদ্ধি হয়ে, নানাবিধ পুষ্প লয়ে, পূজ হরি চরণ কমলে॥ অপূর্ব্ব নদীর জল, উত্তম রসাল ফল, শ্রীহরিকে করি নিবেদন। প্রসাদ ভক্ষণ করে, ধীরে ধীরে চল ঘরে, রাখ পিতা আমার বচন॥ শুনিয়া শিশুর বোল, ভাবে দ্বিজ উতরোল, অন্তরে উদয় হৈল জ্ঞান। শিশুরে কোলেতে নিয়া, মুখে শত চুম্ব দিয়া, ঘন ঘন লয় শির ঘ্রাণ॥ তবে অতি হৃষ্টান্তরে, দ্বিজ সেই সরোবরে, স্নান হেতু নামিলেন জলে। শিশুরাম দাসে ভণে, শিশুবর হৃষ্ট মনে, ফুল ফল হেতু বনে চলে॥

অথ দ্বিজশিশুর পুষ্পচয়নে বনে প্রবেশ।

পয়ার। হরি হরি ধ্বনি শিশু করিয়া বদনে। প্রথমে প্রবেশ কৈলা কুসুমের বনে॥ দেখিয়া কানন শোভা হৃদয় প্রফুল্ল। বাছিয়া বাছিয়া তুলে কুসুম প্রফুল্ল॥ মল্লিকা মালতী বক যূথী কেয়াপাতি। কামিনী কাঞ্চন চাঁপা গন্ধরাজ জাতী॥ করবীর প্রফুল্লিত গুলঞ্চ কাঞ্চন। সেফালিকা মধুমতি মাধবী রঙ্গণ॥ রানকলি কৃষ্ণকলি পিউলী পারুল। রঙ্গ ধাতি সূর্য্যমুখী সুগন্ধি বকুল॥ চন্দ্র-

মুখী তরুলতা আর পদ্মস্থল। তুলিল প্রশস্ত দেখি তুলসীর দল॥ এই রূপ বহু ফুল করিয়া চয়ন। তার পরে করে তথা ফল অন্বেষণ॥ দেখিয়া সুপক্ব ফল অতি উপাদেয়। তুলিতে যাইল শিশু আনন্দ হৃদয়॥ আমলকী হরীতকী আর নানা ফল। সুমিষ্ট খাজুর আর দাড়িম্ব শ্রীফল॥ আম জাম জম্বির করঞ্জা মনোহর। সুপক্ব দেখিয়া তাহা তুলিল বিস্তর॥ ভোজন কারণ পঞ্চ পাত্র পরে নিল। সমস্ত একত্র করি মস্তকে করিল॥ হেনকালে দেখে তথা রম্য সরোবরে। শত শত শতদল ফুটিয়াছে থরে॥ জলেতে নামিয়া কিছু তুলিয়া লইল। পিতার নিকটে তবে ত্বরিতে চলিল॥ চলিতে না পারে শিশু ক্ষুধার্ত্ত অন্তরে। পিতৃ ধর্ম্ম ভয়ে কিছু আহার না করে॥ ক্ষণেক মস্তকে রাখে ক্ষণে কক্ষতলে। ক্ষণে ক্ষণে নামাইয়া রাখে ভূমিতলে॥ এই রূপে দ্বিজসুত করিছে গমন। হেনকালে দেখে এক শার্দ্দূল ভবন॥ ভয়ানক স্থান সেই অতি ঘোর বন। নাহি চলে সেই স্থলে রবির কিরণ॥ দিবসেতে জ্ঞান হয় অন্ধকার নিশি। চারিদিকে রক্ত মাংস দেখে লাগে দিশি॥ তার মধ্যে এক ব্যাঘ্র দেখিতে দুর্জ্জয়। প্রচণ্ড বিষম মূর্ত্তি অতি ঘোরোদয়॥ লোল জিহ্বা লক লক ভীষণ দশন। মস্তক উপরে জটা ঘোর দরশন॥ শ্বেত রক্ত নীল পীত ছিটে ফোটা গায়। গজারি গমনে ঘন ইতস্তত ধায়॥ তার সে চাহনি হলে চক্ষের গোচর। আছুক অন্যের কায ডরে পায় ডর॥ দন্ত কটমট করে ঘোর শব্দ হয়। সে শব্দ শুনিলে দেহে প্রাণ নাহি রয়॥ বদন বিকট করি করে আস্ফালন। দেখি ভয়ে দ্বিজ শিশু হইল বিমন॥ শিহরিল কলেবর কাঁপে থর থর। ওষ্ঠ তালু শুষ্ক কণ্ঠ হইল সত্বর॥ ভয় পেয়ে পিতা বলি ডাকে বারে বারে॥ দেখিতে না পায় তথা আপন পিতারে॥ বলে পিতা না শুনিয়া তোমার বচন। দারুণ শার্দ্দূল হাতে হারাই জীবন॥ কোথা রৈলে দীননাথ শ্রীমধুসূদন। তব নাম স্মরি আমি, আসিয়াছি বন॥ এক্ষণে শার্দ্দূল হাতে যদি প্রাণে মরি

কলঙ্ক রহিবে তব নামেতে শ্রীহরি ॥ আমি মরি তাহে প্রভু নাহি করি ভয়। অকলঙ্ক নামেতে কলঙ্ক পাছে হয় ॥ রক্ষা কর রমানাথ রাজীবলোচন। দীনবন্ধু দীননাথ দারিদ্র ভঞ্জন॥ হরি নরহরি রামকৃষ্ণ দামোদর। বিষ্ণু হৃষীকেশ আর মুকুন্দ সুন্দর ॥ শ্রীমধুসূদন আর মাধব আদি করে। দশ নাম জপে শিশু সভীত অন্তরে ॥ জপিতে জপিতে শিশু গিয়া সরোবরে। শিরে হতে ফুল জল নামাইয়া পরে ॥ শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ বলি করে নিবেদন। ধ্যানেতে বসিল তথা মুদিয়া নয়ন ॥ এথা ব্যাঘ্র ঘোর দন্তে যেমন চলিল। অকস্মাৎ শক্তিহীন তখনি হইল ॥ দ্বিজসুতে দুষ্ট পশু করে দরশন। অতি ঘোরতর মূর্ত্তি দ্বিতীয় শমন ॥ ইহা দেখি দুষ্টকায় ভীত হয়ে মনে। ফিরিয়া চলিল তবে আপন ভবনে ॥ শার্দ্দূল ফিরিল নাহি জানে শিশুবর। এক ভাবে মনে ভাবে দেব দামোদর ॥ বিধি কন নারায়ণ জানিলেন মনে। ভয়ে ভীত হয়ে শিশু ধ্যান করে বনে ॥ ভকতবৎসল প্রভু দয়া উপজিল। শিশুর হৃদয়ে আসি আশু দেখা দিল॥ হৃদয় মন্দিরে পেয়ে রূপাতীত রূপ। এক চিত্ত হয়ে শিশু ভাবে সেই রূপ ॥ হেরে অপরূপ রূপ সহৃষ্ট অন্তরে। মানসেতে মাধবেরে নানা স্তুতি করে॥ সংস্কৃত ভাষা সেই সুচ্ছন্দ সকল। সকলের হিত হেতু লিখি অবিকল ॥ হৃদয়ে যে রূপ শিশু দেখিলা তখনে। অগ্রে লিখি সেই রূপ অতি সযতনে॥ পশ্চাতেতে স্তুতি বাক্য সুন্দর কথন। বিজ্ঞগণে এক মনে করহ শ্রবণ ॥

অথ দ্বিজসুত হৃদপদ্মে শ্রীকৃষ্ণ রূপ দর্শন
ও স্তব করেন।

যথা।

দদর্শ দ্বিভুজং কৃষ্ণং পীতকৌষেয় বাসসং।
সস্মিতং সুন্দরং রম্যং নবীন জলদপ্রভং।

কোটি কন্দর্প সৌন্দর্য্যং লীলাধাম মনোহরং।
কোটি পার্ব্বণ পূর্ণেন্দু প্রভামিষ্টঞ্চ সুন্দরং।
সুখদৃশ্য স্বরূপঞ্চ ভক্তানুগ্রহকারকং।
চন্দনেক্ষিত সর্ব্বাঙ্গং রত্ন ভূষণভূষিতং।
প্রফুল্ল পদ্মনয়নং রাধা বক্ষঃ স্থল স্থিতং।
মালতীমালসংবদ্ধ চূড়া চারু সুশোভনং।
ধৃতবন্তং রত্নপদ্মং দক্ষিণেচ করেণচ।
বামেন মণি নির্ম্মাণ দীপ্তঞ্চ দর্পণ মুত্তমং।
রত্নকুণ্ডল যুগ্মেন গণ্ড স্থল বিরাজিতং।
কৌস্তুভেন মণীন্দ্রেণ চারু বক্ষঃস্থলোজ্বলং।
মুক্তারাজিবিনিন্দৈক দন্তরাজি বিরাজিতং।
আজানুলম্বিতামালা বনমালা বিভূষিতং।
বেদানন্ত্যসরস্বত্যা স্তুতং বক্ষেশ বন্দিতং।
পদ্মীপদ্মালয়া মায়া সংসেবিত পদাম্বুজং।
পরিপূর্ণতমং ব্রহ্ম পরমাত্মানমীশ্বরং।
নির্লিপ্তং সাক্ষিরূপঞ্চ ভগবন্তং সনাতনং।
সর্ব্বেশং সর্ব্ব রূপঞ্চ সর্ব্ব কারণ কারণং।
পুরুষং পরমাদ্যেকং পরেশং প্রকৃতেঃ পরং॥

অস্যার্থঃ।

পয়ার। "দেখেন দ্বিভুজ কৃষ্ণ পরা পীতবাস। সস্মিত সুন্দর রম্য বদন প্রকাশ"॥ নবীন নীরদ নিন্দি শরীরের শোভা। কোটি পূর্ণচন্দ্র জিনি প্রভা মনোলোভা॥ রূপেতে কন্দর্প দর্প করিয়াছে জয়। পরম সুন্দর রূপ রূপের আলয়॥ সুখ দৃশ্য স্বরূপ সুন্দর মনোহর। ভক্ত অনুগ্রহকারী প্রভু পরাৎপর॥ প্রফুল্ল পঙ্কজ জিনি

যুগল নয়ন। চন্দনে চর্চ্চিত অঙ্গ রত্ন বিভূষণ॥ মালতী মালাতে বদ্ধ চূড়া সমুজ্জ্বল। দক্ষিণ করেতে শোভে সুরত্ন কমল॥ বাম করে মণিময় দর্পণ ধারণ। সুরত্ন কুণ্ডলে গণ্ডস্থল সুশোভন॥ কৌস্তুভ মণিতে আলো করে বক্ষঃস্থল। মুক্তারাজি বিনিন্দিয়া দন্ত সমুজ্জ্বল॥ আজানুলম্বিতা বনমালা বিভূষিত। পরম দেবতা শিব বিধির বন্দিত॥ কমলা সেবিত যুগ্ম কমল চরণ। সর্ব্বেশ্বর সর্ব্ব রূপ সকল কারণ॥ কারণের কারণ স্বরূপ সনাতন। নির্লিপ্ত নিরীহ সাক্ষী রূপ নিরঞ্জন॥ বেদানন্ত্যে সরস্বত্যাদির স্তুতি পর। পরিপূর্ণতম ব্রহ্ম পরম ঈশ্বর॥ প্রকৃতির পর প্রভু পুরুষ রতন। পরমাত্মা পরাৎপর বিভু সনাতন॥ হেন রূপ হেরি শিশু করয়ে স্তবন। শিশুরাম দাস ভাষে শুন সর্ব্বজন।

যথা শ্লোকঃ।

হেনাথ দর্শনং দেহি মাং ভক্তং শরণং গতং।
শ্রীদশ্রীশশ্রীবিনাস শ্রীনিধে শ্রীনিকেতন।
শ্রিয়া সেবিত পাদাব্জং শ্রীসমুৎপত্তিকারণং।
বেদা নির্ব্বচনীয়েশ নিরীহং নির্গুণাধিপঃ।
সর্ব্বাদ্যং সর্ব্বনিলয়ং সর্ব্ববীজং সনাতনং।
শান্তং স্বরস্বতীকান্তং নিতান্তং সর্ব্ব কর্ম্মসু।
সর্ব্বাধারং নিরাধারং কামপূরং পরাৎপরং।
ইত্যেব মুক্ত্বা সশিশু রুরোদচ পুনঃ পুনঃ॥
ইতি বিপ্রকৃতং স্তোত্রং ত্রিসন্ধ্যং যঃ পঠেন্নরঃ।
মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্যো বিষ্ণুলোকং সগচ্ছতি॥

অস্যার্থঃ।

ত্রিপদী। আমি ভক্ত অনুগত, তব পদে অবনত, আসি নাথ দেহ দরশন। শ্রীদ শ্রীশ শ্রীনিবাস, তুমি সকলে বাস, আমি দাস

করহে রক্ষণ॥ শ্রীনিধি শ্রীনিকেতন, শ্রীসমুৎপত্তি কারণ, শ্রীপদ শ্রীসেবনীয় তব। নির্গুণ সগুণময়, সর্ব্ব বীজ সর্ব্বাশ্রয়, তব পদে সর্ব্ব সমুদ্ভব॥ সর্ব্বাধার সর্ব্ব আদ্য, সকলের প্রতিপাদ্য, সর্ব্বময় বিভু সনাতন। নিরাধার নির্ব্বিকার, তুমি সকলের সার, নিরীহ নির্লেপ নিরঞ্জন॥ তব গুণ বর্ণিবারে, বেদাদিতে নাহি পারে, শান্ত মূর্ত্তি সরস্বতী পতি। বাঞ্ছা কল্পতরু নাম, পূর্ণ কর মনস্কাম, তোমা বিনা নাহি মম গতি॥ এইরূপে স্তুতি করি, হৃদয়ে ভাবয়ে হরি, মুখে বলে রক্ষ নারায়ণ। অধিকন্তু সেই স্থানে, ভয়ে ভীত হয়ে প্রাণে, পুনঃ পুনঃ করয়ে রোদন॥ বিপ্র কৃত এই স্তব, করি ভক্তি সমুদ্ভব, ত্রিসন্ধ্যা যে করয়ে পঠন। নাশি সর্ব্ব পরিতাপে, মুক্ত হয়ে সর্ব্ব পাপে, অন্তে করে বৈকুণ্ঠে গমন।

পয়ার। এইরূপে দ্বিজ শিশু করিয়া স্তবন। নয়ন মুদিয়া রূপ করে দরশন॥ বিধি কন শুন পুত্র তদন্ত বচন। শিশুরে সদয় হৈলা শ্রীমধুসূদন॥ দেখহ ধর্ম্মের কর্ম্ম প্রভুর ইচ্ছায়। ধর্ম্মসুত অকস্মাৎ আইল তথায়॥ নারায়ণ ঋষি নাম অংশ নারায়ণ॥ তপোবলে তেজঃপুঞ্জ দ্বিতীয় তপন॥ আসিয়া দেখেন এক ব্রাহ্মণ নন্দন। ভয়ে ভীত হয়ে হৃদে ভাবে নারায়ণ॥ দেখিয়া শিশুর ভাব দয়া উপজিল। ধীরে ধীরে তপোধন নিকটে চলিল॥ হেনকালে দ্বিজ-সুতে ধ্যান ভঙ্গ হয়। সম্মুখে দেখয়ে ঋষি মহা তেজোময়॥ দেখি ঋষি সুখে ভাসি সে শিশু তখন। অষ্টাঙ্গে প্রণাম করি করয়ে স্তবন॥ স্তবে তুষ্ট ঋষিরাজ অধিক হইয়া। আশীর্ব্বাদ কৈলা তারে শিরে হস্ত দিয়া॥ মধুর বচনে কন শুন শিশুবর। ভয় তেয়াগিয়া বাছা উঠি লহ বর॥ তুষ্ট হইয়াছি আমি ভাবেতে তোমার। তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার॥ সকল সম্পদ দিতে হই শক্তিধর। যেই বাঞ্ছা হয় মনে লহ সেই বর॥ এত যদি মহামতি বলেন বচন। করযোড়ে দ্বিজসুত করে নিবেদন॥ যদি প্রভু দেহ বর হইয়া সদয়। কৃষ্ণ পাদপদ্মে মতি সদা যেন রয়॥ কৃষ্ণেতে ভকতি

আর কৃষ্ণের সেবন। ইহা ভিন্ন অন্য বরে নাহি প্রয়োজন॥ অজর অমর হরি চরণের দাস। সেই দাস্য দেহ প্রভু এই অভিলাষ॥ আর কোন বরে প্রভু নাহি প্রয়োজন। কামার্থী নহি যে আমি শুন তপোধন॥ শুনিয়া তাহার কথা কন ঋষিবর। শ্রীকৃষ্ণে ভকত হৈলে কি কার্য্য অপর॥ অনিমাদ্বি করি সিদ্ধি বত্রিশ প্রকার। সর্ব্বদা শোভিত করতলেতে তাহার॥ উঠ বাছা কৃষ্ণমন্ত্র করহ গ্রহণ। যাহাতে হইবে সর্ব্ব পাপের মোচন॥ শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্র কল্পবৃক্ষ সম হয়। ভক্তি দাস্য দিয়া করে কর্ম্মমূল ক্ষয়॥ অতএব শীঘ্র শিশু আইস মম স্থানে। এতবলি কৃষ্ণমন্ত্র দেন তার কাণে॥ তদন্তে কবচ দান করিলেন তায়। যাহার মহিমা সীমা বেদে নাহি পায়॥ তার পরে কন তারে ধর্ম্মের কুমার। শুন শুন দ্বিজসুত কহি সারোদ্ধার॥ হরি দাস্য হরিভক্তি গোলোকেতে বাস। যাহা তুমি করিয়াছ মনে অভিলাষ॥ দুই জন্মে দুই কর্ম্ম হইবে তোমার। তদন্তে পাইবা তাহা বরেতে আমার॥ এক্ষণেতে হও তুমি রাজা রাজ্যেশ্বর॥ রাজ্য ভোগ কর ত্রিংশ সহস্র বৎসর॥ অতুল ঐশ্বর্য্য হবে বাড়িবেক মান। ধন ধান্য ধরা ধন্য হবা পুত্রবান॥ বিবিধ প্রকারে বহু সুখ ভোগান্তরে। কালের নিয়মে কাল হইবেক পরে॥ তার পর মৃকণ্ডুর পত্নীর গর্ব্ভেতে। জন্মিয়া লভিবে নাম মার্কণ্ডেয় তাতে॥ সেই জন্মে সপ্ত কল্প পরমায়ু পাবে। পাইলে কবচ যেই ইহার প্রভাবে॥ জন্মে জন্মে এ কবচ রবে তব গলে। জীবন্মুক্ত হবে তুমি কবচের বলে॥ সর্ব্ব লোক গতাগতি শকতি হইবে॥ তোমার অসাধ্য কর্ম্ম কিছু না রহিবে॥ মুনি দেহে সপ্ত কল্প করিয়া যাপন। পরেতে পাইবে সেই শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ এত বলি ধর্ম্মসুত অন্তর্দ্ধান হন। মন্ত্র পেয়ে দ্বিজ-সুত হৈল হৃষ্টমন॥ পুনরপি সেই স্থলে করি যোগাসন। ধ্যানে বসি এক ভাবে জপে নারায়ণ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সর্ব্বজন। মার্কণ্ড মুনির এই পূর্ব্ব বিবরণ॥

অথ দ্বিজবর পুত্র না পাইয়া রোদন করেন।

ত্রিপদী। হেথা সরোবর জলে, স্নান করি কুতুহলে, শিশুর জনক মহাশয়। সন্ধ্যা পূজা সমাপিয়া, ত্বরায় তীরে উঠিয়া, নাহি দেখে আপন তনয়॥ বলে বাছা না শুনিলে, বন মাঝে প্রবেশিলে, না জানি কি কপালে লিখন। ইহা বলি তদন্তর, করি অতি উচ্চৈঃস্বর, শিশুরে ডাকেন ঘনে ঘন॥ উত্তর না পেয়ে তার, করে বহু আবিস্কার, ভাবে পুত্র হয়েছে বিনাশ। এত ভাবি দ্বিজবর, শোকে হয়ে সকাতর, সঘনেতে ছাড়য়ে নিশ্বাস॥ নয়ন ভাসিল জলে, আর পদ নাহি চলে, মূর্চ্ছা হয়ে পড়য়ে ভূতলে। স্মরিয়া পুত্রের মুখ, অধিক উথলে দুঃখ, গুণ স্মরি খেদ করি বলে॥ আরে পুত্র গুণধাম, সার করি হরিনাম, পরিণাম ভয় তেয়াগিলে। পুত্র হয়ে পিতা মত, আমাকে বুঝালে কত, শেষে হত কাননে হইলে॥ এই যে কহিলে হরি, বিপদেতে রক্ষা করি, বিপত্ত্যভঞ্জন নাম হয়। যে তাঁরে স্মরণ করে, মৃত্যু ভয় তার হরে, সিংহ ব্যাঘ্রে তাহার কি ভয়॥ হেন হরি নাম স্মরি, কাননে প্রবেশ করি, কেন পুত্র হইলে নিধন। বুঝিলাম সার বাণী, আমার তনয় জানি, রক্ষা না করিলা নারায়ণ॥ আমি অতি পাপ মতি, কৃষ্ণ পদে নাহি রতি, সেই হেতু এত তাপ পাই। তোমা হেন রত্নধনে, হারায়ে গহন বনে, কোন প্রাণে ফিরে ঘরে যাই॥ তোমার জননী যেই; তোমার কারণে সেই, বৎস হারা গাভীর সমান। আছে পথ নিরক্ষিয়া, আমি গিয়া কি বলিয়া, দাঁড়াইব তার বিদ্যমান॥ সুধাইবে কথা তোর, বুলিবে সুভদ্র মোর, কোথা রাখি একা এলে ঘরে। আমি তারে কি কহিব, কি বলিয়া বুঝাইব, ভেবে কিছু না পাই অন্তরে॥ যদি বলি তার স্থানে, সুভদ্র মরিল প্রাণে, সেহ প্রাণ ত্যজিবে তখনি। ওরে বাছা আয় ফিরে, ঘরে যাই ধীরে ধীরে, চেয়ে আছে তোমার জননী॥ তুমিরে সর্ব্বস্ব ধন, ম বাপের প্রাণ ধন, তোমা বিনা কেবা আছে আর। তোমারে ছাড়িয়

গিয়া, কেমনে বান্ধিব হিয়া, কিসে রবে জীবন দোঁহার॥ এইরূপে দ্বিজবর, খেদ করি বহুতর, কান্দি কান্দি ভ্রমি ঠাঁই ঠাঁই। দরি গিরি তপাসিয়া, দেখা তার না পাইয়া, নিতান্ত ভাবিল পুত্র নাই।। তবে হয়ে অনুপায়, গৃহেতে যাইতে চায়, কিন্তু পথে পদ নাহি চলে। ধারা বহে দুনয়নে, উঠে বৈসে ক্ষণে ক্ষণে, ক্ষণে ক্ষণে পড়ে ভূমি-তলে॥ হেন মতে ক্ষিপ্ত প্রায়, গৃহ অভিমুখে যায়, বহু দিনে উত্তরিল বাসে। পূর্ব্বাপর যত কথা, সুভদ্রে হারায় যথা, কহে দ্বিজ ব্রাহ্মণীর পাশে॥ ব্রাহ্মণী শুনিয়া বাণী, কপালে কঙ্কণ হানি, উচ্চৈঃস্বরে করে হাহাকার। এলাইল কেশপাশ, খসিল কটির বাস, ভূমে পড়ে সম শবাকার॥ ক্ষণে স্তব্ধ রহে পড়ি, ক্ষণে দেয় গাড়-গড়ি, ক্ষণে করে রোদন বিস্তর। স্পন্দহীন ক্ষণে রহে, ক্ষণে কত কথা কহে, আঁখি ঝরে শ্রাবণের ধার॥ এইরূপে সাত দিন, কান্দি রামা তনুক্ষীণ, হেনকালে নিদ্রা অধিষ্ঠান। দৈব হৈল বলবান, দুঃখ হৈল অবসান, স্বপ্নযোগে দেখে দীপ্তমান॥ পুত্র নাহি মরিয়াছে, স্বচ্ছন্দেতে সুখে আছে, তপস্যা করিছে বসি বনে। দেখি রামা সুস্ব-পন, হয়ে হরষিত মন, উঠি ত্বরা বলিল ব্রাহ্মণে॥ ব্রাহ্মণ শুনিয়া তবে, ডাকি নিজ বন্ধু সবে, একত্র হইয়া সর্ব্বজনে। ঢাল খাঁড়া শূল শার্ঙ্গ, তীর তরোয়ার টাঙ্গি, লয়ে চলে পুত্র অন্বেষণে॥ বিপ্র বিপ্রা দুই জনে, প্রথমে প্রবেশে বনে, পাছে পাছে যায় বন্ধুগণে। বন বন্ধ পরিক্রমে, প্রবেশিয়া ক্রমে২, তত্ত্ব করে বিপ্রের নন্দনে॥ করি বহু অন্বেষণ, ভ্রমিয়া অনেক বন, উপনীত সরোবর জলে। দেখয়ে তাহার কূলে, সুন্দর বটের মূলে, বসি শিশু আছে কুতুহলে॥ কিবা রূপ মনোলোভা, জিনি শত সূর্য্যশোভা, প্রভা হয় শরীরে তাহার। কেহ নাহি তার কাছে, নয়ন মুদিয়া আছে, দেখি সবে ভাবে চমৎকার॥ বিপ্রা বিপ্র দুই জন, ধেয়ে গিয়া ততক্ষণ, পুত্র ধনে কোলে তুলি নিল। মুখে শত চুম্ব দিয়া, শিরের আঘ্রাণ নিয়া, সুখ জলে উভয়ে ভাসিল॥ পিতা মাতা হেরে শিশু, ঘুচিল হৃদের

ইবু, পূর্ব্বাপর কহে কথা সব। শুনিয়া শিশুর বোল, ভাবে হয়ে উতরোল, আনন্দেতে করয়ে উৎসব ॥ তবে সবে এক হয়ে, বন্ধুগণে সঙ্গে লয়ে, উত্তরিল আপন ভবন। ঘরে গিয়া সর্ব্বজন, করে হরি সংকীর্ত্তন, কত কব তাহার কথন ॥ হেন মতে কিছু কাল, দ্বিজবর কাটে কাল, পরে শুন অদ্ভুত ঘটন। শিশুরাম দাসে বলে, শ্রীহরি চরণ তলে, অহরহ রহ মম মন ॥

অথ দ্বিজপুত্রের রাজকন্যা ও রাজ্যপ্রাপ্ত।

লঘু-ত্রিপদী। এইরূপে দ্বিজ, লয়ে পুত্র নিজ, কিছু দিন বাসে রয়। দেখ চমৎকার, দ্বিজের কুমার, ক্রমে ক্রমে সুখী হয় ॥ শরী-রের রূপ, হইল যেরূপ, সেরূপ বর্ণন ভার। যার সমতুল, ভুবনে অতুল, তুলনা কি দিব তার ॥ রূপ গুণ তার, ঘোষে বারম্বার, স্বদেশী বিদেশী জনে। শুনিয়া অমনি, যতেক রমণী, দেখিতে বাঞ্ছয়ে মনে ॥ জল ছল করি, অনেক সুন্দরী, প্রত্যহ সে পথে যায়। দেখিলে তাহারে, চলিতে না পারে, ঘরে আসা ঘটে দায় ॥ হেরিয়া বরণ, যুবতীর মন, মদনে মোহিত করে। চকিতে চাহিতে, আঁখি পালটিতে, চমকে চেতন হরে ॥ কুল লাজ ভয়, ভাবিয়া হৃদয়, কত ক্লেশে ঘরে যায়। গিয়া নিজ ঘরে, অধৈর্য্য অন্তরে, সতত বাখানে তায় ॥ দৈবে এক ধনী, ব্রাহ্মণ ঘরণী, রাজার বাটীতে গিয়া। রাজকন্যা যথা, প্রবেশিয়া তথা, কহে কথা বিশেষিয়া ॥ শুনি রাজসুতা, হয়ে প্রেমযুতা, নিজ সখী পাঠাইল। আসি সহচরী, হেরি ত্বরা করি, পুনঃ গিয়া নিবেদিল ॥ শুনি সখী মুখে, ভাসি' মহা সুখে, বিবাহ বাসনা করি। রাজার দুহিতে, মায়েরে কহিতে, পাঠাইল সহচরী ॥ সখী অকপটে, রাণীর নিকটে, কহিল সকল বাণী। সে কথা শুনিয়া, সানন্দা হইয়া, রাজারে কহিল রাণী ॥ শুনি নৃপবর, আনন্দ অন্তর, বার দিয়া রাজপাটে। সম্বন্ধ করিতে, দ্বিজের বাটীতে, পাঠাইল রাজভাটে ॥ রাজভাট গিয়া,

দ্বিজেরে কহিয়া, সম্বন্ধ করিলা স্থির। দিন শুভক্ষণ, লগ্ন নিরূপণ, করয়ে গণক ধীর॥ তবে মহারাজ, পাঠান সুসাজ, বরসাজ বহু মত। আগত সম্মান, হয় হাতি যান, প্রভৃতি অনেক শত॥ নানা বাদ্য ভাণ্ড, আর কত কাণ্ড, নর্ত্তকী নর্ত্তকগণ। বাজি বহুতর, সুদৃশ্য সুন্দর, অগ্নিময় দরশন॥ এরূপে বিস্তর, পাঠায়ে বিস্তর, নৃপবর পুণ্যবান। পুরোহিতে লয়ে, অগ্রসরি হয়ে, বরেরে আনিতে যান॥ তবে কতক্ষণে, নানা বিহরণে, বরে আনি নিজ বাসে। কন্যা কৈলা দান, নৃপ মতিমান, সকলে আনন্দে ভাসে॥ যেমন সুন্দর, দ্বিজপুত্র বর, রাজকন্যা তার সমা। হইল মিলন, বিধুতে যেমন, বিধু জায়া নিরুপমা॥ দেখি কন্যাগণ, হরষিত মন, লইয়া আপন স্থানে। বিধি অনুসারি, স্ত্রী আচার সারি, পুনশ্চ বাহিরে আনে॥ পরে পুরোহিত, বেদের বিহিত, মন্ত্র পড়ি বিভা দিল। নারীগণ যত, হয়ে এক মত, বর কন্যা ঘরে নিল॥ বাসর সাজায়ে, কামেরে জাগায়ে, কামিনীরা কাটে নিশি। বিবিধ কৌতুকে, অশেষ যৌতুকে, প্রকাশ পাইল দিশি॥ প্রভাত দেখিয়া, অনেকে আসিয়া, বাসি বিভা সমাপিল। পরে নর রায়, বিবাহবিধায়, অনেকে অনেক দিল॥ মনোবাঞ্ছা মত, সকলে সম্মত, করিয়া নরেন্দ্র রায়। পাঠাইতে বর, হয়ে ত্বরাপর, দান দেয় বহু তায়॥ রত্ন আভরণ, দাস দাসীগণ, অগণন দানান্তরে। করিয়া বিভাগ, রাজ্য অর্দ্ধভাগ, দান দেন রাজা পরে। জামাতারে নিয়া, রাজটীকা দিয়া, নগরে ঘোষণা দিল॥ যত নগরীয়া, সকলে আসিয়া, কর দিয়া প্রণমিল॥ রাজা হৈল বর, কন্যা তদন্তর, রাণী হয়ে বৈসে বামে। তবে দ্বিজবর, লয়ে কন্যা বর, চলিলা আপন ধামে॥ দ্বিজ নিজ হিতে, রাজার সহিতে, অনেক বিনয় করে। রাজা নত হয়ে, দ্বিজে প্রণমিয়ে, আলিঙ্গন করে পরে॥ বৈবাহিক দ্বয়, উভয়ে প্রণয়, সম্ভাষ অনেক মত। হৈল যেই রীত, ভাব অবর্ণিত, বর্ণনা করিব কত॥ হইয়া

বিদায়, কন্যা বর যায়, উভয়ে আপন বাসে। ব্যাস বিরচন, বিবাহ বর্ণন, শিশু আশু ভাষা ভাষে॥

পয়ার। বিবাহ নির্ব্বাহ করি গৃহেতে আসিয়া। আপনার বন্ধুগণে আনে নিমন্ত্রিয়া॥ বহুবিধ ভক্ষ্য ভোজ্য করি আয়োজন। বধূভাত উপলক্ষে করান ভোজন॥ প্রাপ্ত রাজ্য অভিষেক সুভদ্র আপনি। পাটরাণী রাজকন্যা বিদ্যুত বরণী॥ দেখিয়া দেশস্থ লোক ধন্য ধন্য করে। সুভদ্র নামেতে রাজা হইল নগরে॥ রাম রাজা সম রাজ্য পালে মহামতি। প্রজাগণে দেখে সব আপন সন্ততি॥ রাজনীতে রাজকন্যা লইয়া বিহার। ক্রমেতে জন্মিল তার শতেক কুমার॥ পুত্র কন্যা পিতা মাতা সহ সুখান্তরে। ত্রিংশত সহস্র বর্ষ রাজ্য ভোগ করে। সুভদ্র জনক যিনি ইষ্টকর্ম্মে রত। নিত্য পূজা মহোৎসব হোমাদি নিয়ত॥ আপন হস্তেতে পুষ্প তুলসী চয়ন। নিয়মানুসারে দ্বিজ পূজে নারায়ণ॥ এইরূপে কাটে কাল সেই সে ব্রাহ্মণ। কত দিনে হৈল আসি কালের ঘটন॥ রজনীর অবশেষে প্রভাত সময়ে। পুষ্প হেতু চলে দ্বিজ সাজি ডালা লয়ে॥ ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিল ফুল বনে। ঘটিল অদ্ভুত কর্ম্ম দৈবের ঘটনে॥ অকস্মাৎ তথা এক শার্দ্দূল আইল। ব্রাহ্মণে দেখিয়া বড় সন্তোষ হইল॥ শার্দ্দূলে না দেখে বিপ্র পুষ্পহেতু মন। লম্ফ দিয়া ব্যাঘ্র বিপ্রে ধরিল তখন॥ গলদেশে দংশাইয়া বধিল জীবন। নখাঘাতে অঙ্গ সব করিল খণ্ডন॥ রক্ত মাংস যত কিছু ভক্ষণ করিল। মুণ্ড আর অস্থি তথা পড়িয়া রহিল॥ দেখহ দৈবের গতি বুঝিতে দুষ্কর। বিপ্র মাংস খেয়ে ব্যাঘ্র ব্যাকুল অন্তর॥ উদর হইল স্ফিত নিশ্বাস না বয়। ক্রমে ক্রমে নবদ্বার রুদ্ধ তার হয়॥ উর্দ্ধেতে উঠিল চক্ষু হরিল চেতন। এইরূপে সেই ব্যাঘ্র হইল নিধন॥ হেনকালে যমদূত উপনীত হয়। দোঁহাকার প্রাণ লয়ে চলে যমালয়॥ তাহা দেখি বিষ্ণুদূত রোষযুক্ত মন। যম দূতে প্রহার করিল অনুক্ষণ॥ অবিলম্বে দুই জনে ছাড়াইয়া নিল।

বিষ্ণুরথে করি দোঁহে বৈকুণ্ঠে তুলিল ॥ চতুর্ভুজ শঙ্খ চক্র বনমালা পরি। বৈকুণ্ঠ নিবাসী হৈল দিব্য দেহ ধরি ॥ প্রসাদ মহিমা পুত্র দেখ চমৎকার। পরস্পর স্পর্শ হেতু পাইল নিস্তার ॥ কৃষ্ণের প্রসাদ খেয়ে সেই বিপ্রবর। পরম পবিত্র শুদ্ধ ছিল কলেবর। সেই মাংস খেয়ে ব্যাঘ্র পবিত্র হইল। এই হেতু দুই জনে বৈকুণ্ঠ পাইল। প্রসাদ মহিমা এই শুনহ সুমতি। শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর ভারতী ॥

পয়ার। দ্বিজ ব্যাঘ্র স্বর্গস্থ হইল দুই জন। সুভদ্র লইয়া কিছু শুনহ বচন ॥ পুষ্প হেতু গেল পিতা না আইল ঘরে। অনুচরে আসি কহে সুভদ্র গোচরে ॥ শুনিয়া সুভদ্র রাজা চিন্তিত হইল। উদ্দেশ কারণে উপবনেতে চলিল ॥ হস্তী ঘোড়া লোক সঙ্গে লয়ে বহুজন। প্রবেশ করিল গিয়া কুসুমের বন। তবে সবে অন্বেষণ করে চারি ধারে। দেখিতে দেখিতে দেখে বনের মাঝারে ॥ মুণ্ড আর অস্থি পড়ি আছে সেই স্থলে। তাহা দেখি সর্ব্বজন অনুভবে বলে ॥ শার্দ্দূল খাইল বলি জানিল নিশ্চয়। দেখিয়া সুভদ্র শোকে আকুল হৃদয় ॥ আর্ত্তনাদ করাঘাত অনেক করিল। অনেক আক্ষেপ করি অনেক কান্দিল ॥ অবশেষে অস্থি মুণ্ড লয়ে ধীরে ধীরে। সৎকার করিতে চলে স্বর্ণদীর তীরে। ব্রাহ্মণ রমণী তাহা করিয়া শ্রবণ। সহমৃতা হেতু সতী করিলা গমন ॥ সুভদ্র কান্দিয়া মায়ে বহু বুঝাইল। কোনমতে কারু বাক্য কিছু না শুনিল ॥ পতি অস্থি মুণ্ড লয়ে চিতা আরোহণে। আপনি জীবন দিল জ্বলন্ত দহনে ॥ ধরিয়া সুন্দরী গেল স্বপতির কাছে। সুভদ্র কান্দিয়া গৃহে আইলেন পাছে ॥ বেদবিধিমতে তবে করে আচরণ। একাদশ দিনে কৈল শ্রাদ্ধ সমাপন ॥ অধ্যাপক ভট্টাচার্য্যে রাখিলা সম্মান। নির্দ্ধনী জনেরে ধন দিলা অপ্রমাণ ॥ দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র চতুর্ব্বিধগণে। ভোজন করায়ে পরে তোষে সর্ব্ব জনে ॥ গল লগ্নিকৃতবাসে সবারে তুষিল। সন্তোষ হইয়া সবে গৃহেতে চলিল।

হেনমতে পিতৃকৃত্য সমাপন করি। পালন করেন রাজ্য সধর্ম্ম আচরি॥ পরে কত দিনে কাল আসি ঘনাইল। জানি জ্যেষ্ঠপুত্রে ডাকি রাজ্যভার দিল॥ মুনিবরে মহামতি সে দেহ ত্যাজিয়া। মৃকণ্ডু পত্নীর গর্ব্ভে জন্ম নিল গিয়া॥ দশমাস দশ দিন গর্ব্ভে বাস করি। ভূমিষ্ঠ হইল দ্বিজ দিব্য দেহ ধরি॥ আজানুলম্বিত বাহু মুখ শশধর। কণ্ঠস্থলে কবচ শোভিত মনোহর॥ দেখিয়া তাহার রূপ মৃকণ্ডু তখন। ধ্যানেতে জানিলা মুনি পূর্ব্ব বিবরণ॥ তবে মুনি মার্কণ্ডেয় বলি নাম দিল। পূর্ব্ব বরে পরমায়ু অধিক হইল॥ বিধাতার সপ্তকল্প আয়ু পরিমাণ। স্বর্গ মর্ত্য রসাতলে গতি সর্ব্ব স্থান॥ চতুর্যুগ অন্তে যবে হয়তো প্রলয়। মার্কণ্ডেতে মৃত্যু নাই জানিবে নিশ্চয়॥ জলার্ণবে মগ্ন ভূমি যেই কালে হয়। জীব জন্তু শাখা শাখি পর্ব্বত না রয়॥ সর্ব্ব বস্তু মগ্ন হয় কিছু থাকে নাই। হাঁটু জল মার্কণ্ডের হয় সর্ব্ব ঠাঁই॥ কহিলাম সংক্ষেপেতে এই বিবরণ। অধিক কহিব কত মহিমা লক্ষণ॥ এত বলি নারদে তুষিয়া পদ্মাসন। কৈলাসে যাইতে আজ্ঞা দিলেন তখন॥ তবে বিধি অকস্মাৎ সে স্থান ত্যজিয়া। অন্তর্দ্ধান হইলেন কুমারে লইয়া॥ শিশুরাম দাসে ভাষে কৃষ্ণ পদতলে॥ অন্তকালে স্থান দেহ চরণকমলে॥

অথ নারদ মুনির কৈলাসাভিমুখে গমন ও লোমস মুনির বৃত্তান্ত।

পয়ার। বিধাতা কুমারে লয়ে করিলে গমন। মায়ামোহে দেবঋষি করেন রোদন॥ ক্ষণকাল রোদন করিয়া তপোধন। কৈলাসে যাইতে পরে করিলা গমন॥ মানসেতে দুই ভ্রাতা চরণ বন্দিয়া। হরি হর পাদপদ্ম স্মরণ করিয়া॥ তপ স্থান ছাড়ি শীঘ্র উঠি তৎক্ষণ। কৈলাসের অভিমুখে করেন গমন॥ যাইতে যাইতে পথে হৈল দরশন। গন্ধমাদনেতে বসি এক তপোধন॥ দিগম্বর

ঋষিবর শিরে কট ধরি। বসিয়াছেন বটমূলে যোগাসন করি॥ কত কল্প অনশনে আছেন বসিয়া। নির্ণয় তাহার কিছু না হয় দেখিয়া॥ তপস্যায় হইয়াছে শীর্ণ কলেবর। তথাপি শরীরে তেজঃ সহস্র ভাস্কর॥ সর্ব্বাঙ্গে বেষ্টিত লোম অতি দীর্ঘাকার। ভূমিতলে লোটায়ে পড়েছে জটাভার॥ কিবা সে যোগের কথা অতি চমৎকার। যোগীগণে যায় মোহ যোগ দেখি তাঁর॥ অপূর্ব্ব আকার হেরি হয়ে হৃষ্টমন। ধীরে ধীরে দেবঋষি নিকটেতে যান॥ আশ্রমের শোভা দেখি আনন্দিত মন। তপোবনে মহামুনি করেন ভ্রমণ॥ কিবা শোভা মনোহর তপস্যার স্থান। নানা বৃক্ষ ফল মূল আছে দীপ্তমান॥ জাতি আদি নানা জাতি ফুটিয়াছে ফুল। হেরিলে প্রফুল্ল হয় হৃদপদ্ম ফুল॥ সরোবর মনোহর রম্য জলচর। পক্ষীকুল সমাকুল দেখিতে সুন্দর॥ কোকিল কোকিলা বক ময়ূর চকর। রাজহংস রাজহংসী মকরী মকর। অপরে দেখেন আর বনের ভিতরে। নানাজাতি বনচর বনমধ্যে চরে॥ সিংহ ব্যাঘ্র আদি কত জন্তু সে বিষম। কিন্তু কেহ কারু পরে না করে বিক্রম॥ অধিক কহিব কত মুনির আখ্যান। হরি করি একস্থান করে জলপান॥ হিংসা ভয় নাহি সেই তপস্যার স্থানে। স্বচ্ছন্দে আছয়ে সবে আনন্দ বিধানে॥ দেখি দেবঋষি মনে উল্লাস হইল। ধীরে ধীরে তপস্বীর নিকটে চলিল। হেনকালে সে তপস্বী নয়ন মেলিয়া। নারদে সম্মান কৈলা সম্ভ্রমে উঠিয়া॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া দিল বসিতে আসন। অতিথি উচিত সেবা করেন তখন॥ ফল মূল আদি দ্রব্য নানাবিধ আনি। ভোজন কারণে কত কন স্তুতি বাণী॥ অদ্য মম ভাগ্য ফলে অতিথি ব্রাহ্মণ। পদার্পণে পবিত্র হইল তপোবন॥ ব্রহ্মতেজঃ মূর্ত্তিমান দেখি যে তোমারে। পরিচয়ে প্রবঞ্চনা না করে আমারে॥ কি নাম ধারণ কর কাঁহার নন্দন। কোথা হৈতে আগমন কোথায় গমন॥ কোন দেব গুরুদেব বাস কোন স্থান। মমাশ্রমে উপনীত কি ভাব বিধান॥ শুনিয়া ১৯

ঋষি বাণী দেবঋষি কন। নারদ আমার নাম ব্রহ্মার নন্দন॥ তপস্যার স্থান হৈতে অদ্য আসিয়াছি। কৈলাস শিখরে যাব বাঞ্ছা করিয়াছি॥ গুরুদেব দেব দেব শিবের সদনে। হরিভক্তি লাভ হবে এই আকিঞ্চনে॥ যাইতে যাইতে পথে তব দরশনে। আইলাম পবিত্র করিতে স্বজীবনে॥ অপূর্ব্ব দেখিয়া তব তপস্যা লক্ষণ। ইচ্ছা হয় জানিবারে বিশেষ কারণ॥ উলঙ্গ তপস্যা কর নাহি পর বাস। নাহিক কুটীর কেন করিবারে বাস॥ ছত্র না ধরিয়া শিরে কট ধরিয়াছ। কি কারণে মহামুনি এ রূপেতে আছ॥ কে বট আপনি তাহা কহ বিশেষিয়া। কোন দেব আরাধনা করিছ বসিয়া॥ শুনি কন যোগীবর করিয়া বিনয়। লোমস আমার নাম ব্রহ্মার তনয়॥ হরি আরাধনা করি গুরু আশুতোষ। অল্প আয়ুঃ হেতু আছি সদা অসন্তোষ॥ অল্পকালে হবে মম জীবন নিধন। গৃহে বস্ত্রে ছত্রে আছে কোন প্রয়োজন॥ তবে যে দেখিছ কট শিরেতে ধারণ। রৌদ্র বৃষ্টি নিবারণ এই সে কারণ॥ বৃথা কর্ম্মে কেন কাল করিব ক্ষেপণ। হরি আরাধনা করি বাঁচি যতক্ষণ॥ ইহা শুনি দেব ঋষি হইয়া বিস্ময়। জিজ্ঞাসেন কত আয়ুঃ কহ মহাশয়॥ শুনিয়া তোমার বাণী দহে কলেবর। কৃপা করি বিস্তারিয়া কহ দ্বিজবর॥ লোমস কহেন শুন আয়ুঃ পরিমাণ। মম দেহে যত লোম আছে বিদ্যমান॥ কালপূর্ণে এক ইন্দ্র হইলে পতন। এ দেহের এক লোম হবে উৎপাটন॥ এ রূপে যতেক লোম কেশাদি করিয়া। ক্রমে বহু ইন্দ্রপাতে যাইবে উঠিয়া॥ লোমশূন্য দেহ মম হইবে যখন। তখনি হইবে মুনি আমার পতন॥ জীবনের বিম্ব প্রায় জীবের জীবন। ক্ষণে আসে ক্ষণে ভাসে ক্ষণেকে পতন॥ ব্রহ্মা আদি করি তৃণপর্য্যন্ত সকল। যে দেখ কৃষ্ণের মায়া সকলি বিফল॥ কৃষ্ণ মায়ামোহে মুগ্ধ জগত সংসার। এ মোহ সম্মোহকারী কৃষ্ণ নাম সার॥ অতএব ধ্যান করি শ্রীকৃষ্ণ চরণ। মায়িক বিষয়ে বল কোন প্রয়োজন॥ এত শুনি দেব ঋষি চমৎকৃত মনে।

প্রণাম করেন বহু লোমস চরণে ॥ কৃতাঞ্জলি করপুটে করেন স্তবন। ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে জ্ঞানী তুমি এক জন ॥ তোমার সমান জ্ঞানী না দেখি সংসারে। কৃপা করি জ্ঞানবর্ত্ম দেখালে আমারে ॥ আর এক কথা দেব জিজ্ঞাসি তোমায়। সদয় হইয়া তাহা কহিবে আমায় ॥ স্বর্ণেতে মণ্ডিত করি করিয়া যতন। কণ্ঠদেশে করিয়াছ কবচ ধারণ ॥ কাহার কবচ এই কি গুণ ইহার। কহিয়া করহ ধন্য এদেহ আমার ॥ শুনি শীহরিয়া কন লোমস তখন। এই বিবরণে ক্ষমা কর তপো-ধন ॥ কণ্ঠদেশে দেখিতেছ কবচ যাঁহার। এ কথা কহিতে শক্তি নাহিক আমার ॥ কবচ আমারে গুরু দিলেন যখন। অন্যেরে কহিতে তাঁর আছয়ে বারণ ॥ গুরু আজ্ঞা নাহি পারি করিতে লঙ্ঘন। কহিতে অক্ষম আমি এই সে কারণ ॥ কবচ বৃত্তান্ত পাবে শিবের নিকটে। হরিভক্তি লাভ তব হবে অকপটে ॥ কৈলাস শিখরে শীঘ্র যাহ মহাশয়। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তব হইবে নিশ্চয় ॥ এত শুনি দেব ঋষি জ্যেষ্ঠে প্রণমিয়া। চলিলেন কৈলাসেতে সহৃষ্ট হইয়া। মার্ক-ণ্ডেয় সহ দেখা পথেতে যাইতে। তাঁহাকে সন্তোষ করি চলেন ত্বরিতে ॥ দুর্লঙ্ঘ্য যে হিমগিরি করিয়া লঙ্ঘন। অবিলম্বে ঋষিরাজ করেন গমন। শিশুরাম দাস ভাষে মধুর ভারতী। কৈলাস শিখরে মুনি গেলা শীঘ্রগতি ॥

অথ নারদের কৈলাসপুরে প্রবেশ ও কৈলাস দর্শন।

ত্রিপদী। বহু দেশ পরিহরি, কৈলাস শিখরোপরি, উত্তরিলা ঋষি তপোধন। দেখি স্থান মনোহর, আনন্দিত মুনিবর, চতুর্দ্দিগে করেন ভ্রমণ ॥ প্রথমে দেখেন মুনি, সম্মুখেতে সুরধুনী, মন্দাকিনী শোভা অবিরত। প্রবালে নির্ম্মিত তট, তদূর্দ্ধে অক্ষয় বট, কট তাহে নিম্ন শত শত ॥ যোজনেক পরিসর, ঘুড়িয়াছে বৃক্ষবর, সুশীতল ছায়া সমন্বিত। নবীন পল্লব তায়, পক্ক ফল শোভা পায়, পক্ষীগণ

তাহে বিরাজিত ॥ বসি সেই বৃক্ষতলে, যোগিগণ কুতুহলে, তপস্যা করেন নিরন্তর। দেখি বহু প্রশংসিয়া, যোগীগণে প্রণমিয়া, জলপ্রভা দেখেন সত্বর ॥ কি কব জলের গুণ, স্পর্শে দেহ নহে পুনঃ, স্নানে তাহে কত ফলোদয়। শঙ্খতুল্য রহে ক্ষীর, সুধা জিনি স্বাদু নীর, পানে পুণ্য না হয় নির্ণয় ॥ মরি কি তরঙ্গ রঙ্গ, হইতেছে সুতরঙ্গ, কি আশ্চর্য্য তরঙ্গ লহরী। মন্দ মন্দ বায়ু ভরে, লহরী উঠিয়া থরে, নৃত্য করে জলের উপরি ॥ হাঙ্গর কুম্ভীরগণ, ভাসিতেছে অগণন, হেরে চমকিত হয় মন। কিন্তু সেই জলচর, কেহ নহে হিংসাপর, সদানন্দে আছয়ে মগন ॥ শোভে নৌকা সারি সারি, কাণ্ডারি গাইছে সারী, সারি সারি বসি সুবিধানে। কেরুয়ালে দেয় টান, তালে মানে গায় গান, গঙ্গা শিব গুণের আখ্যানে ॥ শুনি গীত সুললিত, হয়ে মুনি পুলকিত, গান গীত বিনাইয়া তান। গাইয়া বীণার স্বরে, মন্দাকিনী স্তুতি করে, পার্ব্বতী কাননে পরে যান ॥ দেখি দিব্য উপবন, হৃষ্টমনে তপোধন, ভ্রমণ করেন সেই বনে। কিবা সেই সুনির্ম্মাণ, বর্ত্তুল আকার স্থান, যেন চন্দ্র উদয় গগণে ॥ তারমধ্যে মনোহর, শোভে সপ্ত সরোবর, শোভা অগোচর শোভাকর। কিবা জল নিরমল, তাহে পুষ্প সুকোমল, শতদল কমল সুন্দর ॥ প্রফুল্ল আছয়ে তায়, দেখি অলিগণ ধায়, মধু খায় আনন্দ বিধানে। মধু পিয়ী মধুকর, মত্ত হয়ে নিরন্তর, ভ্রমে শিব শক্তি গুণগানে ॥ সরো-বরে চারি ধারে, বান্ধা আছে হীরা সারে, মুকুতা প্রবালে ঘাটচয়। তদুপরে মনোহর, মানিকে খচিতঘর, হরগৌরী বিহার আলয় ॥ তার কাছে পুষ্পবনে, শোভে পুষ্প অগণনে, মল্লিকা মালতী পারি-জাত। অশোক কিংশুক বক, নাগেশ্বর সুচম্পক, ভূচম্পক আদি বহু জাত ॥ ফুটিয়াছে নানাজাতি, গন্ধরাজ যূথী জাতী, কেয়াপাতী মাধবী রঙ্গণ। কেতকী ধাতকী জবা, কুটজ কলসোথবা, কৃষ্ণকলি পলাশ কাঞ্চন ॥ ফুটিয়াছে সুদোপাটী, শত শত শতপাটী, পরি-পাটী অতি চমৎকার। গন্ধফুল তার কাছে, থরে থরে শোভিয়াছে,

কত শোভা কহিব তাহার॥ তিন্টী জিন্টা স্থটগর, পুন্নাগ নাগ কেশর, করবীর আদি সুসুন্দর। তরুণ অরুণ মুখী, তরুলতা চন্দ্র-মুখী, বান্ধুলি পিউলি মনোহর॥ কিবা ফুল সুবকুল, সুগন্ধেতে সমাকুল, অলিকুল ধায় অবিরত। এ রূপেতে ফুলচয়, প্রস্ফুটিত সদা রয়, একে একে নাম কব কত॥ শক্তি শিব সুকৃপায়, নাহি সড়ে না শুকায়, চিরকাল থাকে সমভাবে। দেখি মুনি মহাশয়, হয়ে মনে সবিস্ময়, শিশু কহে শিব পদ ভাবে॥

অথ নারদ মুনি ফুলবন দর্শনানন্তর ফলবন ও ঘোর বন দর্শন করিয়া পুনর্ব্বার গঙ্গাতীরে যান।

লঘু ত্রিপদী। হেরি ফুলবন, হয়ে হৃষ্ট মন, তপোধন তদপরে। দেখেন সুন্দর, বৃক্ষ ফল বর, ফলভরে শোভা করে॥ কিবা চারু-ফল, ফলেছে সকল, ফল ফল কব কত। সে ফল ভক্ষণে, সুস্থির যৌবনে, থাকে দেহ অবিরত॥ সেই ফলচয়, হেরি মহাশয়, প্রবেশে গহন বনে। বনের ভিতর, তমোঘোরতর, দেখিয়া চমক মনে॥ অতি ঘোরতর, দিনকর কর, দৃষ্টির গোচর নয়। ভয়ে কলেবর, কাঁপে থর থর, অত্যন্ত কাতর হয়॥ বনজন্তু সব, করে ঘোর রব, তাহে আরো হয় ভয়। ভয়ে শীহরিয়া, চৌদিগে চাহিয়া, স্থকিত হইয়া রয়॥ কিঞ্চিৎ রহিয়া, শ্রীহরি স্মরিয়া, সাহসে করিয়া ভর। চলে ঋষিবর, বনের ভিতর, ডরেরে দেখায়ে ডর॥ কিছু দূর বন, যাইয়া তখন, দেখেন আশ্চর্য্য অতি। তথা এক পুরী, অপূর্ব্ব মাধুরি, প্রভা জিনি রাকাপতি॥ গোলাকৃত স্থান, চন্দ্রিমা সমান, এক ক্রোশ পরিমাণ। তার মধ্যে ঘর, অতি মনোহর, হরের নির্জ্জন স্থান॥ সে স্থান রক্ষণে, ভূত প্রেতগণে, আছে সদা নিয়োজিত। বেতাল ভৈরব, করে ঘোর রব, শুনি মুনি চমকিত॥ কিন্তু কেহ কারে, হিংসিতে না পারে, সকলে ভাব সমান। দেখিয়া অদ্ভুত, চতুর্মুখ সুত, গঙ্গাতীরে পুনঃ যান॥ গিয়া কুতুহলে, মগ্ন হয়ে

জলে, করযোড়ে করে স্তুতি। আমি অভাজন, না জানি ভজন, তুমি মা স্তুতির স্তুতি॥ অপার মহিমা, কে করিবে সীমা, আবরণ নাহি যার। যাহার বিশেষ, নাহি পান শেষ, কে আছে সে শেষ কার॥ এতেক বলিয়া, জলে প্রবেশিয়া, করিয়া অবগাহন। ত্বরা উঠি কূলে, নানা জাতি ফুলে, পূজা করি নারায়ণ॥ হয়ে শুদ্ধমতি, দ্রুততর গতি, চলের শিবের ধাম। সুতিলক ভালে, তুলসীর মালে, শোভে গলে অনুপাম॥ শিরে জটাজাল, সুদীর্ঘ বিশাল, করে বীণা শোভা পায়। আভা কলেবরে, স্ফটিক হংহরে, শোভা কব কত তায়॥ এরূপ হইয়া, উত্তরিলা গিয়া, শিবধাম সন্নিধানে। দেব বিনির্ম্মাণ, দেখেন বিমান, শিশু কহে সেই স্থানে॥

অথ নারদ মুনি মহাদেবের রথ দর্শন করেন।

লঘু ত্রিপদী। দৈব বিনির্ম্মাণ, অপূর্ব্ব বিমান, অপূর্ব্ব সুসাজ তায়। কি কব সে সাজ, তাহার সুসাজ, হেরি সাজ লাজ পায়॥ জিনি রবি ছবি, চিত্রময় ছবি, বিরাজে সে রথোপরি। নরী বিদ্যাধরী, অপ্সরী অমরী, খেচরী কিন্নরী পরী॥ নানা জাতি ছটা, চিত্রময় ঘটা, সে ছটা কহিব কত। রথের কিরণে, উজ্জ্বল কিরণে, কিরণ করেছে হত॥ মনোযায়ী নাম, মনের বিশ্রাম, বরঞ্চ ক্ষণেক হয়। গমন সময়, করে মনে জয়, কিঞ্চিৎ বিশ্রাম নয়॥ আর এক গুণ, সে রথের শুন, ত্রিভুবন চলাচল। যদ্যপি উঠয়, পূর্ণ নাহি হয়, শূন্য থাকে কিছু স্থল॥ সে ভারেতে ভার, না হয় তাহার, দিলে সয় আরো ভার। ক্ষুধাতে কাতর, হইলে সত্বর, আহার যোগায় তার॥ সে রথ উপমা, কল্পবৃক্ষ সম, মহিমা কহিব কত। যে জন যা চায়, বাঞ্ছা মত পায়, কিছুতে না হয় হত॥ তাহে আরোহিয়া, যুদ্ধ স্থানে গিয়া, যদ্যপি ফুরায় বাণ। ধনুর্ব্বাণ চয়, রথে উগারয়, রথি হয় জয়বান॥ বিমান এরূপ, অতি অপরূপ, ক্রীড়া হেতু শিব শিবা। গোলোক হইতে, আসিয়া ত্বরিতে, রহি-

য়াছে।নিশি দিবা ॥ হেরি মুনিবর, সহৃষ্ট অন্তর, পুরে পরে উপনীত। শিশুরাম বাণী, হেরি পুরী খানি, ঋষিরাজ চমকিত ॥

অথ নারদ মুনি শিবপুরে প্রবেশ করিয়া পুরের প্রথম খণ্ডের শোভা দর্শন করেন।

পয়ার। রত্নময় পুরী হেরি ব্রহ্মার নন্দন। অনিমেষ নয়নে করিছে দরশন॥ পুরী পরিবেষ্টন প্রাচীর রত্নময়। শত ধনুঃ পরিমিত উর্দ্ধেতে নির্ণয়॥ এক লক্ষ ধনুঃ স্থান চন্দ্রমা সমান। চতুর্ভিত সুবেষ্টিত সম পরিমাণ॥ তার মধ্যে সপ্ত খণ্ড আছয়ে বিভাগ। খণ্ডে-খণ্ডে চন্দ্র খণ্ড সম অনুরাগ॥ প্রথম খণ্ডেতে মুনি প্রবিষ্ট হইতে। পুরের রক্ষক সবে দেখে চারিভিতে॥ মুদ্গারী মুষলী শেলী শূলী, ভিন্দিপালী। খড়্গধারী সারি সারি মূর্ত্তি ঘোর কালী॥ দৈত্য দানা দিয়া থানা আছে শত শত। ভূতগণ অগণন অনুচর যত॥ দ্বারপাল মণিভদ্র অতি ভয়ঙ্কর। হাতে শূল ছুলস্থূল করয়ে সত্বর॥ যাইতে না পারে তথা দুষ্টাচারি গণ। সাধু লোক হেরিলে না করে নিবারণ॥ তাহা দেখি মণিভদ্রে করি সম্ভাষণ। প্রথম খণ্ডেতে মুনি প্রবেশে তখন॥ দেখেন তথায় শত গৃহ সুশোভিত। রত্নের দেওয়াল স্তম্ভ প্রবালে জড়িত॥ তাহাতে বিচিত্র চিত্র প্রতিমূর্ত্তি কত। বৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা হইয়াছে যত॥ রাসমঞ্চোপরি হরি হরিপ্রিয়া সনে। করেন সরাস লীলা বসি একাসনে॥ তাহে কুতূহলী হয়ে প্রিয় সখীগণ। যুগল চরণ সবে করে দরশন॥ কোনস্থানে কোন সখী অগৌর চন্দন। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গেতে করেন লেপন॥ কোনস্থানে মণ্ডলী করিয়া সখীগণ। মধ্যে রাখি রাধাকৃষ্ণ ক্রীড়াবিষ্ট মন॥ এ সব বিচিত্র চিত্র দেখিয়া সে স্থান। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বার ক্রুতত্তর যান॥

অথ দ্বিতীয়খণ্ডে প্রবেশ।

পয়ার। দ্বিখণ্ডেতে মহামুনি করিতে গমন। দেখেন তথায় দ্বারী ঘোর দরশন॥ সেখানেতে দ্বারিগণে করিয়া মিনতি। অবি-

লয়ে অভ্যন্তরে করিলেন গতি ॥ তথা রত্ন দেওয়ালেতে দেখেন সুন্দর। সুচিত্র নির্ম্মিত চিত্র বিচিত্র বিস্তর॥ বৃন্দাবন প্রতিমূর্ত্তি অতি চমৎকার। তার মাধ্যে বহুবিধ শ্রীকৃষ্ণ বিহার॥ অপূর্ব্ব যমুনা নদী অতি মনোহারি। ব্রজাঙ্গনাগণ দুর্গাব্রত অনুচারী॥ নগ্নবেশা মুক্তকেশা জলক্রীড়া ছলা। বস্ত্রহারা হয়ে তারা অত্যন্ত ব্যাকুলা॥ সুচারু কদম্ব তরু চিত্র সারি সারি। তদুপরে বস্ত্র করে বিপিন বিহারী॥ হেরি হরি সহচরী লাজেতে কাতর। কৃষ্ণ কাছে সবে আছে বস্ত্র কামাপর॥ লাজের মাথায় বাজ হানি কোন সতী। ঊর্দ্ধ হাতে ব্রজনাথে করিছে প্রণতি॥ এইরূপ বহু রূপ করি দরশন। তৃতীয় খণ্ডেতে মুনি চলেন তখন॥

অথ তৃতীয় খণ্ডে প্রবেশ।

পয়ার। দ্বিতীয় খণ্ডের শোভা দেখিয়া বিশেষ। তৃতীয়খণ্ডেতে ত্বরা করেন প্রবেশ॥ দ্বারপাল মহাকাল নিযুক্ত তথায়। শূল ধারী সারি সারি সহচরী তায়॥ করে অসি তথা বসি আছয়ে বিস্তর। দুষ্ট রীতে নিবারিতে ইহয়া তৎপর॥ সাধু জন আগমন যদিস্যাৎ হয়। অগ্রসরে সমাদরে অভ্যন্তরে লয়। দেখি ঋষি সুখে ভাসি আনন্দ অন্তরে। দ্বারীগণে প্রশংসনে প্রবেশে ভিতরে॥ দরশন তপোধন করেন নয়নে। অবয়ব আছে সব অপূর্ব্ব গঠনে॥ বৃন্দাবনে শিশুগণে হইয়া মিলন। গোচারণ নারায়ণ করেন যেমন॥ সেইরূপ অপরূপ রতনে নির্ম্মিত। সে খণ্ডেতে সর্ব্বত্রেতে আছয়ে স্থাপিত॥ রত্নময় বিনির্ম্ময় ব্রজের বিপিন। জিনি কর শশধর কলঙ্ক বিহীন॥ রত্নময় তৃণচয় রত্নের গোপাল। রত্নছত্র শিরে তত্র সুরত্ন গোপাল॥ রত্ন শিশু সহ আশু ক্রীড়া অনুসারি। তদন্তরে অন্ন করে রত্ন দ্বিজ নারী॥ দান করে করে করে অতি যত্ন করি। তাহা লয়ে হৃষ্ট হয়ে রত্নময় হরি॥ মহা সুখে দেন মুখে ক্ষুধার্ত্তের প্রায়। বাম করে সহচরে ডাকেন ত্বরায়॥ এই ভাবে সমভাবে আছয়ে নির্ম্মাণ। দেখি মুনি ধন্যামানি তদন্তেতে যান॥

অথ চতুর্থ খণ্ডে প্রবেশ।

পয়ার। চতুর্থ দ্বারেতে শীঘ্র হন উপনীত। দেখেন তথায় নন্দী দ্বারে নিযোজিত॥ পরিধান বাঘছাল হাড়মালা গলে। অবিরাম শিবনাম বদনেতে বলে॥ হাতে শূল অতি স্থূল প্রকাণ্ড শরীর। দুষ্টে যম সম শিষ্টে সুশীল সুধীর॥ দেখি ঋষি কাছে আসি লয়ে অনুমতি। অবিলম্বে অভ্যন্তরে করিলেন গতি॥ সে খণ্ডে শোভিছে চিত্রপট চমৎকার। রত্নময় মন্দিরেতে বিচিত্র বিস্তার॥ কিবা লিখিয়াছে মূর্ত্তি শ্রীনন্দনন্দন। বাম করোপরি ধরি গিরিগোবর্দ্ধন॥ যেন ছত্র লয়ে শিশু করয়ে বিহার। সেই মত গিরি লয়ে ক্রীড়ায় বিস্তার॥ নন্দ উপনন্দ আদি যত গোপগণ। ইন্দ্রবৃষ্টি ভয়ে যেন ব্যাকুলিত মন॥ দক্ষিণ করেতে কৃষ্ণ করেন অভয়। সকলেতে কৃষ্ণ মুখ নিরক্ষিয়া রয়॥ চিত্রপটে হেন রূপ হেরিয়া নয়নে। ব্রজের ভকতি আসি উপজিল মনে॥ তদন্তর মুনিবর করিলা গমন। পঞ্চম দ্বারেতে গিয়া দিল দরশন॥

অথ পঞ্চম খণ্ডে প্রবেশ।

পয়ার। পঞ্চ খণ্ডে প্রবেশিতে ব্রহ্মার নন্দন। দ্বারদেশে দ্বারীগণে করেন বন্দন॥ বীরভদ্র নামে দ্বারী নিযুক্ত তথায়। প্রচণ্ড বিষম মূর্ত্তি দীর্ঘতর কায়॥ তাহারে সম্ভাষ করি প্রবেশিয়া মুনি। দেখেন তথায় যত ব্রজের নিছনি॥ রত্ন ভিত্তিপরি রত্নসার স্বর্ণ স্থলে। লিখেছে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি অতি কুতূহলে॥ প্রখরা কালিন্দী নদী অতি সুবিশাল। তার মাঝে নাগরাজে বিরাজে গোপাল॥ তীরোপরি সারি সারি ব্রজবাসী গণ। ব্যাকুল শরীরে সবে করিছে রোদন॥ নন্দ উপনন্দ আর নন্দের ঘরণী। কৃষ্ণহারা হয়ে তারা লোটায় ধরণী। বিষজলে বাঁচি যত রাখাল গোপাল। অশ্রুনেত্রে আছে সবে চাহিয়া গোপাল॥ এসব দেখিয়া তথা প্রেম উপজিল। ষষ্ঠখণ্ড অভিমুখে ত্বরিতে চলিল॥

অথ ষষ্ঠ খণ্ডে প্রবেশ।

পয়ার। ষষ্ঠখণ্ডে শীঘ্র মুনি হৈলা উপনীত। চতুর্ভুজ এক শিশু দ্বারে নিয়োজিত॥ শূল করে শোভা করে স্থূল কলেবর। অতি সুমধুর মূর্ত্তি দেখিতে সুন্দর॥ রত্ন সিংহাসনোপারি সহিত স্বগণে। বসিয়া আছেন অতি আনন্দিত মনে॥ সেইশিশু স্থানে আশু অনুমতি নিয়া। দেখেন অপূর্ব্ব মূর্ত্তি তথা প্রবেশিয়া॥ কিবা মনোহর মূর্ত্তি করেছে লিখন। অক্রূর বলাই আর শ্রীনন্দনন্দন॥ ব্রজ পরিহরি হরি রথ আরোহণে। অতি ত্বরান্বিত যেন মথুরা গমনে। গোপকুল সমাকুল ব্যাকুল হইয়া। অনিমেষে রহিয়াছে রথ নিরীক্ষিয়া॥ সহচরী সহ রাধা ভানুর দুহিতা। চন্দ্রের গমনে যেন কুমুদী মুদিতা॥ বিরহে বিশীর্ণ ভাব কোন সহচরী। কেহ কেহ রহিয়াছে রথ চক্র ধরি॥ শিশু পশু আদি করি ব্রজবাসী যত। বিরহে বিমগ্ন প্রায় আছে অবিরত॥ এইরূপ চিত্র রূপ হেরি সেই স্থান। সপ্তম খণ্ডেতে শীঘ্র মুনিবর যান॥

অথ সপ্তম খণ্ডে প্রবেশ।

পয়ার। সপ্তখণ্ডে দ্বারীগণে বিনয় করিয়া। ক্রমে ক্রমে ঋষিরাজ প্রবেশেন গিয়া॥ তথায় দেখেন চিত্র চমৎকৃতাকার। নানা স্থানে নানা ভাবে শ্রীকৃষ্ণ বিহার॥ মথুরা প্রবিষ্ট বেশ মদনমোহন। বলদেব আদি সহ ব্রজ শিশুগণ॥ হরি দরশন হেতু মথুরা রমণী। পথ পরীক্ষণে সবে আছয়ে অমনি॥ কোন স্থানে হাতে করি মস্তক ছেদন। রজকেরে বধ করি বস্ত্র বিহরণ॥ কোন স্থানে তন্তুবায় পরায় বসন। কোন স্থানে সুদামায় সুমাল্য ধারণ॥ কোন স্থানে চন্দনে চর্চ্চিত হয়ে হরি। কুবুজার কর ধরি করেন সুন্দরী॥ কোথা কুবলয় হস্তী করিয়া নিধন। বিষম বিশাল দন্ত করেছে ধারণ॥ কোন স্থানে দিব্য ধনু করিয়া ভঞ্জন। অগণন

মল্লগণ সহ ঘোর রণ॥ কোন স্থানে চানুরমুষ্টিক সহ রণ মথুরা নাগরী সবে করে দরশন॥ কংস কেশে ধরি কোথা করেন নিধন॥ কোথা বসু দেবকীর বন্ধন মোচন॥ এইরূপ বহু রূপ দেখি চিত্রপটে। চলিলেন ঋষিরাজ শিবের নিকটে॥ ইহা শুনি শুকদেব হরষিত মন। ব্যাসের নিকটে কিছু করপুটে কন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে হরি পদতলে। অন্তে যেন স্থান পাই ও পদকমলে॥

অথ শুকদেব শিবপুরের প্রতিখণ্ডে ব্রজলীলার প্রতিমূর্ত্তি স্থাপনের কারণ জিজ্ঞাসা করেন।

পয়ার। শুকদেব কন পিতা শুনিলাম সার। কৈলাসপুরের কথা অতি চমৎকার॥ কিন্তু এক কথা মনে হইল সংশয়। বিস্তারিয়া বল দেব ইহার নিশ্চয়॥ চিত্রপটে স্বর্ণ হলে সুন্দর স্থাপন। সর্ব্ব খণ্ডে কৃষ্ণলীলা কিসের কারণ॥ অন্য কোন মূর্ত্তি তথি কি কারণে নয়। কহিয়া কারণ কথা ঘুচাও সংশয়॥ এত শুনি ব্যাস মুনি শুকের বচন। কহেন কৃষ্ণের লীলা স্থাপন কারণ॥ হরিভক্তি বিনা মুক্তি কখন না হয়। শিব উক্তি সার যুক্তি সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ হরিভক্তি হীন যেই জীব দুরাশয়। শিব তারে নাহি দেন কভু পদাশ্রয়॥ এই হেতু কৃষ্ণ মূর্ত্তি দ্বারেতে স্থাপন। প্রবেশিতে পুরে জীব পারে দরশন॥ দর্শন করিয়া হবে পাপের মোচন। পাইবে পরমা গতি গীর্ব্বাণ বচন॥ একারণে মহাদেব সদয় হইয়া। জীবোদ্ধার হেতু রূপ রাখেন স্থাপিয়া॥ দেখহ তাহার মর্ম্ম সে রূপ দর্শনে। জন্মিল কিঞ্চিৎ ভক্তি ঋষির মননে॥ পূর্ব্ব দৈববাণী হৈল ঘটনা কিঞ্চিৎ। প্রথমেতে কৈলাসেতে হৈতে উপনীত॥ কহিলাম সার তত্ত্ব যথার্থ বচন। এক্ষণে শ্রবণ কর নারদ কথন॥ সপ্তখণ্ডে মুনিবর ভ্রমণ করিয়া। শিবের নিকটে যান সুহৃষ্ট হইয়া॥

হেনকালে দেখিলেন দেব গজাননে। নিযুক্ত আছেন দ্বারে সহিত স্বগণে।। করেতে জপের মালা করিয়া ধারণে। অহরহ জপিছেন যশোদা নন্দনে।। আনন্দে আছেন বসি করি যোগাসন। হৃদি-পদ্মে পদ্মনাভে করিয়া স্থাপন।। আপনি যোগেশ যোগে আছেন বসিয়া। হরিষে ভাসেন ঋষি সে ভাব দেখিয়া।। দ্রুত গিয়া গণেশের বন্দিয়া চরণ। করযোড় করি মুনি করেন স্তবন।। বিশুরাম দাস পদে করয়ে কামনা। সিদ্ধি কর সিদ্ধিদাতা শিশুর বাসনা।

অথ নারদোক্ত গণেশের স্তব।

যথা শ্লোকঃ।

নারদ উবাচ।

হে গণেশ সুরশ্রেষ্ঠ লম্বোদর গজানন।
হেরম্ব মঙ্গলারম্ভ গজবক্ত্র ত্রিলোচন।।
ত্রিলোচনসুত শ্রীমান শ্রীধর স্মরণেপ্সিত।
পরমানন্দ পরম পার্ব্বতীনন্দন স্বয়ং।।
সর্ব্বত্র পূজ্য সর্ব্বেশ জগৎ পূজ্যোজগদ্গুরো।
জগদীশ জগদ্বীজ জগন্নাথ নমস্তুতে।।
যৎ পূজা সর্ব্ব পুরতো যস্তুতঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যঃ পূজিত সুরেন্দ্রৈশ্চ মনীন্দ্রৈস্তং নমাম্যহং।।
পরমারাধনেনৈব কৃষ্ণস্য পরমাত্মন।
পুণ্যকেন ব্রতেনৈব যং প্রাপ্য পার্ব্বতীসতী।।
তংনমামি সুরশ্রেষ্ঠং সর্ব্বশ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠকং।
জ্ঞান শ্রেষ্ঠং বরিষ্ঠঞ্চ তংনমামি গণেশ্বরং।।

ইদং লম্বোদর স্তোত্রং নারদেন পুরাকৃতং ।
পূজাকালে পঠেন্নিত্যং জয়স্তস্য পদেপদে ॥
সংকল্পতঃ পঠেদ্যোহি বর্ষমেকং সুসংযতঃ ।
বিশিষ্ট পুত্রং লভতে পরং কৃষ্ণ পরায়ণং ॥
যশস্বিনং পরংশান্তং ধনিনং চিরজীবনং ।
বিঘ্ননাশোভবেত্তস্য মহৈশ্বর্য্যং যশোমলং ॥
ইহৈবচ সুখং ভুঙ্‌ক্তে অন্তে যাতি হরেঃ পদং ॥

ইতি শ্রীনারদ পঞ্চরাত্রে জ্ঞানামৃতসারে গণেশ
স্তোত্রং সমাপ্তং ।

অস্যার্থঃ ।

ত্রিপদী । সুরশ্রেষ্ঠ গণেশ্বর, গজবক্ত্র লম্বোদর, ত্রিলোচন সুত ত্রিলোচন । হেরম্ব মঙ্গলারম্ভ, সকলের সমারম্ভ, সর্ব্ব অগ্রে তোমার পূজন ॥ স্বয়ংব্রহ্ম সনাতন, শ্রীহরি স্মরণে মন, পরাৎপর পার্ব্বতীনন্দন । শ্রীদাতা জগত গুরু, জগজনে কল্পতরু, জগদ্বীজ জগত কারণ ॥ সর্ব্বত্রেতে সর্ব্বজন, পূজা করি যে চরণ, অনায়াসে মোক্ষপদ পায় । সুরেন্দ্র মুনীন্দ্রগণে, যারে পূজে সর্ব্বক্ষণে, যোগী-জন স্তুতি করে যায় ॥ বহু পুণ্য ব্রত করি, আরাধিয়া প্রভু হরি, প্রাপ্ত যারে হইলা পার্ব্বতী । শ্রেষ্ঠ সর্ব্ব দেবতার, তুমি সকলের সার, তব পদে অসঙ্খ্য প্রণতি ॥ জ্ঞানদ গরিষ্ঠ বর, সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গুণাকর, পরম পুরুষ পরাৎপর । প্রণাম তোমার পায়, কৃপাকর গণরায়, দাসে যাচে কৃষ্ণভক্তি বর ॥

অথ ফলশ্রুতি।

ত্রিপদী। ব্যাস কন পুরাকৃত, নারদের মুখোদিত, এ স্তব যে পঠে পূজা কালে। পদে পদে পায় জয়, কোন ভয় নাহি রয়, না লইতে পারে অন্তে কালে॥ হয়ে ভক্তিযুক্ত মন, একবর্ষ যেই জন, সংকল্প করিয়া পাঠ করে। চিরজীবী ধনবান, পায় কোলে সুসন্তান, বিশিষ্ট বৈষ্ণব গুণাকরে॥ ঐশ্বর্য্য অনেক পায়, সর্ব্ব পাপ দূরে যায়, যশঃ গায় জগতের জন। নাহি থাকে শোক রোগ, ইহকালে সুখভোগ, অন্তে করে বৈকুণ্ঠে গমন॥

পয়ার। এই রূপে স্তুতি করি নারদ সুধীর। ভক্তিভরে পুলকিত নেত্রে ঝরে নীর॥ দেখি তুষ্ট গণদেব বিধিরনন্দনে। মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি বর দিয়া সেইক্ষণে॥ কহিলেন শীঘ্র দ্বিজ করহ গমন। জ্ঞানতরু বিশ্বগুরু শিবের সদন॥ অকপটে কৃষ্ণ ভক্তিলাভ হবে তব। ভবাব্ধি তরণে তরী প্রদ সেই ভব॥ এত বলি ভবসুত হন অন্তর্ধান। ভবের ভবনে তবে মুনিবর যান॥ উদ্দেশেতে পুনঃ প্রণমিয়া গণপতি। শিশু কহে শীঘ্র মুনি করিলেন গতি॥

অথ নারদের শিব দর্শন।

ত্রিপদী। প্রণমিয়া গণেশ্বর, প্রবেশেন মুনিবর, গঙ্গাধর বিরাজে যেখানে। দেখেন চৌদিকে ঘর, মণিতে খচিতওর, কি সুন্দর শোভিছে সেখানে॥ কত কব শোভা তার, নাহি তথা অন্ধকার, নিশি দিবা সমান প্রভায়। এইরূপ অনুসারে, আছে গৃহ চারি ধারে, মধ্যেতে প্রাঙ্গণ শোভা পায়॥ মণি চূর্ণ হীরা দিয়া, গাঁথা আছে বিনাইয়া, মাঝে দিয়া প্রস্তরের সার। উঠিতে ঘরের মাঝে, হীরা মণি পোকরাজে, সাজয়ে সোপান চমৎকার॥ তদুপর মনোহর, স্তম্ভ সব সুসুন্দর, দীপ্তিকর মণি বিভূষণ। তার পর পরিষ্কার, সুচারু শোভিত দ্বার, কবাটেতে অমূল্য রতন॥ ঘরের ভিতর ভিতে, নানা

মণি সুশোভিতে, কিবা সেই সুন্দর শোভন। তাহার উজ্জ্বল করে, অন্ধকার দূর করে, জিনি চন্দ্র সূর্য্যের কিরণ॥ গৃহ মাঝে মনোরম, সাজে শয্যা অনুপম, দুগ্ধফেণা করিয়া ন্যক্কার। হেরিয়া শয্যার সাজ, মুগ্ধ মন মুনিরাজ, কত সাজ কহিব তাহার॥ তদন্তরে সারি সারি, শত শত স্বর্ণঝারি, সুধা মধু পরিপূর্ণ তায়। বহু রত্ন পাত্রোপর, খাদ্য দ্রব্য বহুতর, বিবিধ বিধানে সমুদায়॥ পরি রত্ন আভরণ, দাস দাসী অগণন, নিয়োজন আছে নিরন্তর। তথায় পার্ব্বতী সতী, সঙ্গে সখী পদ্মাবতী, নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত সত্বর॥ দেখি দ্রুত মুনি-রায়, প্রণমিয়া তাঁর পায়, অতি শীঘ্র করেন গমন। যেখানে আছেন হর, উপনীত সেই ঘর, শিশু কহে শিব দরশন॥

অথ শিব রূপ।

চতুষ্পদী। যোগাসন করি যোগেশ হর, বসিয়া রতন আসানো-পর, কিবা অপরূপ রূপ নিকর, সে রূপ স্বরূপ কিরূপে হয়। চরণ বরণ অরুণ ঘোঁটা, নখর নিকর চাঁদের ফোঁটা, সে যে পরি হীন হরিণ খোটা, ভক্ত মনো লোটা সে পদদ্বয়॥ আহা মরি কিবা সুচারু উরু, করে করি কর কদলি তরু, তদুর্দ্ধেতে শোভে নিতম্ব গুরু, কটিস্থল কিবা শোভন পায়। পরিধান তাহে বাঘের ছাল, গলদেশে দোলে হাড়ের মাল, আর তার মাঝে ফণি বিশাল, গর গর গর গরজে তায়॥ ভালে ভাল ছাঁদে চন্দ্রিমা বসি, উজ্জ্বল কিরণে নাশে তমসি, হেরি মোহ হয় গগণ শশী, সে রূপ সরসী কহিব কায়। আঁখি ঢুলু ঢুলু ভাঙ্গে আকুল, শ্রুতিযুগে যোগ ধূতুরাফুল, শিরে জটা ঘটা অতি বিপুল, সুরধুনী ধ্বনি শুনি তথায়॥ ত্রিলোক তারণ কারণ বারি, হর শিরে হয়ে চারণাচারি, কুলু কুলু রবে বিহার কারি, তাহে ভাব ভারি বাড়ে ভোলায়। বদন বলন বলন ভার, মরি কি মাধুরি সুচমৎ-কার, একই মৃণাল উপরে সার, পঞ্চ পদ্ম সম প্রকাশ পায়॥ তাহাতে আনন্দ সুহাস্যভরে, পঞ্চম বদনে মধুর স্বরে, হরিগুণ গান করেন

হরে, ভাব ভরে হয়ে বিভোল কায়। কিবা সুমূরতি রজতাচল, কিবা সুরতন কলপোজ্জ্বল, মরি কি শ্রীঅঙ্গ ঢুটলটল, যে হেরে সে তরে শমন দায়॥ চৌদিকে বেড়িয়া অমর নর, স্তুতি করে সবে যুড়িয়া কর, তাহে হরষিত হইয়া হর, বরাভয় দান দেয় সবায়। ভদ্রকালী স্তুতি করেন তায়, গুহগণপতি বসি তথায়, ভবানী ভবের ভাব বিধায়, নিযুক্ত আছেন পদ সেবায়॥ এ রূপ হেরিয়া স্বরূপ হরে, অমনি পড়িয়া অবনীপরে, প্রণাম করিয়া ভকতি ভরে, স্তুতি করে ঋষি পুলক কায়। শিশু অভাজন ভজনাভাব, কি জানিবে ভব তব প্রভাব, নারদের স্তবে আছে যে ভাব, সাধুভাষে ভাষে তোমার পায়॥

অথ শিব স্তব।

সুসাধুভাষায় অষ্টম শ্লোকঃ।

নমো ধূর্জ্জটের নমঃ শূলপাণে, নমঃ কৃত্তিবাস গবীশ যানে। নমঃ কায় ভূয়া বিভূত্যাদি ধূল, নমো বিশ্বনাথ বিনতাকুল॥ ১॥ নমো দেবদেব রতনাধিকারী, নমো রত্নসার বিভূষাদিধারী। নমঃ প্রিয়দেব ধুস্তূরফুল, নমো বিশ্বনাথ বিনতা-নুকুল॥ ২॥ নমো বিশ্বহর্ত্তা, নমো বিশ্বকর্ত্তা, নমো বিশ্বপাল নমো বিশ্বভর্ত্তা। নমো বিশ্ববীজ নমো বিশ্বমূল, নমো বিশ্বনাথ বিনতানুকুল। ৩ নমো বিশ্ববর্জ্জী নমো বিশ্ববাসী, নমো বিশ্বসার বিভাদি কাশী। নমঃ কুলব্যাপী নমশ্চ নকুল,

নমো বিশ্বনাথ বিনতানুকূল ॥ ৪ ॥ নমো রূপ-হর্ত্তা, নিরুপাধি ভূত, নমো রূপধর্ত্তা সগুণ নিযুত। নমো কায় সূক্ষ্ম অতিকায় স্থূল, নমো বিশ্বনাথ বিনতানুকূল ॥ ৫ ॥ নমঃ কালকাল নমঃ কাল রূপ, ভয়োদ্ধারকারী কলুষাদি কূপ। নমঃ কর্ণ-ধার ভবাব্ধি নকুল, নমো বিশ্বনাথ বিনতানু-কূল ॥ ৬ ॥ নমঃ সর্ব্বধর্ম্মী নমঃ সর্ব্বকর্ম্মী, নমঃ সর্ব্বত্যাগী সংন্যাসধর্ম্মী। নমঃ কামদর্প মথন অতুল, নমো বিশ্বনাথ বিনতানুকূল ॥ ৭ ॥ নমো ভূতনাথ ভূতাধিভূত, নমো ভূতরূপী শরীর নিযুত। নমঃ পাপচ্ছেদী শিশুর সমূল, নমো বিশ্বনাথ বিনতানুকূল ॥ ৮ ॥

অথ নারদের প্রতি মহাদেব সদয় হইয়া বর প্রদান করেন।

লঘু-ত্রিপদী। স্তুতি করি ধীর, হইলা সুস্থির, নেত্রে নীর নিয়ো-জিত। হেরি পশুপতি, তুষ্ট হয়ে অতি, বর দেন মনোনীত ॥ কহেন শঙ্কর; শুন ঋষিবর, কি বর প্রার্থনা কর। যে বর চাহিবে, তাহাই পাইবে, না হবে এ কথান্তর ॥ হরিভক্তি যোগ, সুখ মোক্ষ ভোগ, যে বাঞ্ছা মনেতে হয়। হরি পদে যাও, তদাস্য বা চাও, সালো-ক্যাদি চতুষ্টয় ॥ অথবা সিদ্ধত্ব, সিদ্ধ সাধনত্ব, সিদ্ধৈশ্বর্য্য সিদ্ধবীজ। কুবের যমত্ব, চন্দ্রত্ব সূর্য্যত্ব, বিষয়াধিপত্য নিজ ॥ অসুর সুরত্ব,

নর অমরত্ব, ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব আদি। যে বাঞ্ছা করিবে, তাহাই পাইবে, কিছুতে নহি বিবাদী॥ আর যদি যাও, হরিপদে চাও, জন্ম হৈতে মহামতি! শরীর সহিতে, স্বচ্ছন্দে যাইতে, পারে তার অন্তুগতি॥ শুন পুত্র কই, সর্ব্বদাতা হই, যা চাবে তা দিব দান। অধিক কি কব, ভক্তিগুণে তব, দিতে পারি নিজ প্রাণ॥ শিবের বচন, শুনি তপোধন, ভাসিয়া পুলক জলে। যুড়ি দুটি কর, পড়ি ভূমিপর, প্রণাম করিয়া বলে॥ যদি মহাশয়, হইয়া সদয়, অধীনে করুণা কর। অন্য নাহি চাই, হরিভক্তি পাই, দেহ হর এই বর॥ সে গুণ কীর্ত্তনে, বসুকর সনে, সে নামে হউক রুচি। দিয়া এই বর, প্রভু মহেশ্বর, কাতরে কুরহ শুচি॥ এ কথা শুনিয়া, ঈষত হাসিয়া, সাধু বাদ দিয়া হর। তথাস্তু বলিয়া, দুবাহু তুলিয়া, নারদেরে দেন বর॥ তথায় নন্দন, গুহ গজানন, পার্ব্বতী কালিকা জায়া। সবার বিদিত, হয়ে কৃপান্বিত, নারদে ঘুচান মায়া॥ পরে মতিমান, হয়ে হৃষ্টমান, অতিথির ব্যবহারে। বহু আয়োজনে, বিধির নন্দনে, তোষেণ বৈদিকাচারে॥ অন্নপূর্ণা জিনি, অন্ন দেন তিনি, ব্যঞ্জন অনেক মত। করিয়া ভোজন, তুষ্ট তপোধন, ঘুচিল দুর্গতি যত॥ তবে সেই স্থলে, অতি কুতুহলে, সে দিন নিবাস করি। প্রভাতে উঠিয়া, দাঁড়াইল গিয়া, উপাসনা চক্র ধরি॥ দেখি দিগম্বর, সহৃষ্ট অন্তর, নারদে প্রসন্ন হয়ে। দিতে মন্ত্রদান, গঙ্গাতীরে যান, সঙ্কেতে স্বগণে লয়ে॥

অথ নারদের মন্ত্র লাভ।

পয়ার। ভবানীর করে ধরি দেব দিগম্বর। উথলিল হরি ভক্তি ভাসে কলেবর॥ আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া তখন॥ চাহিয়া প্রিয়ার মুখ বলেন বচন॥ শুন দেবি সার কহি হয়ে সাবধান। কৃষ্ণভক্তি মন্ত্র ফল অপূর্ব্ব আখ্যান॥ হরিভক্তি মহাশক্তি মহিমা

অসীমা। যে যোগেতে জীবে পায় হরিপদে সীমা॥ হেন ভক্তি যার দেহে থাকে নিয়োজন। ত্রিভুবনে তার তুল্য নাহি সাধুজন॥ অধিকন্তু কৃষ্ণমন্ত্র উপাসক যেই। পরম পবিত্র ধন্য পুণ্যবান সেই॥ একবার কৃষ্ণমন্ত্র ব্রাহ্মণ মুখেতে। প্রবিষ্ট হয়েছে যার কর্ণ কুহরেতে॥ পরম বৈষ্ণব সেই পবিত্র কারণ। নর দেহে সেই জন তুল্য নারায়ণ॥ তার পাদোদকেতে পবিত্রা বসুমতি। তীর্থগণে শুদ্ধ হয় শুনহ পার্ব্বতি॥ সুরাসুরে নরে তারে করয়ে অর্চ্চন। দর্শনে স্পর্শনে ধন্য হয় সর্ব্বজন॥ বৈষ্ণবের তুল্য নাহি ব্রহ্মাণ্ডেতে আর। তত্ত্ব কথা মহাদেবি কহিলাম সার॥ এত বলি কুতুহলী হয়ে পশুপতি। উঠিলেন অতি শীঘ্র সহ গণপতি॥ বিধির নন্দনে লয়ে অতি ধীরে ধীরে। চলিলেন চন্দ্রচূড় মন্দাকিনী তীরে॥ তথা গিয়া দ্রুত হয়ে দ্রবময়ী জলে। উভয়ে করিয়া স্নান অতি কুতূহলে॥ শুদ্ধ হয়ে ধৌত বাস করি পরিধান। নারদের কাণে মন্ত্র করেন প্রদান॥ মন্ত্র পেয়ে ধন্য হয়ে দেব ঋষিবর। প্রদক্ষিণ করেন বেড়িয়া মহেশ্বর॥ সপ্তবার নমস্কার করি তপোধন। মন্ত্রের দক্ষিণা দেন আত্ম প্রাণ মন॥ জন্মাবধি সপ্তজন্ম আত্ম কায় মনে। বিক্রীত হইলা মুনি শিবের চরণে॥ কৃতাঞ্জলি করপুটে করেন স্তবন। হেনকালে শূন্যে থাকি দেখে দেবগণ॥ নারদের শিরে করি পুষ্প বরিষণ। সানন্দে করেন দেখে দুন্দুভি বাজন॥ শুনিয়া দুন্দুভি বাদ্য বিধির নন্দন। প্রেমে মত্ত হয়ে নৃত্য কৈল আরম্ভণ॥ প্রেমাবেশে মহাদেব মোহিত হইয়া। হরিগুণ গান করি অগ্রে নাচিয়া॥ তাহা দেখি চতুর্ম্মুখ হয়ে পুলকিত। মন্দাকিনী তীরে ত্বরা আসি উপনীত॥ পুত্রে আশীর্ব্বাদ করি দেন হরিবোল। বিধিরে দেখিয়া শিবে আদি দেন কোল॥ বিধি শিব নারদেতে মিলিয়া তখন। তিন জনে করিলেন হরি সংকীর্ত্তন॥ কীর্ত্তন করিয়া অতি আনন্দিত মন। পরস্পরে করে পরে প্রেমে আলিঙ্গন॥ তদন্তে বিধিরে লয়ে দেব পঞ্চানন॥ আনন্দে আপন

পুরে করেন গমন॥ অতিথি আচারে পূজিলেন পদ্মাসনে। তুষিলেন মহাদেব বিবিধ ভক্ষণে॥ ভোজনান্তে তৃপ্ত হয়ে বসি একামনে। উভয়ে আনন্দ বড় ইষ্ট আলাপনে॥ তবে শিবে সম্ভাষিয়া বিধাতা তখন। আপনার আলয়েতে করেন গমন॥ নারদ কৈলাস পুরে কিছু দিন রন। শিশু কহে তদন্তেতে শুনহ বচন॥

অথ রাধিকার আখ্যান।

পয়ার। মহেশের স্থানে মন্ত্র করিয়া গ্রহণ। আপনারে ধন্য মানি ব্রহ্মার নন্দন॥ কৈলাসে থাকিয়া করি শিবের সেবন। শিব মুখে শাস্ত্র কথা করেন শ্রবণ॥ এক দিন প্রভাতে উঠিয়া মতিমান। শুনিতে বাসনা হৈল রাধিকা আখ্যান॥ নারদ কহেন শিবে করি যোড় কর। রাধিকার জন্ম কথা কহ প্রভু হর॥ কোথায় উদ্ভব তাঁর কি রূপ কামিনী। প্রভাব তাঁহার কিবা কহ সে কাহিনী॥ শঙ্কর কহেন মুনি শুন সুবিস্তার। যেই রূপে উদ্ভব হইল রাধিকার। প্রকৃতির পর প্রভু পুরুষ রতন। জ্যোতিরভ্যন্তরা রূপ ব্রহ্ম সনাতন॥ যাঁহার জ্যোতিতে যোগী জ্যোতির্ম্ময় জানে। প্রকৃতি প্রভাবে রূপ না পায় সন্ধানে॥ এই হেতু জ্যোতির্ম্ময় নানে যোগীগণ। জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম বলি করয়ে বর্ণন॥ আকার ব্যতীত অ ভা আইসে কি প্রকার। ইহার সুক্ষ্মতা কিছু না করে বিচার॥ কি আশ্চর্য্য বিষ্ণু মায়া ব্রহ্মাণ্ড মোহিতে। যোগীজনে মোহ রাখে না দেয় বুঝিতে॥ মায়াতীত হই আমি এই সে কারণ। সে রূপ সতত মুনি করি দরশন॥ বেদের অবেদ্য বিভু ব্রহ্মসনাতন। তাঁহার সে রূপ কহি করহ শ্রবণ॥ দ্বিভুজ মুরলী ধরা চূড়া বান্ধা কেশ। কোটি বেড়া পীত ধড়া কিশোর বয়েস॥ নবীন নীরদ রূপ গোপবেশ ধরে॥ কোটি সূর্য্য জিনিয়া কিরণ কলেবরে॥ সেই প্রভু পরাৎপরে সৃষ্টি ইচ্ছা হৈল। এক প্রভু দুই রূপে প্রকাশ পাইল॥ বামাঙ্গ হইতে হইল অপূর্ব্ব কামিনী। আদ্যাশক্তি মহামায়া ত্রিগুণ ধারিণী॥ হেরিয়া তাঁহার রূপ প্রভু সনাতন। গুণাতীত গুণযুক্ত

হইলা তখন।। শরীরের আধা হেতু রাধা নাম দিয়া। সবিনয়ে কন কথা করেতে ধরিয়া।। মম প্রাণাধিকা তুমি হইলা কামিনী। বক্ষঃস্থলে আসি মম হও বিহারিণী।। লজ্জা ত্যজ ক্ষমাশীলা রাখহ বচন। নূতন প্রেমেতে প্রিয়ে দেহ আলিঙ্গন।। এত বলি নারায়ণ করে ধরি তাঁর। রতি আশে বসাইলা হৃদে আপনার।। দুগ্ধ ফেণ নিভা শয্যা করিয়া তথায়। কুতুহলে রতিক্রীড়া করেন তাহায়।। এতকাল রতিক্রীড়া কৈল ভগবান। ব্রহ্মার বয়েস যত আছে পরিমাণ।। তার পরে তদুপরে বীর্য্যাধান কৈলা। সেই বার্য্যে সেই সতী গর্ব্ভবতী হৈলা।। তদন্তে অপূর্ব্ব কথা শুন ঋষিবর। রতিশ্রমে ঘামিলেক কৃষ্ণ কলেবর।। সেই ঘর্ম্মকণা মাত্র অধোতে পড়িল। নিত্য বায়ু সংযোগে সে ঘর্ম্মকে ধরিল।। তাহাতে জন্মিয়া জল প্লাবিত হইল। সেই জল ব্যাপ্ত হয়ে সর্ব্বত্র পুরিল।। সৃষ্টির কারণে জন্মাইল সেই বারি।। এই হেতু নাম তার কারণের বারি।। এথা হরিপ্রিয়া গর্ব্ভ করিলা ধারণ। যত কাল ব্রহ্মার বয়েস নিরূপণ। পরে ধনী দিব্য দিনে প্রসব হইল। তাহাতে সুন্দর এক ডিম্ব জন্মাইল। ডিম্ব দেখি ক্রোধিতা হইল দেবী মনে। পদাঘাতে প্রক্ষেপ করিলা ততক্ষণে।। তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হইয়া ক্রোধিত। ঘূর্ণিত চক্ষেতে কন রাধারে কিঞ্চিত।। কৃষ্ণ কন কমলিনী কি কার্য্য করিলে। কোন হেতু আপনার সন্তানে ত্যজিলে।। গর্ব্ভস্থ সন্তানে তব না জন্মিল মায়া। না দেখি তোমার মত সুকঠিন কায়া।। অতএব অদ্যাবধি শাপেতে আমার। না হবে সন্তান আর গর্ব্ভেতে তোমার।। ত্রিভুবনে মা বলিয়া কেহ না ডাকিবে। বন্ধ্যা সম হয়ে তুমি আজন্ম রহিবে।। এত যদি নারায়ণ ক্রোধেতে কহিলা। লাজে ভয়ে নতমুখী শ্রীমতী হইলা।। ব্যাস কন রাধা সতী তাহারি কারণে। মা শব্দ রহিতা হইলেন ত্রিভু-বনে।। তদবধি মা রাধা না বলে কোন জন। এক্ষণেতে সে ডিম্বের শুন বিবরণ।। রাধিকার পদাঘাতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া। দ্বিখণ্ড হইল

ডিম্ব জলেতে পড়িয়া॥ তাহাতে জন্মিল অতি আশ্চর্য্য কুমার। মহাবিষ্ণু নাম যাঁর জগত আধার। সেই দেব সেই জলে করিলা শয়ন। পালঙ্কে শয়ন যেন করে নৃপগণ॥ কেশব বলিয়া তাহে নাম হৈল তাঁর। নাভিতে জন্মিয়া নাম পদ্মনাভ আর॥ তাঁর সেই নাভিপদ্মে জন্ম বিধাতার॥ জন্মিয়া সৃজিলা বিধি জগত সংসার॥ প্রথমেতে অণ্ডাকার করিয়া সৃজন। মহাবিষ্ণু লোম কূপে করিলা স্থাপন॥ এই হেতু ব্রহ্মাণ্ড হইল নাম তার। শিশু ভাষে ব্রহ্মাণ্ডীয় ভাষের বিস্তার॥

অথ ব্রহ্মাণ্ড বিবরণ।

পয়ার। ব্যাস কন শুক শুন ব্রহ্মাণ্ড আখ্যান। নারদে কহেন শিব যে রূপ বিধান॥ মহাবিষ্ণু শরীরেতে লোমকূপ যত। প্রতি কূপে ব্রহ্মাণ্ড স্থাপিলা রীতি মত॥ অসংখ্য সে লোমকূপ না হয় গণন। অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড তথা হইল স্থাপন॥ এক ব্রহ্মাণ্ডের কথা শুন সবিস্তার। যতেক ব্রহ্মাণ্ড জান এরূপে প্রচার॥ মহা-বিষ্ণু লোমকূপে পরিপূর্ণ জল। জলোপরি নিত্য বায়ু সদত অচল॥ বায়ুপরি কমঠ কমঠোপরি শেষ। সহস্র মস্তক যার প্রকাণ্ড বিশেষ॥ সর্প শির সম শির সুন্দর শোভন। চক্রাকারে চারি ধারে আছে সুবেষ্টন॥ মহাশক্তিমন্ত সেই পুরুষ রতন। বাসুক্যাদি বহু নাম করেন ধারণ॥ তাঁর সেই মস্তকের মধ্য মস্তকেতে। ব্রহ্মাণ্ড আছয়ে যথা সর্ষপ সূর্পেতে॥ কুলাপরে এক সর্ষা থাকয়ে যেমন। বাসুকীর মস্তকেতে ব্রহ্মাণ্ড তেমন॥ সেই অণ্ড ব্রহ্মাণ্ড নির্ম্মাণ বিধাতার। ক্রমে ক্রমে কহি শুন তাহার বিস্তার॥

অথ পাতাল বৃত্তান্ত।

পয়ার। অণ্ড মধ্যে অধোভাগে পাতাল নির্ম্মাণ। অট্টালিকা সপ্ততালা গৃহের সমান॥ উপরে অতল তার তলেতে বিতল। সুতল তাহার তলে তবে তলাতল॥ তার তলে রসাতল ষষ্ঠে

মহাতল। সকলের নিম্নভাগে পাতাল প্রবল।। এই রূপ নাম দিয়া পাতাল আখ্যানে। স্বর্গ সম বৈভব স্থাপিল স্থানে স্থানে।। পাতালের অধোভাগে ভয়ানক কূপ। সুগভীর জল তাহে ভয়ানক রূপ।। অতল রহিল ছয় তলের উপর। জল পরিপূর্ণ তাহে গভীর বিস্তর।। সেই জল উপরি পৃথিবী সপ্তদ্বীপ। স্বর্ণ ভূমি যুক্ত ভুমি সমান ত্রিদীপ।।

অথ পৃথিবী কথন।

পয়ার। অতল উপরি জলে সপ্তদ্বীপ ধরে। সপ্ত পদ্মপত্র যেন ভাসে সরোবরে।। সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী বলি বিধি দিলা নাম। হইল তাহাতে বহু বস্তুর বিশ্রাম।। প্রকৃতি রূপিণী পৃথ্বী ভূমিময়ী হয়ে। বন শৈল নদ নদী বহু ভার লয়ে।। বহন করেন পৃষ্ঠে বিধির আজ্ঞায়। পৃথিবীর ক্ষমাগুণ কহনে না যায়।। এই যে পৃথিবী সপ্তদ্বীপ সসাগর। ক্রমেতে তোমারে কহি শুন ঋষিবর।। প্রথমেতে জম্বুদ্বীপ অতি সুলক্ষণ।। চৌদিকে বেষ্টিত আছে সাগর লবণ।। লবণজলধি বহু যোজন বিস্তার। আড়ে দশলক্ষ দীর্ঘে দশগুণ তার। উপদ্বীপ তার মধ্যে অনেক শোভিত। নানা জীব নানা বৃক্ষ শৈল সমন্বিত।। জম্বুবৃক্ষ আছে এক অতি চমৎকার। জম্বুদ্বীপ নাম হৈল আখ্যা ধরি যার।। সে জম্বু বৃক্ষের কথা অদ্ভুত ব্যাখ্যান। পক্ক ফল শ্যামবর্ণ গজেন্দ্র প্রমাণ।। সুমেরুর সন্নিধানে আছে বৃক্ষবর। বহু দূর বিস্তারিয়া শাখা শোভাকর।। এক্ষণেতে শুন অন্য দ্বীপ পরিচয়। জম্বু অন্তে প্লক্ষদ্বীপ জম্বু দুনা হয়।। দ্বিগুণ সমুদ্র তথা নাম ইক্ষুরস। শুভ্রবর্ণ স্বাদুজল সম ইক্ষুরস।। বন শৈল উপদ্বীপ দ্বিগুণ না হয়। দ্বিগুণ বৈভব অন্য ভোগাদি বিষয়।। তথাকার লোক যত জ্বরাদি বর্জ্জিত। সকলে সমান সুখী নাহি দুঃখ জীত।। না জন্মে কর্ম্মজ পাপ পুণ্য সেই স্থলে। পূর্ব্ব কর্ম্ম শুভাশুভ ভুঞ্জয়ে সকলে।। প্লক্ষ অন্তে শাকদ্বীপ প্রকাণ্ড

আকার। প্লক্ষ হৈতে দ্বিগুণতা সকলে তাহার॥ সুরা সমুদ্রেতে সেই দ্বীপের বেষ্টন। তার পরে কুশদ্বীপ শুন তপোধন॥ শাক-দ্বীপ হৈতে কুশদ্বীপ দুনা হয়॥ ঘৃত সমুদ্রেতে ঘেরা সেই দ্বীপ রয়॥ কুশ অন্তে বট দ্বীপ কুশর দ্বিগুণ। দধি সমুদ্রেতে ঘেরা কত কব গুণ॥ বটদ্বীপ অন্তেতে শাল্মলিদ্বীপ স্থিতি। বট হৈতে সর্ব্ব-ভাবে দ্বিগুণ আকৃতি॥ সেই যে শাল্মলিদ্বীপ অতি পুণ্যধর। যার উপদ্বীপে শ্বেতদ্বীপ মনোহর॥ শ্বেতদ্বীপে সিন্ধুকন্যা সহ শ্রীনিবাস। শুদ্ধ সত্বগুণে সদা করেন নিবাস॥ শাল্মলি দ্বীপেতে এই বিভব সকল। তার পরে ক্রৌঞ্চদ্বীপ প্রকাণ্ড প্রবল॥ শাল্মলি হইতে ক্রৌঞ্চ দুই গুণ হয়। জলান্তক সমুদ্রেতে ঘেরা সমুদয়॥ সে দ্বীপে কাঞ্চনী ভূমি দেখিতে সুন্দর। তথা তেজোময় মূর্ত্তি পরম ঈশ্বর॥ যোগীজনে জ্যোতির্ম্ময় যেই জনে বলে। জ্যোতি-রভ্যন্তরে প্রভু বঞ্চে সেই স্থলে॥ ক্রৌঞ্চদ্বীপ কথা কত কহিব বিস্তার। তার সম স্থান নাহি ব্রহ্মাণ্ডেতে আর॥ সপ্তদ্বীপ কথা এই হৈল সমাপন। অতঃপরে শুন মুনি স্বর্গ বিবরণ॥

অথ স্বর্গ বৃত্তান্ত।

পয়ার। জম্বুদ্বীপে জম্বুবৃক্ষ আছে যেই স্থানে। সুমেরু পর্ব্বত স্থিত তার সন্নিধানে॥ সেই পর্ব্বতের পরে দেবতার স্থান। প্রথ-মেতে শিবপুরী কৈলাস আখ্যান॥ অষ্টধারে অষ্টশৃঙ্গ শোভে সুবিশাল। তাহাতে হইল স্থিতি অষ্টলোকপাল॥ ইন্দ্র অগ্নি পিতৃ পতি নৈর্ঋতের স্থান। বরুণ পবন আর কুবের ঈশান॥ ইন্দ্র আদি পূর্ব্ব হৈতে ক্রমেতে গণন। ঈশান অবধি অন্তে দিক নিরূপণ॥ মধ্যস্থলে একশৃঙ্গ বিশাল বিস্তার। তার ষষ্ঠধারে ষষ্ঠ লোকের প্রচার॥ ভূলোক প্রথমে, তার পরে ভুবলোক। সত্যলোক জন-লোক তবে মহর্লোক॥ তপলোকাবধি ষষ্ঠলোকের স্থাপন। পূর্ব্বমত পূর্ব্ব হৈতে ক্রমেতে গণন॥ শৃঙ্গপরে সর্ব্ব ঊর্দ্ধস্থানে ব্রহ্মলোক

সেই লোক অন্তর্গত ব্রহ্মাণ্ডীয় লোক ॥ ব্রহ্মলোক বামভাগে ধ্রুব লোক স্থিতি। ক্রমেতে জানিবা এই স্বর্গ স্থান রীতি ॥

অথ গোলোক বৃত্তান্ত।

পয়ার। যতেক শুনিলে মুনি পাতালাদি করে। জীব জন্তু আদি সব ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে ॥ এই যে ব্রহ্মাণ্ড মহাবিষ্ণু লোম কূপে। যত লোমকূপ তত ব্রহ্মাণ্ড এরূপে ॥ ব্রহ্মাণ্ড বাহিরে মাত্র শ্রীকৃষ্ণের স্থান। গোলোক বলিয়া যার আছয়ে আখ্যান ॥ গোলোক নাথের কথা কি বলিতে জানি। যার গুণে মোহ প্রাপ্ত বিধি শূলপাণি ॥ পরমাত্মা পরাৎপর শ্রীমধুসূদন। অংশ রূপে ব্রহ্মাণ্ডকে করিলা ধারণ ॥ ব্রহ্মাণ্ডকে বস্তু যত শুনিলে বিস্তার। কৃত্রিম জানিবে মুনি সকলি অসার ॥ কালেতে সকলি লয় প্রকৃতে হইবে। প্রকৃতি যাইয়া পরে কৃষ্ণেতে মিলিবে ॥ কেবল রহিবে কৃষ্ণালয় যেই স্থান। আর সেই কৃষ্ণচন্দ্র পুরুষ প্রধান ॥ ব্রহ্মা আদি করি তৃণ পর্য্যন্ত সকল। অনিত্য কৃত্রিম জ্ঞান সকলি চঞ্চল ॥ অতএব ভজ সত্য রাধিকার কান্ত। ত্রিগুণের পর পূর্ণ ব্রহ্ম শুদ্ধ শান্ত ॥

যথা মূলশ্লোকঃ।

ব্রহ্মাদ্যাস্তম্ব পর্য্যন্তং সর্ব্বং মিথ্যৈব নারদ।
ভজসত্যং পরং ব্রহ্মরাধেশং ত্রিগুণাৎ পরং ॥

পয়ার। এইরূপে বিশেষিয়া দেব পঞ্চানন। অপরে অনেক যোগ নারদেরে কন ॥ এত শুনি শুকদেব সহৃষ্ট অন্তরে। জিজ্ঞাসা করেন কিছু ব্যাসের গোচরে ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর ভারতী। শ্রবণে পঠনে জন্মে কৃষ্ণপদে রতি ॥

অথ নারদ মুনির পূর্ব্ব বৃত্তান্ত।

পয়ার। শুকদেব কন পিতা করি নিবেদন। নারদ পরম জ্ঞানী ব্রহ্মার নন্দন ॥ তবে কেন তাঁর কথা শুনি স্থানে স্থান। ভ্রমণ

করিলা অতি অজ্ঞানী সমান ॥ গন্ধর্ব্ব মুরতি ধরি কামে মুগ্ধ হয়ে। করিলেন রতিক্রীড়া বহু নারী লয়ে ॥ এ সব কুকর্ম্মে মতি কিসের কারণ। প্রকাশিয়া কহ প্রভু সেই বিবরণ ॥ শুনিয়া শুকের কথা ব্যাসদেব কন। কল্পান্তের কথা সেই করহ শ্রবণ ॥ পূর্ব্ব কল্পে বিধি পুত্র ছিলেন নারদ। সর্ব্বজ্ঞ শেখর সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ ॥ বেদ শাস্ত্র যোগশাস্ত্র পুরাণাদি যত। সিদ্ধি বিদ্যা শিল্প বিদ্যা আদি নানা মত ॥ আপনি বিধাতা শিক্ষা করয়ে বিশেষ। সর্ব্ব জ্ঞান দান তাঁরে করিলেন শেষ॥ জ্ঞানীর প্রধান হয়ে মুনি তপোধন ॥ হরি হরি ধ্বনি করি করেন ভ্রমণ ॥ এক দিন পদ্মযোনি নারদে ডাকিয়া। মধুর বচনে কিছু কন বিশেষিয়া ॥ শুন পুত্র মম বাক্য করহ পালন। সৃষ্টি করিবার ভার করহ গ্রহণ ॥ অতুল ঐশ্বর্য্য হবে বরেতে আমার। দারা পরিগ্রহ করি করহ সংসার ॥ দম্পতি সংযোগ কর উৎপত্তি সন্তান। সংসারীয় সুখভোগে হও ভোগবান ॥ এত যদি নির্গত হইল বিধি মুখে। মহাজ্ঞানী মহামুনি ভাসে মনোদুঃখে ॥ ক্রোধেতে পূরিলা অঙ্গ ঘোরে দুনয়ন। বিধিরে গর্জ্জিয়া কিছু বলয়ে বচন ॥ বৃথা যে বিধাতা তুমি জগতের পতি। মায়াবশে সদাকর্ম্ম শাসনেতে মতি ॥ আপনি হইয়া মুগ্ধ সংসারে মজেছ। পরেরে করিতে ভ্রষ্ট সচেষ্ট হয়েছ ॥ এ সব কুকর্ম্মে মন কি হেতু তোমার। দুষ্টমতি নাহি দেখি তব সম আর ॥ শুন পিতা সার কথা কহি তব স্থলে। শ্রুতি সম্মতীয় যাহা জ্ঞানকাণ্ডে বলে ॥ সকলের মধ্যে গুরু বন্দনীয় পিতা। পিতা হৈতে শতগুণে মাতা সুপূজিতা ॥ মাতা হৈতে শত গুণে মন্ত্র দাতা পাই। জ্ঞানদাতা তুল্য গুরু ত্রিজগতে নাই ॥ গর্ব্ভধাত্রী স্তন-দাত্রী স্নেহকর্ত্রী মাতা। অন্নদাতা স্নেহকর্ত্তা জন্মদাতা পিতা ॥ কিন্তু সে পিতার নাহি ক্ষমতা এমন। পুত্রের কর্ম্মের ভোগ করিতে খণ্ডন ॥ একারণে কর্ম্মমূল করিতে ছেদন। সদ্গুরু করিবে শিষ্য বেদের বচন ॥ সংসার বিষয়ে মত্ত সদা যেই জনে। তারে গুরু করিতে নিষেধ যোগীগণে ॥ সংসারির সদসত নাহি থাকে জ্ঞান। তারে গুরু

করিলে সংশয় হয় ত্রাণ।। আপনি অসিদ্ধ যেই সাধিতে না পারে। অন্যারে করিবে সিদ্ধ কি রূপে সেজন।। অধিকন্তু যেই করে অসদ্গতি দান। সে গুরু ত্যজিয়া শিষ্য করিবে প্রস্থান।। জ্ঞানদাতা মহাগুরু যেখানে পাইবে।। জ্ঞানের গ্রহণ হেতু সেখানে যাইবে।। জ্ঞানী গুরু বলবান সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে। শিষ্য উদ্ধারিতে তরী ভবনদী জলে।। অতএব প্রণাম করিয়া তব পায়। জ্ঞানী গুরু যথা পাব যাইব তথায়।। যদি বল জ্ঞানী গুরু বলি কোন জনে। দেখহ তাহার তত্ত্ব শাস্ত্রের বচনে।। সেই গুরু জ্ঞানী যার জ্ঞানের উদ্গারে। শ্রীকৃষ্ণ ভকতি বাড়ি এড়ায় সংসারে।। শ্রীকৃষ্ণে ভকতি হয় মুক্তির কারণ। কর্ম্মভোগ রোগেতে ঔষধ রসায়ন।। তাহা না সেবন করি মায়া বিষ খায়। মুক্ত না হইয়া রোগ বাড়ে পুনরায়।। কি আশ্চর্য্য বিষ্ণুমায়া ব্রহ্মাণ্ড মোহিতে। আপনি বিধাতা হয়ে না পার বুঝিতে।। মায়ামুগ্ধ দেখি তোমা দেব নিরঞ্জন। সংসারীয় কর্ম্ম দিয়া বদ্ধ কৈলা মন।। যেইমত দৃষ্ট শোভা কোন দ্রব্য দিয়া। পিতা মাতা কার্য্যে যান শিশু ভুলাইয়া।। শিশুতে না বুঝে সেই দ্রব্যের কি গুণ। তাহা লয়ে ক্রীড়া করে হইয়া নিপুণ।। সেইমত বিষ্ণুমায়া করিয়া প্রদান। সংসার বিষয় দিয়া তোমারে ভুলান।। তুমি না বুঝিয়া কিছু গুণাগুণ তায়। আনন্দে হয়েছ মুগ্ধ বালকের প্রায়।। ধিক্ ধিক্ অধিক কহিব কত আর। জ্ঞানপথে কাঁটা দিতে সৃষ্টি বিধাতার।। হেনমতে বিধি সুত বিধিকে নিন্দিল। শিশু কহে অতঃপরে অনর্থ ঘটিল।।

অথ নারদের প্রতি ব্রহ্মার অভিশাপ।

পয়ার। নারদের মুখে এত উল্বন বচন। শুনিয়া ক্রোধিত হৈল বিধাতার মন।। ক্রোধে কাঁপে কলেবর ঘূর্ণিত লোচন। নারদে দারুণ শাপ করেন অর্পণ।। শুন রে মূঢ়মতি পাপী দুরাচার। যেমন করিলে হেলা বাক্যেতে আমার।। যে জ্ঞানের দর্পে কর অবিজ্ঞা আমায়। সেই জ্ঞান ভ্রষ্ট তব হবে অচিরায়।।

কামে বাধ্য হয়ে সদা কাম্নিনীর সহ। কামক্রীড়া করিয়া ভ্রমহ অহরহ॥ সর্ব্ব জাতি মধ্যে কামী গন্ধর্ব্ব বিস্তর। সেই দেহ ধরি তুমি থাক নিরন্তর॥ গন্ধর্ব্বের পঞ্চাশত কামিনী লইয়া। বনেতে করহ গতি কামার্ত্ত হইয়া॥ মৃগগণ রতিক্রীড়া করয়ে যেমন। সেইমত কর তুমি রমণী রমণ॥ হইয়া শৃঙ্গারশূর সুস্থির যৌবনে। যুবতীর প্রিয়ে হয়ে থাক সর্ব্বক্ষণে॥ এইমত দেবমানে সহস্র বৎসর। অবশ্য রহিবে ইহা না হবে অন্তর॥ পুনঃপি শূদ্রযোনি প্রাপণ হইবে। সেই জন্মে বৈষ্ণবের সুসঙ্গ ঘটিবে॥ তাহাতে হইবে বিষ্ণু প্রসাদ ভক্ষণ। প্রসাদের ফলে পাপ হইবে মোচন॥ বিপ্র মুখে কৃষ্ণ মন্ত্র গ্রহণ করিবে। মন্ত্র ফলে পুনঃ মম সন্তান হইবে॥ এতেক বলিয়া বিধি ক্রোধ তেয়াগিয়া। ক্রন্দন করেন পুনঃ মায়াতে মোহিয়া॥

অথ ব্রহ্মার প্রতি নারদের অভিশাপ।

পয়ার। শুনিয়া বিধির শাপ ক্রোধে তপোধন। করেন দুর্জ্জয় শাপ বিধিরে অর্পণ॥ ঋষি কন শুন পিতা কহি যে তোমায়। যেমন করিলে নষ্ট নির্দ্দোষে আমায়॥ মম শাপে হবে তুমি অপূজ্য ভুবনে। তব মন্ত্র দীক্ষিত না হবে কোনজনে॥ অগম্যাগমনে মন হইবে তোমার। কৃষ্ণ পদে মতি যদি থাকয়ে আমার॥ এই রূপে শাপাশাপি উভয়ে হইল। উভয়ের শাপ গিয়া উভয়ে ঘেরিল॥ ব্যাস কন পদ্মযোনি তাহারি কারণে॥ উপাস্য রহিত হইলেন ত্রিভুবনে॥ নিজ কন্যা রূপবতী হেরিয়া নয়নে॥ অধৈর্য্য হইয়া অতি স্মর সম্মোহনে॥ সেই কন্যা পশ্চাতেতে ধাবমান হন॥ সম্মুখে সনকে দেখি সলাজ বদন॥ লজ্জিত হইয়া অতি সে দেহ ত্যজিয়া। পুনর্ব্রহ্মা হইলেন শরীর ধরিয়া॥

অথ নারদের গন্ধর্ব্ব মূর্ত্তি।

পয়ার। শুনি শুক, এ কৌতুক, জিজ্ঞাসেন পুনঃ। পেয়ে শাপ, পরিতাপ, অতি সুনিপুণ॥ তদন্তর, মুনিবর, কি কর্ম্ম করিল। কহ তার, সুবিস্তার, কি রূপ হইল॥ ব্যাস কন, সে বচন, শুন বিশেষিয়া। ব্রহ্ম শাপে, মনস্তাপে, বিদগ্ধ হইয়া॥ ঋষিবর, শীঘ্রতর, পিতা প্রণমিল। সে শরীর, ত্যজি ধীর, গন্ধর্ব্ব হইল॥ ধরি রূপ, অপরূপ, কায়রূপ কায়। হয়ে প্রিয়, গান্ধর্ব্বীয়, ভবনেতে যায়॥ চিত্ররথ, সুপ্ররথ, গন্ধর্ব্বের পতি। দুই ভাই, তুল্য নাই, প্রতাপে মহতি॥ জ্যেষ্ঠ তার, সর্ব্ব সার, চিত্ররথ বীর। রূপ গুণ, সুনিপুণ, বলবান ধীর॥ তার কন্যা, অতি ধন্যা, নামে চিত্রাঙ্গিণী। অগ্রসারে, সে কন্যারে, করে স্বকামিনী॥ ক্রম শত, পঞ্চাশত, যুবতী হরিয়া। প্রমাবেশে, অবশেষে, বনে প্রবেশিয়া॥ ত্যজি ব্রীড়া, কামক্রীড়া, করিল বিস্তর। নারী সঙ্গে, নানা রঙ্গে, সহস্র বৎসর॥ তদন্তর, মুনিবর, রমণী সহিত। অচিরেতে, পুষ্করেতে, আসি উপনীত॥ পুণ্য স্থল, সুনির্ম্মল; স্থানের প্রধান। দেবগণ, সর্ব্বক্ষণ, যথা অবস্থান॥ সেই স্থলে, কুতূহলে, বিধির সন্ততি। কিছু দিন, সুপ্রবীণ, করেন বসতি॥ শুক কন, মহাজন, করি নিবেদন। ত্যজি ধর্ম্ম, ঋষি কর্ম্ম, ঋষি তপোধন॥ কামে পূর্ণ, হয়ে তূর্ণ, কি রূপেতে গিয়া। চিত্রাঙ্গিনী, স্বকামিনী, কি রূপে করিয়া॥ কোন স্থানে, কি বিধানে, ক্রীড়িত হইল। ক্রম শত, পঞ্চাশত, কি রূপে হরিল॥ কি বলিল, কি করিল, গন্ধর্ব্বের পতি। করি তার, সুবিস্তার, কহ মহামতি॥ শিশুরাম, অবিশ্রাম, হরিনাম সুধা। কর্ণ ভরি, পান করি, নাশে ভব ক্ষুধা॥

ত্রিপদী। শুনিয়া শুকের কথা, ব্যাসদেব কন তথা, সুধামাখা কথা সমুদায়। শুন শুক সাবধানে, যেই রূপে যেই স্থানে, ক্রীড়িত হইল ঋষিরায়॥ কিবা সে দৈবের গতি, ব্রহ্মশাপে মহামতি, দেবঋষি ব্রহ্মার তনয়। দেখিতে দেখিতে তায়, হইল গন্ধর্ব্ব কায়, ঘুচিল পূর্ব্বের রূপচয়॥ জ্ঞান যত হৈল ভ্রষ্ট, রূপেতে সভার শ্রেষ্ঠ, কামা-

কৃষ্ণ কামের অধিক। দেখিয়া তাহার তনু, ক্ষিণ হৈল পুষ্পধনু, আপনারে মানি শত ধিক॥ অধিক কি কব আর, সে রূপ বর্ণনা তার, নাম হৈল অতি সুশোভন। ভাবি বিধি পরিণাম, আর দিলা দুই নাম, কামকান্ত কামিনী মোহন॥ এই রূপে ঋষিবর, ধরি দিব্য কলেবর, ব্রহ্মশাপে না হয় সুস্থির। পাসরিয়া সব তত্ত্ব, কাম মদে হয়ে মত্ত, গন্ধর্ব্ব লোকেতে চলে ধীর॥ এখানেতে সৃষ্টিপতি, জানিয়া পুত্রের গতি, বিশ্বকর্ম্মে কহেন বচন। গন্ধর্ব্ব লোকেতে গিয়া, দিব্য পুরি নির্ম্মাইয়া, কামকান্তে করহ স্থাপন॥ বিধাতার আজ্ঞা নিয়া, বিশ্বকর্ম্মা দ্রুত গিয়া, দিব্য পুরি করিয়া নির্ম্মাণ। রথ যান হয় হাতি, রাখিল বিবিধ জাতি, ভাগ মত করি স্থানে স্থান॥ দিব্য বস্ত্র আভরণ, দাস দাসী অগণন, নিয়োজন করি ততক্ষণ। রত্ন সিংহাসন দিয়া, কামকান্তে বসাইয়া, বিশ্বকর্ম্মা করেন গমন॥ কাম-কান্ত মহামতি, বুঝিয়া কর্ম্মের গতি, বার দিলা সিংহাসনপরে। ছিল যত দাস দাসী, উপনীত হৈল আসি, মর্ম্ম বুঝি কর্ম্ম সবে করে॥ কেহ ছত্র শিরে ধরে, কেহ মোরছল করে, কেহ করে চামর ব্যজন। কেহবা সম্মুখে রয়, শব্দ মাত্রে নিবারয়, হাতে দণ্ড করিয়া ধারণ॥ আসিয়া গন্ধর্ব্বগণ, বসিলেক অগণন, দক্ষিণ বামেতে সেইক্ষণ। সকলে সভয় মন, কেহ নহে উচাটন, ভাব বুঝি ভাষয়ে বচন॥ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ, করি বেদ উচ্চারণ, ঊর্দ্ধ হাতে করে আশীর্ব্বাদ। কেহ পুষ্প সচন্দনে, করে শুভ আচরণে, কেহ করে মহা শঙ্খ নাদ॥ অপ্সরী কিন্নরী যত, নাচে গায় অবিরত, হেরি হরষিত হয় মন। এই রূপে সেই স্থলে, কামকান্তে কুতুহলে, গন্ধর্ব্বেতে হইল রাজন॥

অথ কামকান্তের নগর ভ্রমণ।

পয়ার। ঋষিরাজ কামরূপি কামকান্ত নাম। গন্ধর্ব্ব সহিত নিবাসয়ে সেই ধাম॥ দৈবাধীন এক দিন হইল মনন। দেখিব নগর শোভা বন উপবন॥ চিত্ররথ নামেতে গন্ধর্ব্ব নরপতি। দেখিব

তাহার পুরি কি রূপ বসতি ॥ ক্রমেতে দেখিব যত গন্ধর্ব্ব আলয়। ভ্রমণ কর্ত্তব্য হয় বসন্ত সময় ॥ এত বলি আজ্ঞা দিল ডাকি মন্ত্রিগণ। তুরিতে তুরঙ্গ আন করিয়া সাজন ॥ আজ্ঞা মাত্রে সাজাইয়া আনে অশ্বগণে। দেখি আনন্দিত হৈল কামকান্ত মনে ॥ সখাগণে সঙ্গে লয়ে অশ্ব আরোহিয়া। কুতূহলে চলে সবে নগর দেখিয়া ॥ দেখিতে দেখিতে তবে গেলা কত দূরে। দেখিল অপূর্ব্ব শোভা চিত্ররথ পুরে ॥ পুরি দেখি পরম হর্ষিত হয়ে মনে। প্রান্তরে চলিল পরে পুষ্পের কাননে ॥ ফুটিয়াছে নানা ফুল কিবা শোভা পায়। কত শত মধুকর তাহে মধু খায় ॥ মধ্যে মধ্যে সরোবর স্বর্ণে বান্ধা ঘাট। শত শত শিবালয় শোভে তার বাট ॥ সরোবর জলেতে সরোজ শত শত। ফুটিয়াছে সারি সারি শোভা কব কত ॥ সেখানেতে ঝাঁকে ঝাঁকে অলিগণ ধায়। মধু খেয়ে মত্ত হয়ে কাম গুণ গায় ॥ রাজহংসী রাজ-হংস ময়ুর চকর। চক্রবাক চক্রবাকী আদি বহুতর ॥ মুখে মুখ আরোপিয়া আছয়ে তথায়। কোকিল কোকিলাগণে কলস্বরে গায় ॥ একেত বসন্ত ঋতু তাহে ফুল বন। গন্ধ সহ মন্দ বহে মলয়া পবন ॥ সুগন্ধেতে সমাকুল কামকান্ত মন। হৃদয়ে উদয় হৈল কাম সন্দীপণ ॥ বাড়িল অনঙ্গ সুখ দুঃখ নিবারিল। অশ্ব ত্যজি যুবরাজ তথায় বসিল ॥ সরোবর হৈতে তুলি দুই কোকনদ। দুই করে করি বৈসে ভাবে গদ গদ ॥ চারিদিগে সখাগণে ঘেরিয়া বসিল। গগণের চন্দ্র যেন নক্ষত্রে বেড়িল ॥ চন্দ্র সম শোভাতে বসিয়া সেই স্থলে। সখা সঙ্গে কাম কথা করে কুতূহলে ॥ কাম কথা কহিতে বাড়িল কাম রঙ্গ। পুলকে পুর্ণিত হয়ে শ্রীহরির অঙ্গ ॥ সহজে কামিনী হীন কামকান্ত রায়। সখাগণ বিদ্রূপ করিছে কত তায় ॥ একে কামশর তাহে সখা বাক্যবাণ। দুই শরে অধিক আকুল হৈল প্রাণ ॥ লজ্জায় মলিন মন মুখে কথা কয়। কেমনে কামিনী পাব ভাবয়ে হৃদয় ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে ভাবের বিধানে। কামিনী বিহনে দুঃখ কামী জনে জানে ॥

পয়ার। এই রূপে বসি তথা কামকান্ত ধীর। কামশরে জর জর হতেছে শরীর॥ দেখহ দৈবের কর্ম্ম আশ্চর্য্য ঘটন। কাননে মিলয়ে তার কামিনী রতন॥ চিত্ররথ নামে যে গন্ধর্ব্ব শিরোমণি। তাঁর কন্যা চিত্রাঙ্গিণী বিদ্যুতবরণী॥ ষোড়শ বয়সি বালা বিবাহ না হয়। বিরহে বিদগ্ধা মন মৌনভাবে রয়॥ সখী সঙ্গে সেই কন্যা অট্টালিকাপরে। নগর চত্বর বন নিরীক্ষণ করে॥ হেনকালে দৃষ্টি তার হৈল উপবনে। কামকান্ত রূপ আসি স্পর্শিল নয়নে॥ অপরূপ রূপ সেই তীক্ষ্ণ তীর প্রায়। চক্ষে বিন্ধি রাজ-কন্যা সম্বিত হারায়॥ আঁখি মুদে চিত্রাঙ্গিনী পড়িয়া তথায়। মূর্চ্ছিতা হইয়া ধনী ধূলাতে লোটায়॥ কামাঙ্গিণী নামে সখি নিকটে আছিল। দ্রুত আসি ধরি তারে কোলেতে তুলিল॥ মুখেতে সিঞ্চিয়া জল মূর্চ্ছা ভাঙ্গি তার। বলে সখি কি বৃত্তান্ত কহ সারোদ্ধার॥ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত হৈলে কি কারণ। প্রকাশ করিয়া তুমি কহ বিবরণ॥ চিত্রাঙ্গিণী কহে সখি শুন সমাচার॥ যে কারণে হেন দশা হইল আমার॥ প্রত্যক্ষে দেখহ তুমি কথায় কি কায। ঐ দেখ উপবনে বৃক্ষের সমাজ॥ তমাল তরুতে দুটি প্রফুল্ল কুমোদ। তারে শিরে লয়ে শশী করিছে আমোদ॥ তদুপরে হইয়াছে মেঘের উদয়। তার মধ্যে আছে কাম অনুভব হয়॥ চন্দ্র কুমুদীরে দেখে একত্রে মিলন। করিছে সন্ধান কাম ধরি শরাসন॥ যেমন করিতো যুদ্ধ মেঘনাদ বীর। মেঘ মধ্যে লুকাইয়া আপন শরীর॥ সেইমত কামদেব মেঘে লুকাইয়া। করিছে সন্ধান বাণ আকর্ণ পূরিয়া॥ ঐ দেখ মেঘ নিম্নে কুমুদী উপরে। দেখা যায় কামধনু যুক্ত ফুলশরে॥ ধনুঃশরে দেখে ভয়ে মূর্চ্ছা হই তবে। না জানি কি হবে শর হানিবেক যবে॥ যদ্যপি আমারে শর করয়ে প্রহার। অবশ্য জানিবে সখি মরণ আমার॥ এত বলি রাজবালা মুদিয়া নয়ন। সখি কোলে পুনরায় করিলা শয়ন॥

সখী বলে কেন সখি হলি পাগলিনী। কোথা বা তমাল তরু

কোথা কুমুদিনী ॥ কোথা চন্দ্র কোথা মেঘ দেখিলে নয়নে। কোথা কামশর কোথা কাম শরাসনে ॥ অনুমানে বুঝিলাম তোমার মনন। কামকান্ত নামে অই পুরুষরতন ॥ উহারে দেখিয়া মুগ্ধা হইয়া সুন্দরী। কাব্যছলে কহ কথা চতুরতা করি ॥ তমালের শোভা সম শরীরের শোভা। মুখচন্দ্র চন্দ্রের সমান মনলোভা ॥ কুমুদিনী সম শোভা নয়ন যুগল। মেঘের সমান শিরে শোভিছে কুন্তল ॥ কাম শরাসন সম শোভে ভুরুদ্বয়। কামশরে সমশর কটাক্ষে জানায় ॥ উহা দেখি ছলে কথা কহ রাজবালা। ধৈর্য্য ধর গুণবতী ঘটায়ো না জ্বালা ॥ এত যদি কহিলেক সখী কামাঙ্গিণী। ঈষৎ হাসিয়া তবে উঠে চিত্রাঙ্গিনী ॥ সখীর স্কন্ধেতে কর করিয়া অর্পণ। পুনরপি গবাক্ষেতে করি নিরীক্ষণ ॥ নয়ন ভরিয়া রূপ দেখিয়া তখন। মানসেতে বর করি করিল বরণ ॥ চিত্রাঙ্গিনী দেখে কামকান্ত নাহি জানে। সখা সহ কহে কথা বসি সেই স্থানে ॥ কথায় কথায় দিবা হৈল অবসান। কামকান্ত উঠি চলে আপনার স্থান ॥ নিজালয়ে যুবরাজ করিলা গমন। চিত্রাঙ্গিণী আঁখি হৈতে হৈল অদর্শন ॥ যেমন আছিল ধনী সখি গলে ধরি। অধরা হইয়া পুনঃ পড়িলা সুন্দরী ॥ শিশু আশু বলে স্থির হও গুণবতী। অবশ্য মিলিবে তব কাম কান্ত পতি ॥

অথ চিত্রাঙ্গিনীর বিরহাবস্থা।

ত্রিপদী। না দেখিয়া কামকান্ত, কাদম্বিনী হয়ে ভ্রান্ত, শান্ত নাহি মানে কোন ক্রমে। ধরিয়া সখীর গলে, কাতরা হইয়া বলে, কত শত কথা মনো ভ্রমে ॥ বলে ওগো সহচরী, কি হইল মরি মরি, ধৈরয ধরিতে নারি মনে। কোথা হৈতে কালো শশী, নয়ন যুগলে পশি, অদর্শন হৈল কি কারণে ॥ দেখা দিয়া কালো রূপ, আলো করি হৃদি কূপ, সুখ সিন্ধু জলেতে পূরিল। পুনরপি লুকাইয়, বিচ্ছেদ অনল দিয়া, সে সলিলে কেন শুকাইল ॥ এবে সে বিচ্ছেদানল, হয়ে অতি সুপ্রবল, দগ্ধ করে মোর মন প্রাণ। মরি মরি

সহচরী, বল কি উপায় করি, কেমনে পাইব পরিত্রাণ ॥ বলিতে বলিতে কথা, নিরব হইয়া যথা, আঁখি মুদে ক্ষণেক রহিল। পুনঃ বলে ওগো সই, কোথা গেল কই কই, হৃদিপুরে এই যে আছিল ॥ এতেক বলিয়া ধনী, মণিহারা যেন ফণী, ইতস্তত করি নিরীক্ষণ। পুনঃ পড়ি সেই স্থলে, ধরিয়া সখীর গলে, মৃদুস্বরে করয়ে রোদন ॥ আঁখি জলে ভাসে বুক, শুকাইল শশী মুখ, দেখি দুঃখে কান্দে কামাঙ্গিনী। বলে ওগো রাজকন্যে, পর পুরুষের জন্যে, ভাবিয়া কি হবি পাগলিনী ॥ ধৈর্য্য ধর গুণবতী, মিলাইব তব পতি, রাণীরে কহিয়া দিব বিয়া। চিত্ররথ দণ্ডধর, বাছিয়া আনিবে বর, অকারণে কান্দ কি লাগিয়া ॥ শুনি কহে সুবদনী, কি বলিলে ও সজনী, অন্য বরে কিবা প্রয়োজন। যাহারে বলিলে পর, সেই মম প্রাণেশ্বর, মন প্রাণ করেছি অর্পণ ॥ পতি করি মনে মনে, বরিয়াছি সেই জনে, একেবারে বিকায়েছি পায়। পিতা দিলে অন্যে তবে, অসতী হইতে হবে, বল দেখি কি হবে উপায় ॥ তা হলে গরল খাব, কারে মুখ না দেখাব, তখনি ছাড়িব নিজ প্রাণ। শুন ওগো প্রাণ সই, তোরে সারোদ্ধার কই, ইথে কভু না হইবে আন ॥ কামাঙ্গিনী বলে ধনী, পোহাইলে এ রজনী, রাণীরে কহিব যোড় করে। রাণী কয়ে নৃপবরে, শুভলগ্ন স্থির করে, বিভা দিবে তোরে ঐই বরে ॥ রাজবালা শুনে কয়, ভাল দিলে পরিচয়, বুঝাইলে বালিকার প্রায়। শুনিয়া মন্ত্রণা তোর, দুঃখের উপরে ঘোর, মুখে আসি হাসি উপজায় ॥ কহিলে যে ও সজনী; পোহাইলে এ রজনী, রাণীরে রাজারে কবে গিয়া। রাজা রাণী চেষ্টা করে, আনাইয়া ঐই বরে, তার পরে মোর দিবে বিয়া ॥ বল কত কালে তবে, ইহা সমাপন হবে, বিবাহেতে লক্ষ কথা চায়। আজি যদি কামবাণে, দগ্ধ হয়ে মরি প্রাণে, ভাব দেখি কি হবে উপায় ॥ নিদাঘেতে পিপাশায়, চাতকীর প্রাণ যায়, বরিষায় হবে বরিষণ। বরিষার আশা করি, বল দেখি সহচরী, বাঁচে কভু চাতকী জীবন ॥

তৃষে অঙ্গ সুবিকল, তখন না পেলে জল, পরে কি পুরয়ে মনোরথ। বিষম রোগের ভরে, আজি রোগী প্রাণে মরে, ঔষধি সে ছমাসের পথ॥ ভাল আশা দিলে সই, ইথে হব কাম জই, বুঝাইতে আর হবেনাই। শুনিয়া উত্তর তার, সখী হৈল চমৎকার, মনে ভাবে কি ভাবে বুঝাই॥

পয়ার। কি রূপে বুঝাবে তারে ভাবয়ে হৃদয়। ক্ষণকাল কামাঙ্গিনী মৌন হয়ে রয়॥ সখিরে নিরব দেখি বাড়ে মনোজ্বালা। মিনতি করিয়া পুনঃ কহে রাজবালা॥ তুমি যদি মৌন হয়ে থাক সহচরী। তবে আর এ সঙ্কটে বল• কিসে তরি॥ তোমার অসাধ্য সখি কি আছে ভুবনে। এখনি ঘটাতে পার যদি কর মনে॥ ওগো সখি কৃপা করি আনি দেহ তায়। বিষম বিরহ জ্বরে বাঁচাও আমায়॥ ইহা বলি দুটী কর ধরিয়া তাহার। আঁখি জলে ভাসে যেন শ্রাবণের ধার॥ দেখিয়া তাহার ভাব সখী সুকাতরা। বলে ধনী ধৈর্য্য ধর মিলাইব ত্বরা॥ অবশ্য মিলাব তারে করিনু স্বীকার। সম্বর রোদন তুমি চিন্তা নাহি আর॥ এত বলি বুঝাইয়া মধুর বচনে। সঙ্গে করে লয়ে চলে কুসুম কাননে॥ দেখাইয়া ফুল শোভা ভুলাইতে চায়। ভুলিবে কি রাজবালা দুনা জ্বলে তায়॥ অধিক তাপিতা হয়ে সখীগণে বলে। চল যাই সহচরী সরোবর জলে॥ ক্ষণকাল জলমধ্যে অঙ্গ ডুবাইয়া। বিষম বিরহানল নির্ব্বাণ করিয়া॥ গৃহেতে আসিব শীঘ্র সবে করি স্নান। সখী বলে ভাল কথা চল সেই স্থান॥ তবে ধনী সখী সহ নানা কথা ছলে। শিশু কহে উত্তরিলা সরোবর জলে॥

অথ জলমগ্নে অধিক জ্বালাতন।

পয়ার। সলিলেতে সলীলেতে গিয়া সখী সহ। সলিলজ হেরি মনোসিজের উৎসাহ॥ সরোজিনী শর জিনি প্রবল হইল। সরোজ নয়নী হৃদিসরোজে ফুটিল॥হৃদ ফুল প্রফুল্ল হইল ফুলশরে। বিরহ হুতাশে মুখে বাক্য নাহি সরে॥ দারুণ বিরহানলে হইল নিরব।

তাহে ঘৃতাহুতী হৈল কোকিলের রব ॥ দেহ হৈল শুষ্ককাষ্ঠ বিরহ দহন। তাহার সাহায্যে বহে মলয়া পবন ॥ একালে নিশ্বাস বায়ু বাদী হৈল তায়। ঘন বহে হৃদি দহে অধিক জ্বালায় ॥ দেহ মধ্যে দগ্ধ হয় হৃদয় কমল। সেই ভয়ে কমলাঁখি হইল সজল ॥ অনিবার বারি-ধারা বহে দুনয়ান। সঘনে আগুনে চাহে করিতে নির্ব্বাণ ॥ নির্ব্বাণ হইবে কোথা অধিক উল্বন। রক্ষা হেতু প্রাণকান্তে করয়ে স্মরণ ॥ স্মরিয়া কান্তেরে আরো অধৈর্য্য হইল। জ্ঞান হারাইয়া ধনী সে জলে পড়িল ॥ জীবনে পশিয়া চাহে জীবন নাশিতে। তাহা দেখি সখী-গণ অধিক ভাবিতে ॥ ধরাধরি করি শীঘ্র তথা হৈতে নিয়া। ত্বরিতে আপন পুরে উত্তরিল গিয়া ॥ গৃহে গিয়া সখী সবে বিবিধ বুঝায়। কোন ক্রমে প্রবোধ নাহিক মানে তায়।। স্নান পূজা নাহি করে নাহি খায় জল। কামকান্তে ভাবি ধনী হইল বিকল ॥ ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে ক্ষণে মোহ যায়। সখী বলে ভাল জ্বালা ঘটিল কি দায় ॥ শিশু কহে অকারণ ভাব সহচরী। কান্ত বিনা শান্ত কভু নহিবে সুন্দরী ॥

অথ মিলনের মন্ত্রণা।

পয়ার। দেখিয়া তাহার ভাব ভাবে সখীগণ। নহিল উপায় তার বিনা সংঘটন ॥ এত ভাবি সখী সবে করয়ে মন্ত্রণা। কেমনে হইবে সিদ্ধ অসাধ্য সাধনা ॥ কামাঙ্গিনী সখী হয় প্রধানা সবার। সখী সহ বসি তথা করয়ে বিচার ॥ কামাঙ্গিনী বলে শুন সহচরীগণ। এখনি করিতে পারি তাহার মিলন ॥ কিন্তু সখি গুপ্ত কর্ম্মে বড় বাসি ভয়। গোপনে করিয়া কর্ম্ম ব্যাক্ত পাছে হয়।। প্রকাশ হইলে পরে প্রমাদ পড়িবে। প্রণয় সংযোগে শেষে প্রলয় ঘটিবে ॥ চিত্ররথ মহারাজ দ্বিতীয় শমন কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্রে বধিবে জীবন ॥ আমরা মরিব প্রাণে আর যাবে প্রাণ। যদি বাঁচে রাজবালা হারাইবে মান ॥ শুনিয়া সখির বাণী সখীগণে কয়। কিসের কারণে তুমি

ভাবিতেছ ভয়॥ দেহ হতে প্রাণ যায় কাটা যায় মাথা। প্রকাশ নহিবে কথা হৃদে রবে গাঁথা॥ হেন মতে মন্ত্রণা করয়ে সখীগণ। মূর্চ্ছা ভাঙ্গি রাজবালা পাইল চেতন॥ ত্বরা করি উঠি ধরি কামাক্ষিমী করে। কহিতে লাগিলা কিছু মধুর নিঃস্বরে॥ এত কেন ভয় সখি ভাব বারে বার। গন্ধর্ব্ব বিবাহ আছে গন্ধর্ব্ব কন্যার॥ প্রকাশ কারণে তুমি ত্যজ ভয় মন। বিপদে করেন রক্ষা শ্রীমধুসূদন। পিপাসা সময়ে শীঘ্র করি জল দান। বাঁচাইলে সখি সেই পিপাসীর প্রাণ॥ তাহার সমান পুণ্য নাহি ভূমণ্ডলে। বেদস্মৃতি পুরাণাদি সর্ব্ব শাস্ত্রে বলে॥ সে মম জীবন সম আমি সম মীন। তাহার বিহনে আছি হয়ে বারি হীন॥ সে বারি সংযোগে রক্ষা কর মম প্রাণ। শেষেতে যে করে ভাগ্যে প্রভু ভগবান॥ এত যদি রাজসুতা কহে সকাতরে। দয়া উপজিল তবে সখীর অন্তরে॥ নির্ভয় হইয়া তারে করিলা আশ্বাস। শিশু কহে বিনা যোগে না হয় বিশ্বাস॥

পয়ার। তবে সহচরী কহে শুন গুণবতী। অবশ্য মিলাব তব কামকান্ত পতি॥ কিন্তু ধনী ধৈর্য্য ধরে থাক অল্প দিন। ব্যাস্ত হৈলে কার্য্য সিদ্ধি করা সুকঠিন। নারীর স্বধর্ম্ম নহে পুরুষেরে যাচে। পূর্ব্বাপর এই রীতি ব্যবহারে আছে॥ নাগরী হইয়া যদি যাচয়ে নাগর। নাগর সমীপে তার না থাকে আদর॥ সাবিত্রী সমান যদি নারী হয় সতী। তবু তারে ভ্রষ্টা ভাবে না আদরে পতি॥ অতএব ধীরা তুমি অধিরা না হও। আপনার গৌরবেতে কিছু দিন রও॥ তব রূপ গুণ আগে তারে শুনাইয়া। ব্যাকুল করিব তারে তোমার লাগিয়া॥ তব হেতু আকুল হইয়া সেই জন। মিলন কারণে বহু পাবে আকিঞ্চন॥ নিতান্ত তাহার যত্ন হইবে যখন। তোমার নিকট আনি মিলাব তখন॥ তবে সে তাহার কাছে আদরিণী হবে। চিরকাল আপনার গৌরবেতে রবে॥ এই মত বহু মত বুঝায়ে তখন। কামকান্ত অন্বেষণে করয়ে গমন॥ মনে ভাবে কোন ভাবে জানাইব তায়। যাচিয়া কহিতে হৈলে নিজ মান যায়॥ সে জন যাচিয়া

যো রে জিজ্ঞাসা করিবে। এমন মন্ত্রণা কিছু করিতে হইবে॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া সখী করিল নির্য্যাশ। জানাইতে হৈল কিছু স্বপনে আভাষ॥ গৃহ কাযে গেল দিবা অস্ত দিবাকর। নিদ্রায় রজনী গত দ্বিতীয় প্রহর॥ তৃতীয় প্রহরে সখী উঠিয়া তখন। জপিয়া যোগিনী মন্ত্র যোগে দিলা মন॥ যোগবলে নিজ অঙ্গ করিয়া গোপন। অবিলম্বে অষ্টদিক করিয়া বন্ধন॥ আস্তে ব্যস্তে প্রবেশিলা কামকান্ত ঘরে। যেখানে শয়নে ধীর খাটের উপরে॥ তথায় ধরিলা রূপ অতি ভয়ঙ্করী। অভেদ ভৈরবী যেন শূলিনী শঙ্করী॥ কামরূপী কামাঙ্গিনী জানে কত ফাঁদ। কামিনী মন্ত্রেতে ধরে কামকান্ত চাঁদ॥ ধীরে ধীরে কাণের কাছেতে হাসি হাসি। কহিতে লাগিলা যেন পরম হিতাষী॥ শুন ওরে কামকান্ত সুন্দর সুধীর। তোমার কারণে আমি সতত অস্থির॥ এ হেন যৌবন তব রূপ মনোহর। রমণী বিহনে কভু নহে শোভাকর॥ তব যোগ্য রমণী না দেখি ত্রিভুবনে। দৈবাধীন এক ধনী দেখিনু নয়নে॥ চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কন্যা চিত্রাঙ্গিনী। নবীনা যৌবনী ধনী ভুবন মোহিনী॥ যদ্যপি পারহ তার করিতে ঘটন। তবেত সফল তব এ নব যৌবন॥ ঘটন সন্ধান কহি শুন বিবরণ॥ কল্য গিয়াছিলে তুমি যেই উপবন॥ সেই উপবনে পুনঃ একাকী যাইবে। চিত্রাঙ্গিনী সখীপুষ্প চয়নে আসিবে॥ তাহাকে মিনতি করি যতনে কহিবে। সে যদি করয়ে দয়া তবে সে ঘটিবে॥ এতেক কহিয়া কাণে গেলা সহচরী। নিদ্রা ভাঙ্গি কামকান্ত উঠিলা শিহরি॥

অথ নিদ্রা ভঙ্গে কামকান্তের ভাবনা।

পয়ার। স্বপ্ন দেখি কামকান্ত কামে অচেতন। বলে একি মহা মায়া দেখালে স্বপন॥ সদয়া হইয়া যদি সমাচার দিলে। কত দিনে পাব তারে কিছু না কহিলে॥ এই হেতু মনে বড় হইতেছে ভয়। কপালে সে কন্যা লাভ হয় কি না হয়॥ যে হয় করিব চেষ্টা করি প্রাণপণ। চেষ্টার অসাধ্য নাই শাস্ত্রের

বচন॥ যাদৃশী ভাবনা যার সিদ্ধি তার হয়। সত্য সত্য বলি ইহা সর্ব্ব শাস্ত্রে কয়॥ এক্ষণেতে কতক্ষণে পোহাইবে নিশি। মন ভাগো প্রকাশ পাইবে দশ দিশি॥ কতক্ষণে অরুণের হবে আগমন। কতক্ষণে এ রজনী করিবে গমন॥ কতক্ষণে কুমুদীর দর্প হবে নাশ। কতক্ষণে কমলিনী হবে সুপ্রকাশ॥ কতক্ষণে তারাগণে তেজ হ্রাস পাবে। কতক্ষণে নিশানাথ নিজালয়ে যাবে॥ কতক্ষণে সমুদিত হইবে ভাস্কর। মলিন হইবে মনে লম্পট তস্কর॥ সূর্য্যোদয়ে সরোজিনী হয়ে হৃষ্টমান। কতক্ষণে অলিরাজে দিবে মধুদান॥ কতক্ষণে বিরহিণী চক্রবাকী আসি। চক্রবাকে ভেটিবেক হইয়া উল্লাসি॥ কোকিলে ললিত রাগে দিবে কুহুরব। কতক্ষণে পুরবাসী জাগিবেক সব। পতি সহ যুবতীরা যামিনী জাগিয়া। ঢুলু ঢুলু চক্ষে চাবে অলসে উঠিয়া॥ কতক্ষণে পক্ষীগণ স্বনীড় ছাড়িয়া। অবনীতে আহারীয় লবে কুড়াইয়া॥ এই ভাবে কত ভাবে কত কব তায়। কামিনী ভাবিয়া হৃদে যামিনী কাটায়॥ প্রভাত কারণে ব্যস্ত অতি মতিমান। হেনকালে রজনীর হৈল অবসান॥ পূর্ব্বদিক প্রকাশিল পোহাইল নিশি। ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় দশ দিশি॥ বায়স বিহঙ্গ পিক করে কলরব। নগর নিবাসী লোক জাগিলেক সব॥ প্রাতঃকৃত্য সমাপনে যত সাধুগণ। প্রাতঃস্নান অভিলাষে করয়ে গমন॥ উচ্চৈঃস্বরে ইষ্টনাম করে উচ্চারণ। রাম, কৃষ্ণ রমানাথ রাধিকা রমণ॥ কেহ বলে হর হর কেহ বলে হরি। মথুরেশ হৃষিকেশ কেশী কংস অরি॥ কেহ বলে দুর্গা কালী কেহ বলে তারা। ইষ্টনাম উচ্চারিয়া পথে চলে তারা॥ শব্দ শুনি কামকান্ত চমকিয়া চায়। প্রভাতা যামিনী জানি পুলকিত কায়॥ শ্রীহরি স্মরণ করি উঠিয়া ত্বরায়। অবিলম্বে পুরের বাহিরে তবে যায়॥ দ্রুতগতি বাহিরেতে আসিয়া তখন। নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥ বারদিয়া বসিলেক সভাসদ মাঝে। কিন্তু তাঁর মন নাহি লাগে কোন কাজে॥ যামিনীতে ঘটিয়াছে কামিনীর জ্বালা।

কেবল চিন্তন চিত্তে চিত্ররথ বালা ॥ চিন্তাযুক্ত দেখিয়া চিন্তিত বন্ধুগণ। জিজ্ঞাসা করয়ে সবে চিন্তার কারণ ॥ কামকান্ত কহে কথা কহিবার নয়। পশ্চাতে কহিব কর্ম্ম যদি সিদ্ধি হয় ॥ স্বপ্ন কথা প্রকাশিলে যদি নাহি ফলে। এই ভাবে মনে ভাবে কারু নাহি বলে ॥ মনেতে মনের কাছে সুমন্ত্রণা চায়। কি রূপে পাইব তারে কি হবে উপায় ॥ মনের অস্থির গতি অনন্ত ভাবনা। না মিলে মনের কাছে সুস্থির মন্ত্রণা ॥ আপনার মনে মন কভু রাজা হয়। কখন দরিদ্র দীন দুঃখিত হৃদয় ॥ ধনী হয়ে কভু অর্থ অন্যেরে বিলায়। কখন নির্দ্ধনী হয়ে ভিক্ষা করি খায় ॥ কখন আহ্লাদে উঠে গগণ-মণ্ডলে। কখন শোকেতে ডোবে সাগরের জলে ॥ কখন কামিনী সহ কামেতে বিহার ॥ কখন কামেরে দেয় শতেক ধিক্কার ॥ কভু পাপ কর্ম্মে রত কভু পুণ্য শীল ॥ কখন বা দয়াবান্ কখন দুঃশীল ॥ কভু সাধু সদাশয় সদা সদাচার। কখন নাস্তিক ভাব পিশাচ আচার ॥ পরম পণ্ডিত কভু হয় নিজ ভাবে। কখন বা মূর্খ হয়ে কভু দুঃখ ভাবে ॥ কখন সুন্দর হয় কখন কুৎষিত। কখন বা ভয়ে মগ্ন কখন অভীত ॥ রাজার রমণী সহ কখন বিলাস। আপনার নারী সহ কখন হতাশ ॥ এরূপ অনন্তভাবে অনন্ত প্রকৃতি। কখন পুরুষ হয় কখন প্রকৃতি ॥ কত মত কত ভাবে কত কব তায়। যত ভাব ভাবে মন সকলি অসার ॥ কভু কান্দে কভু হাসে কত কথা কয়। প্রকাশ করিলে হয় পাগল নিশ্চয় ॥ এমন মনের কাছে মন্ত্রণা সুস্থির। কেমনে পাইবে বল কামকান্ত ধীর ॥ ভাবনা করিতে মনে ভাবনা বাড়িল। চিত্ররথ বালা ভাল জ্বালা ঘটাইল ॥ কি রূপে পাইবে যুক্তি না হয় নির্ণয়। ভাবিতে ভাবিতে বেলা হৈল অতিশয় ॥ বাড়িল অনেক বেলা করি নিরীক্ষণ ॥ বিনয়ে বিদায় কৈল সভাসদ গণ ॥ সভা ভাঙ্গি কামকান্ত উঠে শীঘ্রগতি। শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর ভারতী ॥

অথ কামকান্তের কামিনী লাভ।

পয়ার। শীঘ্রগতি বন্ধুগণে বিদায় করিয়া। স্নান পূজা সমাপিল পুরে প্রবেশিয়া॥ অবিলম্বে কিছুমাত্র করিয়া ভোজন। চিত্ররথ উপবনে করয়ে গমন॥ পূর্ব্ব রজনীর শুভ স্বপ্ন অনুসারে। একাকী চলিল সঙ্গে না লইল কারে॥ দ্বিতীয় প্রহর বেলা প্রচণ্ড তপন। উত্তপ্ত হয়েছে ভূমি অত্যন্ত তখন॥ রথে চড়ি চলে ধীর সারথি না লয়। আপনি ধরিয়া রজ্জু চালাইল হয়॥ রাজকন্যা অভিলাষে আনন্দিত মনে। ক্ষণমাত্রে উপনীত হৈল উপবনে॥ কিছু দূরে রাখি সেই রথ অশ্ববর। পদব্রজে প্রবেশিল কানন ভিতর॥ পূর্ব্ব দিনে বসেছিল যেই স্থানে গিয়া। পূর্ব্ব মত বৈসে ধীর সে স্থানে যাইয়া॥ তরুমূলে বসি দিব্য সরোবর তীরে। প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্প দেখে সেই নীরে॥ তদুপরে মধুকরে মধু করে পান। তাহা দেখি কামকান্ত কামে হতজ্ঞান॥ স্বপ্ন কথা স্মরি তথা ছাড়য়ে নিশ্বাস। কামিনী পাইবে মনে না হয় বিশ্বাস। বসি তথা কত কথা করয়ে ভাবনা। হেনকালে দেখ কিবা দৈবের ঘটনা॥ কামকান্তে লইবারে সখী কামাঙ্গিনী। ধরিয়া আইল মূর্ত্তি ভুবনমোহিনী॥ পুষ্পচয়নের ছলে সাজিডালা করে। ভ্রমণ করয়ে পুষ্প কানন ভিতরে॥ পুষ্প তোলে আড়চক্ষে কামকান্তে চায়। চঞ্চল হরিণী সমা ঘুরিয়া বেড়ায়॥ হেরিয়া হইল ভ্রান্ত কামকান্ত মনে। ভাবে একা কে আইল অকস্মাৎ বনে॥ একাকী আইল কন্যা আনন্দিত মনে। নির্ভয়ে ভ্রমণ করে পুষ্পের কাননে॥ হেরিয়া ইহার রূপ হেন জ্ঞান হয়। চন্দ্রজায়া রোহিণী বা হইল উদয়॥ পুষ্প লোভে আসিয়াছে গন্ধর্ব্বের বনে। এখনি লইয়া পুষ্প উঠিবে গগনে॥ রাজকন্যা দাসী এরে নাহি হয় জ্ঞান। কেমনে কহিব কথা ইহা বিদ্যমান॥ কন্যা দেখি কামকান্ত ভয়ে ভীত মন। না পারে তাহার সহ কহিতে বচন॥ কথা বলা দূরে থাকু ফিরে নাহি চায়। যদি কোপ করে কন্যা

ঘটাইবে দায় ॥ এতেক ভাবিয়া মনে হইল অস্থির। কি করিবে কি হইবে নাহি পায় স্থির ॥ কিন্তু হৃদে লাগিয়াছে কাম হুতাশন ॥ কামিনী দেখিয়া দুনা জ্বলিল তখন ॥ কামানলে জ্বলে দেহ দুঃখ জলে ভাসে ॥ ভাব দেখি কামাঙ্গিনী মনে মনে হাসে ॥ স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নহে আগে কথা কয়। কি করি কহিতে হৈল না কহিলে নয় ॥ ভীত হয়ে কামকান্ত যদি উঠে যায়। রাজার দুহিতা তবে কি কবে আমায় ॥ অদ্য রজনীতে দিব করিয়া মিলন। সত্য করি আসিয়াছি তাহার সদন ॥ আমার আশ্বাসে আছে ধৈর্য্য করে মন ॥ অদ্য না মিলন হলে ত্যজিবে জীবন ॥ অতএব বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। ত্বরায় করিতে হবে উভয়ে মিলন ॥ এত বলি সহচরী নিকটেতে গিয়া। মধুর বচনে কহে বিনয় করিয়া ॥ জানিয়া সকল তবু গিয়া সন্নিধানে। পরিচয় যাচে যেন কিছু নাহি জানে ॥ কে বট আপনি তাহা কহ মহাশয়। কি আসে এখানে আসা দেহ পরিচয় ॥ হেরিয়া তোমার রূপ হেন জ্ঞান হয়। গগণ ছাড়িয়া চন্দ্র হয়েছে উদয় ॥ গন্ধর্ব্ব কাননে কেন হইলে প্রকাশ। হইয়া কপট শূন্য কহ সত্য ভাষ ॥ যদ্যপি বাসনা কিছু থাকে তব মনে। সাধ্য হৈলে পূর্ণ তাহা করিব যতনে ॥ শুনিয়া সখীর বাণী কামকান্ত চাঁদ। হাতেতে পাইল যেন আকাশের চাঁদ ॥ আশ্বাস পাইয়া হৈল হর-ষিত মন। ভয় তেয়াগিয়া তবে কহেন বচন ॥ অধীনের প্রতি যদি হইলে সদয়। কৃপা করি দেহ দেবি নিজ পরিচয় ॥ হেরিয়া তোমার রূপ মনে অনুমানি। চন্দ্রের রোহিণী কিম্বা কামের কামিনী। সত্য করি কহ আগে আপনি কে হও। তার পরে এ দীনের পরিচয় লও ॥ সহচরী কহে তবে শুন মহামতি। চিত্ররথ নামে যেই গন্ধ-র্ব্বের পতি। চিত্রাঙ্গিণী নামে আছে তনয়া তাঁহার। যার রূপে মোহ প্রাপ্ত এ তিন সংসার ॥ বিশ্বকর্ম্মা চিত্র লেখে অঙ্গ হেরি যাঁর। এ কারণে নাম রাখে চিত্রাঙ্গিণী তার। কহিনু রূপের কথা দেখিছি যেমন। গুণের তুলনা দিতে নাহিক তেমন ॥ অকপটে তব কাছে

কহি গুণধাম। আমি তার প্রিয়সখী কামাঙ্গিনী নাম। কামাঙ্গিনী নাম শুনি কামকান্ত ধীর। চিন্তা ভয় দূরে গেল হইল সুস্থির॥ মনে ভাবে সখী যার এত রূপযুতা। না জানি কতেক রূপ ধরে রাজসুতা॥ অধিক আনন্দ তার বাড়িল তখনে। নিজ পরিচয় দেয় সখীর সদনে॥ এক মন হয়ে তাহা শুন সর্ব্ব জন। শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন॥

অথ কামকান্ত সহচরীকে পরিচয় দেন ও বিনয় করেন।

পয়ার। কামকান্ত কহে সখি তুমি পুণ্যশীলা। অনুগ্রহ করি নিজ পরিচয় দিলা॥ জিজ্ঞাসা করিলে যাহা মম পরিচয়॥ এক্ষণেতে নির্ভয়েতে কহি সমুদয়॥ অকপটে সন্নিকটে কহি বিবরণ। দয়া করি গুণবতী করহ শ্রবণ॥ জাতি গন্ধর্ব্ব লোকেতে আমি করি অধিবাস। আমিও গন্ধর্ব্ব জানিবে নির্যাশ॥ হইয়াছে দুটি নাম বিধির সৃজন। কামকান্ত এক আর কামিনীমোহন॥ কিন্তু মম গৃহে নাই কামিনী রতন। কামানলে জ্বলে দেহ সদা সর্ব্বক্ষণ॥ যে কারণে আসিয়াছি এই উপবনে॥ কহিবারে ভয় বাসি তোমার সদনে। দয়া করি কর যদি অভয় প্রদান। তবে কহি মনো কথা তব বিদ্যমান॥ সখী বলে বল কথা নাহি কোন ভয়। সাধ্য হৈলে উপকার করিব নিশ্চয়॥ কামকান্ত বলে তবে শুন সমাচার। স্বপ্নযোগে যেই দশা ঘটেছে আমার॥ নিশিযোগে ঘুমাইয়া আছি অকপটে। হেনকালে এক দেবী আইল নিকটে॥ মস্তকে বিশাল জটা হাতে শূল ধরা। অভিন্ন ভৈরবী মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্করা॥ বসিয়া কাণের কাছে মৃদু মন্দ হাসি। কহিল অনেক কথা হইয়া হিতাসি॥ বিশেষ কহিয়া শেষে কহিল বন্দিনী। চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের আছয়ে নন্দিনী॥ ষোড়শ বয়সী বালা বিবাহ না হয়। রূপেতে রতিকে না কি করিয়াছে জয়॥ তার তুল্য রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে। এই সমাচার দেবী সদনে

স্বপনে ॥ তদন্তে বিশেষ কথা কহিলেন আর। কামাঙ্গিনী নামে আছে প্রিয় সখী তার ॥ বৈকালিক বেশ হেতু পুষ্পের চয়নে। প্রতি দিন সেই সখী আইসে উপবনে ॥ উপবনে গেলে তার পাবে দর-শন। তাহাকে কহিবে তুমি করিয়া যতন ॥ সেই সখী তব প্রতি সদয়া হইয়া। তোমাকে সে কন্যারত্ন দিবে মিলাইয়া ॥ এই কথা কহি দেবী হৈলা অদর্শন। আমার নিদ্রার ঘোর ভাঙ্গিল তখন ॥ নিদ্রা ভঙ্গে চমকিয়া চারিদিগে চাই। কোন দিগে গেল দেবী দেখিতে না পাই ॥ ভয়েতে আমার আর নিদ্রা না হইল। ভাবিতে ভাবিতে দেখি নিশি পোহাইল ॥ তবে উঠিলাম আমি স্মরি নারায়ণ। ভাবিয়া স্বপন কথা ব্যাকুলিত মন ॥ যেরূপ ব্যাকুল মন কহিব কেমনে। কহিতে না পারি তাহা না আসে বচনে ॥ ক্ষুধাতে না রুচে অন্ন পিপাসায় জল। কেবল তাহারে ভাবি হয়েছি বিকল ॥ স্বপ্ন কথা সত্যবোধে করি প্রাণ পণ। আসিয়াছি সহচরী এই উপবন ॥ আসিয়া প্রত্যক্ষ ফল প্রথমে ঘটিল। সেই হেতু সখি তব দর্শন মিলিল ॥ অনুগ্রহ করি তুমি দিলে দরশন। কহিলে আমার বাঞ্ছা করিবে পূরণ ॥ আপনার মুখে তুমি করেছ স্বীকার। খণ্ডিতে আপন বাক্য না পারিবে আর ॥ শুন শুন প্রিয়সখি করি নিবেদন। তোমা বিনা অধিনের নাহি অন্য জন ॥ রাখ বা মার বা তুমি যাহা লয় মনে। শরণ লইনু সখি তোমার চরণে ॥ এত যদি কামকান্ত কহে সকাতরে। জিহ্বা কাটি কামাঙ্গিনী কহে তদন্তরে ॥ শুনহ পুরুষবর করি নিবেদন। যে কথা কহিলে তুমি অসাধ্য সাধন ॥ তবে যে কহিলে স্বপ্নে কহেন শঙ্করী। সাধিলে হইবে সিদ্ধ অনুভব করি ॥ যেহেতু দিলেন দেবী তোমারে স্বপন। যাহার ইচ্ছায় ঘটে অঘটঘটন ॥ অসাধ্য সুসাধ্য হয় যাহার ইচ্ছায়। সংসার সমুদ্রে তরে যাহার কৃপায় ॥ হেন দেবী স্বপ্ন দিলা হইয়া সদয়। অবশ্য ঘটিবে ইহা নাহিক সংশয় ॥ কিন্তু এত উতলার কর্ম্ম এতো নয়। কিছু দিন স্থির হৈতে হবে মহা-শয় ॥ তোমার কারণে আমি হব সচেষ্টিত। ক্রমেতে ঘটনা ইহা

করিব নিশ্চিত ॥ ধৈর্য্য ধর মহাশয় স্থির কর মন। কালী কুলা-ইবে যবে হইবে ঘটন॥ ইহা শুনি কামকান্ত অধিক অস্থির। বলে সখি মম মনে নাহি মানে স্থির॥ ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ কন্দর্পের বাণে। লজ্জাহীন হয়ে কত কব তব স্থানে॥ যদি তুমি আমা প্রতি সদয়া হইয়া। ক্ষণকাল মধ্যে তারে দেহ ঘটাইয়া॥ তবেত প্রশান্ত মম হইবে শরীর। নতুবা ত্যজিব দেহ প্রবেশিয়া নীর॥ কিম্বা কাল সর্প মুখে দেহ সমর্পিব। অথবা অনল দাহে এ দেহ নাশিব॥ তব নামে হত্যা দিব কহিলাম সার। প্রাণীহত্যা মহাপাপ হইবে তোমার॥ অতএব শীঘ্র কর ইহার উপায়। রক্ষা কর মম প্রাণ ধরি তব পায়॥ এত বলি তার পদে ধরিবারে যায়। কামাঙ্গিনী জিহ্বা কাটি অন্তরে পলায়॥ কি কর কি কর স্থির হও যুবরাজ। পুরুষের দেহেতে কি নাহি কিছু লাজ॥ দাসীর চরণে ধর এ কোন বিধান। নারী হেতু বিনাশিতে চাহ নিজ প্রাণ॥ কামকান্ত বলে সখি দাসী কি প্রকার। প্রাণাধিকা রাজবালা তুমি সখী তার॥ রমণীর সখী হয় রমণী সমান। সর্ব্বত্রেতে আছে সখি ইহার বিধান॥ রমণীর পায়ে বল কেবা নাহি ধরে। ইহাতে বলহ লজ্জা কেবা কোথা করে॥ আপনি জগৎকর্ত্তা শ্রীমধুসূদন। বৃন্দাবনে শ্রীমতীর ধরেন চরণ॥ দেব দেব মহাদেব মহাকাল যিনি। কালীর চরণ হৃদে ধরিলেন তিনি॥ শুন সখি এ কর্ম্মেতে লজ্জা নাহি করি। এক্ষণে উপায় বল বাঁচি কিম্বা মরি॥ এতেক শুনিয়া বাণী সখী গুণ শীলা। পরেতে ঘটিবে যাহা ভাবেতে জানিলা॥ তবে মনে মনে ধনী করে বিবেচনা। হয়েছে কার্য্যের সিদ্ধ পূরিবে কামনা॥ সেখা-নেতে রাজবালা অধৈর্য্য যেমন। এখানেতে যুবরাজ হয়েছে তেমন॥ অতএব বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। হয়েছে মিলন কাল অতি শুভক্ষণ॥ এত ভাবি কামাঙ্গিনী কামকান্তে কয়। একান্ত অধৈর্য্য যদি হলে মহাশয়॥ তবে এক কথা বলি কর অবধান। কিছুকাল অবস্থিতি কর এই স্থান॥ কি করি অগ্রেতে আমি করেছি স্বীকার।

সাধ্যমতে উপকার করিব তোমার ॥ অতএব রাজবালা নিকটেতে যাই। বিশেষ বৃত্তান্ত তারে সকলি শুনাই ॥ তব রূপ গুণ আর ব্যগ্রতা তোমার। কহিব সকল কথা সাক্ষাতে তাহার ॥ তাহে যদি রাজসুতা করয়ে আদেশ। তবেত তোমারে লয়ে যাব আমি শেষ ॥ কামকান্ত বলে সখি নাহি লয় মনে। লয়ে যেতে আদেশিবে আগন্তুক জনে ॥ নাহি জানে নাহি চিনে কখন আমায়। কেমনে আদেশ বল করিবে আমায় ॥ যত বল প্রিয় সখি মনে নাহি লয়। বুঝিলাম অদ্য মম মরণ নিশ্চয় ॥ আমারে প্রবোধ দিয়া তুমি পলাইবে। গৃহে গেলে সহচরি ফিরে না আসিবে ॥ সখী বলে মহাশয় নাহি তব ভয়। অবশ্য আসিব আমি কহিনু নিশ্চয় ॥ আদেশ পাবার ভার আছে এক কথা। আমার বচন কভু না করে অন্যথা ॥ যাহা বলি তাহা করে না করে হেলন। ভয় নাহি মহামতি স্থির কর মন ॥ রজনীযোগেতে যাব তোমারে লইয়া। রাজবালা সহ দিব মিলন করিয়া ॥ বল দেখি যুবরাজ কি দিবে আমায়। কামকান্ত কহে কিবা অদেয় তোমায় ॥ যাহা চাবে তাহা দিব না করিব আন। ধন মন জীবন যৌবন কুল মান ॥ কামাঙ্গিনী বলে তবে দেখ মহাশয়। বিস্মৃতি হয়োনা যেন পাইয়া সময় ॥ এত বলি কামকান্তে রাখি সেই স্থান। কামাঙ্গিনী গেল চিত্রাঙ্গিণী বিদ্যমান ॥ বিরহে ব্যাকুলা রামা আছিল শয়নে। সখী দেখি শীঘ্র উঠি বৈসে সেই ক্ষণে ॥ জিজ্ঞাসা করয়ে কথা করিয়া বিনয়। কামাঙ্গিনী পূর্ব্বাপর কহে সমুদয় ॥ সুসিদ্ধ হয়েছে কার্য্য থাক স্থির হৈয়া। এখনি আনিয়া কান্তে দিব মিলাইয়া ॥ এত শুনি হরষিতা হয়ে রাজবালা। গলে হৈতে খুলে তারে দিল স্বর্ণমালা ॥ নানাবিধ অলঙ্কারে সখিরে ভূষিয়া। আলিঙ্গন করে তারে প্রেমেতে তুষিয়া ॥ তবে কামাঙ্গিনী অতি পরিতুষ্ট মনে। কহিতে লাগিল ডাকি অন্য সখীগণে ॥ মধুর বচনে কহে শুন সখিগণ ॥ করহ বাসর সজ্জা করিয়া যতন ॥ রাজদুহিতার অঙ্গ দেহ সাজাইয়া। নানাবিধ অলঙ্কারে সুবেশ করিয়া ॥

আম ফুল গাথা মালা যসহ চন্দন। রাখ সবে রীতিমত করিয়া যতন॥ গান্ধর্ব্বীয় বিবাহেতে যে যে দ্রব্য চাই। আয়োজন কর যেন চাবা মাত্রে পাই॥ আমি যাই সহচরী আনিবারে বর। তোমরা সুসজ্জ কর সকলে বাসর॥ এত বলি কামাঙ্গিনী স্মরি নারায়ণ। কামকান্তে আনিবারে করয়ে গমন॥ বিবেচনা করে সখী আপনার মনে। দ্বারীগণে ভাণ্ডাইয়া আনিব কেমনে॥ এতেক বিচারি কিছু লয় নারী সাজ। নারীবেশে প্রবেশ করিতে যুবরাজ॥ তবে ধনি শীঘ্রগতি চলে উপবনে। উপনীত হৈল কামকান্তের সদনে॥ সখী দেখি কামকান্ত আনন্দিত মনে। সুধান কুশল কথা বিনয় বচনে॥ কামাঙ্গিনী বলে আর নাহিক ভাবনা। সিদ্ধি হবে যুবরাজ তোমার কামনা॥ অনেক বলিয়া তারে ভুলাইয়া মন। তোমা লইবারে আজ্ঞা এনেছি এখন॥ কিন্তু পুরে প্রবেশিতে পাছে ঘটে দায়। দ্বারীগণ ভাণ্ডিবারে ভাবহ উপায়॥ কামকান্ত বলে সখি সে ভার তোমার। যে ভাবেতে লইতে পার ভাব তুমি তার॥ কামাঙ্গিনী বলে তবে ধর নারীবেশ। নারী বেশে প্রবেশিতে না ঘটিবে ক্লেশ॥ এত বলি নারীসাজ দিয়া তার অঙ্গে। সাজাইল সহচরী অতি মনোরঙ্গে॥ ত্যজিয়া পুরুষ সাজ সাজিয়া রমণী। কামাঙ্গিনী সখী সঙ্গে চলিল অমনি॥ কহিতে কহিতে কথা হাসিতে হাসিতে। উপনীত হৈল গিয়া রাজার বাটীতে। সখি সখি বলে সখী করে সম্বোধন। মনানন্দে কহে কত কথোপকথন॥ চারিদণ্ড নিশাকালে দ্বারদেশে গিয়া। প্রবেশিল পুরী মাঝে দ্বারী ছাড়াইয়া॥ পুরীর ভিতরে গিয়া কামকান্ত ধীর। হইল তখন তার নির্ভয় শরীর॥ চিত্রাঙ্গিণী মন্দিরেতে হৈল উপনীত। রমণী দেখিয়া চিত্রাঙ্গিণী চমকিত॥ সুধাভাষে সুধামুখী সখিরে সুধায়। আনিতে চাহিলে কারে আনিলে কাহায়॥ কোথায় পাইলে সখি এ হেন রতন। হেরিয়া মোহিনী মূর্ত্তি মুগ্ধ হৈল মন॥ নারী হয়ে নারী হেরে হইল এমন। না জানি পুরুষে হেরে করয়ে কেমন॥ এমন

সুন্দরী নারী পাইলে কোথায়। প্রকাশ করিয়া সখি বলহ আমায়॥ বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণ। রমণী হেরিয়া কেন মোহে মম মন॥ কামাঙ্গিনী বলে সখী নহেতো রমণী। পুরুষ পরম রত্ন রমণীর মণি॥ দ্বারীগণে ভাণ্ডিবারে নারী সাজাইয়া। আনিয়াছি যত্ন করে তোমার লাগিয়া॥ উঠ উঠ রাজবালা করহ গ্রহণ। আপনার কণ্ঠে মণি করহ ভূষণ॥ এত বলি নারীবেশ ঘুচাইল তার। কামকান্ত হৈল তবে পুরুষ প্রচার॥ বসিবারে সিংহাসন সখিরা যোগায়। বসিল পুরুষ বর আনন্দ তথায়॥ উজ্জ্বল করিল রূপে রমণী মণ্ডল। রূপ হেরি যত নারী হইল চঞ্চল॥ অনিমেষে রাজবালা আড় চক্ষে চায়। হেরিয়া তাহার রূপ সম্বিত হারায়॥ চিত্রাঙ্গিণী রূপ হেরি কামকান্ত রায়। চিত্রের পুত্তলি সম এক দৃষ্টে চায়॥ শুভক্ষণে চক্ষে চক্ষে হৈল দরশন। দুজনের রূপে হৈল মোহিত দুজন॥ উভয়ের আঁখি বাণে উভয়ে পীড়িল। বাক্য হীন হয়ে দোঁহে চাহিয়া রহিল॥ তাহা দেখি কামাঙ্গিনী উঠিয়া তখন। চিত্রাঙ্গিণী করে কর করিয়া ধারণ॥ কামকান্ত বাম ভাগে বসাইয়া দিল॥ মেঘের নিকটে যেন দামিনী শোভিল॥ গন্ধর্ব্ব বিবাহ যোগে বসিল দম্পতি। রূপ হেরি মোহ হয় রতি রতিপতি॥ তাহে হরষিতা হয়ে যত সখীগণ। সুগন্ধি পুষ্পের মালা আনিয়া তখন॥ উভয়ের গলে দিলা করিয়া ভূষণ। এক মনে সখীগণে করে দরশন॥ তবে চিত্রাঙ্গিণী ধনী নিজ মালা নিয়া। বরণ করিল বরে বরমালা দিয়া॥ পরে কামকান্ত মনে করিয়া বিচার। চিত্রাঙ্গিণী গলে দিল মালা আপনার॥ এই রূপে উভয়েতে মালা বদলিয়া। গন্ধর্ব্ব বিবাহ মতে বিবাহ করিয়া॥ শুভক্ষণে সুমিলনে বসিয়া তখন। আনন্দে অনঙ্গরঙ্গে মাতিল দুজন॥ ভাব দেখি সখীগণ গেলা গৃহান্তরে। যুবক যুবতী দোঁহে আনন্দে বিহরে॥ কামক্রীড়া সুখভোগে নিশি হৈল গত। প্রকাশ পাইল নিশী সূর্য্য সমাগত॥ তবেত দম্পতি যোগে ত্বরিতে উঠিয়া। সিংহাসনোপরি বৈসে সুস্থির হইয়া॥

প্রভাতা যামিনী জানি সখিরা জাগিল। সময় বুঝিয়া সবে নিকটে আইল॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন সর্ব্ব জন।

পয়ার। দিবার দেখিয়া দীপ্তি কামকান্ত ধীর। কহিতে লাগিল করে ধরি প্রিয়সীর॥ শুন শুন সুবদনী আমার বচন। দিবসে যাইব আমি আপন ভবন॥ রজনী যোগেতে নিত্য নিকটে তোমার। অবশ্য আসিব প্রিয়ে কহিলাম সার॥ কালি আমি আসিয়াছি গৃহে না বলিয়া। অস্থির হয়েছে সবে আমা না দেখিয়া॥ অত্যন্ত হয়েছে গৃহে সকলে ভাবিত। অধিক বিলম্ব করা না হয় উচিত॥ বিশেষতঃ দিবাভাগে থাকিলে এথায়। জানিলে গন্ধর্ব্বপতি ঘটাইবে দায়। বিষম দুরন্ত সেই চিত্ররথ বীর। তাহার অগ্রেতে রণে কেহ নহে স্থির॥ আমার বধিবে প্রাণ যাবে তব মান। এ হেতু দিবসে থাকা না হয় বিধান॥ অতএব গুণবতী করহ বিদায়। যামিনী যোগেতে দেখা হবে পুনরায়॥ শুনিয়া কান্তের কথা কহে সুবদনী। কেমনে এমন কথা বল গুণমণি॥ এ শরীর সঁপিয়াছি চরণে তোমার। তোমা বিনা অধিনীর গতি নাহি আর॥ পতি রমণীর গতি পতি সে জীবন। পতি বিনা রক্ষা করে নাহি অন্য জন॥ সর্ব্ব শাস্ত্রে এই কথা কহে মহামতি। পতি ছাড়া হয়ে কভু নাহি থাকে সতী॥ অনেক আপদ আছে যৌবন সময়। একারণে একা থাকা উচিত না হয়॥ অধিকন্তু না দেখিলে তোমারে এখন। বোধ হয় এ দেহেতে না রবে জীবন॥ তুমি নাথ বারি সম মম প্রাণ মীন। না রবে দেহেতে প্রাণ হলে বারি হীন॥ ক্ষণকাল না দেখিলে অস্থির অন্তর। কেমনে রহিব বল এ চারি প্রহর॥ আঁখি পালটিতে হয় যুগ শত জ্ঞান। কেমনে বাঁচিবে ইথে অধিনীর প্রাণ॥ অতএব করি নাথ এক নিবেদন। দাসীরে লইয়া সঙ্গে করহ গমন॥ গন্ধর্ব্ব জাতিতে আছে হরণের বিধি। আমারে হরিয়া লহ না হবে অবিধি॥ স্নান হেতু যাব আমি সরোবর জলে। হরণ করিয়া লহ তুমি সেই স্থলে॥

সেখানে না থাকে কেহ অতি সুনির্জ্জন। রথেতে তুলিয়া লহ আপন ভবন॥ শেষে মম ভাগ্যফলে যা করেন হরি। ত্যজনা দাসীরে নাথ চরণেতে ধরি॥ এতেক কহিয়া নিজ নাথের চরণে। কহিতে লাগিল তবে চাহি সখীগণে॥ শুন শুন সখীগণ নিগূঢ় বচন। পতির নিবাসে আমি করিলে গমন॥ তোমরা সকলে ক্রমে যাবে মম স্থানে। তোমাদেরে না দেখিলে না বাঁচিব প্রাণে॥ এই রূপে চিত্রাঙ্গিণী কহিল তথায়। ভাল বলে সখীগণে সবে দিল সায়॥ প্রিয়সীর প্রিয়বাক্যে কামকান্ত ধীর। সুমন্ত্রণা শুনি হৈল পুলকি শরীর॥ বলে প্রিয় তব বাক্য অমৃতের ধার। তুমি যাহা কহ তাহা আমার স্বীকার॥ তবে আর বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। শুভ কর্ম্ম শীঘ্র ভাল শাস্ত্রের বচন॥ আপনি উদ্যোগী হও আমি যাই ঘর। রথ লয়ে আসি গিয়া হইয়া তৎপর॥ এত বলি প্রিয়সীর করি মনঃ স্থির। আপন আলয়ে চলে কামকান্ত ধীর॥ পূর্ব্বমত পুনঃ সাজ সাজিয়া নারীর। কামাঙ্গিনী সহ হৈল পুরীর বাহির॥ পথে আসি আত্ম বেশ করিয়া ধারণ। নারীর ভূষণ বাস ত্যজিয়া তখন॥ প্রিয় সখী প্রতি কহে করিয়া বিনয়। দেখো যেন সহচরি বিলম্ব না হয়॥ রাজবালা সহ শীঘ্র যাবে সরোবরে। আমি যাই যান হেতু আপনার ঘরে॥ অবিলম্বে যান সহ যাইয়া তথায়। হরণ করিব আমি রাজদুহিতায়॥ তোমরা সকলে ক্রমে যাবে মমালয়। দেখ সখি এ কথায় অন্যথা না হয়॥ তোমা হৈতে পাইয়াছি রাজার কন্যায়। সঙ্কটেতে তরিয়াছি তোমার কৃপায়॥ প্রাণাধিকা রাজসুতা তুমি ততোধিক। কি কহিব প্রিয় সখি তোমারে অধিক॥ এতেক বিনয়ে করি সখীরে বিদায়। উপবন অন্তর্ভাগে শীঘ্রগতি যায়॥ পূর্ব্ব দিন রথ অশ্ব রেখেছিল যথা। অতি শীঘ্র মহামতি উত্তরিল তথা॥ তথা হৈতে সেই রথে করি আরোহণ। অবিলম্বে উত্তরিলা আপন ভবন॥ নিবাসে চিন্তিত ছিল নিজ বন্ধুগণ। কামকান্তে হেরি হৈল হরষিত মন॥ নিকটে আসিয়া সবে সুধায় কারণ। কামকান্ত বিস্তারিয়া

কহে বিবরণ॥ স্বপ্নাবধি সব কথা কহে বিবরিয়া। সন্তোষ হইল সবে সে কথা শুনিয়া॥ চিত্রাঙ্গিণী যে কহিল হরণ বিহিত। বিস্তারিয়া কহে সব মন্ত্রীর বিদিত॥ শুনিয়া বলিল মন্ত্রী শুন মহাশয়। কন্যার কারণে যন্ধ ঘটিবে নিশ্চয়॥ সরোবরে গিয়া কন্যা হরিয়া লইবে। চিত্ররথ দণ্ডধর তখনি শুনিবে॥ বিষম দুরন্ত সেই গন্ধর্ব্বের পতি। প্রাণপণে যুঝিবেক তোমার সংহতি॥ তুমিত সুন্দর রূপ যুদ্ধে পটু নও। ঘটিলে বিষম যুদ্ধ কি করিবে কও॥ কামকান্ত বলে মন্ত্রী সে ভার তোমার। আমি যাই সরোবরে কহিলাম সার॥ অবশ্য আনিব কন্যা নির্ব্বন্ধ ধাতার। ইহাতে অদৃষ্ট যোগে যে ঘটে আমার॥ মিলিয়াছে কন্যারত্ন ছাড়িতে নারিব। যুঝিলে করিব যুদ্ধ মরি কি মারিব॥ মন্ত্রী বলে জানিলাম যাইবে নিশ্চয়। এক নিবেদন মম শুন মহাশয়॥ একাকী গমন তথা না হয় উচিত। সঙ্কটে যাইতে একা নহে শাস্ত্রনীত॥ বীরধ্বজ তব বন্ধু মহা ধনুর্দ্ধর। তাহারে সংহতি লও সহ ধনুঃশর॥ পশ্চাতে থাকিব আমি বহু সৈন্য নিয়া। যখন যেমন ঘটে করিব বুঝিয়া॥ শুনিয়া মন্ত্রণা বহু প্রশংসিয়া তায়। বীরধ্বজে সঙ্গে নিল কামকান্ত রায়॥ বিজয় নামেতে রথ বীরধ্বজে দিল। ব্রহ্মদত্ত দিব্য রথে আপনি উঠিল॥ বীরধ্বজ বীর তবে বিবেচিয়া মনে। দিব্য শর নিল আর দিবা শরাসনে॥ বাছিয়া লইল বহু খাণ্ডা খরশাণ। লইল অক্ষয় তূণ পরিপূর্ণ বাণ॥ শেল শূল মূষল্যাদি লইল বিস্তর। কহিব কতেক নাম কহিতে বিস্তর॥ অক্ষয় কবচে আত্ম দেহ আচ্ছাদিয়া। মস্তকে মুকুট সহ উষ্ণিক বান্ধিয়া॥ বীরদম্ভ করি বীর রথেতে উঠিয়া। কামকান্ত সঙ্গে চলে সুসজ্জ হইয়া॥ তদন্তর মন্ত্রীবর বহু সৈন্য লয়ে। অনেক অন্তরে চলে অস্ত্রধারী হয়ে॥ এই মত আত্মগণ রাখিয়া অন্তরে। অবিলম্বে কামকান্ত গেল সরোবরে॥ চিত্রাঙ্গিণী আশাপথ করি নিরীক্ষণ। শূন্যভরে রথোপরে রহিল তখন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে অপূর্ব্ব কথন। এক ভাবে সাধু সবে করহ শ্রবণ॥

ত্রিপদী। চিত্রাঙ্গিনী চিন্তি মনে, ডাকি নিজ সখীগণে, কহে ধনী অমিয়া বচনে। শুন শুন সখিগণ, না হইও উচাটন, স্থির হয়ে থাক সর্ব্বজনে॥ আমি যাব পতিবাসে, তোমরা থাকিবে বাসে, ইতে কেহ উতলা না হবে। যদি দয়া করে কালী, ঘুচালো মনের কালি, কালি লয়ে যাব তোমা সবে॥ আমার প্রাণের সমা, সখী সব প্রিয়তমা, এক দণ্ড না দেখিলে মরি। তবে যে দিনেক থাকা, জীবনেতে মরে থাকা, বিধির নির্ব্বন্ধ কিবা করি॥ এত বলি সেই স্থলে, ধরিয়া সখীর গলে, আঁখি জলে ভাসে বিনোদিনী। মায়ামোহে যত সখী, সকলে সজল আঁখি, তবে কিছু কহে কামাঙ্গিনী॥ শুন ওগো রাজকন্যে, তুমি আমাদের জন্যে, ভাবিয়া না হবে উচাটন। আমরা তোমার দাসী, তব কাছে সুখে ভাসি, তোমা ছাড়া নহি কদাচন॥ যখন রাখিবে যথা, আমরা থাকিব তথা, অন্যথা না হবে এ বচনে। কিন্তু সখি দেখ পরে, যাইয়া স্বামীর ঘরে, দাসীগণে না ভুলিও মনে॥ রাজবালা বলে সই, তোমরা প্রাণের সই, দাসী কথা বল অকারণ। কেমনে ভুলিব বল, সখী মম বুদ্ধি বল, এক তনু এক সে জীবন॥ এই রূপে মায়া করে, কথা কহে পরস্পরে, চিত্রাঙ্গিণী কহে আর বার। শুন ওগো প্রাণ সই, তোমাদের কাছে কই, মা আমার কান্দিবে অপার॥ আমি যার আঁখি তারা, আমারে হইলে হারা, ভাবি মাতা হবে পাগলিনী। ওগো সখি দেখ দেখ, তোমরা বুঝায়ে রেখ, কয়ো তারে প্রবোধ কাহিনী॥ কহিও মায়ের সই, দিনেক দুদিন বই, পুনঃ আমা পাবেন দেখিতে। বহু বিধ নীতি কয়ো, সর্ব্বদা নিকটে রয়ো, দুঃখ যেন না ভাবেন চিতে॥ এই রূপ মায়ামোহে, তিতিয়া নয়ন লোহে, অনেক কহিয়া বার বার। সকলের হাতে ধরি, অনেক বিনয় করি, মনস্তুষ্টি করিল সবার॥ তবে চিত্রাঙ্গিণী রতী, ভেটিতে আপন পতি, চঞ্চল হইল তার মন। তিলেক না করে ব্যাজ, সাজিয়া মোহনী সাজ, স্নান ছলে চলে ততক্ষণ॥ চারিদিগে সখীগণ, সঙ্গে চলে সর্ব্বজন, তাহে শোভা হইল

এমন। হেরিলে সে শোভা তার, লোক হয় চমৎকার, মুগ্ধ হয় মহা-আর মন॥ গজেন্দ্র জিনিয়া গতি, ক্ষণমাত্রে গুণবতী, উত্তরিল গিয়া সরোবরে। হয়ে অতি ত্রস্তমতি, অন্বেষিয়া আত্মপতি, ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করে॥ চঞ্চলা হইয়া তায়, চৌদিকে সঘনে চায়, আঁখি ঘোরে হরিণীর প্রায়। অনুক্ষণ অন্বেষিয়া, অন্য দিগে না দেখিয়া, অপরেতে ঊর্দ্ধ দিগে চায়॥ যেমন ঊর্দ্ধেতে চায়, নাগরে দেখিতে পায়, ভাব দেখি ভাবেতে মোহিল। হেরিয়া নাথের মুখ, মনে উপজল সুখ, আঁখি ঠারি সঙ্কেত করিল॥ সঙ্কেতে বলিল ধনী, হরে লহ গুণমণি, বিলম্বে নাহিক প্রয়োজন। এত বলি গুণশীলা, বাম হস্ত বাড়াইলা, ঊর্দ্ধভাগে কিঞ্চিত তখন॥ যেমন ইঙ্গিত পায়, নক্ষত্র বেগেতে তায়, কামকান্ত ভূমিতে নামিল। ধরিয়া প্রিয়ার কর, তুলে নিয়া রথোপর, শূন্যপথে অমনি চলিল॥ কামকান্ত কালোকায়, রাজবালা গৌরী তায়, রথের বরণ ধকধকী। শূন্যভরে বেগে ধায়, হেরে হেন জ্ঞান হয়, মেঘেতে বিদ্যুত চকমকি॥ সখিরা দেখিয়া তায়, সবে করে হায় হায়, কপট ক্রন্দন আরম্ভিল। মহা শব্দে কান্দে সবে, করি হাহাকার রবে, রাজপুরে সংবাদ পাইল॥ রাজদূত শীঘ্র গিয়া, চিত্ররথে প্রণমিয়া, কন্যা হরা কথা জানাইল। চিত্ররথ শুনি তায়, কোপেতে কম্পিত কায়, ধর ধর বলি আজ্ঞা দিল॥ রাজার আদেশ পায়, শত শত সেনা ধায়, ঊর্দ্ধপথে দেখে যায় চোর। ধর ধর মার মার, বলি সবে বার বার, সৈন্যগণে করে মহা ঘোর॥ তবেত গন্ধর্ব্ব পতি, কোপেতে জ্বলিয়া অতি, রণ রথে শীঘ্র আরোহিয়া। অস্ত্র শস্ত্র অগণন, লয়ে নানা প্রহরণ, পশ্চাতেতে চলিল ধাইয়া॥ দেখে চোর বেগে ধায়, মনেতে বিচারি তায়, অস্ত্রজাল এড়ে দণ্ডপতি। হৈল বজ্র অস্ত্রময়, আচ্ছাদিল দিগচয়, মধ্যে ঘেরা পড়িল দম্পতি॥ তাহা দেখি কামকান্ত, ভয়েতে হইল ভ্রান্ত, পলাইতে পথ নাহি পায়। শিশুরাম দাসে কয়, চুরি কর্ম্ম ভাল নয়, ধরা গেলে ঘটে বড় দায়॥

অথ চিত্ররথ ও বীরধ্বজে যুদ্ধ।

পয়ার। কামকান্তে ভীত দেখি বীর ধ্বজবীর। লুকাইয়া ছিল আড়ে হইল বাহির॥ মেঘমুক্ত সূর্য্য যেন প্রচণ্ড প্রখর। প্রকাশ্য পাইল বীর হাতে ধনুঃশর॥ গন্ধর্ব্বেতে চিত্ররথ যেমন রাজন। বীর-ধ্বজ তার তুল্য গন্ধর্ব্বে গণন॥ বন্ধুর সাহায্য হেতু আইল ত্বরিত॥ তারে দেখি চিত্ররথ অধিক ক্রোধিত॥ বলে ওরে মূঢ়মতি পাপী দুরাচার। তোরি সহ দ্বন্দ কিছু নাহিক আমার॥ তবে তুই কি কারণে হলি অগ্রসার। অন্য হেতু অন্যের করিতে অপকার॥ কন্যা মম হরে নিয়া পলায় এ চোর। ইহাকে ধরিতে কেন মনস্তাপ তোর। বীরধ্বজ বীর বলে শুনহ রাজন। না বুঝিয়া অকারণে কহ কুবচন॥ কামকান্ত বন্ধু মম জানে জগজ্জনে। বন্ধুর সাহায্য করে বন্ধু যেই জনে॥ আত্মায় আত্মায় সুখে হইলে মিলন। আত্মীয় বলয়ে তারে শাস্ত্রের বচন॥ কামকান্ত মম আত্মা আমি আত্মা তার। তাহারে বধিবে তুমি সাক্ষাতে আমার॥ বল দেখি মহারাজ যথার্থ বচন। কেমনে স্বচক্ষে আমি করিব দর্শন॥ তবে যে বলিলে তব কন্যা হরিয়াছে। গন্ধর্ব্ব জাতিতে প্রথা চিরকাল আছে॥ ইহাতে বন্ধুকে কিছু দোষ দিতে নারি। মনে বিচারিয়া তুমি দেখ দণ্ডধারী॥ আর দেখ বন্ধু মম কত রূপবান। হয়েছে তোমার কন্যা কত শোভ-মান॥ মেঘেতে মিলিত যেন খেলিছে চপলা। তদধিক তব কন্যা হয়েছে উজ্জ্বলা॥ অতএব শুন রাজা আমার বচন। কামকান্তে শান্ত কর করিয়া স্তবন॥ আপন আলয়ে লয়ে কর কন্যা দান। জাতি কুল রাখ রাখ আপনার মান॥ যুদ্ধ করে কেন রাজা হারাইবে প্রাণ। মমাগ্রেতে যুদ্ধে তব না দেখি কল্যাণ॥ এতেক বলিয়া তবে বীরধ্বজ বীর। রণমুখে দাঁড়াইল হইয়া সুস্থির॥ তাহে চিত্ররথ রাজা অধিক কুপিল। বীরধ্বজ বীরে পুনঃ গর্জ্জিয়া কহিল॥ ওরে বীরধ্বজ তোর ছন্ন হৈল মতি। এখন উত্তর তোর আমার সংহতি॥ মম অগ্রে দাঁড়াইতে না হইল ভয়। বুঝিলাম মৃত্যু তোরে ডাকিল নিশ্চয়॥

কন্যা চুরি করে চোর অন্তরে পলায়। তাহারে ধরিতে তুই হানা দিলি অয়॥ জানিলাম কন্যাহরা কুমন্ত্রণা তোর। নতুবা কি সাধ্য মম কন্যা হরে চোর॥ অকস্মাৎ আসি যেই দেয় মনস্তাপ। তাহারে বধিতে শাস্ত্রে নাহি লেখে পাপ॥ অতএব অগ্রে তোর বধিয়া জীবন। মনের করিব শান্তি তাপ বিমোচন॥ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে করি তোর মুণ্ড খণ্ড খণ্ড। পশ্চাতে বধিব চোরে করি লণ্ড ভণ্ড। বীরধ্বজ বলে মিছা বাড়াও বচন। সাধ্য থাকে যাহা তাহা করহ এখন॥ বৃদ্ধ বলি যত আমি করি উপরোধ। ততই তোমার দেহে বেড়ে যায় ক্রোধ॥ বুঝিলাম মতিচ্ছন্ন হয়েছে তোমার। সেই হেতু হেন বাক্য অগ্রেতে আমার॥ এত দিনে স্মৃতি বুঝি করেছে শমন॥ এ কারণে বারে বারে কহ কুবচন॥ এই দেখ দিব্য অস্ত্র শোভে মম করে। এই অস্ত্রে যাবে তুমি শমনের ঘরে। তোমারে বধিয়া রাজ্য কামকান্তে দিব। মনের মানস পূর্ণ এখনি করিব॥ যেই মাত্রে বীরধ্বজ এ কথা কহিল। জ্বলন্ত পাবকে যেন ঘৃত ঢালি দিল॥ ক্রোধে কাঁপে কলেবর ঘোরে দুনয়ন। চিত্ররথ দণ্ডপাণি দ্বিতীয় শমন॥ ধনুগুণ টঙ্কারিয়া করে অস্ত্র বৃষ্টি। অস্ত্রে আচ্ছাদিল দিগ নাহি চলে দৃষ্টি॥ দশ দিগ আচ্ছাদিয়া ফেলে অস্ত্রগণ। শেল শূল ভিন্দীপাল ভুষণ্ডী ভীষণ॥ মেঘে যেন বরিষায় বরিষয়ে জল। সেই মত অস্ত্র বৃষ্টি করে মহাবল॥ কভু বাম করে ধনু ধরে ধনুষ্মান। কখন দক্ষিণে ধনু বাম করে বাণ॥ এই মতে মহাবীর করে মহা-মার। তাহা দেখি বীরধ্বজ করিয়া বিচার॥ ধনুক ধরিয়া শীঘ্র বরিষয়ে বাণ। অস্ত্রে অস্ত্র কাটি পাড়ে করি খান খান॥ যত অস্ত্র চিত্ররথ ক্রোধেতে ছাড়িল। প্রতি অস্ত্রে বীরধ্বজ অস্ত্রে নিবারিল মুহূর্ত্তেকে সব অস্ত্র করি নিবারণ। বীরধ্বজ করে পরে অস্ত্র বরিষণ। হেন কালে সৈন্য সহ আসি মন্ত্রীবর। উপনীত হৈল বীরধ্বজের গোচর॥ সহায় পাইয়া তবে বীরধ্বজ বীর। বাড়িল রণেতে রঙ্গ পুলক শরীর॥ বল পেয়ে মহাবল করে মহামার। তাহা দেখি,

চিত্ররথ হৈল অগ্রসার॥ পুনরপি ধনু ধরি আরম্ভিল রণ। মহা ক্রোধে অবতার করে অস্ত্রগণ॥ সিংহনাদ করি বীর গর্জ্জে বীর দাপে। মন্ত্রপুত করি অস্ত্র বসাইল চাপে॥ প্রথমেতে সর্পবাণ ছাড়ি বীরবর। সৃজিল অসংখ্য সর্প শত ফণাধর॥ বিষম বিশাল মূর্ত্তি যত বিষধর। বদন বিস্তারি চলে অতি ভয়ঙ্কর॥ ঝলকে ঝলকে মুখে উগারে গরল। বিষ দন্তাঘাতে সৈন্য বিনাশে সকল॥ তাহা দেখি বীরধ্বজ মনে বিচারিয়া। এড়িল গরুড় অস্ত্র অত্যন্ত রুষিয়া॥ জন্মিয়া গরুড় পক্ষ অতি বেগে ধায়। ক্রমেতে সকল সর্পে ধরে ধরে খায়॥ সর্পে বিনাশিয়া সৈন্য গিলিবারে যায়। দেখি চিত্ররথ অগ্নিবাণ মারে তায়॥ গগণ যুড়িয়া চলে প্রবল অনল। পোড়ায়ে পক্ষীর পক্ষ বিনাশে সকল॥ শেষে সৈন্য পোড়াইয়া করে ছার খার॥ দেখি ক্রোধে বীরধ্বজ অগ্নি অবতার॥ এড়িল বরুণ বাণ কোপে মহাবল। বাণ বরিষণ করে শ্রাবণের জল॥ জলেতে যতেক অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া। সৈন্যগণে লয়ে যায় স্রোতে ভাসা-ইয়া॥ ছাড়িল শোষক অস্ত্র চিত্ররথ শেষে। শোষিল যতেক জল চক্ষুর নিমিষে॥ দুজনে পণ্ডিত রণে কেহ নহে উন। এই রূপে অস্ত্র-গণ ছাড়ে পুনঃ পুনঃ॥ দুই মহাবীর কোপে করয়ে গর্জ্জন। সিংহ-নাদ শঙ্খনাদ করে ঘন ঘন॥ বাণের ভীষণ শব্দ উঠিল গগণে। রথের ঘর্ঘর ধ্বনি ডাকে অশ্বগণে॥ শব্দ শুনি স্তব্ধ হয় যত চরাচর। করয়ে তুমুল যুদ্ধ দুই বীর বর॥ সারথি চালায় রথ দেখিতে সুন্দর। কখন ভূমিতে কভু গগণ উপর॥ কখন দক্ষিণে যায় কভু বাম-ভিতে॥ কখন বা লুকি হয় দেখিতে দেখিতে॥ সম্মুখ পশ্চাৎ ভাগে ভ্রমে বার বার। উভয় রথের গতি অতি চমৎকার॥ এই রূপে উভয়ে ভ্রময়ে চারি ধারে। কেহ কারে নাহি পারে লক্ষ করি-বারে॥ কতক্ষণে সন্ধি পেয়ে বীরধ্বজ বীর। সাত বাণে কাটিলেক সারথির শির॥ চারি বাণ প্রহারিল চারি অশ্ববরে। রথ সহ পড়ে অশ্ব অবনী উপরে॥ তার পরে মহাদম্ভ করি মহাবীর। শতবাণে

বিন্ধে চিত্ররথের শরীর ॥ বাণেতে গন্ধর্ব্বপতি হারাইল জ্ঞান। হাতে হৈতে খসে তার পড়ে ধনুর্ব্বাণ॥ মূর্চ্ছা হয়ে পড়ে বীর রথের উপরে। তাহা দেখি সৈন্য সব হাহাকার করে॥ মূর্চ্ছা দেখি চিত্ররথে না মারিল আর। সৈন্যগণে প্রবেশিয়া কৈল মহামার॥ শ্রাবণের ধারা যেন বরষিয়া বাণ। কাটিল অনেক সৈন্য করি খান খান॥ হয় হস্তী রথ রথী অনেক মারিল। মুহূর্ত্ত মধ্যেতে বহু সৈন্য বিনাশিল॥ কুলাল চক্রের ন্যায় করয়ে ভ্রমণ। শত্রু-গণে বিনাশিতে সদৃশ শমন॥ দেখিয়া তাহার মূর্ত্তি যত সৈন্যগণ। ভঙ্গ দিয়া চারি দিগে করে পলায়ন॥ তবে কতক্ষণে চিত্ররথ মহা-বল। সম্বিত পাইয়া পুনঃ হইল সবল॥ আত্ম অপমান আর সৈন্য ভঙ্গীয়ান। দেখিয়া ক্রোধেতে হৈল অনল সমান॥ লম্ফ দিয়া অন্য রথে করি আরোহণ। পুনঃ প্রবেশিল রণে ধরি শরাসন॥ অসুর নাশিতে যেন ধায় সুরেশ্বর। তদধিক ধায় রণে গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর॥ ইন্দ্র সখা ইন্দ্র সম ধরে পরাক্রম। প্রবেশিল রণে যেন কালান্তক যম॥ আপনার সৈন্যগণে আশ্বাস করিয়া। বীরধ্বজ অভিমুখে চলিল ধাইয়া॥ শত্রুপক্ষ সৈন্য যত দেখিবারে পায়। শরাঘাতে শমনের সদনে পাঠায়॥ নলবন দলি যেন যায় হস্তি দল। সেই মত সেনা দলি চলে মহাবল॥ মুষলের ধারে বাণ করে বরিষণ। বাণ খেয়ে বীরগণ হারায় জীবন॥ মহা দম্ভে মধ্যে মধ্যে ছাড়ে সিংহনাদ। শব্দ শুনি সৈন্যগণ গণয়ে প্রমাদ॥ ঊর্দ্ধশ্বাসে হীনবাসে পলাইয়া যায়। আছুক রণের কার্য্য ফিরিয়া না চায়॥ তাহা দেখি বীরধ্বজ হৈল অগ্রসর। কালান্তক যম সম হাতে ধনুঃশর॥ চিত্ররথ প্রতি তবে বীরধ্বজ বীর। হাসিয়া কহিল ক্রোধে বচন গম্ভীর॥ ছিছি রাজা তব দেহে নাহি লজ্জা লেশ। পুনঃ কোন মুখে রণে করিলে প্রবেশ॥ এই মাত্র মম হাতে খেয়ে শত বাণ। রথেতে আহত হয়ে হারাইলে জ্ঞান॥ দয়া করি ছাড়িলাম না মারিয়া প্রাণে। সে ধার শুধিতে বুঝি আইলে এ স্থানে॥ বুঝিলাম মম হাতে নিতান্ত মরিবে।

নহে কেন হারি পুনঃ রণেতে আসিবে ॥ চিত্ররথ বলে তুমি না জান পামর। রণে বাণাঘাতে কেবা না হয় কাতর ॥ তাহাতে নাহিক লজ্জা যুদ্ধের সময়। এখনি বর্ব্বর তোরে বধিব নিশ্চয় ॥ বহুবিধ গালাগালি দুজনায় করে। দোঁহে বরিষয়ে বাণ দোঁহার উপরে ॥ মহাক্রোধে মারে বাণ গন্ধর্ব্ব ঈশ্বর। বাণে বিন্ধি বীরধ্বজে করিল জর্জ্জর ॥ দশবাণে রথধ্বজ কাটিয়া পাড়িল। সারথির প্রতি দশবাণ প্রহারিল ॥ সারথি কাটিয়া তার কাটি অশ্ববর ॥ শতবাণ মারে বীরধ্বজের উপর ॥ বাণের আঘাতে বীর হইল বিমন। লম্ফ দিয়া অন্য রথে কৈল আরোহণ ॥ রথে আরোহিয়া পুনঃ ধরি শরাসন। চিত্ররথ পরে করে বাণ বরিষণ ॥ তবে চিত্ররথ বীর সন্ধান পূরিয়া। হাতের ধনুক তার ফেলিল কাটিয়া ॥ ক্রোধেতে সহস্র বাণ প্রহারিল তায়। বাণ খেয়ে বীরধ্বজ সম্বিত হারায় ॥ রথেতে পড়িল বীর হয়ে অচেতন। তাহা দেখি হাহাকার করে সর্ব্বজন ॥ সারথি সে রথে ছিল অতি বিচক্ষণ। রথ ফিরাইয়া বেগে কৈল পলায়ন ॥ পলায়িত দেখে তথা না ধাইল আর। সৈন্যগণ মধ্যে গিয়া কৈল মহামার। তাহা দেখি ভীত হৈল কামকান্ত ধীর। কি করিবে কি হইবে নাহি পায় স্থির ॥ শিশুরাম দাসে কয় মধুর বচন। মন্ত্রী চিত্ররথে যুদ্ধ শুন সর্ব্বজন ॥

অথ মন্ত্রী ও চিত্ররথের যুদ্ধ।

পয়ার। তবেত সে মন্ত্রীবর ধরি ধনুর্ব্বাণ। চিত্ররথ সম্মুখে হইল আগুয়ান॥ তারে দেখি চিত্ররথ হাসিয়া কহিল। এখানে আসিতে বেটা কে তোরে বলিল ॥ অকারণে মরিবারে আইলি এ স্থলে। পতঙ্গ হইয়া তুই পড়িলি অনলে॥ মন্ত্রী বলে রাজা তুমি ছাড় অহঙ্কার। অদ্য মম হাতে তব নাহিক নিস্তার॥ এই অস্ত্রে তব মুণ্ড এখনি কাটিব। তোমারে মারিয়া কামকান্তে রাজা দিব ॥ এ রূপেতে দুজনেতে কথা আঁটা আঁটি। দুজনেতে বাণে বাণে করে [illegible]॥ বাণ বরষিয়া দোঁহে ছাইল গগণ। মন্ত্রী চিত্ররথ

যুদ্ধ না যায় বর্ণন ॥ সুরধ্বজ নামে বীরধ্বজ সহোদর। গৃহে হৈতে ধায় বীর শুনিয়া সমর ॥ অবিলম্বে ঐরাবতে আরোহণ করি। রণ মধ্যে প্রবেশিল ধনুর্ব্বাণ ধরি ॥ দেখিয়া দারুণ যুদ্ধ ক্রোধেতে পুরিয়া। খণ্ড খণ্ড করে সৈন্য বাণেতে বিন্ধিয়া ॥ তাহা দেখি সুপ্রমথ রাজার সোদর। ধাইল তাহার অগ্রে হাতে ধনুঃশর ॥ মহা হস্তী আরোহিয়া ধায় মহাবীর। যুগান্তের যম যেন হইল বাহির ॥ সুরধ্বজ সৈন্য পরে মারে যত বাণ। দূরে থাকি সুপ্রমথ করে খান খান ॥ তাহা দেখি সুরধ্বজ ক্রোধেতে পূরিল। সৈন্য ছাড়ি সুপ্রমথ সম্মুখে ধাইল ॥ দুই বীরে দেখা দেখি বাড়িল সমর। হইল অপূর্ব্ব শোভা দেখিতে সুন্দর ॥ দুই হস্তী আরোহণে দুই যুবরাজ। ইন্দ্র আর ধর্ম্ম যেন শোভে রণ মাজ ॥ সুদীপ্ত তপন প্রায় দোঁহাকার দেহ। প্রতাপে নিকটে শীঘ্র নাহি যায় কেহ ॥ দুজনার হাতে শোভে দিব্য ধনুঃশর। দুইজনে বাণ মারে দোঁহার উপর ॥ দোঁহে সুপণ্ডিত রণে অতি চমৎকার। বাণেতে বাণেতে দোঁহে করয়ে সংহার ॥ বাছিয়া বাছিয়া মারে চোক চোক বাণ। বাণে বাণ কাটি পাড়ে করি খান খান ॥ আমন্ত সামন্ত বাণ বাণ ব্রহ্মজাল। শিলীমুখ সুচীমুখ ভৈরব বেতাল ॥ কালানল দাবানল মহানল আর। কুবের বরুণ বাণ বাণ যমধার ॥ সূর্য্য বাণ চন্দ্র বাণ২ ইন্দ্র ভক্তি। ভূষণ্ডী তোমর বাণ শেল শূল শক্তি ॥ জাঠা জাঠি ভিন্দীপাল পরশু পট্টিশ। ক্ষুরধার ক্ষুরপাশ খেটক খট্টিশ ॥ অন্ধকার দীপ্ত আর অগ্নি বরিষণ। জল বরিষণ আর শোষক পবন ॥ হেন মতে বহুবাণ করয়ে প্রকাশ। উভয়ের বাণে বাণ করয়ে বিনাশ ॥ দুজনে সমান শিক্ষা দুই রণে ধীর। দোঁহাকার যুদ্ধে সেনা সতত অস্থির ॥ যুদ্ধ দেখি লোক সবে চমৎকার মন। দুজনার যুদ্ধ কথা না যায় বর্ণন ॥ সুরধ্বজ সুপ্রমথ রণ বিচক্ষণ। ও দিগেতে মন্ত্রী আর গন্ধর্ব্ব রাজন ॥ চারি জনে যুদ্ধ করে করি প্রাণ পণ। ওখানেতে বীরধ্বজ পাইল চেতন ॥ রথ ফিরাইয়া শীঘ্র রণ মুখে ধায়। চিত্ররথ মন্ত্রী যুদ্ধ দেখিবারে পায় ॥

অথ চিত্ররথ ও বীরধ্বজে পুনর্ব্বার যুদ্ধং।

পয়ার। মন্ত্রীধরে পাছু করি হৈল আগুয়ান। চিত্ররথ উপ-রেতে বরিষয়ে বাণ ॥ পুনর্ব্বার দুই বীরে যুদ্ধ ঘোরতর। দেখিয়া অতুল যুদ্ধ চমকে অমর ॥ তক্ষে চিত্ররথ রাজা বিচারিল মনে। এ রূপে করিলে যুদ্ধ নহে সমাপনে ॥ সহস্র বৎসর যুদ্ধে করি প্রাণ পণ তথাপি রণেতে জয় হয় কদাচন ॥ কি করিব কি হইবে ভাবিতে উপায়। আছয়ে মোহন অস্ত্র মনে পড়ে তায় ॥ মোহকারী নাম তার অতি চমৎকার। মোহ করিবারে পারে জগত সংসার ॥ হেন অস্ত্র চিত্ররথ ধনুকে যুড়িল। অস্ত্র দেখি যোদ্ধাগণ সবে চমকিল ॥ অব্যর্থ সন্ধান বাণ নাহিক বিনাশ। তার সঙ্গে যোড়ে পুনঃ অস্ত্র মহা পাশ ॥ মন্ত্র পুত করি রাজা অস্ত্র ছাড়ি দিল। মহাশব্দ করি অস্ত্র আকাশে উঠিল ॥ আকাশ হইতে পুনঃ পড়ি ভূমণ্ডলে। মোহ করী মুগ্ধ করে শত্রু পক্ষ দলে ॥ আর তার সঙ্গে সঙ্গে মহাপাশ ছিল ক্রমে ক্রমে হাতে গলে সকলে বান্ধিল ॥ বীরধ্বজ সুরধ্বজ আদি বীরগণে। মুগ্ধ হয়ে রণস্থলে পড়িল বন্ধনে ॥ মন্ত্রী আদি সৈন্যগণে সকলে বান্ধিল। শত্রুদলে সচেতন কেহ না রহিল ॥ যুদ্ধ জয় করি বীর ছাড়ে সিংহনাদ। কামকান্ত দেখি তাহা গণয়ে প্রমাদ ॥ ক্রোধে রাজা কামকান্তে ধরিবারে ধায়। আকর্ণ পূরিয়া বাণ বরিষয়ে তায় ॥ কামকান্ত মহাধীর যুদ্ধে বিচক্ষণ। রণভূমে অস্ত্র নিজে না ধরে কখন ॥ উত্তমের ভাব কভু নাহি পায় নাশ। তার সাক্ষী ইক্ষু দণ্ড চন্দনে প্রকাশ ॥ চন্দনের গন্ধ নাশ না পায় ঘর্ষণে। না হয় স্বাদের হ্রাস ইক্ষুর ছেদনে ॥ হয়েছে গন্ধর্ব্ব জাতি ঋষি তপোধন। তথা-পিও ঋষি ভাব না হয় মোচন ॥ কামকান্ত বলে আমি অস্ত্র না ধরিব। জীবের জীবনে ব্যথা কভু নাহি দিব ॥ প্রাণীর প্রাণের পরে আঘাত করিয়া। পুনঃ কি পড়িব ঘোর নরকেতে গিয়া ॥ একে ব্রহ্মশাপে মম হয়েছে এদশা। পাপেতে আমার মন না ধায় সহসা ॥ এ যুদ্ধে যে প্রাণী হত হেতু আমি তার। এ পাপেতে কত কালে পাইব

নিস্তার॥ পুনঃ যদি স্বহস্তেতে প্রাণী করি নাশ। চির কাল হবে তবে নরকে নিবাস॥ বরঞ্চ মরিব তবু না মারিব প্রাণী। মারা হতে মরা ভাল ধর্ম্ম অনুমানি॥ চিত্রাঙ্গিণী প্রতি তবে বলয়ে বচন। এ যুদ্ধেতে প্রিয়া বুঝি ঘটিল মরণ॥ মরণ কারণে কিছু খেদ নাহি করি। কেবল হইব হারা তোমারে সুন্দরী॥ নাথের বদনে শুনি এতেক বচন। চিত্রাঙ্গিণী ভয়ে শোকে করয়ে রোদন। পুনঃ কহে কামকান্ত প্রবোধ বচন। না মরিব আমি প্রিয়ে ত্যজ ভয় মন॥ বাঁচিবার হেতু এক আছে সুলক্ষণ। না হয় সতীর দেহে বৈধব্য ঘটন॥ তুমি যদি সতী হও বেদ সত্য হয়। তুমি স্বত্বে না মরিব জানিবে নিশ্চয়॥ জীবন থাকিতে তব আমার বিনাশ। না হবে কখন সতী কহিনু নির্যাস॥ এত বলি রমণীরে বহু বুঝাইয়া। রণ মুখে দাঁড়াইল নিরস্ত্র হইয়া॥ এ দিগে গন্ধর্ব্ব পতি ক্রোধ ভরে ধায়। ধনু ধরি কামকান্তে বধিবারে যায়॥ কামকান্ত দেখি তারে অস্ত্র না ধরিল। আমারে মারহ বলি অগ্রে দাঁড়াইল॥ মারহ মারহ রাজা বিলম্ব না কর। আমারে মারিয়া তুমি মনোদুঃখ হর॥ বন্ধুগণে বিনাশিলে তুমি মহারাজ। আমার এ প্রাণে বল আছয়ে কি কায॥ চিত্রাঙ্গিণী নারী যদি আমারে না দেহ। এখনি মারিয়া অস্ত্র নাশ মম দেহ॥ মরিলে আমার হবে দুঃখ বিমোচন। চিত্রাঙ্গিণী না পাইলে মঙ্গল মরণ॥ এত বলি কামকান্ত বক্ষ পাতি দিল। তাহা দেখি চিত্ররথ মনে বিচারিল॥ নিরস্ত্র জনেরে অস্ত্র মারিতে বারণ। যুদ্ধ শাস্ত্রে আছে ইহা প্রমাণ বচন॥ নিরস্ত্র বিনয়ী জনে যে করে ঘাতন। যুদ্ধ শাস্ত্রে লেখে তার নরকে পতন॥ অতএব ইহারে না পারি মারিবারে। বন্ধি করে লয়ে যাই শাস্ত্র অনুসারে॥ ঘরে নিয়া গিয়া পরে করিয়া বিচার। শাস্ত্রমতে দিব শাস্তি যে হয় ইহার॥ এত ভাবি চিত্ররথ প্রাণে না মারিল। পাশ অস্ত্রে কামকান্তে বান্ধিয়া লইল॥ দূতেরে করিল আজ্ঞা রাখ কারাগারে। পশ্চাতে করিব শাস্তি যে হয় বিচারে॥ বীরধ্বজ সুরধ্বজ মন্ত্রীকে লইয়া। তিন জনে রাখহ পাষাণ চাপা

দিয়া ॥ চিত্রাঙ্গিণী কন্যাপুরে করাও প্রবেশ। পশ্চাতে বিচার আমি করিব বিশেষ ॥ রাজ আজ্ঞা শিরে ধরি যত দূতগণ। অবিলম্বে চারি জনে ধরিয়া তখন ॥ বীরধ্বজ সুরধ্বজ আর মন্ত্রীবরে। পাষাণ চাপায়ে বক্ষে রাখে বন্দি ঘরে ॥ কামকান্তে নিয়া শীঘ্র কারাগারে দিল। রাজার কন্যারে অন্তঃপুরে পাঠাইল ॥ পতির দুর্দ্দশা দেখি শোকেতে মোহিয়া। চিত্রাঙ্গিণী ধনী কান্দে ব্যাকুলা হইয়া ॥ পিতৃ ভয়ে তথা সতী কিছু নাহি বলে। মনোদুঃখে মগ্ন হয়ে অন্তঃপুরে চলে ॥ এখানেতে চিত্ররথ যুদ্ধে হয়ে জয়। আপন আলয়ে চলে আনন্দ হৃদয় ॥ সহোদর সহ রাজা উত্তরিয়া বাসে। যুদ্ধ ক্লান্তি শান্তি হেতু ডাকে যত দাসে ॥ দাসগণ আসি তথা করে শুশ্রূষণ। রাজ-বালা অন্তঃপুরে করয়ে ক্রন্দন ॥

অথ চিত্রাঙ্গিণীর রোদন ও সখীগণ কর্ত্তৃক প্রবোধ।

ত্রিপদী। বন্দি যদি হৈল পতি, কান্দে চিত্রাঙ্গিণী সতী, আপনার পুরে প্রবেশিয়া ॥ বলে বিধি নিদারুণ, দিয়া নিধি নিল পুনঃ, দুঃখ সহি কেমন করিয়া ॥ কি করিব হায় হায়, মরি মরি প্রাণ যায়, পিতা হৈল শমন সমান। ওগো সখি সুলোচনি, ধরে দে আমারে ফণী, বিষ পানে নাশি নিজ প্রাণ ॥ যদি মোরে বসি ভাল, কাষ্ঠ আনি অগ্নি জ্বাল, দেহ সখি চিতা সাজাইয়া। প্রবেশ করিয়া তায়, বিনাশিয়া এই কায়, এদুঃখেরে মারি পোড়াইয়া ॥ বিধি যদি হৈল বাম, না পূরিল মনস্কাম, তবে আর কি কায জীবনে। শুন শুন সহচরী, লয়ে চল সঙ্গে করি, প্রবেশিব সাগর জীবনে ॥ কোথা কামাঙ্গিনী সই, পুনঃ কথা তোরে কই, শীঘ্র আয় নিকটে আমার। ছুরী দেগো শীঘ্র করি, হৃদি বিদারণ করি, এত দুঃখ নাহি সহে আর ॥ পতি পরায়ণী জন, পতি দুঃখ সুবহন, কোথাও করিতে নারে সই। পতি গতি পতি মান, পতি রমণীর প্রাণ, পতি বিনা কি রূপেতে রই ॥ এ রূপেতে রাজবালা, বিষম দুঃখের জ্বালা,

সহ্য নাহি করিবারে পারে। স্মরিয়া পতির গুণ, কান্দে সতী পুনঃ পুনঃ, সখীরা প্রবোধ করে তারে ॥ বলে সখি ধৈর্য্য ধর, দুঃখ তাপ পরিহর, এত কেন গণিছ অসার। নাহি তব কোন পাপ, না ঘটিবে পরিতাপ, পতি তুমি পাবে আপনার ॥ তুমি সতী পুণ্যবতী, পুণ্যবান তব পতি, পুণ্যে দুঃখ না ঘটে কখন। শুন সখী সুবচন, ধর্ম্ম পথে যার মন, ধর্ম্ম তারে করেন রক্ষণ ॥ আর এক কথা কই, বিচারিয়া দেখ সই, চিত্ররথ সদৃশ শমন। যুদ্ধে জয় করি রায়, প্রাণে না মারিয়া তায়, বন্ধনেতে রেখেছে যখন ॥ তখন নাহিক ভয়, মনে হেন জ্ঞান হয়, না মারিবে তাহারে রাজন। ক্রমে রাগ পরিহরি, বন্ধন মোচন করি, তোমারে করিবে সমর্পণ ॥ না ভাবিও রাজবালা, ঘুচিবে মনের জ্বালা, আর তুমি না কর রোদন। হইয়া একান্ত মন, স্মর সেই নারায়ণ, যাতে হয় বিপদ মোচন ॥ এই রূপে সখীগণ, করে তারে প্রবোধন, অপরে শুনহ কথা আর। শিশুরাম দাসে কয়, সুধা মাখা কথা চয়, বিধাতা পবনে সমাচার ॥

অথ পবনদেব ব্রহ্মার নিকটে সমাচার দেন।

পয়ার। কামকান্ত বন্দি রহে চিত্ররথ ঘরে। দেখিয়া পবনদেব দুঃখিত অন্তরে ॥ বিধির নিকটে গিয়া প্রণাম করিয়া। কহেন যুদ্ধের কথা ক্রমে বিশেষিয়া ॥ শুন প্রভু তব শাপে তব পুত্র ধীর। অচিরে ধরিছে যেই গন্ধর্ব্ব শরীর ॥ গন্ধর্ব্ব লোকেতে তার হয়েছে যে গতি। নিবেদন করি তাহা শুন সৃষ্টিপতি ॥ চিত্ররথ নামে যেই গন্ধর্ব্ব রাজন। তার এক কন্যা আছে রূপে অতুলন ॥ তাহারে বিবাহ করে গোপনেতে গিয়া। তার পরে তার সহ মন্ত্রণা করিয়া। হরিয়া লইয়া কন্যা আনে নিজাগার। হেনকালে চিত্ররথ পায় সমাচার ॥ চিত্ররথ রাজা সেই অতি মহাবল। শুনিয়া ক্রোধেতে হৈল জ্বলন্ত অনল ॥ রথ আরোহিয়া রাজা অতি শীঘ্রগতি। পথেতে ঘেরিল আসি তোমার সন্ততি ॥ ভয়েতে তোমার পুত্র হইল অস্থির।

তাহা দেখি বন্ধু তার বীরধ্বজ বীর॥ সমরে আইল শীঘ্র হাতে ধনুঃশর। চিত্ররথ সঙ্গে বহু করিল সমর॥ অনেক করিল যুদ্ধ অপরে হারিল। মোহকরী অস্ত্রে রাজা তাহারে বান্ধিল॥ সুরধ্বজ ভাই তার আর সৈন্যগণে। এক বাণে সকলেরে করিয়া বন্ধনে॥ পাষাণ চাপিয়া বক্ষে রাখিলেক সবে। অপরেতে তব পুত্রে ধরিলেক তবে। আপনার কন্যা রাজা আগে কাড়ি নিল। তার পরে তব পুত্রে বন্ধন করিল॥ বন্ধন করিয়া ছাড় দিল কারাগারে। প্রহরিগণেতে তারে সতত প্রহারে॥ প্রহারে পীড়িত হয়ে তোমার নন্দন। কারাগৃহে রহিয়াছে হয়ে অচেতন॥ বিবরিয়া কহিলাম তোমারে বিদিত। এক্ষণে উপায় কর যে হয় উচিত॥ এতেক বলিয়া বায়ু করিল গমন। বিধাতা হইলা শুনি সচিন্তিত মন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে বিধির চরণে। মোচন করহ প্রভু এ ঘোর বন্ধনে।

অথ বিধাতা ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়া ইন্দ্রকে গন্ধর্ব্ব নগরে প্রেরণ করেন।

পয়ার। পবনের মুখে শুনি এতেক বচন। পুত্র স্নেহে বিধাতার সচিন্তিত মন॥ অবিলম্বে উঠিলেন হংস আরোহণে। অতি বেগে চলিলেন ইন্দ্রের সদনে॥ ব্রহ্মা দেখি ইন্দ্র শীঘ্র উঠিয়া তখন। বিধিমতে পূজিলেন বিধির চরণ॥ নিজ সিংহাসন দিয়া বসাইয়ে তথায়। কৃতাঞ্জলি করপুটে জিজ্ঞাসেন তাঁয়॥ ইন্দ্র কন বিধাতারে করিয়া স্তবন। কি কারণে দেখি প্রভু এত উচাটন॥ অকস্মাৎ অসময়ে হৈল আগমন। আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন॥ বিধাতা বলেন শুন দেব সুরেশ্বর। একবার যাহ তুমি গন্ধর্ব্ব নগর॥ মম শাপে মম পুত্র গন্ধর্ব্ব হইয়া। আছয়ে গন্ধর্ব্ব পুরে গন্ধর্ব্বে মিলিয়া॥ পবনের মুখে আমি শুনেছি বচন। চিত্ররথ তারে নাকি করেছে বন্ধন॥ চিত্ররথ কন্যা রূপে অতুল ভুবনে। গোপনে বিবাহ করে আমার নন্দনে॥ তার পরে মন্ত্রণা করিয়া তার

সনে। হরণের ছল করি আইসে দুজনে॥ হেনকালে চিত্ররথ পাইয়া সংবাদ। পথ মধ্যে আসি বহু করিয়া বিবাদ॥ অগ্রে তার রূপবতী কন্যা কাঁড়ি নিয়া। অপরেতে মম পুত্রে বন্ধন করিয়া॥ রাখিয়াছে নিয়া সেই নিজ কারাগারে। প্রহরি গণেতে তারে সতত প্রহারে॥ এ কথা শুনিয়া মম দুঃখ হৈল মনে। তেকারণে আইলাম তোমার সদনে॥ তব সখা হয় সেই গন্ধর্ব্ব রাজন। না পারিবে তব বাক্য করিতে খণ্ডন॥ সখা বলি উপরোধঅবশ্য মানিবে। তুমি যা বলিবে তাহা অবশ্য করিবে॥ অতএব তুমি শীঘ্র সেই স্থানে গিয়া। চিত্ররথে বুঝাইয়া পুত্রে ছাড়াইয়া॥ তাঁর বিবাহিতা কন্যা তারে সমর্পিবা। নিজ নিকেতনে তারে স্থাপন করিবা॥ মম অনুরোধ এই তোমার সদন। তোমা বিনা অন্যে সাধ্য নহে কদাচন॥ এত যদি কহিলেন বিধাতা আপনি। শুনিয়া কহেন তবে দেব সুরমণি। এই কর্ম্ম হেতু প্রভু তব আগমন। ডাকিয়া কহিলে দাসে হৈত সমাপন॥ এই আমি চলিলাম সবজ্র হইয়া। আগে গিয়া চিত্ররথে কব বুঝাইয়া॥ তাহে যদি নাহি শুনে নিজ অহঙ্কারে। বজ্রাঘাতে পুরীসহ বিনাশিয়া তারে॥ বন্ধন মোচন করি তোমার নন্দনে। তার বিবাহিতা কন্যা করি সমর্পণে॥ গন্ধর্ব্ব নগরে তারে দিয়া রাজ্য দান। এখনি আসিব প্রভু তব বিদ্যমান॥ ভাবিত না হইবেন ইহার কারণ। আপনি আপন স্থানে করুন্ গমন॥ বিধাতা বলেন দ্বন্দ নাহি প্রয়োজন। শুনিবে গন্ধর্ব্বপতি তোমার বচন॥ এত বলি সৃষ্টিনাথ নিজালয়ে যান। দেবরাজ চলিলেন গন্ধর্ব্বের স্থান। শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। অপরে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥

অথ দেবরাজের গন্ধর্ব্বপুরে গমন ও কামকান্তের বন্ধন মোচনএবং চিত্রাঙ্গিণী প্রাপ্তি।

পয়ার। বিধিরে বিদায় করি দেব সুরপতি। ঐরাবতে আরোহিয়া অতি শীঘ্রগতি॥ ধরিয়া অপূর্ব্ব বেশ বজ্র নিয়া করে। উপ-

নীত হইলেন গন্ধর্ব্ব নগরে ।। শুনিয়া গন্ধর্ব্বপতি অতি সমাদরে। অগ্রসরি নিল ইন্দ্রে আপনার ঘরে ॥ বসিবারে দিলা তাঁরে দিব্য সিংহাসন। প্রণাম করিয়া বহু করয়ে স্তবন। তবে সুরপতি অতি পরিতুষ্ট মনে। প্রেমে আলিঙ্গন করি সখা সম্ভাষণে ॥ করে ধরি নিয়া সেই গন্ধর্ব্ব রাজনে। বসিলেন উভয়েতে এক সিংহাসনে ॥ একাসনে দুইজনে করি অবস্থান। উভয়ে কুশল কথা উভয়ে সুধান ॥ সুররাজ কন সখা মঙ্গল সকল। চিত্ররথ কন মম কিছু অমঙ্গল।। অমঙ্গল শুনি ইন্দ্র চমকিয়া কন। কহ সখা সমাচার শুনি সে কেমন ॥ চিত্ররথ বলে দেব কর অবধান। কামকান্ত নামে এক গন্ধর্ব্ব প্রধান।। কিছু কাল এই দেশে করিল বসতি। কুলোকের কুমন্ত্রণায় ঘটিল কুমতি ।। মম কন্যা চিত্রাঙ্গিণী স্নানে গিয়াছিল। সেখানে আসিয়া দুষ্ট সে কন্যা হরিল ॥ কন্যা চুরি করি চোর করে পলায়ন। শুনিয়া ক্রোধেতে পূর্ণ হৈল মম মন ॥ ধরিলাম আমি তারে পথি মধ্যে গিয়া। হেনকালে বীরধ্বজ সেখানে আসিয়া ।। করিল আমার সঙ্গে অনেক সমর। তিন দিন তিন রাত্রি অতি ঘোরতর ।। কোনমতে জয়ী হতে নারি তার স্থানে। অপরে করিনু মুগ্ধ মোহকরী বাণে।। তদন্তরে মহাপাশে বন্ধন করিয়া। পাষাণ চাপান দিয়া তাহারে রাখিয়া ॥ তার পরে কামকান্তে করিয়া বন্ধন। রাখিয়াছি কারাগারে সহ বন্ধুগণ ।। অদ্য মম ঘটিয়াছে এই ঘোর দায়। অন্যপূর্ব্বা হৈল কন্যা কি করি উপায় ।। ভাল হৈল আপনি হইলে অধিষ্ঠান। কহ দেব কি করিব ইহার বিধান ।। ইন্দ্র কন সখা আমি শুনেছি সকল। ঘটিয়াছে তব বটে অতি অমঙ্গল ॥ সে কারণে শীঘ্র আমি এসেছি এখন। কহিতে তোমারে তার উপায় বচন ॥ কামকান্ত নামে যেই গন্ধর্ব্ব আকার। গন্ধর্ব্ব সে নহে সখা ব্রহ্মার কুমার ॥ ব্রহ্মশাপে ধরিয়াছে গন্ধর্ব্ব মূরতি। গন্ধর্ব্ব লোকেতে আসি করেছে বসতি ॥ তার রূপে তব কন্যা হইয়া মোহিত। করেছে গন্ধর্ব্ব বিভা

তাহার সহিত ॥ পূর্ব্বরাত্রে বিবাহ করিয়া সমাপন। তোমার ভয়েতে ভীত হইয়া তখন। পরেতে তোমার কন্যা মন্ত্রণা করিয়া। হরণের ছল করি যায় পলাইয়া ॥ হয় নয় জিজ্ঞাস তাহার সখীগণে। জানিতে পাঠাও সখা সখীর সদনে ॥ যে কর্ম্ম করেছে কন্যা বড় ভাগ্যোদয়। ক্রোধ করা ইথে তব উপযুক্ত নয় ॥ তবে তুমি না জানিয়া করেছ বন্ধন। ইথে তব অপরাধ নাহি কদাচন ॥ এক্ষণেতে শুন সখা আমার বচন। কামকান্তে কর শীঘ্র বন্ধন মোচন ॥ বীরধ্বজ আদি তার প্রিয় বন্ধুগণে। রাখিয়াছ যারে যারে সুদৃঢ় বন্ধনে ॥ মুক্ত করি আন সবে আপন ভবনে। তুষ্ট কর সকলেরে সুমিষ্ট বচনে ॥ তার পরে কামকান্তে কর কন্যাদান। জাতি কুল ধর্ম্ম রবে বাড়িবেক মান ॥ গন্ধর্ব্ব বিবাহ আছে গন্ধর্ব্বে নির্ণয়। এ কর্ম্মে তোমার কিছু নাহি লজ্জা ভয় ॥ বিশেষ হবেন ব্রহ্মা কুটুম্ব তোমার। ইহার অধিক ভাগ্য কিবা আছে আর ॥ ইহা না করিয়া যদি কর অন্য মন। বিধাতা কুপিলে নষ্ট হবে ত্রিভুবন ॥ তুমি আমি না রহিব কেহ না রহিবে। সৃষ্টিনাথ কোপ কৈলে অনর্থ ঘটিবে ॥ এই হেতু সখা আমি কহি-বারে হিত। আসিয়াছি তব ধামে অতি ত্বরান্বিত ॥ বিস্তারিয়া কহিলাম সব সমাচার। বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় বিচার ॥ দেবরাজ কন যদি এতেক বচন। শুনিয়া গন্ধর্ব্ব পতি সন্তোষিত মন ॥ নিবেদন করে রাজা করি যোড়কর। তুমি মম হর্ত্তা কর্ত্তা দেবের ঈশ্বর ॥ তুমি মম বুদ্ধি বল তুমি মম মান। তুমি যা বলিবে তাহা কে করিবে আন ॥ তোমার বচন আমি বেদ তুল্য মানি। আমার সুহৃদ তুমি চিরকাল জানি ॥ অনুগ্রহ করি সখা বলহ আমারে। তোমার প্রসাদে আমি জয়ী ত্রিসংসারে ॥ অবিচার সুবিচার তোমার বিচার। তুমি যা বলিবে তাহা আমার স্বীকার ॥ এত বলি চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের পতি। সুরেশ্বরে প্রণমিয়া উঠে শীঘ্রগতি ॥ আগে গিয়া কামকান্তে করিয়া মোচন। তার পরে মুক্ত করে তার বন্ধুগণ ॥ বীরধ্বজ বীরাদিকে করিয়া যতন। স্বহস্তে ঘুচায় রাজা সুদৃঢ় বন্ধন ॥ মুক্ত করি সকলেরে

বিনয়েতে কন। অজ্ঞাতের অপরাধ করহ মার্জ্জন॥ না জানিয়া নানাবিধ করিয়াছি দোষ। বৃদ্ধ বলি কৃপা করি না করিহ রোষ॥ এই মত বিনয়েতে সন্তোষিয়া মন। স্বগৃহে লইয়া সবে করিলা গমন॥ পানাশনে ক্লান্তি শান্তি করিয়া সবার। কামকান্ত সহ রাখে গৃহে আপনার॥ তদন্তরে ইন্দ্রকে জিজ্ঞাসে মতিমান। কহ দেব কি রূপেতে করি কন্যা দান॥ ইন্দ্র কন সখা শুন আমার বচন। আমন্ত্রিয়া আন পুরে আত্ম বন্ধুগণ॥ নিমন্ত্রণ দেহ তুমি যত দেবগণে। দিনপতি রাকাপতি আদি সর্ব্বজনে॥ বিধি বিষ্ণু মহেশ্বরে ভক্তিতে তুষিয়া। আনহ আপন পুরে যতন করিয়া॥ তার পর মহা সভা নির্ম্মাইয়া রায়। অপূর্ব্ব আসনে সবে বসাও তথায়॥ আমি আদি সকলে থাকিব সভা স্থান। সবার সমীক্ষে তুমি কর কন্যা দান॥ বিবাহের মন্ত্রাদিতে নাহি প্রয়োজন। হয়েছে গন্ধর্ব্ব বিভা পূর্ব্বে সমাপন॥ কন্যা দানান্তরে বহু ভক্ষ্য দ্রব্য দিয়া। ভোজন করাও সবে যতন করিয়া॥ সাধ্যমতে যৌতুকাদি সমর্পিয়া বরে। কন্যা সহ বিদায় করহ তার পরে॥ তবে রাজা তব যশ বাড়িবে অপার। এ কর্ম্মের সুমন্ত্রণা শুন এই সার॥ ইন্দ্রের বচন শুনি গন্ধর্ব্ব রাজন। সেই মত সমুদয় কৈল আয়োজন॥ সুরাসুর গন্ধর্ব্ব কিন্নর নাগ নর। অপ্সরাদি যক্ষ রক্ষ ভূচর খেচর॥ আত্ম বন্ধু আদি করে আছে যে যেখানে। সকলেরে নিজ পুরে নিমন্ত্রিয়া আনে॥ বিধি বিষ্ণু মহেশেরে করিয়া ভকতি। নিমন্ত্রণ পত্র রাজা দিল শীঘ্রগতি॥ বিশেষ করিয়া লিখে বিধাতার স্থান। তব পুত্রে মম কন্যা করিব প্রদান॥ অতএব সৃষ্টিনাথ করি কৃপাদান। অধীন ভবনে আসি হবে অধিষ্ঠান॥ পত্র পেয়ে পরস্পরে আনন্দিত মনে। তিন জনে আইলেন গন্ধর্ব্ব ভবনে॥ হেরিয়া গন্ধর্ব্বপতি অমনি উঠিয়া। ভক্তিভাবে তিন দেবে প্রণাম করিয়া॥ পুটাঞ্জলি হয়ে বহু করিয়া স্তবন। বসাইলা তিন দেবে দিয়া সিংহাসন॥ দেবরাজ নিজালয়ে আছেন তখন। তথাপি তাঁহার পুরে দিল নিমন্ত্রণ॥ আইলেন ইন্দ্রজায়া শচী ঠাকুরাণী। প্রবেশেন

অন্তঃপুরে যথা রাজরাণী॥ শচীরে দেখিয়া শীঘ্র গন্ধর্ব্ব রমণী। প্রণাম করিয়া পদে পড়িলা অমনি॥ তবে শচী অবিলম্বে ধরি তাঁর কর। প্রণয় বচনে তারে কন বহুতর॥ সখি বলে সম্বোধন করিয়া তখন। একাসনে বসিলেন হয়ে প্রীত মন॥ চিত্রাঙ্গিণী আসি তথা প্রণাম করিল। কন্যা দেখি শচীদেবী সন্তুষ্ট হইল॥ এই রূপে দেব দেবী হৈলে আগমন। ইন্দ্রের আদেশে তবে গন্ধর্ব্ব রাজন॥ অবিলম্বে নির্ম্মাইয়া মহাসভা স্থান। উপযুক্ত স্থানে লয়ে সবারে বসান॥ অধ্যক্ষ হইয়া ইন্দ্র ভ্রমেন সভায়। মান্যের রাখেন মান আপনি তথায়॥ হেনকালে বরে লয়ে বসায়ে আসনে। অনুমতি করিলেন কন্যা আনয়নে॥ অনুমতি মতে তবে কন্যা সাজাইয়া। আনিল সভায় যত সখীতে ঘেরিয়া॥ হইল সভার শোভা কহিব কেমনে। কহিলে না হয় শেষ সহস্র বদনে॥ বরকর্ত্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি বরযাত্র। চিত্রাঙ্গিণী পাত্রী আর কামকান্ত পাত্র॥ কন্যাকর্ত্তা চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব রাজন। কন্যাযাত্র বরযাত্র সহস্রলোচন॥ ইহাতে বুঝহ শোভা হৈল যে প্রকার। বর্ণিতে সভার শোভা সাধ্য আছে কার॥ শোভা দেখি আনন্দেতে গন্ধর্ব্ব রাজন। কন্যা দান করিবারে ব্যগ্র হৈল মন॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। অপরে অপূর্ব্ব কথা করহ শ্রবণ॥

পয়ার। কন্যা দানে ব্রতি দেখি গন্ধর্ব্ব রাজনে। কামকান্ত মহাধীর বিচারিয়া মনে॥ ব্যস্ত হয়ে সেই স্থানে উঠি শীঘ্রগতি বিধি বিষ্ণু শিব পদে করিয়া প্রণতি॥ কহিতে লাগিলা ধীর সজল নয়নে। প্রয়োজন নাহি মম এ কন্যা গ্রহণে॥ বিবাহ উদ্যমে বহু মৈল প্রাণীগণ। কোন সুখে আমি বিভা করিব এখন॥ আমার কারণে যুদ্ধে মরিয়াছে যত। সে সবার স্ত্রীগণেতে কান্দে অবিরত॥ বিভা না করিব আমি কহিলাম সার। এখনি এ দেহ দেব নাশিব আমার॥ এত বলি কামকান্ত করয়ে রোদন। অবিশ্রান্ত বারিধারা বহে সুনয়ন। নয়নের জলে তার বয়ান ভাসিল। তাহা দেখি

ত্রিদেবের দয়া উপজিল ॥ দয়া করি তিন দেব বলেন বচন। মাঙ্গলিক কর্ম্মে তুমি না কর রোদন॥ কামকান্ত বলে দেব কিসের মঙ্গল। জীব ধ্বংস পাপে মম সদা অমঙ্গল॥ বিবাহ বিষয়ে আর নাহি প্রয়োজন। এখনি এ দেহ দেব করিব পাতন॥ এত শুনি বিধি শিব বিষ্ণু তিন জনে। দয়া করি কহিলেন মধুর বচনে॥ কি হইলে বিভা তুমি কর মহামতি। প্রকাশ করিয়া তাহা কহ শীঘ্রগতি॥ কামকান্ত কহে দেব করি নিবেদন। মম হেতু মরিয়াছে যুদ্ধে যত জন॥ সে সবারে কৃপা করি দেও বাঁচাইয়া। অধীন দীনের প্রতি সদয় হইয়া॥ তোমাদের অসাধ্যতা নাহি ত্রিভুবন। ইচ্ছায় করহ সৃষ্টি ইচ্ছায় পালন॥ ইচ্ছায় বিনাশ করি সৃজ পুনর্ব্বার। তোমাদের ইচ্ছাধীন জগত সংসার॥ এতেক বলিয়া তবে নিরব হইল। করিয়া অঞ্জলি পুট অগ্রে দাঁড়াইল॥ ভাব দেখি তিন দেব মনে বিচারিয়া। কহিলেন ইন্দ্রদেবে তথায় ডাকিয়া॥ চিত্রাঙ্গিণী হরণের যুদ্ধ স্থলে গিয়া। বাঁচাও জীবের প্রাণ সুধা বরিষিয়া॥ শুনিয়া সন্তুষ্ট মনে সহস্রলোচন। অবিলম্বে চলিলেন যথা মৃতগণ॥ তথা গিয়া সুরপতি সুধা বরষিল। মরেছিল যত জীব বাঁচিয়া উঠিল॥ সধনু অস্ত্রেতে উঠি যত বীরগণ। মার মার শব্দ করি ধায় সর্ব্বজন॥ দেবরাজ দেখি তাহা হাসিত বদন। সকলেরে করিলেন যুদ্ধ নিবারণ॥ হয় হস্তী আদি করে যত মরেছিল। সুধাস্পর্শে সকলেতে সজীব হইল॥ পিপীলিকা আদি করে পদের চাপানে। মরেছিল যত জীব জীয়ে সেইখানে॥ এইরূপে মৃতগণে পেয়ে প্রাণ দান। স্বচ্ছন্দে সকলে যায় যার যেই স্থান॥ উভয় দলের সৈন্য বাঁচি সর্ব্বজন। আইল মিলিত হয়ে বিবাহ ভবন॥ তাহা দেখি কামকান্ত আনন্দিত মনে। পুনরপি প্রণমিয়া ত্রিদেব চরণে॥ বরাসনে বসিলেন সুস্থির হইয়া। দেখি চিত্ররথ রাজা ত্বরিতে উঠিয়া॥ চিত্রাঙ্গিণী কন্যা কর করিয়া ধারণ। কামকান্ত করে করে করে সমর্পণ॥ কুতুহলে হুলু

ধ্বনি করে নারী সব। শত শত শঙ্খ পূরে শত ঘণ্টা রব॥ বাজিল মঙ্গল বাদ্য বিবাহের অঙ্গ। অনেক দুন্দুভি আদি মুরজ মৃদঙ্গ॥ কাংস্য করতাল বাজে বাজয়ে থমক। বাদ্য রবে লোক সবে লাগয়ে চমক॥ একে একে নাম কত লইব তাহার। অসঙ্খ্য বাজনা বাজে অসঙ্খ্য প্রকার॥ বাদ্য শব্দে কর্ণে তালি লাগে দেবতার। ইহাতে বুঝহ বাদ্য কি কব বিস্তার॥ দেখিয়া সকল লোক আনন্দে পুরিল। নারীগণে কন্যা বরে বাসরে লইল॥ বাসরে লইয়া বরে করয়ে কৌতুক। অনেকে আসিয়া দেয় আনন্দে যৌতুক। শাশুড়ী সম্পর্ক ধরি ইন্দ্রের ঘরণী। জামাতা স্নেহেতে খাদ্য যোগান আপনি॥ এই রূপে মহানন্দ পুরীর ভিতর। শিশু কহে এখানেতে শুন অতঃপর॥

পয়ার। মহাসভা স্থানে রাজা গন্ধর্ব্বের পতি। কন্যা দানান্তরে হয়ে আনন্দিত মতি॥ বরযাত্র কন্যাযাত্র আসিয়াছে যত। সকলে তোষেন রাজা হয়ে অবনত॥ বিধি বিষ্ণু শিব পদে পড়িয়া তখন। প্রণাম করিয়া বহু করেন স্তবন॥ হেনকালে আসি তথা সহস্রলোচন। সখার সাহায্য হেতু বলেন বচন॥ ত্রিদেব সমীপে ইন্দ্র পুটাঞ্জলি হয়ে। ধীরে ধীরে কন কথা অতি সবিনয়ে॥ অনুগ্রহ করি দেব হয়ে অধিষ্ঠান। করাইলে কর্ম্ম যদি সবে সমাধান॥ এক্ষণে সখার কিছু বাঞ্ছা আছে মনে। বলিতে বাসেন ভয় ও রাঙ্গা চরণে॥ বাঞ্ছা কল্পতরু দেব বট তিন জন। কৃপা করি যদি বাঞ্ছা করেন পূরণ॥ আর যদি অধীনেরে করেন অভয়। তবে আমি প্রকাশিয়া কহি সমুদয়॥ শুনিয়া কহেন তিনে হইয়া সদয়। কি কথা কহিবে কহ নাহি কোন ভয়॥ অভয় পাইয়া তবে সুরপতি কন। সখা করেছেন কিছু খাদ্য আয়োজন॥ কৃপা করি যদি কিছু করেন ভোজন। তবেত সখার হয় বাঞ্ছা সম্পূরণ। বিষ্ণু কন এই জন্যে করিতেছ ভয়। কি হয়েছে আয়োজন আন সমুদয়॥ ভক্তিভরে যে আমারে করয়ে প্রণাম। যথা তথা খাই আমি নাহি মানামান॥ গোপ অন্ন খাই আমি জানত আপনে। তবে কেন এত ভয় ভাবিতেছ মনে॥

অভক্তের নিকটেতে কভু নাহি যাই। ভক্তগণে যাহা দেয় তাহা আমি খাই।। শিব কন খাই আমি কুঁচনীর বাড়ী। ভক্তের নিকটে মম নাহি বাড়াবাড়ি।। বিধি কন অই মতে আমার সম্মতি। কি করেছ আয়োজন আন শীঘ্রগতি।। এত যদি কহিলেন তিন দেবতায়। সেই মতে মত দেন সকলে তথায়।। মুনি ঋষি আদি করে বসেছেন যত। সেই মতে হইলেন সকলে সম্মত।। তবেত গন্ধর্ব্বপতি আনন্দে পূরিল। খাদ্য দ্রব্য আনিবারে আদেশ করিল।। যতেক গন্ধর্ব্বে আনে দ্রব্য ভারে ভার। মিষ্ট অন্ন আদি কৈল পর্ব্বত আকার।। দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু আদি বহুতর। হ্রদে পরিপূর্ণ করি রাখিল বিস্তর।। নন্দন কানন হতে ইন্দ্রের আজ্ঞায়। আনিল অমৃত ফল অনেক তথায়।। নানা বিধ দ্রব্য আনি কৈল স্তূপাকার। প্রত্যেকেতে নাম কত লইব তাহার।। দ্রব্য দেখি দেবরাজ আনন্দিত মনে। নিয়মানুসারে সবে বসান ভোজনে।। মধ্যভাগে বিধি বিষ্ণু শিব তিন জন। দুধারে বসিল আর যত দেবগণ।। সম্মুখেতে বসিলেক অসুরের দল। তার পরে ভাগ মত বসিল সকল।। গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর ভূচর খেচর। নিয়মানুসারে তথা বৈসে পরস্পর।। সকলেরে এককালে বসিল ভোজনে। দেখিয়া গন্ধর্ব্বপতি বড় তুষ্ট মনে।। তবে দেবরাজ গিয়া শচীর সদন। পরিবেশনের হেতু বলেন বচন।। শুনিয়া উঠিল শীঘ্র ইন্দ্রের ঘরণী। সঙ্গে নিয়া লক্ষ লক্ষ দেবের রমণী।। সকলে সুন্দরী অতি স্বর্ণপাত্র করে। রূপের ছটায় তথা তমো দূর করে। চঞ্চল চরণে গতি করে চারিধারে।। সকলের পাতে দ্রব্য দেয় স্তূপাকারে।। রূপ হেরি সকলেতে একদৃষ্টে চায়। হাতে পাতে রহে মাত্র কেবা কিবা খায়।। খাও খাও বলি ইন্দ্র ডাকেন সঘনে। লজ্জা পেয়ে লোক সব বসিল ভোজনে।। উদর পূরিয়া সবে নানা দ্রব্য খায়। দাও দাও বলিয়া ডাকেন দেবরায়।। সবাকার কাছে কাছে গন্ধর্ব্ব রাজন। গললগ্নি কৃত্তবাসে করেন ভ্রমণ।। দেখিয়া রাজার ভক্তি তুষ্ট সর্ব্বজন। বিধি বিষ্ণু মহেশাদি করেন ভোজন।। সক-

লোতে একেবারে ভোজন করিয়া। আচমন করি পরে মুখশুদ্ধি নিয়া॥ অতিশয় হয়ে সবে আনন্দিত মন। অট্টালিকাপরে গিয়া করেন শয়ন॥ অন্তঃপুরে নারীগণ লইয়া সকলে। ভোজন করান রাণী অতি কুতুহলে॥ তার পরে সখা সহ সহস্রলোচন। ভোজন করেন বসি একত্রে দুজন॥ শচী আর রাজরাণী হইয়া মিলন। সবা-কার শেষে দোঁহে করেন ভোজন॥ এই রূপে ভোজ্য কার্য্য করি সমাপন। রজনীর অবশেষে করেন শয়ন। শিশুরাম দাসে ভাষে নসর্ব্ব জন। প্রভাতেতে বর কন্যা বিদায় কথন॥

পয়ার। প্রভাতে উঠিয়া তবে সুরাসুরগণ। রাজারে কহিয়া যায় আপন ভবন॥ বিধাতা ডাকিয়া তবে গন্ধর্ব্ব রাজনে। কহিলেন বর কন্যা বিদায় কারণে॥ ইন্দ্রকে কহেন পুনঃ দেব হংসাসন। ক্ষণ-কাল থাকি কার্য্য কর সমাপন॥ কন্যা সহ বরে রাখি বরের ভবন। তবে তুমি নিজ পুরে করহ গমন॥ এত বলি বিধি শিব বিষ্ণু তিন জন। নিজ নিজ নিবাসেতে করেন গমন॥ এখানেতে সুরপতি বিধির আজ্ঞায়। কন্যা বরে পাঠাইতে করেন ত্বরায়॥ তবেত গন্ধর্ব্বপতি হয়ে যত্নবান। নারীগণে আজ্ঞা দিয়া কন্যারে সাজান॥ নানাবিধ অলঙ্কারে করিয়া ভূষণ। সঙ্গে তার বাস ভূষা দেন অগণন॥ রাজ দুহিতার যে যে প্রিয় সখী ছিল। সালঙ্কারা করি সবে সঙ্গে তার দিল॥ দাসীগণ অগণন সঙ্গে দিল আর। কোন মতে দুঃখ যেন না ঘটে কন্যার॥ বরেরে যৌতুক রাজা দেয় বহুতর। অঙ্গশোভা আভ-রণ বহু মূল্যধর॥ দেড়শত রথ দিল একশত হাতি। পাঁচশত অশ্ব আর সহস্র পদাতি॥ শয়নের শয্যা দিল অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ। গমনের হেতু এক দিল দিব্য যান॥ এই মত নানা মত দান দিয়া তায়। সমারোহ করি বর কন্যারে পাঠায়॥ তবে কন্যা কোলে নিয়া রাজার ঘরণী। মায়া মোহে কান্দে রাণী লোটায়ে ধরণী॥ মায়ের রোদনে কন্যা কান্দিল বিস্তর। তার পরে মায়েরে বুঝায় বহুতর॥ শুন মাতা মম হেতু না কান্দ প্রচুর। বিবাহ দিয়াছ যথা নহে বহুদূর॥ যখন

করিবে মনে আনিবে তখন। শুনগো জননী তুমি তেজহ রোদন॥ এই রূপে চিত্রাঙ্গিণী মায়েরে বুঝায়। হেনকালে দেবরাজ করেন ত্বরায়॥ তবে কন্যা বর দোঁহে হইয়া মিলন। প্রথমেতে প্রণমিল রাণীর চরণ॥ তার পরে প্রণমিয়া শচী পদতলে। ক্রমেতে প্রণাম করে প্রণম্য সকলে॥ চিত্ররথ রাজা আর ইন্দ্রের চরণে। প্রণাম করিয়া দোঁহে অতি সযতনে॥ রাধাকৃষ্ণ পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ। অবিলম্বে দিব্য যানে উঠিল দুজন॥ যান বাহকেতে যান স্কন্ধে করি নিল। বাদ্যকরে বাদ্যধ্বনি করিয়া চলিল॥ বহু নাচ কাচ আর বহু প্রহরণ। সঙ্গে চলে অগণন অসাধ্য বর্ণন॥ বর যাত্র হয়ে ইন্দ্র চলেন তখন। আগ বাড়াইয়া দেন গন্ধর্ব্ব রাজন॥ মহা সমারোহ করি পথে চলে বর। সঙ্গে চলে বরযাত্র অগণ্য অমর॥ বীরধ্বজ সুরধ্বজ মন্ত্রী বিচক্ষণ। অগ্রে পুরে গিয়া তারা করে সুলক্ষণ॥ বর বধূ আগমনে যে যে দ্রব্য চায়। নারীগণে নিয়োজিয়া যতনে সাজায়॥ এখানেতে কামকান্ত পথ বিহরণে॥ অমুক্ষণে উত্তরিল আপন ভবনে॥ যান বাহকেতে যান দ্বারেতে নামায়। বর বধূ লইবারে স্ত্রীগণেরা ধায়॥ বীরধ্বজ মাতা শীঘ্র বধূ কোলে নিল। তার ভগ্নী কামকান্তে কোলেতে করিল॥ চারি দিগে নারীগণে চলিল ঘেরিয়া। সম্ভ্রমেতে পুরীমাঝে প্রবেশিল গিয়া॥ মহানন্দে মগ্না হয়ে যত্ত নারীগণ। বরণাদি কর্ম্ম তাহা কৈল সমাপন॥ বধূকে দেখিতে বহু নারীগণ ধায়। হেরিয়া বধূর রূপ সবে মোহ যায়॥ স্ত্রী আচার কর্ম্ম যাহা মায়েতে আচরে। বীরধ্বজ জননী সকল তাহা করে॥ হুলুধ্বনি, শঙ্খনাদ করে রামা সব। বাহিরেতে বাদ্যকরে করে বাদ্য রব॥ বধূকে লইয়া সবে সুখেতে ভাসিল। কামকান্ত ধীর তবে বাহিরে আইল॥ বাহিরে আসিয়া ধীর করে বহু দান। ধনার্থী জনেরে ধনে পূর্ণ করে মান॥ গায়ক নর্ত্তক ভাট যেই যাহা চায়। ইচ্ছা অতিরিক্ত ধন সবারে বিলায়॥ এইরূপে ধন ধীর বিতরণ করে হইল সুখ্যাতি বড় গন্ধর্ব্বনগরে॥ কামকান্ত সম দাতা না

দেখি কখন। সকলেতে এই বাক্য করে উচ্চারণ॥ ধন দিয়া কামকান্ত সুস্থির হইয়া। মন্ত্রী বীরধ্বজ সহ মন্ত্রণা করিয়া॥ বধূভাত উপলক্ষে আত্ম বন্ধুগণে। আমন্ত্রিয়া আনে সবে আপন ভবনে॥ সকলেরে ষড়রসে করায় ভোজন। তুষ্ট করে মহামতি সবাকার মন॥ হেন মতে বিভা কার্য্য সমাপন করে। চিত্রাঙ্গিণী বধূ লয়ে আনন্দে বিহরে॥ প্রথম বিবাহ এই কৈল সমাপন॥ শিশু কহে অন্য বিভা শুনহ এখন।

অথ সুগন্ধার সহিত বিবাহ ও চিত্রাঙ্গিণীর অভিমান।

পয়ার। চিত্রাঙ্গিণী বিভা করি কামকান্ত ধীর। ব্রহ্মশাপে মহামতি নাহি পায় স্থির॥ দিবা নিশি ক্রীড়া করি শান্ত নহে মন। অন্য রমণীতে ইচ্ছা হয় সর্ব্বক্ষণ। দৈবাধীন এক দিন সিদ্ধ সরোবরে। স্নান হেতু যায় ধীর গন্ধর্ব্ব নগরে॥ সুবাহু গন্ধর্ব্ব কন্যা সুগন্ধা নামিনী। স্নান করে সরোবরে সদৃশ দামিনী॥ তাহারে দেখিয়া ধীর ধীরতা হারায়। সুগন্ধা দেখিয়া তারে এক দৃষ্টে চায়। উভয়ের চক্ষে চক্ষে হইল মিলন। উভয়ের রূপে মোহ উভয়ের মন॥ বিবাহ ইচ্ছিয়া তবে সুগন্ধা রমণী। গৃহে গিয়া জননীরে জানায় অমনি॥ জননী শুনিয়া তার জনকে জানায়। সুবাহু গন্ধর্ব্ব শুনি তুষ্ট হৈল তায়॥ অতি শীঘ্র সুবাহু আসিয়া সরোবরে। কামকান্তে স্তুতি করি নিল নিজ ঘরে॥ বিনয় করিয়া বহু কন্যা কৈল দান। সুগন্ধা সহিতে বিভা হৈল সেই স্থান॥ সুগন্ধারে বিভা করি কামকান্ত রায়। অন্য এক পুরি করি রাখিল তথায়॥ দিবস সুগন্ধা সহ ক্রীড়ার বিস্তার। রজনীতে চিত্রাঙ্গিণী সহিতে বিহার॥ সুগন্ধার বিভা চিত্রাঙ্গিণী নাহি জানে। রজনী কাটায় সুখে স্বামী সন্নিধানে॥ দিবসেতে সখী সহ গৃহ কর্ম্মে রত। বাহিরে কি করে স্বামী নহে অবগত॥ এই রূপে সুখে করে কালের ক্ষেপণ। সুগন্ধা

লইয়া কিছু শুন বিবরণ ॥ রজনীতে রসবতী স্বামী নাহি পায়। অতিশয় তার মনে খেদ হৈল তায় ॥ এক দিন পতি পদ করিয়া ধারণ। কান্দিয়া সুগন্ধা ধনী বলয়ে বচন ॥ চির দিন রজনীতে সতিনী সহিত। সুখে তব অধিবাস অধীনী বঞ্চিত ॥ রজনীর সুখ নাথ না জানি কেমন। রজনীতে প্রভু মম পূরাও মনন ॥ অদ্য রজনীতে নাথ তোমা না ছাড়িব। তুমি যদি ছাড় তবে এ প্রাণ ত্যজিব ॥ এত বলি সুগন্ধিনী ভাসে আঁখি জলে। পূর্ণ কর অভি-লাষ মুখে এই বলে ॥ ভাব দেখি ভাবে মুগ্ধ কামকান্ত রায়। সে রজনী অধিবাস করিলা তথায় ॥ সুগন্ধা সহিতে কান্ত সেখানে রহিল। পরে শুন এখানেতে যে রূপ হইল ॥ বাড়িল অধিক রাত্রি না আইল পতি। ভাবিয়া অস্থির হৈল চিত্রাঙ্গিণী সতী ॥ পতি অন্বেষণে সতী সখীরে পাঠায়। সখীরা বাহিরে আসি নাহি দেখি তায় ॥ শুনিল ভ্রমণে কান্ত করেছে গমন। চিত্রাঙ্গিণী কাছে গিয়া কৈল নিবেদন ॥ শুনিয়া হইল সতী অধিক ভাবিত। বিরহে জ্বলিল দেহ হারায় সম্বিত ॥ চিন্তানলে কামানলে দহে তার মন। দাবানলে দগ্ধ হয় হরিণী যেমন ॥ অধরা হইয়া ধনী করে আনচান। মনেতে উদয় তার হয় কত খান ॥ পদ শব্দ অনুসারি কর্ণপাতি রয়। বাতাসে নড়িলে পাতা পতি জ্ঞান হয় ॥ না দেখিয়া পুনঃ মন হয় উচাটন। কখন ভয়েতে ভীত অভীত কখন ॥ কখন ভাবয়ে কোথা লইয়া যুবতি। তার সহ রসময় সুখে ভুঞ্জে রতি ॥ এ কথা ভাবিতে মনে অধিক জ্বলিল। বায়ুর সাহায্যে যেন অগ্নি উথলিল ॥ তবে ধনী কামাঙ্গিনী সখী প্রতি কয়। তুমিত গণিতে সখি পার সমুদয় ॥ গণিয়া দেখহ কান্ত আছয়ে কোথায়। শুনিয়া বসিল সখী গণিতে তথায় ॥ খড়ী পাতি আরম্ভিল করিতে গণন। গণিয়া কহিল সখী সকল কারণ ॥ সুগন্ধা সহিতে হয় যে রূপে মিলন। যেরূপে তাহার মন করয়ে রঞ্জন ॥ বর্ত্তমান রজনীতে যেই ব্যবহার। জানাইল সহ-চরী সব সমাচার ॥ শুনিয়া সখীর মুখে দুঃখেতে মোহিল। ভাবিয়া

পতির ভাব ক্রোধেতে পূরিল ॥ কামে ক্রোধে দুঃখে দেহে মনে বেড়ে যায়। গানেতে মগনা হয়ে যামিনী পোহায় ॥ এখানেতে সুখে কামিকান্ত মহামতি। নিশিযোগে সুগন্ধাতে ভুঞ্জিয়া সুরতি ॥ যামিনী প্রভাতা জানি উঠিয়া তখন। চিত্রাঙ্গিণী ভয়ে ভীত হৈল তার মন ॥ সুগন্ধা নিকটে শীঘ্র লইয়া বিদায়। চিত্রাঙ্গিণী নিক-টেতে শীঘ্রগতি যায় ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। ঘটিল প্রণয়ে দায় কান্তের তখন।

অথ চিত্রাঙ্গিণীর মান ভঞ্জন।

ত্রিপদী। নাগরের অসংযোগে, নাগরী নিশির যোগে, কাম ভোগে আছে জ্বালাতন। হেনকালে আসি নাথ, সঙ্গে করি দিননাথ, দেখা দিলা কামিনী ভবন ॥ দেখিয়া নাথের মুখ, ক্রোধেতে হরিল সুখ, বলে মুখ না দেখিব আর। যে জন পরের প্রাণ, তারে করি প্রাণ দান, ধিক্ ধিক্ জীবনে আমার ॥ বলিতে বলিতে ক্রোধ, রোধ করি উপরোধ, উথলিল মানের তরঙ্গ। তাহাতে ভাসিল অঙ্গ, দূরে গেল পতি সঙ্গ, অনঙ্গ উৎসব রস ভঙ্গ ॥ ভালে করাঘাত করি, বেশ ভূষা পরিহরি, নিশ্বাস ছাড়িয়া ঘন ঘন। ভূতলে পড়িল ধনী, যেন আঘাতিনী ফণী, কুণ্ডলিনী করিয়া গর্জ্জন ॥ ক্রমেতে গর্জ্জন রব, যে ছিল ঘুচিল সব, নিরব হইল শব প্রায়। দেখিয়া নারীর ভাব, নাগরের জ্ঞানাভাব, ভাবে ভাব বুঝি ঘুচে যায় ॥ যে দেখি দারুণ মান, ছাড়ে বুঝি নিজ প্রাণ, কিম্বা করে আমারে বর্জ্জন। ঘটিল বিষম দায়, নাহি দেখি সু উপায়, কিসে হবে এ মান ভঞ্জন ॥ অনেক ভাবিয়া ধীর, না পাইয়া কোন স্থির, ধীরে ধীরে উঠিয়া তখন। গলে দিয়া নীলাম্বর, যোড় করি দুই কর, দাঁড়াইল সতার সদন ॥ আঁখি করে ছল ছল, ভয়ে অঙ্গ সুবিকল, কৌশল করিয়া কহে তায়। হের দেখ চন্দ্রমুখী, শত্রুগণে সবে সুখী, মানময়ি দেখিয়া তোমায় ॥ যে সবে মিলিয়া আগে, তোমারে নিশির তাগে,

কামরাগে দিয়াছে মন্ত্রণা। সে সবে মিলিয়া পুনঃ, তোমা হৈতে চতুর্গুণ, আমারে যে করিছে লাঞ্ছনা॥ খঞ্জনী খঞ্জনগণ, নৃত্য করে সুমোহন, দেখি মন হইল বিকলা। মধুকর সুগুঞ্জারে, কোকিল মধুর স্বরে, দিতেছে দ্বিগুণ কামজ্বালা॥ একে হৈল শুষ্ক দেহ, ঘুচিল তোমার স্নেহ, তাহে কাম অগ্নি সঞ্চারিল। মলয়ামারুত তায়, সময় পাইয়া ধায়, তাপ তায় অধিক বাড়িল॥ এ রূপে কামের চর, দূরে থাকি সাধে কর, পঞ্চশর হৃদিপরে বসি। ধরি পঞ্চশর করে, আমারে জর্জ্জর করে, আঁখি মেলি দেখ লো প্রিয়সি॥ বিন্ধিয়া কামের বাণ, প্রাণ করে আনচান, ত্রাণ নাহি দেখি তোমাবই। তুমি তো হয়েছ রুষ্ট, মম কষ্টে আছে তুষ্ট, তবে আর কার কাছে কই॥ আমারে করিয়া হেলা, শত্রু সঙ্গে দিলে মেলা, ইহারাও তব শত্রু বটে। এ নহে সতীর ধারা, শত্রু হাতে পতি মারা, আপনি থাকিয়া সন্নিকটে॥ আছি আমি অপরাধী, চরণে ধরিয়া সাধি, ক্ষমা যদি নাহি কর তাতে। শুন প্রিয়ে যুক্তি সার, আমারে কর প্রহার, শত্রু পাবে পরিহার যাতে॥ দেখেছ কি কে কখন, প্রহারিলে এক জন, শান্তি কভু দুজনায় পায়। আমারে করি প্রহার, দেখ প্রিয়ে চমৎকার, কজনায় শাস্তি পায় তায়॥ তব আঁখি ঘোর করে, দৃষ্টি কর কোপ ভরে, মর্ম্ম পরে করিয়া তর্জ্জন। আমি পাব সুগঞ্জন, তাহে হবে সুরঞ্জন, খঞ্জনের গর্ব্ব সুভঞ্জন॥ দেখিয়া তোমার আঁখি, পলাবে খঞ্জন পাখি, পুনঃ কোপে কটাক্ষ আমায়। ছুটিবে কটাক্ষ বাণ, লুটিবে আমার প্রাণ, টুটিবে কামের বাণ তায়॥ ভ্রুভঙ্গি করিয়া রাগে, চাহিয়া আমার ভাগে, সঘনে দেখাও ভয় মনে। দেখি তব ভুরুদাপ, কামের করের চাপ, কর হতে খসিবে তখনে॥ পুনঃ অতি ক্রোধ ভরে, গালি দিয়া উচ্চৈস্বরে, অপমান করহ আমারে। হইবে কঠিন ধ্বনি, তত্রু সে মধুর ধ্বনি, জিনি লাজ দিবে কোকিলারে॥ শুনিয়া তোমার ধ্বনি, আমি হব অপমানি, কোকিল পলাবে পেয়ে লাজ। বাক্য বাণ প্রহারিয়ে, সমোচিত শাস্তি দিয়ে, পুনঃ

প্রিয়ে কর আর কায॥ ভুজপাশে করি বন্ধি, ঘুচাও কামের সন্ধি, বুকে বিন্ধি কুচযুগপীন। ভেদ কর মম হৃদি, পৃষ্ঠে ফুটি মাটি ভেদি, গাঁথিয়া রাখহ নিশি দিন॥ তা হলে উঠিতে আর, শক্তি না হবে আমারি, বিচ্ছেদ হইয়া যাবে চ্ছেদ। করিলে এরূপ শাস্তি, শাস্তির হইবে শাস্তি, মনমথ মনে পাবে খেদ॥ তব দন্ত তীক্ষ্ণ ধারে, দংশোইয়া বারে বারে, খণ্ড খণ্ড কর গণ্ডদেশ। করিলে এরূপ দণ্ড, আমি হব লণ্ড ভণ্ড, মদন পাইবে মনে ক্লেশ॥ পুনরপি শুন প্রিয়ে, মুখে মুখ আরোপিয়ে, রসনায় রসনা লইয়া। দিয়া সুচোষক টান, শুষে কর রস পান, লহ প্রাণ প্রাণে মিশাইয়া॥ যদি বল নিলে প্রাণ, কেমনে বাঁচিবে প্রাণ, এই হেতু সদয়া হইয়া। প্রাণে যদি না মারিবে, পুনরপি বাঁচাইবে, তব মুখামৃত মুখে দিয়া॥ কিন্তু প্রিয়ে কোপ ভরে, উঠি মম হৃদি পরে, বিপরীত করহ প্রহার। ভাঙ্গহ আমার ভুর, কামদলে কর দূর, ভাঙ্গিয়া কহিব কত আর॥ এই রূপে মহাধীর, স্তুতি কৈল কামিনীর, বহু ভাব তাহাতে প্রচার। ভাবকে বুঝিবে ভাব, তবে গোটা দুই ভাব, কহি তার করিয়া বিস্তার॥ এক ভাবে রমণীর, রূপের বর্ণনা স্থির, রূপকে করিয়া তিরস্কার। আর ভাব দেখ তার, প্রিয়া মান ভাঙ্গিবার, ছলপাতা কথা চমৎকার॥ প্রকাশিয়া কামতত্ত্ব, প্রিয়সীর প্রেমে মত্ত, কামশরে দগ্ধ করে প্রাণ। প্রহারিতে কামদলে, আপন প্রহার ছলে, যাচে বিপরীত রীতি দান॥ শুনিয়া সরস ভাব, ঘুচিয়া বিরস ভাব, ভাবিনীর ভাবে টলে মন। তবে কামকান্ত রায়, ধরিয়া প্রিয়ার পায়, মান তার করিল ভঞ্জন॥ শিশুরাম দাসে কয়, মান ভাঙ্গা কথা চয়, ভাবকের সুমনোরঞ্জন। এক্ষণেতে শুন সার, কথা আর চমৎকার, শুনিলে সন্তোষ হবে মন॥

কামকান্ত চিত্রাঙ্গিণী নিকটে ব্রহ্মশাপের বিবরণ কহেন ও এককালিন সমস্ত বিবাহ সমাপন।

পয়ার। বহুবিধ বিনয়েতে কামকান্ত ধীর। পায়ে ধরি মান-ভঙ্গ করি প্রিয়সীর॥ বিচ্ছেদের পরে দোঁহে হইয়া মিলন। বহু বিধ প্রেমরসে কৈল আলাপন॥ তার পরে উভয়েতে উঠিয়া তখন॥ নিত্য নিয়মিত কর্ম্ম করি সমাপন॥ স্নান দান ইষ্ট পূজা করিয়া যতনে। উভয়েতে পরিতোষ হইয়া ভোজনে॥ পুনরপি দুই জনে বৈসে একাসনে। চামর ব্যঞ্জন করে আসি দাসীগণে॥ সখীগণে চারিদিগে বসিল ঘেরিয়া। পরস্পরে কহে কথা প্রণয় করিয়া॥ তবে কামকান্ত ধীর বিবেচিয়া মনে। কহিতে লাগিল কিছু প্রিয়ার সদনে॥ শুন শুন গুণবতি হয়ে এক মন। অপূর্ব্ব আমার পূর্ব্ব জন্ম বিবরণ॥ বিধাতার অনুগ্রহে আছয়ে স্মরণ। কহি তাহা তব কাছে করহ শ্রবণ॥ পূর্ব্বেতে ছিলাম আমি ব্রহ্মার নন্দন। সদা আমি করিতাম শাস্ত্র অধ্যয়ন॥ হরি আরাধনা হেতু সাধু সহকারে। ভ্রমি-তাম অহরহ দেবতার দ্বারে॥ সংসার বিষয়ে মন ছিলনা আমার। দেখিয়া দুঃখিত চিত্ত হইল পিতার॥ এক দিন বিরলেতে আমারে ডাকিয়া। সংসার করিতে কন বিবাহ করিয়া॥ সে কথা শুনিয়া মম ক্রোধ হৈল মনে। ক্রোধে কটু কহিলাম দেব পদ্মাসনে॥ সংসারী বলিয়া তাঁরে কৈনু তিরস্কার। শুনিয়া বিধির হৈল ক্রোধের সঞ্চার॥ ক্রোধে কাঁপে কলেবর ঘূর্ণিত লোচন। আমারে দারুণ শাপ করেন অর্পণ॥ শুন অরে মূঢ়মতি পাপী দুরাচার। যেমন করিলে হেলা বাক্যেতে আমার॥ যে জ্ঞানের বলে কর অবিজ্ঞ আমায়। সেই জ্ঞান ভ্রষ্ট তব হউক ত্বরায়॥ কামবাধ্য হয়ে সদা কামিনীর সহ। কাম ক্রীড়া করিয়া ভ্রমহ অহরহ॥ সর্ব্বজাতি মধ্যে কামী গন্ধর্ব্ব দুস্তর। সেই দেহ ধরি তুমি থাক নিরন্তর॥ গন্ধর্ব্বের পঞ্চাশৎ

কামিনী লইয়া। বনেতে করহ গতি কামর্ত্ত হইয়া॥ মৃগগণ রতি ক্রীড়া করয়ে যেমন। সেইমত কর গিয়া রমণী রমণ॥ হইয়া শৃঙ্গার শূর সুস্থির যৌবনে। যুবতির প্রিয় হবে থাক সর্ব্বক্ষণে॥ নারী সহ দেবমানে সহস্র বৎসর। অবশ্য রহিবে ইতে নহিবে অন্তর॥ এইমত অভিশাপ বিধি যদি দিল। দেখিতে দেখিতে মম সে দেহ ঘুচিল॥ পূর্ব্ব জন্ম কথা যাহা হৈল সমাপন। এজন্মের কথা প্রিয়া করহ শ্রবণ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। অপরে অপূর্ব্ব কথা শুন দিয়া মন॥

পয়ার। শুন প্রিয়ে এ জন্মের কথা চমৎকার। বিধিশাপে হইলাম গন্ধর্ব্ব আকার॥ জননী জঠরে জন্ম নহিল আমার। দেহের বদল মাত্র জনম বিচার॥ ধরিয়া গন্ধর্ব্ব দেহ ত্বরিত গমনে। আইলাম অবিলম্বে গন্ধর্ব্ব ভবনে॥ এই যে দেখিছ পুরী অপূর্ব্ব গঠন। বিশ্বকর্ম্মা নির্ম্মাইল করিয়া যতন॥ বহু ধন বহু দ্রব্য বহু ভোগ দিয়া। এ পুরীতে বিশ্বকর্ম্মা আমারে স্থাপিয়া॥ আপন আলয়ে তেঁহ করিলে গমন। আমি রহিলাম ইতে হয়ে প্রীত মন॥ পাত্রমিত্র বন্ধুগণ ক্রমেতে ঘটিল। দাসদাসী অগণন আসিয়া মিলিল॥ মহাসুখে অধিবাস হইল আমার। তার পরে কথা প্রিয়ে শুন আরবার॥ ব্রহ্মশাপে দেহ কাম বাড়য়ে আমার। নারী অন্বেষিয়া আমি ভ্রমি দ্বার দ্বার॥ এক দিন এ নগর করিয়া ভ্রমণ। তোমার পিতার যথা আছে উপবন॥ সেই স্থানে গুণবতি বসিলাম গিয়া। হইল কামের বৃদ্ধি সে বন দেখিয়া॥ সখা সহ কাম কথা অনেক কহিয়া। গৃহে আইলাম শেষে কামেতে মোহিয়া॥ নিশিযোগে গৃহ মাঝে করিয়া শয়ন। দেখিলাম নিদ্রাবস্থে অপূর্ব্ব স্বপন॥ ভৈরবী আকারে এক দেবের রমণী। আমার শিয়রে বসি কহিল অমনি॥ চিত্ররথ গন্ধর্ব্বের কন্যা চিত্রাঙ্গিণী॥ রূপেতে সে কন্যা হয় ভুবন মোহিনী॥ বিবাহ করিতে তায়ে করহ যতন। অবশ্য তোমার হবে সে কন্যা ঘটন॥ দিবসেতে গিয়াছিলে যেই উপবনে

সেই স্থানে গিয়া তুমি বসিবে যতনে। একাকী যাইবে সঙ্গে কারু না লইবে। নির্ভয় হইয়া তুমি তথায় রহিবে। কামাঙ্গিনী নামে সখী সেখানে আসিবে। তাঁহারে মনের কথা বুঝায়ে কহিবে॥ তবে সেই সহচরী হইয়া সদয়। ঘটাইয়া দিবে কন্যা জানিবে নিশ্চয়॥ এত বলি সেই দেবী গমন করিল। আমার নিদ্রার ঘোর তখনি ভাঙ্গিল॥ প্রভাতে উঠিয়া শীঘ্র স্নান পূজা করি। ভোজনান্তে শীঘ্রগতি স্মরিয়া শ্রীহরি॥ সখীর সন্ধানে প্রিয়ে গিয়া সেই স্থানে। পাইলাম কামাঙ্গিনী সখীরে সে খানে॥ হয় নয় সখীরে সুধাও সমাচার। তার পরে সুবদনী শুন তুমি আর॥ সখীরে দেখিয়া অতি হয়ে আনন্দিত। কহিলাম মন কথা সখীর বিদিত॥ শুনিয়া আমার দুঃখ সদয়া হইয়া। কামাঙ্গিনী সখী দিল তোমা মিলাইয়া॥ তোমার মিলনে প্রিয়ে দুঃখ হৈল দূর। শেষে তব পিতা সহ সমর প্রচুর॥ স্বচক্ষে দেখেছ ধনী কহিব কি আর। ঘটেছিল যত দুঃখ অদৃষ্টে আমার॥ তার পরে গুণবতি বিধির কৃপায়। ঘুচেছে সকল দুঃখ পাইয়া তোমায়॥ তোমারে পাইয়া ধনি দুঃখ নাহি আর। হয়েছে অতুল সুখ এক্ষণে আমার॥ কিন্তু প্রিয়ে ব্রহ্মশাপ নাহি ছাড়ে সঙ্গ। সর্ব্বদা বিদগ্ধ করে আমার এ অঙ্গ॥ তোমা বিনা অন্যেতে নাহিক মগ্ন মন। সুগন্ধা ঘটেছে সেই শাপের কারণ॥ এখনত পঞ্চাশের বক্রী আছে আর। অষ্ট চত্বারিংশ নারী ঘটিবে আবার॥ কি করিব ব্রহ্মশাপ বিষম বালাই। ব্রহ্মশাপ খণ্ডাইতে কারু সাধ্য নাই॥ সুগন্ধার কথা শুনি কৈলে তুমি মান। প্রথমা প্রিয়সী তুমি প্রাণের সমান॥ হইলে তোমার মান নাহি পরিত্রাণ। এখনো সে ভয়ে প্রিয়ে কাঁপিতেছে প্রাণ॥ ঘটিলে আবার নারী কি হবে আবার। ভাবিয়া ব্যাকুল চিত্ত হতেছে আমার॥ কহিলাম তব কাছে প্রকাশ করিয়া। ধীরা বট তুমি ধনী দেখ বিচারিয়া॥ কি করি আমারে প্রিয়ে বলহ

উপায়। কি রূপেতে রক্ষা পাই এ শাপের দায়॥ যা বলিবে তা করিব না হবে অন্যথা। তোমা বই কারু নই জানিবে সর্ব্বথা॥ এত-বলি কামকান্ত নীরব হইল। শুনি চিত্রাঙ্গিণী ধনীমনে বিচারিল॥ যেকথা কহিল কান্ত যথার্থ বচন। ব্রহ্মশাপ কদাচিৎ না হয় খণ্ডন॥ অবশ্য অপরা নারী ঘটিবে ইহার। অন্যথা করিতে সাধ্য না হবে আমার॥ তবে এক ইহাতে করিব সুউপায়। বিদেশী রমণী আসি না ঘটে যাহায়॥ বিবাহ বিহীন মম আছে সখীচয়। ইহারা আমার মত ছাড়া কভু নয়॥ এই সব সখীগণে কান্তে বিভা দিব। এক স্থানে সুখী হয়ে সকলে রহিব॥ ইহা হলে না ঘটিবে সতীনের জ্বালা। এ-তেক বিচারি মনে কহে রাজবালা॥ চিত্রাঙ্গিণী কহে নাথ শুনিলাম সব। যে কথা কহিলে তুমি নহে অসম্ভব॥ ব্রহ্মশাপে তব আর রমণী ঘটিবে। কার সাধ্য আছে তাহা খণ্ডন করিবে॥ তবে এক নিবেদন করি তব স্থান। বাছিয়া বিবাহ কর করি কৃপাদান॥ যে রমণী প্রণ-য়িণী হইলে তোমার। সতীনের জ্বালা যাতে না ঘটে আমার॥ এমন রমণী কর বিবাহ বাছিয়া। অধীনীর প্রতি নাথ সদয় হইয়া॥ কামকান্ত বলে প্রিয়ে বুঝিব কেমনে। কোন রমণীতে তব নহে রোষ মনে॥ প্রকাশ করিয়া তাহা বলহ আমায়। বাছিয়া বিবাহ তুমি নিজে দেহ তায়॥ তব অভিমত ছাড়া নহি কদাচন। সত্য সত্য কহি-লাম তোমারে বচন॥ এতেক শুনিয়া সতী পতি প্রতি কয়। দেখি-তেছ মম কাছে আছে সখীচয়॥ রমণীর শিরোমণি রূপেতে দামিনী। কামাঙ্গিনী আদি অষ্টচল্লিশ কামিনী॥ এই সব সখী মম প্রাণের সমান। ইহাদের কর বিভা শুন মতিমান॥ ইহাদের মন তুমি করিলে সন্তোষ। কখন আমার মনে না ঘটিবে রোষ॥ ইহারা না হবে রুষ্ট তোষণে আমার। সকলে মিলিয়া পদ সেবিব তোমার॥ আর তুমি বিভা করিয়াছ সুগন্ধায়। আনিয়া তাহারে নাথ দেহত আমায়॥ ভগিনী সমান তারে করিব পালন। একত্রে সুখেতে রব পঞ্চাশত জন॥ এই পঞ্চাশতে তুমি করহ রমণ। ইতে মম রোষ

যুক্ত না হইবে মন ॥ ইহার অধিক বিভা কর যদি আর। তা হলে প্রমাদ কান্ত ঘটিবে আবার॥ প্রিয়ার বদনে শুনি এতেক বচন। মহাসুখে কামকান্ত ভাসিল তখন॥ বলে প্রিয়ে তোমার বচন সুধা-ধার। তুমি যা বলিলে তাহা আমার স্বীকার॥ তবে আর বিলম্বেতে নাহি প্রয়োজন। অদ্য রজনীতে কার্য্য কর সমাপন॥ তবে চিত্রাঙ্গিণী কামাঙ্গিনী প্রতি চায়। কামাঙ্গিনী হাসি মুখ ঢাকিল লজ্জায়॥ তবে সতী গুণবতী উঠিয়া তখন। পতির বিবাহ হেতু করয়ে যতন॥ রজনী যোগেতে সব সখী সাজাইয়া। গন্ধর্ব্ব বিধাহ দিল বরণ করিয়া॥ পরস্পরে ক্রমে মালা বর গলে দিল। বর নিজ মালা নিয়া প্রত্যেকে অর্পিল॥ মালা বদলেতে বিভা করি সমাপন। চিত্রাঙ্গিণী সুগন্ধারে আনে ততক্ষণ॥ পঞ্চাশত নারী হৈল একত্রে মিলন। কামকান্ত সুখে করে সকলে রমণ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। পঞ্চাশত কামিনীর বিভা সমাপন॥

অথ কামকান্ত পঞ্চাশৎ কামিনী লইয়া বহু দিন ক্রীড়া করিয়া পরে পুষ্করেতে আগমন করেন।

— পয়ার। লয়ে নারী, গুহাচরী, হইয়া তথায়। ত্যজি ব্রীড়া, করে ক্রীড়া, কামকান্ত রায়॥ ক্রমশতঃ, পঞ্চাশত, রমণী রমণ। করে ধীর, তবু স্থির, নহে কদাচন॥ পূর্ব্ব শাপে, পরিতাপে, বিধির নন্দন। গুহমাজে, রতি কাযে, তৃপ্ত নহে মন॥ গৃহ ধন, সমর্পণ, করি বন্ধুগণে। নারী সঙ্গে, লয়ে রঙ্গে, প্রবেশিল বনে॥ যে যে খানে, সুবিধানে, দেখে রম্য বন। সেই বনে, প্রবেশনে, করয়ে রমণ। কিছু দিন, সুপ্রবীণ, থাকিয়া তথায়। ত্যজি তায়, পুনরায়, অন্য বনে যায়॥ প্রিয়া সনে, সুমিলনে, থাকে সর্ব্বক্ষণ। এক স্থান, অবস্থান, একত্র ভক্ষণ॥ রতিকায, যুবরাজ, করয়ে এমন। মৃগগণ,

লাজমন, দেখিয়া রমণ ॥ এ বিধানে দেবমানে, সহস্র বৎসর। ক্রীড়া সায়, করি তায়, চলিল পুষ্কর ॥ প্রিয়া সঙ্গে, মনোরঙ্গে, পুষ্করে থাকিল। অবশিষ্ট, শুভাদৃষ্ট, তথায় ঘটিল ॥ দৈবাধীন, এক দিন, উৎসব বিধায়। পদ্মাসন, আগমন, হইল তথায় ॥ করে যাগ, মহাভাগ, বিবিধ বিধানে। ত্রিভুবন, লোকগণ, নিমন্ত্রিয়া আনে ॥ দেবগণ, অগণন, আসি শত শত। ঋষিসব, বেদরব, করে অবিরত ॥ সেই স্থলে, কুতুহলে, বসি পদ্মাসন। নানা ধন, বিতরণ করেন তখন ॥ শুনি যাগ, অনুরাগ, বিধির নন্দন। হৃষ্টমনে, দরশনে, করেন গমন ॥ যাগমাজে, দানকাযে, বিধাতা থাকিয়া। সেইক্ষণে, সম্ভাষণে, স্বপুত্র জানিয়া ॥ সে আকার, নাহি তার, গন্ধর্ব্ব মুরতি। পিতৃ পায়, পড়িতায়, করেন প্রণতি ॥ তদন্তর বহুতর, দেব দ্বিজ যত। সে সবারে, নমস্কারে, হইয়া বিনত ॥ এই ভাবে, সম ভাবে, সম্ভাষিয়া সবে। ভক্তিযুত, বিধিসুত, দাঁড়াইল তবে ॥ পেয়ে পুত্র, করি সূত্র, দেব হংসাসন। কন তাঁরে, করিবারে, হরি সংকীর্ত্তন ॥ শুনি বাণী, ধন্যমানি, বিধির আজ্ঞায়। করে গান, বীণা তান, বিনাইয়া তায় ॥ শিশুরাম, অবিশ্রাম, হরিগুণ সুধা। কর্ণ ভরি, পান করি নাশে ভব ক্ষুধা ॥

অথ সংকীর্ত্তন শ্রবণার্থে দেব সভা।

ত্রিপদী। হরি লীলা সংকীর্ত্তনে, আজ্ঞা দিয়া ততক্ষণে, শ্রবণে বসিলা সভা করি। হয়ে ভক্তিযুত মতি, মধ্য ভাগে সৃষ্টিপতি, দক্ষিণেতে অমর নগরী ॥ বসিলেন ত্রিলোচন, সহ ষড় গজানন, পরে শেষ সহস্র বদন। ইন্দ্র আদি পূর্ব্বধরি, ঈশান অবধি করি, অষ্টদিকে দিকপালগণ ॥ বামেতে অসুর বর, গন্ধর্ব্ব কিন্নর নর, ভুচর খেচর বিদ্যাধর। সম্মুখেতে সুমিলনে, বসিলেন ঋষিগণে, ভক্তিযুত নম্রাস্য গহ্বর ॥ নাটক নাটিকাগণ, বসিলেক অগণন, মেনকা উর্ব্বসী আদি করি। তিলোত্তমা রম্ভাবতী, চন্দ্রমুখী চম্পাবতী, মোহিনী

কলিকা বিদ্যাধরী ॥ বিধির পশ্চাৎ ভাগে, বসিলেন দেবী ভাগে, আদ্যাশক্তি আদি শিবরাণী। কালহরা, কালদারা, কাল ভয়ে সুনিস্তারা, কালী তারা ভৈরবী ভবানী ॥ রুদ্রাণী ব্রহ্মাণী বাণী, শচী শক্রাধিপরাণী, মহালক্ষ্মী বিষ্ণুর গৃহিণী। গায়ত্রী সাবিত্রী ছায়া, রোহিণ্যাদি চন্দ্রজায়া, মায়াবতী মনোজমোহিনী ॥ এ রূপে দেবের নারী, বসিলেন সারি সারি, অনুসারি হরি সংকীর্ত্তন। হইল আশ্চর্য্য ঘটা, দেবাদির দিব্য ছটা, দেখিতে শিশুর ভায় মন ॥

অথ সংকীর্ত্তন মাহাত্ম্য।

ত্রিপদী। সভা করি বসি বিধি, নারদেরে দেন বিধি, সংকীর্ত্তন করহ ত্বরিত। হরি সংকীর্ত্তন গুণ, শুন হয়ে সুনিপুণ, কহি কিছু সবার বিদিত ॥ বক্তা হয় যেই জন, যে জন করে শ্রবণ, উভয়ের ফল কব কত। উভয়ে উভয় কুলে, মুক্তি হয় সমতুলে, সপ্ত পুরুষাদি আছে যত ॥ যেখানেতে হয় গান, পুণ্যতীর্থ সেই স্থান, তীর্থগণ তথা আগমন। দেব দ্বিজ পিতৃগণ, সবে অধিষ্ঠিত হন, কি কহিব পুণ্যের কথন ॥ পুণ্যগণ স্থির রয়, দূরে যায় পাপচয়, শুনি হরি লীলা রস গান। গরুড়ে দেখিয়া যেন, পলায় ভূজঙ্গ হেন, সেই মত পাপের পয়ান ॥ সেই স্থলে যত জন, শুনে হরি সংকীর্ত্তন, পুণ্যরাশি, পায় অনায়াসে। অবিলম্বে সেই সবে, পার হয়ে যায় ভবে, দূর করি শমনের ত্রাসে ॥ অধিকন্তু প্রেমাবেশে, কীর্ত্তনের অবশেষে, ধূল্যবলুণ্ঠিত করে কায়। পুণ্য তার কি কহিব, সমতুল্য হয়ে শিব, অচিরাতে মোক্ষপদ পায় ॥ অতএব শীঘ্রতর, হরি সংকীর্ত্তন কর, বিলম্ব না কর কদাচন। আপনিও হও ধন্য, সভাসহ কর ধন্য, নহে অন্য বিধির বচন ॥

অথ সংকীর্ত্তনারম্ভঃ।

ত্রিপদী। বিধাতার বাণী শুনি, হৃষ্ট হয়ে মহামুনি, আরম্ভিলা হরি গুণ গান। অতি সুমধুর স্বরে, বীণাতে মূর্চ্ছনা করে, ছয় রাগ

কৈলা মূর্ত্তিমান।। ছত্রিশ রাগিণী আর, ছয় ছয় সখী তার, আসিয়া বীণায় অধিষ্ঠান। তাল মান লয় চয়, আসিয়া উদয় হয়, একেবারে সবে সেই স্থান।। বীণার মূর্চ্ছনা সারি, প্রথমে আলাপ চারি, করি গান আরম্ভে তখন। গোবিন্দের বাল্যলীলা, যে ভাবেতে যে করিলা, ক্রমে করে গানেতে বর্ণন।। গাইলা নবনী চুরি, গোপ ঘরে ঘুরি ঘুরি, তদন্তরে গোষ্ঠে গোচারণ। অঘ আদি কংস চরে, বধ করি তার পরে, সহচরে সতর্ক রক্ষণ।। গোবর্দ্ধন গিরি ধরি, গোকুল রাখিয়া হরি, পরে কৈলা বস্ত্রবিহরণ। তদন্তরে গোপী সহ, রাসলীলা অহরহ, করিয়া তুষিলা গোপী মন।। তার পরে কালিনাগ, দর্প করি মহাভাগ, বিস জলে বাঁচান স্বগণ। তদন্তে আনন্দি হয়ে, গোপ শিশুগণে লয়ে, বনমাঝে করেন ভোজন।। তাহে বিধি ভ্রান্ত হয়, শিশু বৎস হরে লয়, হরি পুনঃ করেন সৃজন। গাইয়া এ সব গান, বিনায়ে বীণায় তান, শেষে গান ব্রহ্মার মোহন।। শুনিয়া এমত গান, সুরাসুরে মোহ যান, মুনি ঋষি সবে অচেতন। আঁখি হৈল শত ঝারা, অনিবার বহে ধারা, যেন হয় শ্রাবণে বর্ষণ।। তবে সবে তুষ্ট মনে; পুনঃ পুনঃ প্রশংসনে, গায়কে করেন নানা দান। মণি চুণি হীরা সার, দিব্য মাল্য বস্ত্র আর, আভরণ বিবিধ বিধান।।

অথ দেবগণ কর্ত্তৃক দান।

পয়ার। গান শুনি পদ্মযোনি সন্তুষ্ট হইয়া। গায়কে তোষেন তথা নানা ধন দিয়া।। অঙ্গশোভা আভরণ অনেক প্রকার। রত্নময় সুবলয় রত্নময় হার।। রত্নের বিজটা ঘটা ছটা চমৎকার। রত্নের মুকুট মণি মস্তকের সার।। রত্নের কুণ্ডল কর্ণে কণ্ঠে কণ্ঠ ভূষা। অঙ্গুরি অঙ্গুলিমূলে অয়স্কান্তে ভূষা।। কক্ষেতে কিঙ্কিণী ঘুণ্টী চরণে নূপুর। নৃত্য গীত কালে নৃত্য বাদ্যের মধুর।। এই রূপে নানা মতে ভূষিয়া ভূষণে। স্ত্রীগণের হেতু তার দেন নানা ধনে।। বহুমূল্য ভূষা দিলা অঙ্গ বিমণ্ডিত। বিদ্যুত নিন্দিতকারি বিধু বিখণ্ডিত।। বদন দেখিতে

দেন সুন্দর দর্পণ। বস্ত্র মাল্য পুষ্পহার সুগন্ধি চন্দন।। গমন কারণে দিলা অপূর্ব্ব বিমান। নিত্য শক্তি গতাগতি সর্ব্বত্র সমান।। অবশেষে পদধূলা দিয়া মতিমান। বেদমন্ত্রে বিধিমতে করেন কল্যাণ।। মহাদেব মহাতুষ্ট হইয়া অন্তরে। আশীর্ব্বাদ করিয়া তোষেন যুহুরে।। অচলা কৃষ্ণের ভক্তি পূজার বিধান। ক্রিয়াযোগ সারআর আধ্যাত্মিক জ্ঞান।। কর্ম্মসিদ্ধি জ্ঞানসিদ্ধি ইষ্টসিদ্ধি যত। নানা জন্ম কথা স্মৃতি আদি বহু মত।। এই সব বরান্তেতে ধনের প্রদান। লক্ষ রত্ন হীরা হার বিবিধ বিধান।। শিবের দানের পরে দান দেন শেষ। নাগহারি আদি করি ভূষণ বিশেষ।। অপূর্ব্ব নাগের মালা দিলা মৌলি স্থলে। নাগভয়ে অভয় করেন সর্ব্বস্থলে।। অনন্ত অনন্তশক্তি করেন অর্পণ। সর্ব্বত্র গমন আর সদা সম্মোহন।। সঙ্গীত নিপুণ দেন নির্ব্বিঘ্ন গণেশ। লক্ষ স্বর্ণ দান দাসী দিলেন ধনেশ।। অগ্নিভয়ে অভয়তা অগ্নি দিলা দান। যমরাজা নরকের ভয়ে কৈলা ত্রাণ।। দেবেন্দ্র দিলেন মণি মাণিক্য বরুণ। বিশ্বকর্ম্মা শিল্পবিদ্যা অশীত অরুণ।। কাম দিলা কামশাস্ত্র রতি তত্ত্বরতি। অশেষ বিদ্যার ভার দিলেন ভারতী।। অনেক ঐশ্বর্য্য লক্ষ্মী করিলেন দান। রত্নমালা দেন দুর্গা দুঃখ পরিত্রাণ।। তুলসী তুলসী মালা গঙ্গাপুণ্যচয়। যমুনা জলজপদ্ম চির স্থির রয়।। মনসা নাগের মালা নাগ ভয় ত্রাণ। রত্নপাত্র দেন শচী অপূর্ব্ব নির্ম্মাণ।। ক্রীড়া হেতু পদ্ম দেন চন্দ্রের রমণী। সূর্য্যপত্নী দান দেন সূর্য্যকান্ত মণি।। সাবিত্রী সঞ্জীবী বিদ্যা স্বাহা স্বর্ণপাশ। মুনিপত্নী বর দেন সিদ্ধি অভিলাষ।। অগণন আশীর্ব্বাদ কৈলা মুনি যত। বিদ্যাধরে বিদ্যা দিলা নিজ বিদ্যা মত।। হেন মতে দেন সবে শক্তি অনুসার। প্রত্যেকে কহিতে হয় পুঁথির বিস্তার।। এই ভয়ে দান কাণ্ড সংক্ষেপে রচন। শিশু আশু দান মাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ চরণ।।

অথ দ্বিতীয়বার গানারম্ভ ॥

পয়ার। শুকদেব কন প্রভু কহ আরবার। দানের পরেতে তথা হৈল কি আচার ॥ কি কার্য্য করিল ঋষি গন্ধর্ব্ব তখন। দেবগণ সহ কিবা কৈলা পদ্মাসন ॥ ব্যাস কন ঋষিরাজ পাইয়া সম্মান ॥ আনন্দে হইয়া মগ্ন বৈসে সেই স্থান ॥ দেবগণ গান শুনি হইয়া মোহিত। উঠিতে শকতি নাই সকলে স্থকিত ॥ বিধি আর মহাদেব আনন্দিত মতি। পুনঃ গান করিবারে করেন আরতি ॥ শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন বিধায়। গাইতে লাগিলা ঋষি বিধির আজ্ঞায় ॥ অক্রূরের আগমন নন্দের আলয়। নিমন্ত্রণ পত্র দিয়া যতেক বিনয় ॥ নিমন্ত্রণ পত্র পেয়ে শ্রীনন্দনন্দন। মথুরা গমনে মন হইল তখন ॥ নন্দের আরতি লয়ে যশোদা নিকটে। বিদায় মাগেন হরি অতি অকপটে ॥ দেখিয়া কৃষ্ণের ভাব নন্দের ঘরণী। জ্ঞান হারা হয়ে পড়ে লোটায়ে ধরণী ॥ বুঝিয়া মায়ের ভাব মায়া বিস্তারিয়া। ভুলাইয়া রাণীরে আসিব আশা দিয়া ॥ পরেতে অনেক যোগ বুঝাইয়া মায়। মথুরা যাইতে শীঘ্র চাহেন বিদায় ॥ তবু রাণী যাও বাণী বলিতে নারিল। দেখো৷ কৃষ্ণ বলি ভূমিতলেতে পড়িল ॥ মূর্চ্ছিতা হইয়া রাণী হারাইল জ্ঞান। দাসীগণে আসি মুখে করে জল দান ॥ হেথা কৃষ্ণ দ্রুতগতি বাহিরে আসিয়া। নন্দ সহ সহচরে ত্বরায় করিয়া ॥ আপনি বলাই সহ রথ আরোহণে। অক্রূর সহিতে যান ত্বরিত গমনে ॥ হরির গমন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ। হাহাকার করি সবে করয়ে ক্রন্দন ॥ অশ্রুনেত্র উর্দ্ধমুখে সকলে ধাইল। শ্রীমতির নিকটেতে আসি নিবেদিল ॥ শুনিয়া মূর্চ্ছিতা হৈলা রাধা সুবদনী। হা কৃষ্ণ বলিয়া ধনী পড়িলা অবনী ॥ নয়ন কমল জলে শ্রীমুখ কমল। ভাসিতে লাগিল যেন রক্ত শতদল ॥ দেখি সখীগণ শোকে হইয়া মগনা। বৃন্দার সহিত সবে করিয়া মন্ত্রণা ॥ শ্রীমতীরে ধরা ধরি করিয়া লইল। সকলে আসিয়া পথ মাঝে দাঁড়াইল ॥ কান্দিয়া কর্দ্দম পথ করয়ে সকল। চলিতে রথের চাকা হইবে অচল ॥ তবে নন্দসুত পথে

রহিবে রথেতে। সেইকালে সকলে ধরিব চরণেতে॥ ধরিয়া সে পাদপদ্ম করিব রোদন। শবাকৃতি শ্রীমতীরে করাব দর্শন॥ তাহে যদি দয়া নাহি করয়ে শ্রীহরি। তবে সে ত্যজিব প্রাণ রথচক্র ধরি॥ এই ভাবে সখী সবে রহে দাঁড়াইয়া। হেনকালে রথ যায় সেই পথ দিয়া॥ রথোপরি হেরি সবে শ্রীনন্দ নন্দন। মস্তকে হইল প্রায় অশনি পতন॥ এই সব কথা করি গানেতে বর্ণন। পরে আর সখী সঙ্গে কৃষ্ণের কথন॥

অথ সখীগণ কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের ভৎর্সনা ছলে স্তুতি।

লঘু-ত্রিপদী। গোপীগণ কয়, ওহে নিরদয়, নন্দের নন্দন হরি। কোথা দ্রুত যাও, ক্ষণেক দাঁড়াও, হেরিয়া জনম হরি॥ তুমি সর্ব্ব ধন, ব্রজের জীবন, ব্রজাঙ্গনা তাহে মীন। গেলে সে জীবনে, বাঁচিবে কেমনে, জীবন হইয়া হীন॥ পলাবে কি দোষ, কিসে হৈল রোষ, কেন বধো এত জনে। একি বিপরীত, দেখি তব রীত, বুঝিতে না পারি মনে॥ বেদেতে বিস্তার, তুমি সর্ব্বসার, অনাথের নাথ হও। তবে কি কারণে, অনাথিনী জনে, অনাথিনী কর কও॥ মিথ্যা তব কায়া, নাহি দয়া মায়া, কপট শরীর ধর। তোমার অন্তর, অত্যন্ত কঠোর, কে জানিবে তদন্তর। নাহি কোন গুণ, তুমি হে নির্গুণ, আসি না হে তবগুণে। তোমার প্রকৃতি, সেই গুণাকৃতি, বান্ধা আছি তারি গুণে॥ তার দ্রব্য খাই, তারি গুণ গাই, তার দায় সবে দাই। তেকারণে হরি, মমতা হে করি, বার বার আসি যাই॥ সেই যে সরলা, অবলা অখলা, তোমার কারণে মরে। তোমার ঈক্ষণ, বিনা সেই জন, শরীর নাহিক ধরে॥ শুনহে শ্রীহরি, সেই যে সুন্দরী, তোমার পিরিতি কাযে। ত্যজি নিজ যশ, লোক অপযশ, ধরেছে শিরসি মাজে॥ তুমি এক পতি, তোমা বিনা গতি, নাহি আর অন্য জন। তোমারি চরণে, জীবনে যৌবনে, করিয়াছে সমর্পণ॥ তারে পরিহরি, ও নিষ্ঠুর হরি,

কেমনে করেছ গতি। দেখ দেখি চায়ে, নয়ন ফিরায়ে, তার কতেক দুর্গতি॥ শুনি তব গতি, ওহে প্রিয়ঃপতি, শ্রীমতী শ্রীহীনা হৈল। হরিল চেতন, ঘুচিল স্পন্দন, আছে কি প্রাণেতে মৈল॥ নয়ন কমলে, ভেসে যায় জলে, মুখ পদ্ম ভাসে তায়। নাসার নিশ্বাস, কিঞ্চিৎ প্রকাশ, তুলা ধরি পাওয়া যায়॥ শুনিয়া গমন, হইল এমন, গেলে দেহ ছাড়া হবে। এই গুণ শীলা, সম্বরিলে লীলা, সকলে মরিবে তবে॥ বলি একারণে, ও রাঙ্গা চরণে, কৃতাঞ্জলি করে ধরি। অপাঙ্গেতে চাও, অবলা বাঁচাও, রাখ সবে কৃপা করি॥ ত্যজো না বাসনা, ওহে কালসোণা, ভেঙ্গনা ভবের হাট। প্রকৃতি শ্রীমতী, সহিতে শ্রীপতি, কর সদা সুখ নাট॥ শ্রীমতীর রূপ, অতি অপরূপ, তুমি হও রূপ ডালি। যুগল হইয়া, উভয়ে মিলিয়া, ঘুচাও মনের কালি॥ শঠতা ত্যজিয়া, সরল হইয়া, রাখহ অধীনী জনে। ও নিষ্ঠুর হরি, চতুরতা করি, ঠেলনা রাঙ্গা চরণে॥ এতেক বাক্যেতে, ভর্ৎসনা ছলেতে, ব্রহ্ম রূপে স্তুতি করি। শ্রীকৃষ্ণে চাহিয়া, একাত্ম হইয়া, রহে সবে রথ ধরি॥ হেরিয়া সে ভাব, হরির যে ভাব, সে ভাব বর্ণন ভার। ব্যাকুলিত মন, শ্রীমধুসূদন, চলে না চরণ আর॥ কিঞ্চিৎ ভাবিয়া, মায়াতে জাগিয়া, মায়াতীত ভগবান। আসিব বলিয়া, ইঙ্গিত করিয়া, ত্বরিত গমনে যান॥ তবে গোপীগণ, করিয়া রোদন; পড়িল ধরণী তলে। কি কব রোদন, যমুনা জীবন, পড়িল নয়ন জলে॥ গোপীর ক্রন্দন, না যায় বর্ণন, বুঝ অনুভব করি। সে গান বর্ণনে, মুনিরাজাননে, উথলিল শোক অরি॥ শোকেতে মোহিয়া, জ্ঞান হারাইয়া, মনের হইল ভ্রম। তান মান লয়, সুরাদি বিষয়, ক্রমেতে ঘুচিল ক্রম॥ দেখি দেবগণ, হৈল কোপমন, না বুঝিয়া বিশেষণ। শিশুরাম দাসে, পদ্য ছন্দো ভাষে, হরি গান বিবরণ।

অথ দেবাগ্নির উৎপত্তি।

ত্রিপদী। ব্যাস দেব কন পুনঃ, শুন পুত্র শুন শুন, যে রূপ হইল সেই স্থলে। কেমন ধর্ম্মের রীত, হিতে ভাবি বিপরীত, দেবগণ রুষিল সকলে॥ গোপীর বিলাপ বোল, গাইতে ঘটিল গোল, শোকসিন্ধু উথলিল মনে। তাহাতে ভাসিল অঙ্গ, ভালের হইল ভঙ্গ, ব্যঙ্গ ভাহে ভাবে সর্ব্বজনে॥ সে ভাবে না হয়ে ভাবি, তাচ্ছল্যতা মনে ভাবি, সুরাসুর মুনি ঋষি যত। ক্রোধেতে পুরিল মন, রক্তবর্ণ দুনয়ন, ওষ্ঠাধর কাঁপে অবিরত॥ কাঁপিতে কাঁপিতে ক্রোধে, রোধ হৈল নিজ বোধে, হুঙ্কার ছাড়য়ে ঘনেঘন। হাতে অগ্নি রাশিচয়, মুখে হৈতে বাহিরয়, কি কহিব তাহার বর্ণন॥ দেবাদির কোপানলে, কণা মাত্রে চলাচলে, ক্ষণে ভস্ম অনায়াসে করে। হেন অগ্নি রাশি রাশি, উদয় হইল আসি, দেখি ঋষি কাঁপিল অন্তরে॥ ভয়েতে আকুল মন, স্মরে হরি শ্রীচরণ; বলে হরি রাখ এই দায়। গাইয়া তোমার গান, আগেতে পাইয়া মান, দেবাগুণে শেষে প্রাণ যায়॥ আমি মরি নাহি ভয়, তোমার কলঙ্ক হয়, যদি মরি তব গুণ গানে। অতএব দয়াময়, অধীনে হয়ে সদয়, রক্ষা কর দেবতার স্থানে॥ এত বলি তপোধন, হৃদে ভাবি নারায়ণ, দাঁড়াইলা নয়ন মুদিয়া। দেখহ অদ্ভুত কর্ম্ম; হরি স্মরণের ধর্ম্ম, অগ্নি রহে স্তম্ভিত হইয়া॥ আকাশ মণ্ডল পরে, থাকে অগ্নি থরে থরে, চলিবারে শক্তি নাহি হয়। সুরাসুর ঋষিচয়, সকলে স্তম্ভিত হয়, চিত্রের পুত্তলী সম রয়॥ সভা সহ যত জন, না স্মরে মুখে বচন, স্তব্ধ হয়ে রহিলা সকলে। শক্তি নাহি উঠিবার, দিবসেতে অন্ধকার, দেখিতে লাগিলা সেই স্থলে॥ এই রূপে সর্ব্ব জনে, রহে সশঙ্কিত মনে, হেনকালে দেখে যে ঊর্দ্ধেতে। কোটী চন্দ্র প্রভা যেন, উদয় হইল হেন, বিমানেক আসি বিমানেতে॥ সহস্রেক শ্বেত ঘোড়া, আছয়ে তাহাতে যোড়া, যোড়া যোড়া সুনিয়ম মত। সহস্র রত্নের চাকা, শোভে যেন শশী রাকা, মাণিকে নির্ম্মিত স্তম্ভ যত॥ চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত,

স্যমন্তক অয়স্কান্ত, মণি সব ঝালরে ঝলকে। শ্বেত রক্ত নীল পীত, পতাকাতে সুশোভিত, চম্‌কিতে অধিক চমকে॥ রত্নের দর্পণ লক্ষ, চারিধারে করি লক্ষ, রাখিয়াছে কিবা মনোহর। মালতীফুলের মালা, তিনলক্ষ জালমালা, তিনলক্ষ সুশ্বেত চামর॥ রথের সাজন যত, এক মুখে কব কত, অনুভাবে বুঝহ যেমন। সেই যে সুন্দর রথে, দেখিয়া আকাশ পথে, চাহিয়া রহিল দেবগণ॥ দেখিতে দেখিতে পরে, দেখেন সে রথোপরে, অপরূপ রূপ অনুপম। কি কব রূপের ঘটা, কোটি চন্দ্র জিনি ছটা, শ্যামলসুন্দর মনোরম॥

অথ দ্বিভুজমুরলীধরের রূপ দর্শন।

পয়ার। পরমাত্মা পরাৎপর ব্রহ্ম সনাতন। প্রকৃতির পর প্রভু পুরুষ রতন॥ পবিত্র করিতে জীবে প্রকাশ পাইলা। ভক্তের ভাবনা ভাবি আসি দেখা দিলা॥ চিন্তামণি চিন্তনীয় চমৎকৃতোদয়। চিন্তায় চরমে চারু ফল প্রাপ্ত হয়॥ নবীননীরদ নবনীলকান্ত মণি। নিভাদি নিন্দিয়া মূর্ত্তি মূর্ত্তি শিরোমণি॥ চরণকমল স্থল নল দলবলে। শত শত সূর্য্য শোভা পায় তার তলে॥ কিন্তু তার কিরণে তাপিত কেহ নয়। হেরিলে হৃদয়পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়॥ করী-কর কদলী জিনিয়া ঊরুদেশ। কটিতে ধটিতে আঁটা কিশোর বয়েস॥ গলে দোলে কৌস্তুভাদি মণিময় হার। মালতীর মালাতে অধিক উপহার॥ শোভা হৈল ক্ষোভমান বক্ষঃস্থলে করে। রত্নের বলয় তাড় শোভা করে করে॥ সে করে মোহনবাঁশী করিয়া ধারণ। ত্রিভঙ্গভঙ্গিমা ভাবে শ্রীমুখে যোজন॥ চন্দনে চর্চ্চিত করা সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। মধ্যে মধ্যে ঘর্ম্ম বিন্দু তাহে শোভাকর॥ অতুল্য মুখের তুল্য চন্দ্রে কেবা কয়। পদকর নখরের তুলনা সে নয়॥ কুটিল কুন্তলাবৃত শ্রীমুখমণ্ডলে। অম্বুজ অম্বুদদ্যুতি অম্বুহীন স্থলে॥ কর্ণমূলে গজমতি করে ঝলমল। নীরদে খেলিছে যেন চপলা চঞ্চল॥ কিবা নাসা কিবা ভাষা কিবা ভ্রূযুগ্ময়। যে ভুরু ভঙ্গিতে সৃষ্টি

স্থিতি লয় হয়॥ নয়নখঞ্জনে কিবা ধারণ অঞ্জন। মনোরম্য রমণীয় রাধিকা রঞ্জন॥ মৃগমদ তিলক গোলোকপতি ভালে। ভুবনমোহন রূপে ভুবন ভুলালে॥ চাঁচর চিকুরচয় শিরে পায় শোভা। চূড়া বান্ধা শিখিপিচ্ছ তাহে মনোলোভা॥ অধিক কহিব কত রূপের বর্ণন। হেরিলে কন্দর্প দর্প হয় নিবারণ॥ হেন রূপ রূপাতীতে করি দরশন। আরম্ভ করিলা স্তুতি যত দেবগণ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে প্রভুর চরণে। এই বেশে রাধা সহ রহ মম মনে॥

অথ ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শ্রীকৃষ্ণের স্তব।

যথা মূলশ্লোক।

ব্রহ্মোবাচ।

পরংব্রহ্ম পরংধাম পরমাত্মানমীশ্বরং।
বন্দেবন্দ্যং চ সর্ব্বেষাং সর্ব্বকারণ কারণং॥
সর্ব্বেশ্বরং সর্ব্ববীজং সর্ব্বাদ্যং স্বস্তিরীরিতং॥ ১॥

অথ মহাদেব কর্ত্তৃক স্তব।

শ্রীমহাদেবউবাচ।

সিদ্ধস্বরূপং সিদ্ধাদ্যং সিদ্ধবীজং সনাতনং।
প্রসিদ্ধং সিদ্ধিদং শান্তং সিদ্ধানাঞ্চ গুরোগুরুং॥
বন্দেবন্দ্যঞ্চ মহতাং পরাৎপরতরং বিভুং।
স্বাত্মারামং পূর্ণকামং ভক্তানুগ্রহকারকং।
ভক্তপ্রিয়ঞ্চ ভক্তেশং স্বভক্তেদাস্যদং পরং।
স্বপদপ্রদমেকঞ্চ দাতারং সর্ব্বসম্পদাং॥ ২॥

অথ অনন্ত কর্ত্তৃক স্তব।

অনন্তউবাচ।

বক্ত্রাণাঞ্চ সহস্রেণ কিং বাস্তৌমিশ্রুতিশ্রুতং।
কোটিভিঃ কোটিভির্ব্বক্ত্রেঃ কোবাস্তোতুং ক্ষমঃপ্রভো।
কিং বাস্তোস্যাসিশম্ভুশ্চ পঞ্চবক্ত্রেণ বাঞ্ছিতং।
কর্ত্তাচতুর্ণাং বেদানাং কিং স্তোস্যাসিচতুর্ম্মুখঃ।
ষড়্বক্ত্রোগজবক্ত্রশ্চ যেচান্যে মুনয়োপিবা।
বেদাবা কিং বেদবিদস্তুবন্তি প্রকৃতেঃ পরং।
বেদানির্ব্বচনীঞ্চ বেদানির্ব্বক্তুমক্ষমাঃ।
বেদাবিজ্ঞাতবাক্যেনবিদ্বাংনঃ কিং স্তুবন্তিতং॥ ৩।

অথ গণেশ কর্ত্তৃক স্তব।

শ্রীগণেশউবাচ।

মূর্খোবদতি বিষ্ণায় ধীরোবদতি বিষ্ণবে।
নমস্কৃত্যেবমর্থঞ্চ দ্বয়োরেব সমং ফলং।
যস্মৈদত্তঞ্চ যজ্জ্ঞানং জ্ঞানদাতাহরিঃস্বয়ং।
জ্ঞানেন তঞ্চসংস্তৌতি ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।
একবক্ত্রানেকবক্ত্রো মূর্খোবিদ্বান্স্বকর্ম্মণা।
অধনীবা ধনীবাপি স্বপুত্রাবাপ্যপুত্রকঃ।
কর্ম্মণঃ পরমীশঞ্চ স্তোতুং কোবাপ্যনুদ্যমং।
যথাশক্ত্যা স্তুতিঃ পূজা বন্দনং স্মরণং হরেঃ।

তৎকীর্ত্তনঞ্চ ভজনং জপনং বুদ্ধ্যানুক্রমঃ।
কুর্ব্বন্তি সন্তোঽসন্তশ্চ সন্ততং পরমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥

অথ কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক স্তব।

কার্ত্তিকেয়উবাচ।

সর্ব্বান্তরাত্মাভগবান জ্ঞানঞ্চ সর্ব্বজীবিনাং।
জ্ঞানানুরূপস্তবনং সন্তমৈর্বিহসন্তিতং।
ভবেয়ুস্ত্রিবিধালোকা হ্যুত্তমো মধ্যমোঽধমঃ।
সর্ব্বেস্বকর্ম্মবশগা নিষেকঃ কেনবার্য্যতে।
সর্ব্বেশ্বরঞ্চ সংবীক্ষ্য সর্ব্বোবদতি মৎপ্রভুঃ।
মদীশ্বরস্য সমতা সর্ব্বেষুকিং করেষুচ।
ভজন্তি কেচিৎ শুদ্ধং তং পরমাত্মানমীশ্বরং।
কেচিত্তদংশ মংশাংশং প্রাপ্নুবন্তিক্রমেণতং ॥ ৫ ॥

অথ দেবগণ কর্ত্তৃক স্তব।

দেবাউচুঃ।

যংস্তোতু মসমর্থশ্চ সহস্রাস্য স্বয়ংবিধিঃ।
জ্ঞানাধিদেবঃ শম্ভুশ্চ স্তোতুংতং কিংবয়ং ক্ষমাঃ।
কিংজানীমো বয়ং কোবাপ্যনন্তেশস্য যে গুণাঃ।
বয়ং বেদাস্তমস্মাকং কারণস্যাপি কারকঃ। ৬।

অথ ধর্ম্ম কর্ত্তৃক স্তব ।

ধর্ম্মউবাচ ।

অহং সাক্ষীচসর্ব্বেষাং বিধিনানির্ম্মিতঃ পুরা ।
বিধাতুশ্চ বিধাতা ত্বংসর্ব্বেশ্বর নমস্তুতে ।। ৭ ।।

অথ মুনয় কর্ত্তৃক স্তব ।

মুনয়উচু ।

যদিবেদানজানন্তি মাহাত্ম্যং পরমাত্মনঃ ।
কিং জানীমস্তবগুণং বেদানুসারিণোবয়ং ।। ৮ ।।

অথ সরস্বতী কর্ত্তৃক স্তব ।

সরস্বত্যুবাচ ।

বিদ্যাধিদেবতাহঞ্চ বেদোবিদ্যাধিদেবতা ।
বেদাধিদেব ধাতাচ তদীশং স্তৌমিকিং প্রভো ।। ৯ ।।

অথ পদ্মা কর্ত্তৃক স্তব ।

পদ্মোবাচ ।

যৎপাদপদ্মং পদ্মেশ শেষান্যেচসুরাস্তথা ।
ধ্যায়ন্তে মুনয়ো বেদাধ্যায়েস্তং প্রকৃতেঃ পরং । ১০ ।

অথ সাবিত্রী কর্ত্তৃক স্তব ।

সাবিত্র্যুবাচ ।

সাবিত্রীবেদমাতাহং বেদানাং জন্মকোবিধিঃ ।
ত্বমেবধাতুর্ধাতারং নমামিত্রিগুণাৎপরং ।। ১১ ।।

অথ পার্ব্বতী কর্তৃক স্তব।

পার্ব্বত্যুবাচ।

তববক্ষসিরাধাহং রাধে বৃন্দাবনে বনে।
মহালক্ষ্মীচ বৈকুণ্ঠে পাদপদ্মার্চ্চনেরতা।
শ্বেতদ্বীপে সিন্ধুকন্যা বিষ্ণোরুরসিভূতলে।
ব্রহ্মলোকেচ, ব্রহ্মাণী বেদ মাতাচ ভারতী।
তবাজ্ঞয়াচ দেবানা মাবির্ভূতাচ তেজসি।
নিহত্যদৈত্যান্ দেবারিন্ দত্বারাজ্যং সুরায়চ।
তৎপশ্চাদ্দক্ষকন্যাহমধুনা পার্ব্বতীহরে।
তবাজ্ঞয়াহরক্রোড়ে ত্বদ্ভক্ত্যাপ্রতিজন্মনি।
নারায়ণ প্রিয়াশশ্বত্তেন নারায়ণী শ্রুতৌ।
বিষ্ণোরহং পরাশক্তি র্বিষ্ণুমায়াচ বৈষ্ণবী।
অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ড ময়াসংমোহিতং সদা।
বিদুষাং রসনাগ্রেচ প্রত্যক্ষাহং সরস্বতী।
মহদ্বিষ্ণুশ্চমাতাহং বিশ্বানি যস্যলোমসু।
রাসেশ্বরীচ সর্ব্বাদ্যা সর্ব্বশক্তিস্বরূপিণী।
মদ্রাসেধারণাদ্রাধা বিদ্বদ্ভিঃ পরিকীর্ত্তিতা।
পরমানন্দ পাদাব্জং বন্দে সানন্দ পূর্ব্বকং।

যৎপাদপদ্ম ধ্যায়ন্তে পরমানন্দ কারণং।
পদ্মেপদ্মেশ শেষাদ্যা মুনয়োমনবঃ সুরাঃ।
যোগিনং সততং সন্তো সিদ্ধাশ্চ বৈষ্ণবাস্তথা
অনুগ্রহং কুরুবিভো বুদ্ধিশক্তিরহং তব॥ ১২॥

অথ গন্ধর্ব্ব ঋষি কর্ত্তৃক স্তব।

শ্রীগন্ধর্ব্বরাজউবাচ

বন্দেনবঘনশ্যামং পীতকৌষেয়বাসসং।
সানন্দংসুন্দরং শুদ্ধং শ্রীকৃষ্ণং প্রকৃতেঃ পরং।
রাধেশং রাধিকাপ্রাণ বল্লভং বল্লবীসুতং।
রাধেসেবিত পাদাব্জং রাধাবক্ষঃস্থলস্থিতং।
রাধানুগং রাধিকেষ্টং রাধাপহৃতমানসং।
রাধাধারং ভবাধারং সর্ব্বধারং নমস্তুতে।
রাধাহৃতপদ্মমধ্যে বসন্তং সততং শুভং।
রাধাসহচরং শশ্বদ্রাধজ্ঞো পরিপালকং।
ধ্যায়ন্তে যোগিনো যোগাৎ সিদ্ধাসিদ্ধেশ্বরেশ্বরঃ॥
ধ্যায়েত্তুং সততং শুদ্ধং ভগবন্তং সনাতনং।
সেবন্তেসততং সন্তো ব্রহ্মেশ শেষ সংজ্ঞকাঃ॥
তং সেবেনির্গুণং ব্রহ্ম ভগবন্তং সনাতনং।
নির্লিপ্তঞ্চ নিরীহঞ্চ পরমাত্মানমীশ্বরং॥

নিত্যং সত্যঞ্চ পরমং ভগবন্তং সনাতনং।
যঃ সৃষ্টেরাদিভূতঞ্চ সর্ব্ববীজং পরাৎপরং ॥
যোগিন স্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনং।
সর্ব্বাধারং নিরাধারং সর্ব্ববীজমবীজকং ॥
যোগিন স্তং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনং।
জগন্নাথমনাথঞ্চ সর্ব্বতাত মতাতকং ॥
যোগিনো যং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনং।
আয়ুরারোগ্য বিজয়োঃ স্বভক্তেদাস্যদং পরং।
যোগিনো যং প্রপদ্যন্তে ভগবন্তং সনাতনং। ১৩।

পয়ার। এ রূপে গন্ধর্ব্বঋষি করিয়া স্তবন। ভূমি লুঠি প্রণাম করেন ঘনে ঘন। স্তবেতে হইয়া তুষ্ট প্রভু শ্রীনিবাস। গন্ধর্ব্ব ঋষির প্রতি করেন আশ্বাস॥ আশ্বাস পাইয়া তবে ঋষি তপোধন। শ্রীহরি চরণে পুনঃ করে নিবেদন॥ বলে প্রভু এই দেখ দেব কোপানল। পুঞ্জ পুঞ্জ রহিয়াছে হইয়া প্রবল॥ এ স্থান হইতে তব হইলে গমন। আমারে পোড়ায়ে ভস্ম করিবে এখন॥ ইহার উপায় শীঘ্র কর নারায়ণ। অগ্নি ভয়ে অধীনেরে করহ রক্ষণ॥ প্রহ্লাদেরে রক্ষা কৈলে কশিপু বধিয়া। উদ্ধারিলে এ ধরণী হিরণ্যে নাশিয়া॥ যে জন ভয়ার্ত্ত হয়ে তবাশ্রয় লয়। তারে রক্ষা কর তুমি হইয়া সদয়॥ তোমার চরণ বিনা নাহি মম গতি। অগ্নি ভয়ে অধীনেরে রাখহে শ্রীপতি॥ এত যদি কহিলা গন্ধর্ব্ব তপোধন। হাসিয়া কহেন তবে দেব নারায়ণ॥ যে জন আমারে সদা করয়ে ভজন। তাহার রক্ষণ আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ॥ জলে স্থলে আগুনেতে তাহার কি ভয়। যারে রক্ষা করি আমি হইয়া সদয়॥ ভক্তের পশ্চাতে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ। আমি সত্ত্বে ভয় কর কিসের কারণ॥

এখনি তোমারে পুত্র মুক্তি পদ দিয়া। স্বধামেতে রাখিতাম পার্শ্বদ করিয়া॥ তবে যে কিঞ্চিত কাল করি উপেক্ষণ। ব্রহ্মার মুখের বাক্য পালন কারণ॥ দ্বাদশ বৎসর শূদ্র যোনিত্ব হইবে। তার পরে দেব যোনি ক্রমেতে ঘটিবে॥ পঞ্চবর্ষে মম মন্ত্র পাবে বিপ্র মুখে। দশ বর্ষে ব্রহ্মার তনয় হবে সুখে॥ জীবন্মুক্ত হয়ে তুমি রবে নিরন্তর। এবাক্য আমার কভু না হবে অন্তর॥ অতএব এক্ষণে তোমার যথা মতি। ভয় তেয়াগিয়া পুত্র সুখে কর গতি॥ এত বলি ভগবান অন্তর্ধান হন। দেবতাগণের হৈল স্তম্ভন মোচন॥ আশ্চর্য্য দেখিয়া সবে চমৎকার হয়। শিশু কহে কৃষ্ণভক্তে কোথা আছে ভয়॥

অথ দেবাগ্নির স্থিতি।

ত্রিপদী। ভগবান অন্তর্হত, দেখি ঋষি ভয়ে ভীত, দারা সুত লইয়া তখন। হয়ে অতি দ্রুতগতি, প্রণমিয়া সৃষ্টিপতি, তথা হৈতে করিলা গমন॥ তাহা দেখি দেবগণ, আনন্দিত সর্ব্বজন, শঙ্কর কহেন বিধাতারে। যে কৃষ্ণের নাম লয়, তার কোথা আছে ভয়, তারে নষ্ট কে করিতে পারে॥ দেখহ আপন বলে, দেবাদির কোপানলে, উদ্ধার হইল অনায়াসে। এখন সে কোপানল, হয়ে অতি সুপ্রবল, উলটিয়া তব সৃষ্টি নাশে॥ এ অগ্নি রহিলে পর, দগ্ধ হবে চরাচর, ইহার উপায় শীঘ্র কর। জীবের বাঁচাও প্রাণ, অগ্নিচয়ে দেহ স্থান, সৃষ্টি রক্ষা কর সৃষ্টিকর॥ শুনিয়া শিব বচন, বিধির কম্পিত মন, অনুক্ষণ ভাবেন অন্তরে। ভাবিয়া চিন্তিয়া বিধি, করেন অগ্নির বিধি, যথাবিধি স্থানে স্থানান্তরে॥ প্রথমেতে পদ্মাসন, ধর্ম্মকোপানলে কন, শুন অগ্নি আমার বচন। আমার আরতি লয়ে, অধার্ম্মিক দেহে রয়ে, সদা তুমি করহ দহন॥ সূর্য্যকোপানল শুন, হয়ে অতি সুনিপুণ, দাবানল হয়ে যাহ বন। থাক গিয়া তরোস্কন্ধে, বনদগ্ধ সুপ্রবন্ধে, বনচয় হইবে ভক্ষণ॥ চন্দ্রকোপানল যাও, কামুকের দেহ পাও, দগ্ধ কর কামার্ত্তা অন্তর। দম্পতির বিরহেতে, বিধিমতে বিশে-

যেতে, বিদগ্ধ করহ নিরন্তর ॥ ইন্দ্রকোপ হুতাশন, বজ্রেতে কর গমন, উপেন্দ্রাগ্নি সৌদামিনী হও। বরিষা সময় হবে, উভয়ে মিলিয়া তবে, প্রভা দিয়া দুজনেতে রও ॥ রুদ্রকোপানল গিয়া, থাক মহা উল্কা হৈয়া, গণেশাগ্নি পৃথিবী ভিতরে। স্কন্দানল যাও সুখে, রণের অস্ত্রের মুখে, যুদ্ধভোগী হইবে সত্বরে ॥ মুনি ঋষি মুখানল, যত আছ সুপ্রবল, যজ্ঞের আগুন হও গিয়া ॥ যজ্ঞ ঘৃত ভোগ হবে, সর্ব্বদা সন্তোষে রবে, যশ পাবে তেজস্বী হইয়া ॥ এইরূপে মহাভাগ, করিয়া অগ্নির ভাগ, স্থানে স্থানে করেন স্থাপন। অধিকন্তু অগ্নিচয়, বাড়বাগ্নি হয়ে রয়, সমুদ্রেতে হইয়া মগন ॥ ব্যাস কন সুবিস্তার, শুনে শুক অনিবার, চমৎকার কথা অপরূপ। শিশুরাম কহে বাণী, হয়ে পুটাঞ্জলি পাণি, হৃদে ভাবি রাধাকৃষ্ণ রূপ ॥

লঘু-ত্রিপদী। দেবকোপানল, যে ছিল প্রবল, ক্রমেতে সকল যায়। কামকোপাগুন, হইয়া দ্বিগুণ, বিধির নিকটে ধায় ॥ দেখিয়া অনল, অত্যন্ত উজ্জ্বল, বিধাতা বিষম মানে। এ যে দুরাশয়, বিষম দুর্জ্জয়, এরে রাখি কোন স্থানে ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া, মন্ত্রণা করিয়া, সুরাসুরগণ মনে। কামিনী হৃদিতে, কামাগ্নি স্থাপিতে, ডাকেন কামিনীগণে ॥ বিধির আহ্বানে, আইলা সে স্থানে, সকলে তটস্থ মনে। আসিয়া অমনি, লোটায়ে অবনি, প্রণমিলা পদ্মাসনে ॥ প্রণাম করিয়া, প্রণত হইয়া, জিজ্ঞাসা করয়ে তবে। কিসের কারণ, করিলে স্মরণ, কি কর্ম্ম করিতে হবে ॥ বিধাতা তখন, কহেন বচন, শুনহ কামিনী সবে। কাম হুতাশন, করিয়া যতন, হৃদয়ে ধরিতে হবে ॥ এই কামানল, হইয়া প্রবল, হৃদয় দহিবে যবে। দম্পতী আচারে, কর্ম্ম অনুসারে, সুখী অতি তাহে হবে ॥ শুনিয়া রমণী, রুষিয়া অমনি, বলয়ে যতেক সতী। ধিক্ ধিক্ ধিক্, কি কব অধিক, বৃথা তুমি সৃষ্টিপতি ॥ তুমি মূঢ়মতি, দুরাশয় অতি, নাহি তব জ্ঞান বিধি। কি কব কব রে, পরম ঈশ্বরে, তোমারে করিলা বিধি ॥ হায় হায় হায়, মরি প্রাণ যায়, ইহা কি পরাণে সয়। যে জন দুর্ব্বৃত,

নাহি হিতাহিত, সে জন বিধাতা হয়।। ওহে হংসাসন, এই সে কারণ, মোহিনীর শাপ লয়ে। আশুপুত্র শাপে, আছ পরিতাপে, জগতে অপূজ্য হয়ে।। তবু তব মতি, নহিল সুমতি, সতত কর কু-কায। পুনঃ পুনঃ পাপ, করি পাও তাপ, তথাপি না বাস লাজ।। সে যাহোক আর, কহি সারোদ্ধার, শুনহে নিষ্ঠুর কায়। এই কামানল, যে ছিল প্রবল, চারিভাগ কৈলা তায়।। একভাগ তার, পুরুষে বিস্তার, ত্রিভাগ নারীতে দিলে। তাহে সর্ব্বক্ষণ আছি জ্বালাতন, পুনঃ একি আরম্ভিলে।। এ যে কোপানল, তা হতে প্রবল, যদি ইহা কর দান। বিষম হইবে, কলঙ্ক রটিবে, নাহি রবে কুল মান।। অতএব বলি, করি কৃতাঞ্জলি, এ অগ্নি দিওনা আর। না করি শ্রবণ, কর সমর্পণ, উচিত পাইবা তার ॥ করিব না ভয়, কহিনু নিশ্চয়, শুন ওহে সৃষ্টিনাথ। কোপাগ্নি জ্বালিয়া, তোমা পোড়াইয়া, করিব ভস্মের সাথ ॥ এতেক বলিয়া, ক্রোধিত হইয়া, দাঁড়াইলা সব সতী। দেখিয়া সে রোষ, কন আশুতোষ, সম্বোধিয়া সৃষ্টিপতি।। শুন মহাভাগ হইয়া বিরাগ, ছাড় দ্বন্দ্ব নারীসনে। এ সব রমণী, পতি পরায়ণী, ধন্যা মান্যা ত্রিভুবনে।। যদি কোপভরে, দৃষ্টিপাত করে, ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে পারে। সতীত্বের বল, অত্যন্ত প্রবল, তেজেতে তেজাগ্নি হারে।। অতএব বিধি, বলি যেই বিধি, রাখহ মম বচন। একই যুবতি, কুলটা কুমতি, সৃষ্টি কর এইক্ষণ।। করিয়া সৃজন, কাম হুতাশন, সমর্পণ কর তায়। শুনিয়া বচন, তুষ্ট হংসাসন, শিশু আশু ভাষা গায় ॥

অথ কুলটা কামিনীর উৎপত্তি।

পয়ার। সন্তুষ্ট হইয়া বিধি শিবের বচনে। কুলটা সৃজিতে ইচ্ছা করিলেন মনে।। ইচ্ছা মাত্রে হৈল এক অপূর্ব্ব যুবতী। রূপ হেরি মোহ হয় রতি রতিপতি।। ষোড়শী বয়সী বালা বিদ্যুৎ বরণী। নিন্দিয়া শরদ শশী সরস বদনী।। ইন্দীবর জিনি আঁখি ভুরু

কামধনু। কটাক্ষেতে পঞ্চশর ফুলময় তনু॥ তিলফুল জিনিয়া সৌন্দর্য্য তার নাসা। শ্রুতিযুগে গৃধিনীর বিনাশিল আশা॥ মাথায় মোহন কেশ বেণী বিনোদিয়া। সাপিনী তাপিনী যার সুশ্রেণী দেখিয়া॥ ওষ্ঠাধর বিম্ববর দীপ্ত মনোহর। দন্তপাতি মুক্তাপাঁতি জিনিয়া সুন্দর॥ কণ্ঠস্থল সমুজ্জ্বল হেমহারাবলি। হৃদয়জ পয়ধর কমলের কলি॥ নিতম্ব গৌরব ক্ষীণ কটির বলন। উরু রামরম্ভাতরু সুচারু চলন॥ কর পদ পদ্ম জিনি নখ শশধর। অঙ্গুলি চম্পক কলি শিরে শোভাকর॥ কথায় জড়িত সুধা হাসিতে তড়িত। ঈষদ বসনে মুখ করি আচ্ছাদিত॥ যে দিগে কটাক্ষ ভরে নিরীক্ষণ করে। আছুক অন্যের কায মুনি মনো হরে॥ এই রূপে সে রূপসী কামাক্রান্ত ভাবে। বিধির সম্মুখে আসি দাঁড়াইলা তবে॥ দেখি অপরূপ রূপ তুষ্ট হংসাসন। কামকোপানল তারে করেন অর্পণ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে বিধি বিদ্যমান। প্রমাদ ঘটালে প্রভু গেল কুল মান।

অথ কুলটার পতি অন্বেষণ।

ত্রিপদী। ব্রহ্ম আজ্ঞা নিয়া, কামানল গিয়া, কামিনী হৃদয়ে পশে। যেমন পশিল, অমনি দহিল, হৃদয়স্থ কামরসে॥ কামের জ্বালায়, ধনী জ্বলে যায়, হইল যেমন জ্বর। একালে অনঙ্গ, দেখাইতে রঙ্গ, হানিলেক পঞ্চশর॥ আছিল সজ্বর, বিন্ধি কামশর, দোষাশ্রিত হৈল তায়। তাহাতে উল্বন, হইল ঘটন, ত্রিদোষ ঘটিত প্রায়॥ ক্ষণে মোহ যায়, ক্ষণে জ্ঞান পায়, ক্ষণেকে প্রলাপ বলে। ক্ষণে ক্ষণে উঠে, ক্ষণে ভূমে লুঠে, ক্ষণেক বেগেতে চলে॥ এ রূপে অমনি, ভ্রমিছে রমণী, কামের পীড়ায় মরে। ঔষধ কারণ, করে অন্বেষণ, কামুক বৈদ্যের তরে॥ দেখ চরাচর, দেহে হলে জ্বর, দেহী হয় বল হীন। থাকে শয্যাধরে, উঠিতে না পারে, ক্রমে ক্রমে হয় ক্ষীণ॥ এজ্বরের রীত, একি বিপরীত, দেখি লাগে ভয় তায়। জ্বরের

জ্বালায়, ধনী উঠে ধায়, প্রমত্তা হস্তিনী প্রায়।। অথবা মহিষী, পেয়ে ঘোর নিশি, মহিষী কারণে ধায়। কিবা সে বাঘিনী, হয়ে ক্ষুধার্ত্তিনী, আহার চাহি বেড়ায়।। এ রূপে যুবতী, অন্বেষিয়ে পতি, ভ্রময়ে দেব সভায়। দেখিয়া সুন্দর, কাম কলেবর, অতি বেগে তথা যায়।। বলে শুন কাম, করিহে প্রণাম, হও মোর কামে ব্রতি। করিয়া রমণ, তোমার দহন, দমন কর সম্প্রতি।। এতেক বলিয়া, লাজ তেয়াগিয়া, বলে চাহে ধরিবারে। দেখি তার কায, কামে ধরে লাজ, কুৎ ভাব অনুসারে।। লাজেতে মদন, করে পলায়ন, দেব সভা ছাড়ি যায়। তারে না পাইয়া, অস্থির হইয়া, চাঁদেরে ধরিতে ধায়।। তাহে দ্বিজরাজ, হইয়া সমাজ, উঠিয়া করিল গতি। পশ্চাতে রমণী, ধাইল অমনি, হয়ে অতি বেগবতী।। না পারি ধরিতে, ফিরিয়া ত্বরিতে, প্রবেশিলা সভাস্থলে। অভিপ্রায় হেন, পড়িলেক যেন, সচান পক্ষী মণ্ডলে।। ততোধিক প্রায়, পশিয়া সভায়, চারিদিগে ধায় হেন। মুখে নাহি বাক, ঘুরে দেয় পাক, কুম্ভকার চাক যেন।। সম্মুখে যাহার, পায় দেখিবারে, ধায় ধরিবার তরে। নারী কি পুমান, নাহি করে জ্ঞান, নিকটে পাইলে ধরে।। দেখি দেবগণ, সলাজ বদন, উঠিয়া সবে পলায়। চলিতে সঘনে, বাধিয়া চরণে, কেহ কেহ পড়ে যায়।। কেহ কারু গায়, পড়িতেছে তায়, দেখিতে না পায় চক্ষে। আইল ধরিল, এ রব হইল, সকল দেবতা পক্ষে।। মুনি ঋষি যত, দেখি জ্ঞান হত, বচন মুখে না সরে। হৈল হুল স্থুল, অত্যন্ত তুমুল, ক্রমেতে সকলে সরে।। দৈবে তথাকারে, অশ্বিনী কুমারে, নিকটে দেখিয়া ধনী। গিয়া দ্রুতভর, ধরি তার কর, কাতরে কহে অমনি।। এই সভা মাঝে, যতেক বিরাজে, রসজ্ঞ রসিক জন। রূপে অতুলন, ভুবনমোহন, হেরিলে হরয়ে মন।। আমি স্ত্রী হইয়া, সাধিলাম গিয়া, উপ যাচকিনী হয়ে। দেখিয়া আমায়, পলাইয়া যায়, নাহি চায় ফিরে ভয়ে।। ধিক সে বিধিকে, হেন অরসিকে, পুরুষ গঠিল কেন। নারী জিনি কায, সদা করে লাজ, না দেখি পুরুষ হেন।। তুমি

রসময়, রবির তনয়, হও ক্ষম কবিবর। কামের পীড়ায়, মরি প্রাণ যায়, এ দায়ে উদ্ধার কর॥ আমারে লইয়া, প্রেয়সী করিয়া, রাখ তুমি নিরবধি। আমি তোমা লয়ে, রাখিয়া হৃদয়ে, তরিব কাম জলধি॥ যদি দয়া কর, সঙ্গে নিরন্তর, ভ্রমিব ভ্রম বর্জ্জিয়া। চুম্ব আলিঙ্গনে, বঞ্চিব দুজনে, অঙ্গে অঙ্গ মিশাইয়া॥ পুষ্প মাল্য দিয়ে, চন্দনে চর্চ্চিয়ে, সাজাইব তব দেহ। নয়নে নয়নে, শুভ দরশনে, মাখাইব প্রেম স্নেহ॥ হয়ে তব বধূ, রতি রস মধু, প্রেমেতে করাব পান। সম্মুখে রহিব, সতত সেবিব, ইহাতে না হবে আন॥ শুনিয়া বচন, হাসিয়া তখন, অশ্বিনী কুমার কয়, শুন কামার্ত্তিনী, আমার কাহিনী, তোমারে কহি নিশ্চয়॥ যদি চাহ আমা, প্রকাশিয়া রামা, কহ যা জিজ্ঞাসা করি। হইয়া সরল, কহিবা সকল, কপটতা পরিহরি॥ কপট বচন, কর্ম্ম বিনাশন, বলয়ে পণ্ডিতগণে। অতএব প্রিয়ে, কপট ত্যজিয়ে, কহিবা যথার্থ মনে॥ নারীর মনন, কর্ম্ম বিবরণ, আচরণ কত মত। সুভাব কুভাব, হয় কত ভাব, ধর্ম্মেতে কি মত রত॥ কহ সত্য ভাষা; পূর্ণ হবে আশা, নতুবা নৈরাশা হবে। এতেক শুনিয়া, সন্তুষ্টা হইয়া, রমণী বলয়ে তবে॥ ব্যাসদেব কন, কামার্ত্তা যে জন, তার কিবা লাজ মান। অম্লান বদনে, কহে বিবরণে, শিশু ভাষে নাশে মান॥

অথ কুলটার মনোগত কথা।

পয়ার। কামার্ত্তা কহিছে শুন হইয়া সুস্থির। মনোগত কথা কিছু কহি কামিনীর॥ স্থান ক্ষণ দূতী যদি না পায় যুবতী। তবে সেই কুল রাখি ক্রমে হয় সতী॥ নতুবা নারীর মনে সদা ব্যভিচার। শুনহ তোমারে কহি কিঞ্চিৎ তাহার॥ সুবেশ পুরুষ যদি হয় দরশন। কামানলে দগ্ধ করে কামিনীর মন॥ ওষ্ঠাধর শুষ্ক হয় নেত্র পুলকিত। যোনিস্রোথ অন্তর্দাহ গাত্র লোমাঞ্চিত॥ অচেতন সর্ব্বক্ষণ মদন দহনে॥ উপপতি সঙ্গ হলে সুখোদয় মনে॥ ভাবক যুবক

জন পাইলে সুন্দর। পুত্র কান্ত গৃহ ধন ত্যজয়ে সত্বর॥ তারে লয়ে হৃষ্ট হয়ে যায় দেশান্তরে। তা হতে উত্তম পেলে তারে ত্যাগ করে॥ নিজ পতি হয় যদি শ্রেষ্ঠ গুণাকর। বিষ দিয়া বিনাশিতে না হয় কাতর॥ যুবক শৃঙ্গার শূর ম্লেচ্ছ যদি হয়। তাহাকে লইয়া সুখে মুখে মুখে রয়॥ লজ্জা ভয় ধর্ম্ম কর্ম্ম কুল শীল মান। রতিশূর উপপতি চরণে প্রদান॥ স্বপনে কি জাগরণে শয়নে ভোজনে। সদা উপপতি চিন্তা অন্য নাহি মনে॥ কুলটার দয়া মায়া সত্য কিছু নয়। হৃদে বিষ ভরা রহে মুখে মধুময়॥ দুষ্টা নারী কদাচারী অবিশ্বাসী অতি। অন্য জনে নহে স্নেহ বিনা উপপতি॥ উপপতি হেতু পুত্রে বিনাশিতে পারে। অধিক কহিব কত বুঝ ব্যবহারে॥ আসি বিধি সেবা যদি করে নিরন্তর। তবু না বুঝিতে পারে কামিনী অন্তর॥ মুনি ঋষি সুর নর কোথায় গণন। বেদাদিতে নাহি জানে কুলটার মন॥ দুষ্টমতি খল রীতি নারি অতিশয়। কোনমতে পুরুষেতে বশীভূতা নয়॥ বিষ উপশম হয় মন্ত্রৌষধি দিলে। অনল শীতল হয় জল পরশিলে॥ কণ্টকাদি অনলেতে হয় নিবারণ। তরণীতে বশীভূত সতত দুর্জ্জন॥ লুব্ধ জন পেলে ধন সেবায় রাজন। সচ্চরিত্র ভাবে মিত্র ভয়ে রিপুগণ॥ প্রণতিতে গুরু বশ আদরে ব্রাহ্মণ। সমতা ভাবেতে বশ হয় বন্ধুজন॥ প্রেম ভাবে বশীভূত যুবতীর মন। মূর্খ জন বশ হেতু কেবল বচন॥ বিদ্যার প্রসঙ্গে ধীরে বশ করা যায়। কুলটা বশের হেতু না দেখি উপায়॥ স্তবন সেবন ধন প্রণয় বচন। প্রাণ দিয়া তুষিলেও তুষ্ট নহে মন॥ স্বকর্ম্মে তৎপরা সদা মৌখিকে প্রণয়। কেবল কিঞ্চিৎ বশ রমণ সময়॥ আহারে দ্বিগুণ বুদ্ধি ধরে চতুর্গুণ। মন্ত্রণায় ষড় অষ্ট কামেতে নিপুণ॥ নিরন্তর কামচিন্তা সদা উচাটন। ক্রীড়ায় না হয় তৃপ্ত কদাচিত মন॥ দিবা নিশি রমণ পুরুষে যদি করে। তবু অন্য পুরুষের সঙ্গ ইচ্ছা ধরে॥ হুতাশন তৃপ্ত নন কাষ্ঠেতে যেমন। জলেতে না হয় তৃপ্ত জলধির মন॥ সর্ব্বভূতে যমের বাসনা নাহি ক্ষয়। শ্রেয়াংশেতে লক্ষ্মীর

বলহ কিবা হয়॥ সম্পদেতে মনের বাসনা না পূরয়। জলধি জলেতে তৃপ্ত বাড়বাগ্নি নয়॥ বসুমতি তৃপ্ত নন ধুলাতে যেমন। পুরুষে না হয় তৃপ্ত কুলটা তেমন॥ কিঞ্চিৎ কহিনু এই শুন রসময়। অধিক গোচর করা উচিত না হয়॥

ত্রিপদী। শুনি কুলটার বাণী, রবিসুত মহাজ্ঞানী, জ্ঞান হত হইয়া রহিল। হাসে সুরাসুরগণ, মুনি ঋষি যত জন, নারীগণ লাজেতে মোহিল॥ লাজে লক্ষ্মী নতমুখী, সখী সঙ্গে মনো দুঃখি, সভা ছাড়ি চলেন অমনি। তবে যান ভগবতী, সরস্বতী সতী রতি, সাবিত্র্যাদি যতেক রমণী॥ ক্রমেতে সকল সতী, হয়ে অতি লজ্জাবতী, অবিলম্বে করিয়া গমন। সকলে একত্র হয়ে, সুগোপন স্থানে রয়ে, মন্ত্রণা করেন ততক্ষণ॥ সুমন্ত্রণা স্থির করি, পাঠাইয়া সহচরী, কুলটারে নির্জ্জনে ডাকিয়া। বুঝাইয়া বহুতর, বিশেষিয়া দেন বর, লক্ষ্মী তার মুখে হস্ত দিয়া॥ কহিলেন নারায়ণী, লজ্জা ধর সুবদনী, শান্তা হও আমার বরেতে। না হও চঞ্চলা অতি, সুস্থির হউক মতি, মানে থাক পুরুষ অগ্রেতে॥ সরস্বতী কন পুনঃ, ধর ধনী ধৈর্য্যগুণ, অভিমানী অল্পেতে হইবে। পতি যদি রতি চায়, ব্যগ্র না হইবে তায়, মৌখর্য্যেতে গৌরব রাখিবে॥ সাবিত্রী কহেন তবে, সুশীলা গম্ভিরা হবে, সদা রবে আপন গোপনে। স্বকার্য্য সাধন জন্য, মন্ত্রণায় অগ্রগণ্যা, হবে ধন্যা আমার বচনে॥ এই রূপে ক্রমে ক্রমে, যথা বিধি পরিক্রমে, সুস্থির করেন সর্ব্বজন। পরে কন কাত্যায়নী, চাহিয়া কমলাননী, শুন লক্ষ্মী আমার বচন॥ বটেগো করিলা স্থিরা; তথাপিও এ অধীরা, যোগ্যা নহে থাকিতে এস্থলে। ব্যাস কন হরপ্রিয়া কুলটারে বর দিয়া, পাঠাইলা অবনীমণ্ডলে॥

অথ কুলটার পৃথিবীতে আগমন।

পয়ার। ক্রোধভরে কন পরে শিব সীমন্তিনী। বলি শুন সুবচন তোরে কামার্ত্তিনী॥ মম বরে লজ্জা ধরে রাখ নিজ মান। সুরপুর

ছাড়ি দূর করহ পয়ান ।। কুপ্রিয়সী পাপীয়সী কুলটা দুর্ম্মতি। এ স্থান ছাড়িয়া ভূমণ্ডলে কর গতি ।। একাকিনী কামানল সহিতে না পার। তাহার উপায় কহি শুন সারোদ্ধার ।। পৃথিবীতে জন্ম লেহ বহু নারী হয়ে। সকলে বিভোগ কর ভাগ করি লয়ে।। বহু দেহ হইলে হইবে বহু ভাগ। কামানলে না রহিবে এত অনুরাগ ।। খণ্ড খণ্ড হৈলে তব তেজ হ্রাস হবে। এক এক দেহে এক এক দণ্ড রবে ।। তব হিত হেতু এই কহিলাম যুক্তি। অব্যর্থ জানিবে ধনী আমার এ উক্তি।। শুনহ সুন্দরী মম আর এক ভাষ। তব দেহে যত দোষ করিতেছে বাস ।। এক দেহে না রহিবে দোষ অবিরত। প্রত্যেক দেহেতে রবে হয়ে ভাগমত ।। কোন দেহে কদাচার কোথা খা কু আশ। কোন কোন দেহে হবে কলঙ্কের বাস ।। কোন নারী কুলে থাকি কুকাজ করিবে। কেহ কুল পরিহরি দেশ তেয়াগিবে ।। রবে উপপতি সহ অহরহ স্নেহ। কারু পতি উপপতি দুজনায় স্নেহ ।। পতি পুত্র ঘাতিনী হইবে কোন জন। কোন নারী বিনাশিবে নিজ বন্ধুগণ ।। এই রূপে অসতী দেহেতে দোষ চয়। পরস্পর বিরাজ করিবে সমুদয় ।। কুলটারে এই রূপ কহিয়া শঙ্করী। অশ্বিনীকুমারে পরে কন কোপ করি ।। শুন ওরে সুরাধম রবির কুমার। তব সম নাহি দেখি লজ্জা হীন আর ।। এই দেব সভামাঝে নিলাজ বদনে। নারীর স্বভাব তুমি সুধালে কেমনে ।। রমণীর ভাব ব্যক্ত করালে যেমন। তাহার উচিত ফল পাইবে তেমন ।। অদ্যাবধি ত্রিভুবনে যজ্ঞ ভাগ যত। পায়সান্ন ঘৃত তব হইবেক হত ।। চিকিৎসক অন্ন যাহা সজ্জনে না খায়। সেই অন্ন ভোগী হও আমার আজ্ঞায় ।। এত বলি মহেশ্বরী করিল পয়ান। লক্ষ্মী আদি করে সবে নিজ স্থানে যান ।। সুরাসুর মুনি ঋষি আদি সিদ্ধগণ। নিজ নিজ স্থানে সবে করিলা গমন ।। অবনীমণ্ডলে গিয়া কুলটা তখন। বহু নারী হয়ে জন্ম করিলা ধারণ ।। ব্যাস কন শুন পুত্র নিগূঢ় কাহিনী। তদবধি

পৃথিবীতে হৈলা দ্বিচারিণী ॥ এত শুনি শুকদেব সহাস্য বদন। ব্যাসদেব কন পরে শুনহ বচন ॥

অথ নারদের শাপান্ত।

পয়ার। এখানেতে ঋষিরাজ বিধির সন্তান। দেবাদির কোপানলে হয়ে পরিত্রাণ ॥ ইচ্ছা সুখে যথা স্থানে করেন গমন। নারী সঙ্গে নানারঙ্গে করেন ভ্রমণ ॥ হেনকালে এক দিন সুদিন ঘটন। শাপের নির্ণীত দিন হৈল আগমন ॥ দেব পরিমাণে শাপ সহস্র বৎসর। সে দিন সে দিন তাঁর হৈল অন্তর ॥ তবে ঋষি জানি সেই শাপান্তের দিন। ডাকিয়া কামিনীগণে কহেন প্রবীণ ॥ শুন গুণবতী সবে হয়ে সাবধান। এ জন্মের মত মম আয়ু অবসান ॥ এক্ষণেতে আমি আর না পারি থাকিতে। বিধি শাপে শূদ্রাগর্ব্বে হইবে জন্মিতে ॥ তোমরা সকলে সতী শোক তেয়াগিয়া। ব্রহ্মচর্য্য লয়ে থাক পিতৃ গৃহে গিয়া ॥ অথবা আমার দেহ আলম্বন করি। অনুমৃতা হবে সবে সুধর্ম্ম আচরি ॥ পতি বিনা সতী ধর্ম্ম এ দুই আচার। বুঝিয়া করিবে কর্ম্ম যে বাসনা যার ॥ এত বলি কামকান্ত হইল সুস্থির। শ্রীকৃষ্ণে ভাবিয়া হৃদে ত্যজিল শরীর ॥ শূদ্রাগর্ব্বে শীঘ্রগতি করিল প্রবেশ। এখানে কামিনীগণে কান্দিল অশেষ ॥ তবে চিত্রাঙ্গিণী সহ মন্ত্রণা করিয়া। অনুমৃতা হৈল সবে পতি দেহ নিয়া ॥ ধন্য ধন্য রব তাহে করে সর্ব্বজন। অতঃপর নারদের শুন বিবরণ ॥ শূদ্রা গর্ব্বে থাকি দশ মাস দশ দিন। ভূমিষ্ঠ হইল শীঘ্র দেখি দিবা দিন। দিনে দিনে জননীর পালনে বাড়িল। সেই দেহে বৈষ্ণবের সুসঙ্গ ঘটিল ॥ সাধুসঙ্গ সঙ্ঘটনে জ্ঞানের উদয়। কৃষ্ণের প্রসাদ খেয়ে গেল পাপচয় ॥ তবে কত দিনে তার জননী মরিল। শ্রাদ্ধ আদি কর্ম্ম তার যত্নে সমর্পিল ॥ তারপরে গৃহাশ্রম করি পরিহার। তপস্যা করিল বনে হয়ে অনাহার ॥ বহু দিন তপস্যায় দেহ করি সায়। বিধিপুত্র হইলেন বিধির ইচ্ছায় ॥ ব্রহ্মার মানস পুত্র পূর্ব্বে

ছিল ধীর। পুনঃ সেই দেহ পেয়ে হইল সুস্থির॥ বিধাতা সন্তানে পেয়ে সানন্দিত মন। এত দিনে নারদের শাপ সমাপন॥ ভক্তি করি এই কথা যে করে শ্রবণ। ব্রহ্ম শাপ তার দেহে না থাকে কখন॥ ব্যাধ কন কহিলাম শাপের বিস্তার। এক্ষণেতে কহ শুক কি শুনিবে আর॥

অথ শুকদেবের প্রশ্ন।

পয়ার। শুনিয়া শাপান্ত কথা শুক হরষিত। কর যোড় করি কন ব্যাসের বিদিত॥ যে কথা কহিলে প্রভু শুনিলাম সার। শ্রবণে শ্রবণস্পৃহা বাড়ে অনিবার॥ আর এক কথা পিতা জিজ্ঞাসি তোমায়। কৃপা করি সেই কথা কহিবে আমায়॥ শ্রীকৃষ্ণের নিজ লীলা কথা সুধাধার। শুনিতে বাসনা বড় হয়েছে আমার॥ নারদের গানে যাহা করিলে বর্ণন। বৃন্দাবন পরিহরি কৃষ্ণের গমন॥ যে গান গাইতে ঋষি অধৈর্য্য হইল। ব্রজাঙ্গনাগণ যাহে শোকেতে মোহিল॥ শ্রীকৃষ্ণ অঙ্গের আধা রাধা ঠাকুরাণী। কৃষ্ণহারা হয়ে হৈল ব্যাকুলিত প্রাণী॥ কৃষ্ণসহ শ্রীমতীর বিচ্ছেদ কথন। শুনিয়া ব্যথিত মম হইয়াছে মন॥ প্রকৃতি পুরুষ রূপি ব্রহ্ম সনাতন। রাধা কৃষ্ণ অবতীর্ণ হয়ে বৃন্দাবন॥ একাত্ম হইয়া দোঁহে হইল অন্তর। একথা শুনিয়া হইল ব্যাকুল অন্তর॥ পুনর্ব্বার মিলন হইল কবে তাঁর। কোনখানে কি বিধানে কহ সুবিস্তার॥ প্রকাশ করিয়া প্রভু কহ সে বচন। কহিয়া মিলন কথা তৃপ্ত কর মন॥ এতেক শুনিয়া ব্যাস সহৃষ্ট অন্তর। শুকের প্রশংসা করি কহেন বিস্তর॥ ধন্য ধন্য পুত্র তুমি ভারত ভুবনে। যে কথা শুনিতে ইচ্ছা করিয়াছ মনে॥ সে কথার পুণ্য কথা কহনে না যায়। শ্রবণের ইচ্ছা মাত্রে পাপ দূরে যায়॥ গরুড়ে দেখিয়া যেন ভুজঙ্গেরগণ। সেই রূপে করে পাপ দূরে পলায়ন॥ শ্রবণেতে কত ফল কত কব তার। সে ফল কহিতে পুত্র সাধ্য নাহি কার॥ সহস্র বদনে যদি কহেন অনন্ত।

তথাপি পুণ্যের কথা নাহি পান অন্ত ॥ যে জন শ্রবণ করে যে করে পঠন। উভয়ের স্বর্গভোগ হয় সর্ব্বক্ষণ ॥ জননী জঠরে জন্ম নাহি হয় আর। মহাপুণ্যধর কথা সর্ব্বশাস্ত্র সার ॥ এই গ্রন্থ পাঠ পুত্র হয় যেই স্থান। দেবগণ আসি হন তথা অধিষ্ঠান ॥ পুণ্যতীর্থগণ তথা করে আগমন। মুক্তিক্ষেত্র সেই স্থান হয় সেইক্ষণ ॥ সেইক্ষণে সেই স্থানে আসে যেই জন। অনায়াসে মুক্তি পায় শাস্ত্রের বচন ॥ ভক্তিসূত্রে মুক্তি গাঁথা শ্রীকৃষ্ণ কথন। বিশেষে প্রভাসে রাধা কৃষ্ণের মিলন ॥ সাধ্যমতে তব স্থানে কহি সে কথন। শুন পুত্র সাবধানে হয়ে এক মন ॥ শিশু কহে কহ প্রভু করিয়া বিস্তার। শুনিয়া তরুক লোক এভব সংসার ॥

অথ রাধাকৃষ্ণ মিলন সংবাদের মঙ্গলাচরণে প্রথমতঃ পরমেশ্বরের পরিপূর্ণ রূপের ধ্যানানুস্মরণ।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরমপুরুষং পীতকৌষেয় বস্ত্রং,
গোলোকেশং সজলজলদ শ্যামলং-স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্মশ্রুতিভিরুদিতং নন্দসূনুং পরেশং,
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয়ন্তং মনো মে।

অথ রাধাকৃষ্ণ মিলনার্থে ব্রহ্মা নারদকে প্রেরণ করেন।

পয়ার। এক দিন ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার নন্দন। দেবর্ষি নারদ বসি সহ দেবগণ ॥ হেনকালে বিধি তারে বিরলে ডাকিয়া। গোপ-

নেতে কন কিছু কথা বিশেষিয়া ॥ করিয়া গোলোক শূন্য শ্রীমধু-সূদন। গোকুলেতে অবতীর্ণ সহিত স্বগণ ॥ বৃন্দাবনে যছলীলা করিয়া শ্রীহরি। পরে মধুপুরে যান ব্রজ পরিহরি ॥ শ্রীদামের শাপ হেতু শ্রীমতী ছাড়িয়া। আছেন গোকুলনাথ দ্বারিকাতে গিয়া। গোকুলেতে গোপকুল শোকে সকাতর। পশুপক্ষী আদি করি কান্দে নিরন্তর ॥ নন্দ যশোদার চক্ষে সদা ঝরে নীর। কৃষ্ণ শোকে ব্রজ ধামে কেহ নহে স্থির ॥ বিচ্ছেদে বিদগ্ধা দেহ রাধা ঠাকুরাণী। শত বর্ষ কান্দিছেন ব্যাকুলিত প্রাণী ॥ শাপান্ত হয়েছে এবে শত বর্ষ গত। তথাপিও রাধাকান্ত নহে সমাগত ॥ দ্বারিকা পুরেতে হরি বহুনারী লয়ে। আছেন আনন্দময় আনন্দিত হয়ে ॥ এ সব বৃত্তান্ত রাধা বিশেষ জানিয়া। তথাপি আছেন সতী অনেক সহিয়া ॥ আদ্যাশক্তি শ্রীরাধিকা ত্রিগুণ ধারিণী। রজোগুণে হন যিনি সৃষ্টির কারিণী ॥ সত্বতে পালন তমোগুণেতে বিলয়। প্রধানা প্রকৃতি রাধা সর্ব্বশাস্ত্রে কয় ॥ যত দেখ চরাচর সকলি তাঁহার। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তিনি মূলাধার ॥ সেই দেবী শাপ হেতু দুঃখ সহ্য করি। সত্বগুণে কাটে কাল তমো পরিহরি ॥ এক্ষণেতে অন্ত তাঁর হইয়াছে শাপ। কি কারণে সহিবেন এত পরিতাপ ॥ বিশেষতঃ পতি হলে অন্যা অনুগত। সতীর শরীরে দুঃখ সহিবেক কত ॥ কি জানি রাধার মনে হয় তমোদয়। অকালে ব্রহ্মাণ্ড মম হইবেক লয় ॥ ক্রোধভরে রাধা যদি ছাড়েন নিশ্বাস। ক্ষণমাত্রে ত্রিভুবন হইবে বিনাশ ॥ নিশ্বাসে নিঃশেষ হবে যত চরাচর। দেব নর মুনি ঋষি গন্ধর্ব্ব খেচর ॥ বিধি বিষ্ণু শিব ইন্দ্র কেহ না রহিবে। রাধা কোপানলে দগ্ধ সকলে হইবে ॥ তৃণ গুল্ম লতা আদি হবে ভস্মময়। এই হেতু হৃদে মম হইতেছে ভয় ॥ অতএব শুন পুত্র কহি যে তোমায়। যাবত্ রাধার মনে ক্রোধ না জন্মায় ॥ অতি শীঘ্র তথা তুমি করিয়া গমন। রাধাকৃষ্ণ দুজনায় করাহ মিলন ॥ আগেতে ব্রজেতে যাবে রাধিকা সদন। প্রণাম করিয়া পদে করিবে স্তবন ॥

ভক্তি ভাবে জানাবে আমার প্রণাম। অবিলম্বে মিলন হইবে রাধা শ্যাম॥ বিশেষ করিয়া তাঁরে কহিবে বচন। বিধি পাঠাইয়া দিল মিলন কারণ॥ কৃষ্ণ মিলনের কথা শুনাইয়া তাঁয়। সান্ত্বনা করিবে আগে শ্রীমতী রাধায়॥ তার পরে ব্রজপুরে যাবে নন্দালয়। যথা নন্দ যশোমতী দুঃখিত হৃদয়॥ সে দোঁহারে বুঝাইবা বিনয় বচনে। কৃষ্ণ মিলনের কথা কহিবে যতনে॥ তদন্তেতে শ্রীদামাদি ব্রজ শিশুগণে। ক্রমে ক্রমে বুঝাইবা প্রবোধ বচনে। এইরূপে গোপ গোপীগণে শান্ত করি। পরে যাবে দ্বারকায় যথায় শ্রীহরি॥ তাঁর পদে জানাইবে আমার প্রণাম। আসিতে কহিবে কৃষ্ণে বৃন্দাবন ধাম॥ ব্রজবাসীদের দুঃখ কবে সমুদয়। যাহাতে কৃষ্ণের হয় করুণা উদয়॥ করুণাময়ের করি করুণা সঞ্চার। রাধা সহ মিলন করিবে তুমি তার॥ যদি কৃষ্ণ দ্বারকার মায়াতে ভুলিয়া। নাহি যান ব্রজধাম দ্বারকা ছাড়িয়া॥ তাহার উপায় তুমি করিবে তখন। যে রূপে করিতে পার দোঁহার মিলন॥ কৃষ্ণ লয়ে যাও কিম্বা আনহ রাধায়। যাতে পার তাহা তুমি করিবে তথায়॥ মন্ত্রণায় অগ্রগণ্য তুমি মহাধীর ছলে বলে সুকৌশলে সুমতি সুস্থির॥ তোমার মন্ত্রণা গুণে যত দেবগণ। বিপদ সাগরে তরে সদা সর্ব্বক্ষণ॥ তব গুণ কহিতে না পারি চারিমুখে। চিরজীবী হও পুত্র সদা থাক সুখে॥ সত্বগুণে রত তুমি কৃষ্ণেতে ভকতি। এ কর্ম্ম করিতে পুত্র তোমার শকতি॥ অতএব যাহ শীঘ্র বিলম্ব না সয়। যাবত রাধার নহে ক্রোধের উদয়॥ এত যদি কহিলেন বিধি বিশেষিয়া। নারদ নাচেন তথা পুলকে পূরিয়া॥ একে মুনি মহাজ্ঞানী কৃষ্ণ পরায়ণ। শুনিয়া কৃষ্ণের কার্য্য সহাস্য বদন॥ প্রণাম করিয়া কন বিধি পদতলে। তব আজ্ঞা শিরে ধরি যাব ভূমিতলে॥ গোলোকের নিধি কৃষ্ণে ভূতলে পাইব। যুগল মিলন করি নয়নে হেরিব॥ যে রূপ হৃদয়ে

সদা ভাবে যোগীজন। আমি অদ্য সেইরূপ পাইব দর্শন॥ অদ্য মম ভাগ্যফল হইল প্রবল। জন্ম কর্ম্ম জপ যজ্ঞ সার্থক সকল॥ সৃষ্টির কারণে প্রভু নাহি ভব দায়। সৃষ্টি রক্ষা রবে সেই রাধার কৃপায়॥ এত বলি প্রণমিয়া বিধির চরণে। চলিলেন রাধাকৃষ্ণ মিলন কারণে॥ শিশুরাম দাসে ভাষে রাধাকৃষ্ণ পায়। আজন্ম রসনা যেন হরি গুণ গায়॥

অথ নারদ মুনির বৃন্দাবনে আগমন ও বৃন্দাবনের অবস্থা দর্শন।

ত্রিপদী। বিধির বচন শুনি, বিধিসুত মহামুনি, দেবর্ষি নারদ তপোধন। গোকুলের অভিমুখে, গমন করেন সুখে, রাধাকৃষ্ণ মিলন কারণ॥ মুর্চ্ছনা করিয়া তান, রাধাকৃষ্ণ গুণ গান, গান মুনি মঙ্গলের জন্য। যে পথে মুনির গতি, পাপী তাপী মূঢ়মতি, গান শুনি সবে হয় ধন্য॥ কিবা সে মধুরস্বর, লাজ পায় পিকবর, তাহে রাগ রাগিনী প্রচার। তাহে গাঁথা কৃষ্ণগুণ, ভক্তিসূত্রে সুনিপুণ, শুনি লোক তরয়ে সংসার॥ এইরূপে মুনিবর, স্বর্গ ছাড়ি ভদন্তর, অবিলম্বে যান বৃন্দাবনে। থাকি কিছু অতিদূরে, দেখেন সে ব্রজপুরে, কোন ভাবে বঞ্চে কোন জনে॥ পশুপক্ষী আদি করে, দেখে মুনি দৃষ্টি করে, শাখী শাখা আদি সমুদয়। নদ নদী আদি যত, কিবা হ্রত কিবা গত, শুষ্ক কিম্বা সতেজে আছয়॥ প্রথমেতে বৃন্দাবনে, দেখেছেন যে শোভনে, সে শোভা তো নাহিক তথায়। কৃষ্ণবিনা বৃন্দাবন, হইয়াছে ঘোর বন, দেখিলে মনেতে ভয় পায়॥ সরোবরে সমাবৃত, ছিল যত সুশোভিত, উপবন বৃন্দাবন মাঝে। সেই সব উপবন, হয়েছে কণ্টক বন, পক্ষীগণ তাহে না বিরাজে॥ আছে সারি সারি ফুল, কিন্তু তাহে অলিকুল, নাহি বৈসে নাহি খায় মধু। না করে ঝঙ্কার রব, নিরবি ভ্রমরা সব, বিরহে বিরস অর্ক বধু॥ না নাচে ময়ূরগণ,

শারী শুক শোক মন, আঁখি নীরে ভাসিতেছে সব। শ্রীকৃষ্ণ বিরহ স্বরে, পাখী কান্দে শাখাপরে, কোকিলে না করে কুহুরব॥ চাতক চাতকী দল, মেঘেতে না যাচে জল, পিপাসায় প্রাণ যদি যায়। চকোরিণী হলে ক্ষুধা, না খায় চন্দ্রের সুধা, কৃষ্ণচন্দ্রে সতত ধেয়ায়॥ বনমাজে তরুকুল, নাহি ধরে ফল ফুল, নূতন পল্লব নাহি গাছে। গোবর্দ্ধন গিরিবরে, শোভা আর নাহি করে, যেন বজ্রাহত হয়ে আছে॥ শোভা হীন বনচয়, দেখে মুনি মহাশয়, গোষ্ঠপরে দেখেন তখন। গো বৎসাদি শত শত, গো রক্ষক গোপ কত, এক স্থানে আছে অগণন॥ কিন্তু সেই গোপগণ, নাহি করে গোচারণ, গোগণ না খায় তৃণ জল॥ আছে সবে উর্দ্ধমুখে, মথুরার অভিমুখে, মনো-দুঃখে চক্ষে বহে জল॥ কৃষ্ণ শোকে সবে মুগ্ধ, বৎসেতে না পিয়ে দুগ্ধ, গাভী নাহি চাহে বৎস পানে। এই রূপে সেই স্থানে, আছে সবে স্থানে স্থানে, দেখি মুনি চমৎকার মানে॥

অথ মুনিবর শ্রীদামাদির দুঃখ দেখিয়া খেদ করেন।

ত্রিপদী। যদবধি নারায়ণ, পরিহরি বৃন্দাবন, গিয়াছেন দ্বারিকা নগরে। তদবধি ব্রজবাসী, সকলেতে নিরুল্লাসী, দুঃখরাশি সদা ভোগ করে॥ শ্রীকৃষ্ণের সখাগণ, শ্রীদামাদি যত জন, কৃষ্ণশোকে সবে শোকমন। ধড়া চুড়া নাহি পরে, বেণু নাহি ধরে করে, নাহি করে গোষ্ঠে গোচারণ॥ রাখালে রাখালে মেলা, হইয়া না করে খেলা, না বেড়ায় না করে ভক্ষণ। ধূলায় ধুষর দেহ, সচৈ-তন্য নহে কেহ, কানু বলি কান্দে সর্ব্বক্ষণ॥ কেহ করে হায় হায়, কেহ বলে প্রাণ যায়, কেহ বলে কি দায় ঘটিল। কেহ বলে কৃষ্ণধন সকলের প্রাণধন, কি কারণে নিদয় হইল॥ কেহ আবিষ্কার করি, বলে ওরে প্রাণ হরি, প্রাণ হরি লহরে আমার। কেহ বলে ওরে হরি, প্রাণ যায় মরি মরি, দেখা আসি দেরে একবার॥ যত্তেক

রাখালগণ, সকলে সশোক মগ্ন, ক্ষণে করে ধুলাতে লুণ্ঠন। ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায়, ক্ষণেকে চেতন পায়, এ রূপেতে বঞ্চে সর্ব্বজন॥ কি কব অধিক আর, শতবর্ষ অনাহার, তথাপিও আছয়ে জীবন। কৃষ্ণ নামামৃত পান, এই হেতু প্রাণ পান, কৃষ্ণচন্দ্র সবারি জীবন॥ করিয়া এসব দৃষ্ট, ঋষিরাজ শোকাবিষ্ট, বলে কৃষ্ণ কি কব তোমায়। যে হয় তোমার দাস, কর তার সর্ব্বনাশ, তব ভাব বুঝা কিছু দায়॥ বেদে বলে দয়াময়, বিলক্ষণ পরিচয়, পাওয়া গেল প্রথম দর্শনে। বুঝিতে না পারি ভবে, আর কি দেখিতে হবে, প্রবেশ করিয়া বৃন্দাবনে॥ যিনি তব অঙ্গ আধা, আদ্যাশক্তিময়ী রাধা, না জানি যে আছেন কেমন। তব মাতা যশোমতী, তার কি হয়েছে গতি, বুঝি তার নাহিক জীবন॥ তব পিতা নন্দ যেই, বোধ হয় নাহি সেই, তব শোকে ছাড়িয়াছে দেহ। গোপ গোপী আদি যত, সকলে হয়েছে হত, বৃন্দাবনে বুঝি নাহি কেহ॥ আর আমি কি কারণ, প্রবেশিব বৃন্দাবন, কার্য্য সিদ্ধি না হৈল আমার। বৃথা মম হৈল আসা, না পূরিল মনো আশা, সৃষ্টিনাশ হৈল বিধাতার॥ ত্রিকালজ্ঞ ঋষি যেই, শোকে মুগ্ধ হৈল সেই, বৃন্দাবন বাসীর দশায়। শিশুরাম দাসে ভাষে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে, মগ্ন মন রাধাকৃষ্ণ পায়॥

অথ নারদের শ্রীরাধার ভবনাভিমুখে গমন।

পয়ার। অনেক আক্ষেপ মুনি করি মনে মনে। অবশেষে ধীরে ধীরে যান বৃন্দাবনে॥ বলে মুনি আইলাম বিধির আজ্ঞায়। যদ্যপি দেখিতে পাই শ্রীমতী রাধায়॥ তবেত সার্থক মম হইবে সকল। নতুবা ভ্রমণ মাত্র সকলি বিফল॥ আগেতে যাইব আমি রাধার ভবন। দয়া করি দীনে যদি দেন দরশন॥ সখী পাঠাইয়া নিয়া যান নিজ বাসে। জিজ্ঞাসা করেন যদি দয়া করি দাসে॥ নিজ দাস বলি আগে কহেন বচন। তবে জানি সত্য বটে বেদের বচন॥ ভক্ত

বাঞ্ছা প্রদায়িনী বেদে বলে তাঁরে। দেখি দেবী কি করেন দেখিয়া আমারে ॥ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ যদি করেন আমার। তবে দীন দয়াময়ী নাম বটে তাঁর ॥ এত ভাবি মহামুনি হয়ে এক মন। স্মরণ করিয়া সেই রাধার চরণ। ভক্তি ভাবে রাধাগুণ করিয়া বর্ণন। বীণা যন্ত্রে গান করে করিয়া যতন ॥ সিদ্ধ মুনি সিদ্ধ বীণা সিদ্ধ তাঁর তান। যে স্বরে গাইতে চান বীণা তাই গান ॥ মুনি বলে বীণা তুমি হও সাবধান। নিজ স্বর ছাড়ি কর বাঁশীস্বরে গান ॥ বৃন্দাবন বাসী সবে ভাল বাসে বাঁশী। শুনিলে বাঁশীর স্বর হইবে উল্লাসী ॥ জয় জয় রাধা বলি ডাক অনিবার। এক মনে গুণ গাও শ্রীমতী রাধার ॥ উচ্চৈঃস্বরে না বাজিও অদ্য মন্দ্র করে। ভক্তি ভাবে গাও গীত সুমধুর স্বরে ॥ এই রূপে মুনিবর নানা শিক্ষা দিয়া। রাধা মন্ত্রে বীণা বরে দীক্ষিত করিয়া ॥ ধীরে ধীরে মহামুনি চলেন তখন। যেই দিগে আছে সেই রাধার ভবন ॥ গাইতে রাধার গুণ সে বীণা উল্লাসী। অভিন্ন বাজিল যেন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ॥ বৃন্দাবন বাসী সবে যেমন শুনিল। কৃষ্ণ বাঁশী অনুমানি তটস্থ হইল ॥ বহু দিনান্তরে শুনি বাঁশীর নিঃস্বন। নিতান্ত ভাবিল মনে কৃষ্ণ আগমন ॥ বাজাইয়া বীণা মুনি যেই পথে যায়। বাঁশী অনুমানি সবে সেই পথে ধায় ॥ সবে বলে কৃষ্ণ নিধি গোকুলে আইল। চল যাই দেখি বলি অমনি ধাইল ॥ আছয়ে অনেক দিন কৃষ্ণধনে হারা। আইল শ্রীকৃষ্ণ বলি সবে ধায় তারা ॥ চলিতে না চাহে পথ কাঁটা নাহি মানে। ঊর্দ্ধমুখে ধায় সবে ব্যাকুলিত প্রাণে ॥ ধেয়ে গিয়া দেখে তারা নহে বেণু কানু। মুনিরে দেখয়ে যেন জ্বলিত কৃষানু ॥ শুভ্র দেহ দীর্ঘ জটা শিরে লম্বমান। পদব্রজে যায় তেজে অগ্নির সমান ॥ করে বীণা ধরে কিন্তু নিজে না বাজায়। আপনি বাজিয়া বীণা বাঁশীস্বরে গায় ॥ রাধা রাধা বলি বীণা বাজে অনিবার। দেখিয়া আশ্চর্য্য সবে হৈল চমৎকার ॥ বিবেচনা করে মনে এ বা কোন জন। কি কারণে বৃন্দাবনে হৈল আগমন ॥ তেজস্পুঞ্জ মহাকার

দেখি সর্ব্বজন। কহিতে না পারে কিছু ভয়ে ভীত মন॥ দারুণ তেজস্বী দেখি জিজ্ঞাসিতে নারে। অবাক হইয়া রহে পথের দুধারে॥ চিত্রের পুত্তলি সম এক দৃষ্টে চায়। রাধার ভবনমুখে মুনিবর যায়॥ এই রূপে মুনিবর করেন গমন। শিশু কহে শ্রীমতীর শুন বিবরণ॥

অথ শ্রীরাধিকার মূর্চ্ছাবস্থা।

ত্রিপদী। নিবাসেতে রাধা সতী, কৃষ্ণশোকে দুঃখি অতি, মৌনবতী আছেন বসিয়া। মন প্রাণ যোগ করি, ভাবেন সে প্রাণ হরি, প্রাণপণে হৃদে বসাইয়া॥ শ্রীহরি চরণ সুধা, পিয়া প্যারী নাশে ক্ষুধা, পাদোদকে নাশে পিপাশায়। চিন্তারূপ অস্ত্র ধরে, চিন্তারে বিনাশ করে, যোগে যাগে কাল কাটে তায়॥ মহাযোগেশ্বরী হয়ে, যোগেশ্বরে হৃদে লয়ে, মূর্চ্ছা ভাবে আছেন কিশোরী। চারি দিগে সখীগণ, রহিয়াছে অগণন, রাধিকার হইয়া প্রহরী॥ বৃন্দা আদি, অষ্ট জন, অষ্ট সখী অষ্টক্ষণ, অষ্ট দিগে করেন রক্ষণ। সকলে সশোক মন, এক চিত্ত হয়ে রন, রাধারে করিয়া নিরীক্ষণ॥ এই ভাবে সে সময়, আছে প্যারী নিজালয়, কৃষ্ণ ভাবে হয়ে এক মন। বাহ্য ভাব শূন্য হয়ে, শ্রীকান্তে হৃদয়ে লয়ে, শ্রীচরণ করেন দর্শন॥ নিকটেতে সখীগণ, ডাকিলে না কথা কন, বাহ্যজ্ঞান নাহিক রাধার। হেনকালে সেই স্থানে, সখীরা শুনিলা কানে, বাজে বাঁশী অতি চমৎকার॥ অকস্মাৎ বাঁশীরব, শুনি সহচরী সব, বলে কৃষ্ণ গোকুলে আইল। এ বলে উহারে সই, শুন শুন শুন অই, ব্রজপুরে বাঁশী যে বাজিল॥ শুনগো নিকটে আসি, রাধা বলে বাজে বাঁশী, কৃষ্ণশশী হইল উদয়। দুঃখ রূপ অন্ধকার, দূর হৈল সবাকার, আজি শুভ ঘটিল নিশ্চয়॥ বৃন্দা কহে সখীগণে, শুন সখি সর্ব্বজনে, যদি হৈল কৃষ্ণ আগমন। বিলম্ব না কর আর, পূর্ণ কুম্ভ আম্রসার, কুঞ্জদ্বারে করহ স্থাপন॥ মাঙ্গলিক দ্রব্য যত, আনি সবে শত শত, সাবধানে রাখ সুবিধানে। কর কুঞ্জ উপস্কার, নানা বিধ উপ-

হার, সাজাইয়া রাখ স্থানে স্থানে ॥ লহ সখি সাজি ডালা, আন ফুল গাঁথ মালা, মনোসাধে, সাজাও রাধায়। আর রাখ যত্ন করে, আনিয়া সে নটবরে, সুখে সাজাইব শ্যামকায় ॥ রাখ ফুল নানা জাতি, মল্লিকা মালতী জাতী, মধুমতী আদি সুকমলে। ঘসিয়া চন্দন সার, বাটি পুরি রাখ আর, রাখ কিছু তুলসীর দলে ॥ রাধাকৃষ্ণ দুই জনে, বসাইয়া একাসনে, এক মনে পূজিব চরণ। যে রূপ ভাবিয়া যোগী, শঙ্কর সর্ব্বস্ব ত্যাগী, হেরিব সে যুগল বরণ ॥ আমরা যুগল দাসী, যুগ্ম রূপ ভালোবাসী, অদ্য বিধি ঘটাইল তাই। দূরে গেল দুঃখ সব, হৈল সুখ অসম্ভব, শ্যাম বামে বসিবেন রাই ॥ আর শুন সখীগণ, ত্রস্ত হয়ে সর্ব্বজন, খাদ্য দ্রব্য কর আয়োজন। দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা, দুগ্ধের সামগ্রী নানা, ক্ষীর সর নবনী মাখন ॥ ইক্ষু-রসে সমুদ্ভূত, দুগ্ধ সারে সুসংযুত, সন্দেশ আনহ যত্ন করে। আন ফল ভারে ভার, সুমিষ্ট রসাল সার, আম্র আদি আনহ সত্বরে ॥ এই রূপে বৃন্দা কয়, শুনিয়া সে সখীচয়, আয়োজন হেতু সবে ধায়। শিশুরাম দাসে ভাষে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে, মজ মন রাধাকৃষ্ণ পায় ॥

অথ সখীগণের কলরবে শ্রীমতীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ ও বৃন্দার সহিত কথোপকথন।

ত্রিপদী। শুনিয়া বৃন্দার বোল, ভাবে হয়ে উতরোল, কোলাহল করি সবে ধায়। সখীদের কলধ্বনি, শুনি রাধা চন্দ্রাননী, মূর্চ্ছা ভাঙ্গি চারিদিগে চায় ॥ সখীরা আনন্দ মতি, হেরিয়া শ্রীমতী সতী, বৃন্দারে সুধান সমাচার। বল ওগো প্রিয়সখি, একি একি একি দেখি, কিসে হৈল সুখের সঞ্চার ॥ কেন এত সমারোহ, প্রকাশ করিয়া কহ, সামান্য আনন্দ এত নয়। কিসে হৈল হর্ষমন, কি কারণে আয়োজন, দেখি এত দুঃখের সময় ॥ কৃষ্ণ শোকে হয়ে রত, ছিলাম যে মূর্চ্ছাগত, নাহি জানি কোন সমাচার। তোমাদের কলধ্বনি,

শুনিয়া গো ও সজনি, মুর্চ্ছাভঙ্গ হইল আমার ॥ কহ দেখি বিশেষিয়া, আনন্দিত কি লাগিয়া, কিসে হৈল সুখের উদয়। শুনিয়া রাধার বাণী, হয়ে পুটাঞ্জলি পাণী, বৃন্দা ধনী রাধা প্রতি কয় ॥ শুন রাধে সমাচার, দুঃখ হৈল অবহার, কৃষ্ণচন্দ্র আইল তোমার। শুন শুন সুবদনী, শুন অই বংশীধ্বনি, ব্রজেতে হতেছে অনিবার ॥ রাই বলে ও সজনি, শুনিতেছি বংশীধ্বনি, দেখিয়া এসেছ কেহ তাঁরে। যদি কোন অন্য জন, বাঁশী করে সম্পূরণ, তাহাওতো হইবারে পারে ॥ বৃন্দা কহে ঠাকুরাণী, কেন গো অসার বাণী, এখন ভাবনা কর মনে। কৃষ্ণ সম মধুস্বরে, বাঁশী সম্পূরণ করে, কেবা হেন আছে ত্রিভুবনে। রাই বলে যাহা বল, সত্য বটে সে সকল, তথাপি জানিতে যুক্ত হয়। স্থির হও ও সজনি, শুনি আগে বংশীধ্বনি, তবে আমি করিব নিশ্চয় ॥ এত বলি হরিপ্রিয়া, সখীগণে সান্ত্বাইয়া, কলরব করি নিবারণ। তবে রাধ চন্দ্রাননী, শুনেন বংশীরুধ্বনি, স্থির ভাবে হয়ে এক মন ॥ ক্ষণকাল শুনি বাঁশী, শ্রীমতী ঈষদ হাসি, বৃন্দারে কহেন বিবরণ। শিশুরাম দাসে কয়, রাধাকৃষ্ণ ভিন্ন নয়, ভাব মন যুগল চরণ ॥

অথ শ্রীমতী অপূর্ব্ব ধ্বনি শ্রবণ করিয়া নারদ আগমন জানিয়া বৃন্দাকে প্রেরণ করেন।

পয়ার। হাসিয়া কহেন প্যারী দুঃখের সময়। ওগো বৃন্দে গোবিন্দের বাঁশীতো এ নয় ॥ কি বুঝি হইলে সবে এতেক উল্লাসী। কেমনে জানিলে সেই শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী ॥ বৃন্দা কহে প্যারী কহ পাগলিনী প্রায়। কৃষ্ণ বিনা হেন বাঁশী আর কে বাজায় ॥ রাধা নাম ধরে বাঁশী বাজে অনিবার। শ্রীকৃষ্ণ বিহনে হেন সাধ্য আছে কার ॥ অসার ভাবনা তুমি না ভাবিও আর। অবশ্য আইল ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ তোমার ॥ রাধা বলে যে কারণে বলি কৃষ্ণ নয়। তোমার

নিকটে সখি কহি সমুদয় ॥ শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী যবে বাজিত গো সই। যে ভাব হইত মনে শুনগো তা কই ॥ কৃষ্ণ বাঁশীস্বরে মম মুগ্ধ হৈত মন। এ বাঁশীতে করে মনে স্নেহ সম্পাদন ॥ সে বাঁশীতে আঁখি মম পূরিত সন্ধান। এ বাঁশীতে চাহে আঁখি দেখিতে সন্তান ॥ সে বাঁশীর স্বরে সখি শিহরিত স্তন। এ বাঁশীতে স্তনে করে ক্ষীর বরিষণ ॥ সে বাঁশীতে মদনের বাড়িত অনুরাগ। এ বাঁশীতে বাড়ে দেহে দয়া অনুরাগ ॥ সে বাঁশীতে লজ্জা ছিল আনন্দ বাধক। এ বাঁশীতে লজ্জা শূন্য আনন্দ সাধক ॥ সে বাঁশীতে বিদ্ধ হৈত মদনের বাণ। এ বাঁশীতে কামহীন স্নেহযুক্ত প্রাণ ॥ সে বাঁশীতে হৈত দেহ সদা লোমাঞ্চিত। এ বাঁশীতে দেহ হয় দয়াতে পূর্ণিত ॥ সেই হেতু বলি সখি কৃষ্ণচন্দ্র নয়। দেখহ আইল কোন সাধু সদাশয় ॥ দেখ দেখ শীঘ্র দেখ বিলম্ব না সয়। কি কারণে আইলেন কোন মহাশয় ॥ বাজাইতে বাঁশী তাঁরে করগো বারণ। ইহাতে আছয়ে সখি অনেক কারণ ॥ শুনিলে এ বাঁশী ধ্বনি হবে বিপরীত। কুটিলা কুচক্রি কবে কৃষ্ণের প্রেরিত ॥ বিশেষতঃ নন্দরাণী শুনিলে এ বাঁশী। আপন সন্তান বোধে হইবে উল্লাসী ॥ শত বর্ষ যশোমতী আছে অনাহারে। কৃষ্ণ শোকে তনু ক্ষীণ উঠিতে না পারে ॥ নীলমণি বলি রাণী আহ্লাদে পূরিয়া। ক্ষীণ দেহে পথ মাঝে আসিবে ধাইয়া ॥ যেমন দেখিবে রাণী নীলমণি নয়। অমনি পড়িয়া প্রাণ হারাবে নিশ্চয় ॥ অতএব শীঘ্র সখি করগো গমন। বাঁশী বাজাইতে তাঁরে করহ বারণ ॥ আর তাঁরে সঙ্গে করি আন মমালয়। শুনিব তাঁহার মুখে আমি সমুদয় ॥ যে বাঞ্ছা তাঁহার থাকে করিব পূরণ। আগু বাড়াইয়া আন সেই মহাজন ॥ শ্রীমতী কহেন যদি এতেক বচন। শুনি চমকিত হৈল যত সখীগণ ॥

অথ শ্রীমতীর আজ্ঞায় বৃন্দার পথিমধ্যে গমন ও নারদের সহিত সন্দর্শন।

পয়ার। শুনিয়া অদ্ভুত বাণী শ্রীমতীর মুখে। চলিলেন বৃন্দা দূতী পথ অভিমুখে॥ রাধা পদে প্রণমিয়া চলে অকপটে। অবিলম্বে উত্তরিলা ব্রজের নিকটে॥ দূরে হৈতে দেখে দূতী আশ্চর্য্য ঘটন। অবনীতে অবতার দেবতা লক্ষণ॥ আসিছেন পথ মাঝে অতি ধীরে ধীরে। সুদীর্ঘ বিশাল জটা লম্বমান শিরে॥ শুভ্র জটা শুভ্র দাড়ি শুভ্র লোমচয়। পরিধেয় বস্ত্র আদি শুভ্র সমুদয়॥ বয়সেতে বৃদ্ধতম শীর্ণ কলেবর। তথাপি শরীরে তেজ সহস্র ভাস্কর॥ তেজঃপুঞ্জ দেখি ভয়ে ভীত সর্ব্বজন। কিন্তু অতি শান্ত ভাব সুহাস্য বদন॥ আনাসা পর্য্যন্ত ভালে তিলক উজ্জ্বল। তুলসীর মালা গলে করে ঝলমল॥ আর তাঁর গুণ কত কহনে না যায়। বাম করে বাজে বীণা আপন ইচ্ছায়॥ যে রবেতে বাঁশী রব বোধ হয়েছিল। বীণা দেখি বৃন্দা দেবী অবাক হইল॥ ভাব দেখি বৃন্দা তাঁর করে অনুমান। নারদ ইহাঁর নাম মুনির প্রধান॥ অকস্মাৎ এ গোকুলে কৈলা আগমন। বাঁশী স্বরে বীণা বাজে কিসের কারণ॥ জিজ্ঞাসা করিতে কথা মনে ভয় হয়। কিন্তু রাধা আজ্ঞা আছে না বলিলে নয়॥ অনেক ভাবিয়া সখী সভিত অন্তরে। দ্রুত গিয়া প্রণাম করয়ে মুনিবরে॥ অবনী লোটায়ে কায় প্রণত হইয়া। দাঁড়াইল দুটি কর যুগল করিয়া॥ বহুবিধ বিনয় করিয়া মুনিবরে। কহিতে লাগিয়া কথা মধুর নিঃস্বরে॥ শ্রীমতীর দাসী আমি প্রেরিত তাঁহার। নিবেদন করি কিছু চরণে তোমার॥ কে তুমি আইলা প্রভু কিসের কারণ। বাঁশীস্বরে কেন কর বীণা সম্পূরণ॥ দেব সম দীপ্ত দেহ তপস্বীর বেশ। কোন হেতু আগমন কহ সবিশেষ॥ কোথা হৈতে আগমন গমন কোথায়। পরিচয় যাচে দাসী তোমার শ্রীপায়॥ শুনিয়া সখীর বাণী কন তপোধন। নারদ আমার নাম ব্রহ্মার নন্দন॥

আসিয়াছি শ্রীমতীর নিকটে যাইব। আছয়ে অনেক কার্য্য বিশেষ কহিব॥ ভাল হৈল তব সঙ্গে হৈল দরশন। শীঘ্রগতি লয়ে চল রাধার সদন॥ চল চল সহচরী বিলম্ব না সয়। বিশেষ আছয়ে কথা কর সমুদয়॥ বৃন্দা কহে মহামুনি করি নিবেদন। বীণাতে বাঁশীর তান কর নিবারণ॥ শুনিলে এ রব মুনি হবে বিপরীত। স্ত্রী হত্যা হইবে ইথে জানিবে নিশ্চিত॥ নন্দরাণী হয়ে আছে ওষ্ঠাগত প্রাণ। এ রব শুনিলে হবে কৃষ্ণে অনুমান॥ আইল নন্দন বলি আহ্লাদে পূরিয়া। ক্ষীণ দেহে পথ মাঝে আসিবে ধাইয়া॥ যেমন দেখিবে রাণী কৃষ্ণচন্দ্র নয়। অমনি পড়িয়া প্রাণ হারাবে নিশ্চয়॥ এই হেতু এই রব করিতে বারণ। শ্রীমতী পাঠান আমা তোমার সদন॥ আর তোমা লয়ে যেতে করিল আরতি। অতএব মম সঙ্গে চল মহামতি॥ অগ্রসরে সমাদর করিয়া তোমায়। লইবারে শ্রীরাধিকা পাঠান আমায়॥ এত শুনি মহামুনি হরষিত মন। বীণাতে বাঁশীর রব করিয়া বারণ॥ বৃন্দার সহিত তবে করেন গমন। শিশুরাম দাসে ভাসে শুন সর্ব্বজন॥

অথ নারদের মানস জানিয়া শ্রীমতী সখী সঙ্গে দ্বারদেশে দণ্ডায়মানা হয়েন।

পয়ার। এখানেতে শ্রীমতীর শুন বিবরণ। পাঠাইয়া পথমাঝে বৃন্দারে তখন॥ ভাবিয়া দেখেন রাধা আপনার মনে। কোন জন আইলেক কোন প্রয়োজনে॥ অন্তর্যামী রাধা সেই ভাবি তদন্তরে। তত্ত্বময়ী সব তত্ত্ব জানিলা অন্তরে॥ দিব্য জ্ঞানে দেখে দেবী নারদ আইল। সৃষ্টিনাশ ভয়ে বিধি পাঠাইয়া দিল॥ আমার নিঃশ্বাসে পাছে সৃষ্টি নাশ হয়। এই হেতু বিধাতা পাইয়া মনে ভয়॥ মম সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের মিলন কারণ। পাঠাইয়া দিলা শীঘ্র আপন নন্দন॥ হরির মিলন হেতু হইয়া তৎপর। আইল নারদ ঋষি অবনী উপর॥ শোকার্ত্তা জানিয়া অগ্রে আশ্বাস প্রদানে। আসিয়াছে মুনিবর

আমা বিদ্যমানে॥ বৃন্দাবন বাসীদের আনন্দ কারণ। বীণাতে বাঁশীর স্বর করে নিষ্পাদন॥ আর তাঁর মনে মনে হয়েছে কামনা। সখী পাঠাইয়া আমি করিলে মাননা॥ বহির্দ্বারে দাঁড়াইয়া দিলে দরশন। তবেত মুনির মন হইবে পূরণ॥ বৃন্দারে পাঠাইয়া অগ্রে ভাল হইয়াছে। অবশ্য আদরে মুনিবরে তুষিয়াছে॥ অবিলম্বে আসিবেন আমার আলয়। অতএব দ্বারদেশে দাঁড়াইতে হয়॥ ভক্ত বাঞ্ছা পূর্ণ হেতু দাঁড়াইতে হবে। বাঞ্ছা প্রদায়িনী নাম তবে মম রবে॥ এত ভাবি কমলিনী হয়ে ত্বরান্বিত। বহির্দ্বারে চলিলেন সখীর সহিত॥ যদবধি করেছেন শ্রীকৃষ্ণ গমন। তদবধি রাধা সতী বাহির না হন॥ নারদের আগমনে বাহিরে আইল। মেঘমুক্ত চন্দ্র যেন প্রকাশ পাইল॥ কৃষ্ণ শোকে শত বর্ষাবধি অনশন। মুক্তকেশ ম্লানমুখী মলিন বসন॥ ভস্মে আচ্ছাদিত অগ্নি থাকয়ে যেমন। ধূলাতে আচ্ছন্ন দেহ শ্রীমতী তেমন॥ তথাপি জিনিয়া তেজ শত শশধর। বুঝহ ইহাতে রূপ কি কব বিস্তর॥ সখী সহ কমলিনী দ্বারে দাঁড়াইল। তাহাতে আশ্চর্য্য রূপ ঘটনা হইল॥ সখীদের মুখচন্দ্র চন্দ্রিমা সমান। নিন্দিয়া শরদ শশী রাধার বয়ান॥ একত্র মিলনে তথা হৈল চন্দ্রময়। কোটিচন্দ্র হৈল যেন ভূমিতে উদয়॥ মধ্যভাগে রাধাসতী পার্শ্বে সখীগণ। নারদে সদয় হয়ে দাঁড়াইয়া রন।

অথ নারদের রাধা সন্দরর্শন।

পয়ার। হেনকালে সেই স্থলে নারদ আইল। হেরিয়া রাধার রূপ নিস্পন্দ হইল॥ গোলোকের রূপ তাঁর দেখেছেন আগে। গোকুলের রূপ হেরি চমৎকার লাগে॥ ব্রহ্মরূপা হেরি সেই শ্রীমতী রাধায়। প্রণাম করেন ঋষি পড়িয়া ধরায়॥ রাধা কন উঠ উঠ কর একি কায। আমি হই গোপনারী তুমি ঋষিরাজ॥ আমারে প্রণাম কর এ নহে বিধান। তব অপযশঃ হবে মম অকল্যাণ॥ কোন অপ-

রাখ আশি করেছি তোমার। কি কারণে অকল্যাণ করহ আমার॥ এত যদি কহিলেন রাধা ঠাকুরাণী। শ্রীরুষ কহেন তবে করি যোড় পাণি॥ কেন গো করুণাময়ি ভুলাও আমায়। সব তত্ত্ব জানি আমি তোমার কৃপায়॥ ছলনা করিতে দেবি নারিবে আমারে। যে জন না জানে তোমা ভাণ্ডিহ তাহারে॥ আদ্যাশক্তি মহামায়া ত্রিগুণ ধারিণী। রজোগুণে হও তুমি সৃষ্টির কারিণী॥ তমঃতে বিনাশ কর সত্ত্বেতে পালন। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের তুমি গো কারণ॥ সৃষ্টি ইচ্ছা করি যবে অপাঙ্গেতে চাও। বিধি বিষ্ণু মহেশের শরীর ধরাও॥ তোমারে জানিতে দেবি পারে কোন জন। সেই পারে যেই ভজে তোমার চরণ॥ সকলের মূল তুমি পরমা প্রকৃতি। জীব রূপে সর্ব্ব ঘটে সদা তব স্থিতি॥ বিশেষ প্রকৃতি রূপে তোমার প্রকাশ। মহা লক্ষ্মী রূপে কর বৈকুণ্ঠে বিলাস॥ দুর্গারূপে হও তুমি হরের ঘরণী। গীর্ব্বাণগণের পূজ্যা গজারি গমনী॥ কালী তারা মহাবিদ্যা রূপ কত তায়। আপনি বিহার কর আপন ইচ্ছায়॥ সুরেশের শচী হও ব্রহ্মার ব্রহ্মাণী। সরস্বতী রূপে তুমি কেশবের রাণী॥ গোলোকেতে রাধা রূপে শ্রীকৃষ্ণ কামিনী। লীলা হেতু বৃন্দাবনে আয়ান ভামিনী॥ প্রত্যেকেতে রূপ তব কব কত আর। প্রকৃতি মাত্রেতে হয় বিভূতি তোমার॥ ভক্ত বাঞ্ছা পূরাইতে সহিতে শ্রীহরি। হইয়াছ গোপকুলে আসি অবতরি॥ কে বলিতে পারে তব অপার মহিমা। পঞ্চমুখে পঞ্চানন দিতে নারে সীমা॥ সহস্র বদনে যদি সদা কহে শেষ। তথাপি কহিতে নারে মহিমার শেষ॥

অথ নারদমুনি শ্রীরাধাকে সহস্রনাম দ্বারা স্তব করেন।

এই সহস্র নাম পরিপাঠে অথবা শ্রবণে যে কত ফল তাহার পরিসীমা নাই। একদা কৈলাস শিখর বাসিনী ভগবতী মহাদেবের

নিকটে জিজ্ঞাসু হইলে ভগবান মহাদেব নিজপ্রিয়া ভগবতীকে এই সহস্র নাম শ্রবণ করাইয়াছিলেন।—তৎপ্রমাণং।

অথ নারদ পঞ্চরাত্রে।

পার্ব্বত্যুবাচ।

দেবদেব জগন্নাথ ভক্তানুগ্রহকারক।
যদ্যস্তি ময়ি কারুণ্যং যদ্যস্তি ময়ি তে দয়া॥
যদ্যত্ত্বয়া প্রগদিতং তৎ সর্ব্বং মে শ্রুতং প্রভো।
গুহ্যাৎ গুহ্যতরং যত্তু যত্তে মনসি কাশতে॥
ত্বয়া ন গদিতং যত্তু যস্মৈ কস্মৈ কদাচন।
তস্মাৎ কথয় দেবেশ সহস্রং নামচোত্তমং॥
শ্রীরাধায়া মহাদেব্যা গোপ্যা ভক্তিপ্রসাধনং।
ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী হর্ত্রী সা কথং গোপীত্ব মাগতা॥

মহাদেব উবাচ

শৃণু দেবি বিচিত্রার্থাং কথাং পাপহরাং শুভাং।
সন্তি জন্মানি কর্ম্মাণি তস্যা নূনং মহেশ্বরি॥
যদা হরি শ্চরিত্রাণি কুরুতে কার্য্যগৌরবাৎ।
তদা বিধত্তে রূপাণি হরিসান্নিধ্যসাধিনী॥
তস্যা গোপীত্ব ভাবস্য কারণং গদিতং পুরা।
ইদানীং শৃণু দেবেশি নাম্নাং চৈব সহস্রকং॥
যন্ময়া কথিতং নৈব তন্ত্রেষ্বপি কদাচন।
তব স্নেহাৎ প্রবক্ষ্যামি ভক্ত্যা ধার্য্যং মুমুক্ষুভিঃ॥

মম প্রাণসমা বিদ্যা ভাব্যন্তে যে হ্যহর্নিশং।
শৃণুষ্ব গিরিজে নিত্যং পঠস্ব চ যথা মতি ॥
যস্যাঃ প্রসাদাৎ কৃষ্ণস্তু গোলোকেশঃ পরপ্রভুঃ।
অস্যা নাম সহস্রস্য ঋষির্নারদ এব চ ॥

রাধিকার সহস্রনাম।

দেবী রাধা পরা প্রোক্তা চতুর্ব্বর্গ প্রসাধিনী।
শ্রীরাধা রাধিকা কৃষ্ণবল্লভা কৃষ্ণ সংযুতা ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী কৃষ্ণপ্রিয়া মদনমোহিনী।
শ্রীমতী কৃষ্ণকান্তা চ কৃষ্ণানন্দ প্রদায়িনী ॥
যশস্বিনী যশোগম্যা যশোদানন্দবল্লভা।
দামোদরপ্রিয়া গোপী গোপানন্দকরী তথা ॥
কৃষ্ণাঙ্গবাসিনী হৃদ্যা হরিকান্তা হরিপ্রিয়া।
প্রধানা গোপিকা গোপকন্যা ত্রৈলোক্যসুন্দরী ॥
বৃন্দাবনবিহারী চ বিস্ফূর্জ্জিতমুখাম্বুজা।
গোপকুলানন্দকর্ত্রী গোকুলানন্দ দায়িনী ॥
গতিপ্রদা গীতগম্যা আগমাগমনপ্রিয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বিষ্ণুকান্তা বিষ্ণোরঙ্গনিবাসিনী ॥
যশোদানন্দপত্নী চ যশোদানন্দগেহিনী।
কামারিকান্তা কামেশী কামলালস বিগ্রহা ॥
জয়প্রদা জয়া জীবা জীবানন্দপ্রদায়িনী।
যশোদানন্দপত্নী চ বৃষভানুসুতা শিবা ॥

গণাধ্যক্ষা গবাধ্যক্ষা গবাংগতিরনুত্তমা।
কাঞ্চনাভা হেমগাত্রী কাঞ্চনাঙ্গদধারিণী॥
অশোকা শোকরহিতা বিশোকা শোকনাশিনী।
গায়ত্রী বেদমাতা চ বেদাতীতা বিদুত্তমা॥
নীতিশাস্ত্রপ্রিয়া নীতি র্গতি র্মতি রভীষ্টদা।
বেদপ্রিয়া বেদগর্ভা বেদমার্গ প্রবর্দ্ধিনী॥
বেদগম্যা বেদপরা বিচিত্রকনকোজ্জ্বলা।
তথোজ্জ্বলপ্রদা নিত্যা তথৈবোজ্জ্বলগাত্রিকা॥
নন্দপ্রিয়া নন্দসুতা রাধানন্দপ্রদা শুভা।
শুভাঙ্গী বিমলাঙ্গী চ বিলাসিন্যপরাজিতা॥
জননী জন্মশূন্যা চ জন্ম মৃত্যুজ্বরাপহা।
গতি র্গতিমতাং ধাত্রী ধাত্রানন্দপ্রদায়িনী॥
জগন্নাথপ্রিয়া শৈলবাসিনী হেমসুন্দরী।
বিচিত্রবাসিনী চিত্রবাসিনী চিত্ররূপিণী॥
নির্গুণা সুকুলীনা চ নিষ্কুলীনা নিরাকুলা।
গোকুলান্তরগেহা চ যোগানন্দকরী তথা।
বেণুবাদ্যা বেণুরতি র্বেণুবাদ্যপরায়ণা।
গোপালস্তপ্রিয়া সৌম্যা রম্যা সৌম্যকুলোদ্ভবা॥
অতিসৌম্যাতিমোহা চ গতি রিষ্টা গতিপ্রদা।
গীর্ব্বাণ বন্দ্যা গীর্ব্বাণা গীর্ব্বাণগণসেবিতা॥
ললিতা চ বিশোকা চ বিশখা চিত্রমালিনী।
জিতেন্দ্রিয়া শুদ্ধসত্ত্বা কুলীনা কুলদীপিকা॥

দীপপ্রিয়া দীপদাত্রী বিমলা বিমলোদকা।
কান্তারবাসিনী কৃষ্ণা কৃষ্ণচন্দ্রপ্রিয়া সতী ॥
অনুত্তরা দুঃখহন্ত্রী দুঃখকর্ত্রী কুলোদ্ভবা।
মতি র্লক্ষ্মীর্ধৃতি র্লজ্জা কান্তিঃ পুষ্টিঃ স্মৃতিঃ ক্ষমা।
ক্ষীরোদশায়িনী দেবী দেবারিকুল মর্দ্দিনী।
বৈষ্ণবী চ মহালক্ষ্মীঃ কুলপূজ্যা কুলপ্রিয়া ॥
সংহর্ত্রী সর্ব্ব দৈত্যানাং সাবিত্রী বেদগামিনী।
বেদাতীতা নিরালম্বা নিরালম্বগণ প্রিয়া ॥
নিরালম্বজনৈঃ পূজ্যা নিরালোকা নিরাশ্রয়া।
একাঙ্গী সর্ব্বগা সেব্যা বিষ্ণোঃপত্নী সরস্বতী ॥
রাসপ্রিয়া রাসগম্যা রাসাধিষ্ঠাতৃদেবতা।
রসিকা রসিকানন্দা স্বয়ং রাসেশ্বরী পরা ॥
রাসমণ্ডলমধ্যস্থা রাসমণ্ডলশোভিতা।
রাসমণ্ডলসেব্যা চ রাসক্রীড়ামনোহরা ॥
পুণ্ডরীকাক্ষনিলয়া পুণ্ডরীকাক্ষগেহিনী।
পুণ্ডরীকাক্ষসেব্যা চ পুণ্ডরীকাক্ষবল্লভা ॥
সর্ব্বজীবেশ্বরী সর্ব্বজীববন্দ্যা পরাৎপরা।
প্রকৃতিঃ শম্ভুকান্তা চ সদাশিবমনোহরা ॥
ক্ষুৎপিপাসা দয়া নিদ্রা ভ্রান্তিঃ শ্রান্তিঃ ক্ষমা কুলা।
বিধুরূপা গোপপত্নী ভারতী সিদ্ধযোগিনী ॥
শক্ররূপা মিত্ররূপা নিত্যাঙ্গী নিত্য গেহিনী।
স্থানদাত্রী তথা ধাত্রী মহালক্ষ্মীঃ স্বয়ং প্রভা ॥

সিন্ধুকন্যা স্থানদাত্রী দ্বারকা বাসিনী তথা ॥
বুদ্ধিঃ স্থিতিঃ স্থানরূপা সর্ব্বকারণকারণা ॥
ভক্তপ্রিয়া ভক্তগম্যা ভক্তানন্দপ্রদায়িনী ।
ভক্তকল্পদ্রুমাতীতা তথাতীতগুণা তথা ॥
মনোধিষ্ঠাতৃদেবী চ কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা ।
নিরাময়া সৌম্যদাত্রী তথা মদনমোহিনী ॥
একানংশা শিবা ক্ষেমা দুর্গা দুর্গতিনাশিনী ।
ঈশ্বরী সর্ব্ববন্দ্যা চ গোপনীয়া শুভঙ্করী ॥
পালিনী সর্ব্বভূতানাং তথা কামাঙ্গ হারিণী ।
সদ্যোমুক্তিপ্রদা দেবী বেদসারা পরাৎপরা ॥
হিমালয়সুতা সর্ব্বা পার্ব্বতী গিরিজা সতী ।
দক্ষকন্যা দেবমাতা মন্দলজ্জা হরেস্তনুঃ ॥
বৃন্দারণ্যপ্রিয়া বৃন্দা বৃন্দাবনবিলাসিনী ।
বিলাসিনী বৈষ্ণবী চ ব্রহ্মলোক প্রতিষ্ঠিতা ॥
রুক্মিণী রেবতী সত্যভামা জাম্ববতী তথা ।
সুলক্ষণা মিত্রবিন্দা কালিন্দী জহ্নুকন্যকা ॥
পরিপূর্ণা পূর্ণতরা তথা হৈমবতী গতিঃ ।
অপূর্ব্বা ব্রহ্মরূপা চ ব্রহ্মাণ্ডপরিপালিনী ॥
ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডমধ্যস্থা ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডরূপিণী ।
অণ্ডরূপাণ্ডমধ্যস্থা তথাণ্ডপরি পালিনী ॥
অণ্ডবাহ্যাণ্ডসংহন্ত্রী ব্রহ্মশিবহরিপ্রিয়া ।
মহাবিষ্ণুপ্রিয়া কল্প বৃক্ষরূপা নিরন্তরা ॥

সারভূতা স্থিরা গৌরী গৌরাঙ্গী শশিশেখরা।
শ্বেতচম্পকবর্ণাভা শশিকোটিসমপ্রভা ॥
মালতীমাল্যভূষাঢ্যা মালতীমাল্যধারিণী।
কৃষ্ণস্তুতা কৃষ্ণকান্তা বৃন্দাবনবিলাসিনী ॥
তুলস্যধিষ্ঠাতৃদেবী সংসারার্ণবপারদা।
সারদা হারদা গোপনন্দিনী সর্ব্বসিদ্ধিদা ॥
অভীতগমনা গৌরী পরমানুগ্রহকারিণী।
করুণার্ণবসংপূর্ণা করুণার্ণবধারিণী ॥
মাধবী মাধবমনোহারিণী শ্যামবল্লভা।
অন্ধকারভয়ধ্বস্তা মঙ্গল্যা মঙ্গল প্রদা ॥
শ্রীপ্রভা শ্রীপ্রদা শ্রীশা শ্রীনিবাসাংচ্যুতপ্রিয়া।
শ্রীরূপা শ্রীহরা শ্রীদা শ্রীকানা শ্রীস্বরূপিণী ॥
শ্রীদামানন্দদাত্রী চ শ্রীদামেশ্বরবল্লভা।
শ্রীনিতম্বা শ্রীগণেশা শ্রীস্বরূপাশ্রিতা শ্রুতিঃ ॥
শ্রীক্রিয়ারূপিণী শ্রীলা শ্রীকৃষ্ণভজনাশ্রিতা।
শ্রীরাধা শ্রীমতী শ্রেষ্ঠা শ্রেষ্ঠরূপা শ্রুতিপ্রিয়া ॥
যোগেশা যোগমাতা চ যোগাতীতা যুগপ্রিয়া।
যোগপ্রিয়া যোগগম্যাযোগিনীগণ বর্দ্ধিতা ॥
জবাকুসুমসঙ্কাশা দাড়িমীকুসুমোপমা।
নীলাম্বরধরা ধীরা ধৈর্য্যরূপা ধরা ধৃতিঃ ॥
রত্নসিংহাসনস্থা চ রত্নকুণ্ডলভূষিতা।
রত্নালঙ্কারসংযুক্তা রত্নমাল্যধরা পরা ॥

রত্নেন্দ্রসারহারাঢ্যা রত্নমালাবিভূষিতা।
ইন্দ্রনীলমণিন্যস্তপাদপদ্মা শুভা শুচিঃ॥
কার্ত্তিকীপৌর্ণমাসী চ অমাবস্যা ভয়াপহা।
গোবিন্দরাজগৃহিনী গোবিন্দরাজপূজিতা॥
গোবিন্দার্পিতচিত্তা চ গোপীজনগণান্বিতা।
বৈকুণ্ঠনাথগৃহিণী গোবিন্দপরমানসা॥
গোবিন্দদেবদেবাঢ্যা তথা বৈকুণ্ঠসুন্দরী।
মানদা সা বেদবতী সীতা সাধ্বী পতিব্রতা॥
অন্নপূর্ণা সদানন্দরূপা কৈবল্যসুন্দরী।
কৈবল্যদায়িনী শ্রেষ্ঠা গোপীনাথমনোহরা॥
গোপীনাথেশ্বরী চণ্ডী নায়িকা নয়নান্বিতা।
নায়কা নায়কপ্রীতা নায়কানন্দরূপিণী।
শেষাশেষবতী শেষরূপা চৈব জগন্ময়ী।
গোপালপালিকা মায়া নন্দজায়া তথাপরা॥
কুমারী যৌবনানন্দী যুবতি গোপসুন্দরী।
গোপমাতা জানকী চ জনকানন্দকারিণী॥
কৈলাসবাসিনী রম্ভা হরতোষণ তৎপরা।
হরেশ্বরী রামরতা রামরামেশ্বরীরমা॥
শ্যামলা চিত্রলেখা চ তথা ভুবনমোহিনী।
সুগোপ্যা গোপবন্দিতা গোপরাজ্যপ্রদা শুভা॥
আনন্দপূর্ণা মাহেশী মৎস্যরাজসুতা সতী।
কৌমারী নারসিংহী চ বারাহী নবদুর্গিকা॥

চঞ্চলাচঞ্চলা মোদা নারী ভুবনসুন্দরী।
দক্ষযজ্ঞহরা দাক্ষী দক্ষকন্যা সুলোচনা ॥
রতিরূপা রতিপ্রীতা রতিশ্রেষ্ঠা রতিপ্রদা।
রতিলক্ষণগেহস্থা বিরজা ভুবনেশ্বরী ॥
শঙ্কাস্পদা হরের্জায়া জামাতৃকুলবন্দিতা।
বকুলা বকুলামোদধারিণা যমুনা জয়া ॥
বিজয়া জয়পত্নী চ যমলার্জ্জুনভঞ্জিনী।
বক্রেশ্বরী বক্ররূপা বক্রবীক্ষণ বীক্ষিতা ॥
অপরাজিতা জগন্নাথা জগন্নাথেশ্বরী মতিঃ।
খেচরী খেচরসুতা খেচরত্বপ্রদায়িনী ॥
বিষ্ণুবক্ষঃস্থলস্থা চ বিষ্ণুভাবন তৎপরা।
চন্দ্রকোটিসুগাত্রা চ চন্দ্রাননমনোহরা ॥
সর্ব্বসেব্যা শিবা ক্ষেমা তথা ক্ষেমঙ্করী বধুঃ।
যাদবেন্দ্রবধুঃ শৈবা শিবভক্তা শিবান্বিতা ॥
কেবলা নিষ্কলা সূক্ষ্মা মহাভীমা ভয়প্রদা।
জীমূতরূপা জৈমূতী জিতা মিত্রপ্রমোদিনী ॥
গোপালবনিতা নন্দা কুলজেন্দ্রনিবাসিনী।
জয়ন্তী যমুনাঙ্গী চ যমুনাতোষকারিণী ॥
কলিকল্মষভঙ্গা চ কলিকল্মষনাশিনী।
কলিকল্মষরূপা চ নিত্যানন্দকরী কৃপা ॥
কৃপাবতী কুলবতী কৈলাসাচলবাসিনী।
বামদেবী বামভাগা গোবিন্দপ্রিয়কারিণী ॥

নগেন্দ্রকন্যা যোগেশী যোগিনী যোগরূপিণী।
যোগসিদ্ধাসিদ্ধরূপা সিদ্ধক্ষেত্রনিবাসিনী॥
ক্ষেত্রাধিষ্ঠাতৃরূপা চ ক্ষেত্রাতীতা কুলপ্রদা।
কেশবানন্দদাত্রী চ কেশবানন্দদায়িনী॥
কেশবা কেশবপ্রীতা কৈশোরী কেশবপ্রিয়া।
রাসক্রীড়াকরী রাসবাসিনী রাসসুন্দরী॥
গোকুলান্বিতদেহা চ গোকুলত্বপ্রদায়িনী।
লবঙ্গনাম্নী নারঙ্গী নারঙ্গকুলমণ্ডলা॥
এলা লবঙ্গকর্পূরমুখবাসমুখান্বিতা।
মুখ্যা মুখ্যপ্রদা মুখ্যরূপা মুখ্যপ্রদায়িনী॥
নারায়ণী কৃপা রাধা করুণা করুণাময়ী।
কারুণ্যা করুণাকর্ণী গোকর্ণা নাগকর্ণিকা॥
সর্পিণী কৌলিনী ক্ষেত্রবাসিনী চ জগন্ময়ী।
জটিলা কুটিলা নীলা নীলাম্বরধরা শুভা॥
নিতম্বিনী রূপবতী যুবতি কৃষ্ণপীবরী।
বিভাবরী বেত্রবতী সংকটা কুটিলালকা॥
নারায়ণপ্রিয়া শৈলা স্বক্কণীপরিমোহিতা।
দৃক্‌পাতমোহিতাপাতবাশীনা নবনীতিকা॥
নবীনা নবনারী চ নারঙ্গফলশোভিতা।
হৈমী হেমমুখী চন্দ্রমুখী শশিসুশোভনা॥
অর্দ্ধচন্দ্রধরা চন্দ্রবল্লভা রোহিণী তিমিঃ।
তিমিঙ্গিলকুলামোদ মৎস্যরূপাঙ্গহারিণী॥

কারণী সর্ব্বভূতানাং কার্য্যাতীতা কিশোরিণী।
কিশোরবল্লভা কেশকারিকা কামকারিকা ॥
কামেশ্বরী কামকলা কালিন্দী কুলদীপিকা।
কলিন্দতনয়াতীরবাসিনী তীরগেহিনী ॥
কাদম্বরীপানপরা কুসুমামোদধারিণী।
কুমুদা কুমুদানন্দা কৃষ্ণেশী কামবল্লভা ॥
তর্কারীবৈজয়ন্তী চ নিম্বদাড়িম্বরূপিণী।
বিল্ববৃক্ষপ্রিয়া কৃষ্ণাম্বরা বিল্বোপমস্তনী ॥
বিল্বাত্মিকা বিল্ববপু বিল্ববৃক্ষনিবাসিনী।
তুলসী তোষিকা চৈব তৈতিলানন্দকারিণী ॥
গজেন্দ্রগামিনী শ্যামলতানঙ্গলতা তথা।
যোষিৎ শক্তি স্বরূপা চ যোষিতানন্দকারিণী ॥
প্রেমপ্রিয়া প্রেমরূপা প্রেমানন্দ তরঙ্গিণী।
প্রেমহরা প্রেমদাত্রী প্রেমশক্তিময়ী তথা ॥
কৃষ্ণপ্রেমবতীধন্যা কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
প্রেমার্থদায়িনী সর্ব্বশ্বেতা নিত্য তরঙ্গিণী ॥
হাবভাবান্বিতা রৌদ্রা রুদ্রানন্দপ্রকাশিনী।
কপিলা শৃঙ্খলা কেশপাশসম্বর্দ্ধিনী ঘটী ॥
কুটীরবাসিনী ধূম্রা ধূম্রকেশা জলোদরী।
ব্রহ্মাণ্ডগোচরা ব্রহ্মরূপিণী ভবভাবিনী ॥
সংসারনাশিনী শৈবা শৈবানন্দপ্রদায়িনী।
শিশিরা হেমরাগাঢ্যা মেঘরূপাতিসুন্দরী ॥

মনোরমা বেগবতী বেগাঢ্যা বেদবাদিনী।
দয়ান্বিতা দয়াধারা দয়ারূপা সুসেবিনী॥
কিশোরসঙ্গসংসর্গা গৌরচন্দ্রাননা কলা।
কলানিধিনাথমুখী কলা নাথাধিরোহিণা॥
বিরাগকুশলা হেমপিঙ্গলা হেমমণ্ডলা।
ভাণ্ডীরতালবনগা কৈবর্ত্তী পীবরী শুকী॥
শুকদেবগুণাতীতা শুকদেবপ্রিয়াসখী।
বিকলোৎকর্ষিণীকোষা কৌষেয়াম্বরধারিণী॥
কোষাবরী কোষরূপা জগদুৎপত্তিকারিকা।
সৃষ্টিস্থিতিকরী সংহারিণী সংহারকারিণী॥
কেশশৈবালধাত্রী চ চন্দ্রগাত্রা সুকোমলা।
পদ্মাঙ্গরাগ সংরাগা বিন্ধ্যাদ্রিপরিবাসিনী॥
বিন্ধ্যালয়া শ্যামসখা সখী সংসাররাগিণী।
ভূতা ভবিষ্যা ভব্যা চ ভব্যগাত্রা ভবাতিগা॥
ভবনাশান্তকারিণ্যাকাশরূপা সুবেশিনী।
রতিরঙ্গপরিত্যাগা রতিবেশা রতিপ্রিয়া॥
তেজস্বিনী তেজরূপা কৈবল্যপদদা শুভা।
মুক্তিহেতু মুর্ক্তিহেতুর্লঙ্ঘিনী লক্ষ্মণা ক্ষমা॥
বিশালনেত্রা বৈশালী বিশালকুলসম্ভবা।
বিশালগৃহবাসা চ বিশালবদরী রতিঃ॥
ভক্ত্যতীতা র্ভক্তিগতি ভক্তিবাধ্যা ভবাকৃতিঃ।
বামাঙ্গহারিণী বিষ্ণোঃ শিবভক্তিসুখান্বিতা॥

বিজিতা হবিজিতা মোদমগ্না চ গণতোষিতা।
হয়াস্যা হেরম্বসুতা গণমাতা সুরেশ্বরী ॥
দুঃখহন্ত্রী দুঃখহরা সেবিতেপ্সিতসর্ব্বদা।
সর্ব্বাঙ্গানুবিধাত্রী চ কুলক্ষেত্রবিনাশিনী ॥
লবঙ্গা পাণ্ডবসখী সখীমধ্যবিলাসিনী।
গ্রাম্যগীতা গয়াগম্যা গমনাতীতনির্ভরা ॥
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী গঙ্গা গঙ্গাজলময়ীতথা।
গঙ্গেরিতা পূতমাত্রা পবিত্রকুলদীপিকা ॥
পবিত্র গুণশীলাঢ্যা পবিত্রানন্দদায়িনী।
পবিত্রগুণসীমাঢ্যা পবিত্রকুলপাবিকা ॥
গতিজ্ঞা গীতকুশলা দনুজেন্দ্রনিবারিণা।
নির্ব্বাণদাত্রী নৈর্ব্বাণী হেতুযুক্তাগমোত্তরা ॥
পর্ব্বতাধিনিবাসা চ নিবাসকুশলা তথা।
সন্ন্যাসধর্ম্মকুশলা সন্ন্যাসেফলদা শুভা ॥
শরচ্চন্দ্রমুখী শ্যামহারা ক্ষেত্রনিবাসিনী।
বসন্তরাগা সুশ্রোণী বসন্তবসনাকৃতিঃ ॥
চতুর্ভুজা ষড়্ভুজা চ দ্বিভুজা গৌরবিগ্রহা।
সহস্রাস্যা বিহাস্যা চ মুদ্রাস্যা মুদ্রদায়িনী ॥
প্রাণপ্রিয়া প্রাণরূপা প্রাণরূপিণ্যপাবৃতা।
কৃষ্ণপ্রীতা কৃষ্ণরতা কৃষ্ণতোষণতৎপরা ॥
কৃষ্ণপ্রেমবতী কৃষ্ণা ভক্তা ভক্তফল প্রদা।
কৃষ্ণপ্রেমপ্রেমভক্তা হরি ভক্তি প্রদায়িনী ॥

চৈতন্যরূপা চৈতন্যপ্রিয়া চৈতন্যরূপিণী।
উগ্ররূপা শিবক্রোড়া কৃষ্ণক্রোড়া জলোদরী॥
মহোদরী মহাদুর্গকান্তারস্থলবাসিনী।
চন্দ্রাবলী চন্দ্রকেশী চন্দ্রপ্রেম তরঙ্গিণী॥
সমুদ্রামৃতরূপা চ সমুদ্রজলবাসিকা।
কেশপাশরতা নিদ্রা ক্ষুধা প্রেমরতাম্বিকা॥
দুর্ব্বাদলশ্যামতনু দুর্ব্বাদলতনুচ্ছবিঃ।
নাগরা নাগরীবাসা নগরানন্দকারিণী॥
নাগরালিঙ্গনপরা নগরাঙ্গনমঙ্গলা।
উচ্চনীচা হৈমবতী প্রিয়াকৃষ্ণতরঙ্গিণী॥
প্রেমালিঙ্গন সিদ্ধাঙ্গী সিদ্ধসাধ্যবিলাসিকা।
মঙ্গলা মোদজননী মেখলা মোদধারিণী॥
রত্নমঞ্জীরভূষাঙ্গী রত্নভূষণ ভূষণা।
জম্বালমালিকা কৃষ্ণপ্রাণা প্রাণবিমোচনা॥
সত্যপ্রদা সত্যবতী সেবকানন্দদায়িকা।
জগদ্যোনি র্জগদ্দীপ্তা বিচিত্রমণি ভূষণা॥
রাধারমণকান্তা চ রাধারাধনরূপিণী।
কৈলাসবাসিনী কৃষ্ণপ্রাণসর্ব্বস্বদায়িনী॥
কৃষ্ণাবতারনিরতা কৃষ্ণভক্তফলার্থিনী।
যাচকা যাচকানন্দকারিণী যাচকোজ্জ্বলা॥
হরিভূষণভূষাঢ্যা নন্দ যুক্তা কৃপাপগা।
হৈহৈতালধরা থৈথৈ শব্দ শক্তিপ্রকাশিনী॥

হেহেশব্দ স্বরূপা চ হীহীবাক্যবিশারদা।
জগদানন্দকর্ত্রী চ শাস্ত্রানন্দবিশারদা॥
পণ্ডিতা পণ্ডিতগুণা পণ্ডিতানন্দকারিণী।
পরিপালন কর্ত্রীচ তথা স্থিতিবিনোদিনী॥
তথা সংহার শব্দাঢ্যা বিদ্বজ্জনমনোহরা।
বিদুষাংপ্রীতিজননী বিদ্বৎ প্রেমবিবর্দ্ধিনী॥
নাদেয়ী নাদরূপা চ নাদবিন্দুবিধারিণী।
শূন্যস্থানস্থিতা শূন্যরূপা পাদপবাসিনী॥
কার্ত্তিকব্রতকর্ত্রী চ রসনাহারিণী খরা।
জ্বলনা চাতলতলী শিলাদল নিবাসিনী॥
ক্ষুদ্রকীটাঙ্গ সংসর্গসঙ্গদোষনিনাশিনী।
কোটিকন্দর্পলাবণ্যা কন্দর্পকোটি সুন্দরী॥
কন্দর্পকোটিজননী কামবীজ প্রদায়িনী।
কামশাস্ত্রবিনোদা চ কামশাস্ত্র প্রকাশিনী॥
কামপ্রকাশিকা কামিন্যনিমাদ্যষ্টসিদ্ধিদা।
য্যামিনী যামিনীনাথবদনা যামিনীশ্বরী॥
যোগেশ্বরী হরযোগমুক্তিদাত্রী হিরণ্যদা।
কপালমালিনী দেবী সীমাধাম স্বরূপদা॥
কৃপান্বিতা গুণা গৌণ্যা গুণাতীত ফলপ্রদা।
কুষ্মাণ্ডভূতবেতালনাশিনী শারদান্বিতা॥
সিতাসিতা চ সরলা লীলা লাবণ্যমঙ্গলা।
বিদ্যার্থি বিদ্যামায়া চ বিদ্যাবিদ্যাস্বরূপিণী॥

আন্বিক্ষিকী শাস্ত্ররূপা শাস্ত্রসিদ্ধান্তকারিণী।
নাগেন্দ্রাণী নাগমাতা ক্রীড়াকৌতুকরূপিণী॥
হরিভাবনশীলা চ হরিসেবনতৎপরা।
হরিপ্রাণা হরপ্রাণা শিবপ্রাণা শিবান্বিতা॥
নরকার্ণবসংহন্ত্রী নরকার্ণবনাশিনী।
নরেশ্বরী নরাতীতা নরসেব্যা বরাঙ্গনা॥
যশোদানন্দিনীক্রীড়া যশোদাক্রোড়বাসিনী।
যশোদানন্দনপ্রাণা যশোদানন্দনার্থদা॥
বৎসলা কোশলা কালা করুণার্ণবরূপিণী।
স্বর্গলক্ষ্মী ভূমিলক্ষ্মী দ্রৌপদী পাণ্ডবপ্রিয়া॥
তথার্জ্জুনসখী ভৌমী ভীমা ভৈমী ভয়ানকা।
ত্রিজগন্মোহিনী ক্ষীণা প্রাণাসক্ততরা তথা॥
পানার্থিনী পানপাত্রা পানপানন্দদায়িনী।
দুগ্ধমন্থনকর্ম্মাঢ্যা দধিমন্থনতৎপরা॥
দধিভাণ্ডার্থিনী কৃষ্ণক্রোধিনী নন্দনাঙ্গনা।
ঘৃতলিপ্তা তক্রযুক্তা যমুনাপারকৌতুকা॥
বিচিত্রকর্ম্মকা কৃষ্ণহাস্যভাষণতৎপরা।
গোপাঙ্গনাবেষ্টিতা চ কৃষ্ণসঙ্গার্থিনী তথা॥
রাসশক্তা রাসরতি রাসবাসক্তবাসনা।
হরিদ্রা হরিতারূপা হরার্বর্পিতচেতসা॥
নিশ্চৈতন্যা চ নিশ্চেতা তথা দারুহরিদ্রকা।
সুবলস্যস্বসা চৈব কৃষ্ণভার্য্যাতিবেগিনী॥

শ্রীদামস্তসখী দামদামিনী দামধারিণী।
মল্লিকোল্লাসিনী কেশী হরিদম্বরধারিণী ॥
হরিসান্নিধ্যদাত্রী চ হরিকৌতুকমঙ্গলা।
হরিপ্রদা হরিপ্রাণা যমুনাজলবাসিনী ॥
তপঃপ্রদা জিতার্থা চ চতুরা চাতুরীতমী।
তমিস্রা তপরূপা চ রৌদ্ররূপা যশোর্থিনী ॥
কৃষ্ণকামা কৃষ্ণভক্তা কৃষ্ণানন্দপ্রদায়িনী।
কৃষ্ণার্থবাসনা কৃষ্ণরাগিণী ভাবিনী তথা ॥
কৃষ্ণার্থরহিতা ভক্তা ভক্তাভক্তসুভক্তিদা।
শ্রীকৃষ্ণরহিতা দীনা বিরহার্ত্তা হরেঃপ্রিয়া ॥
মথুরা মথুরারাজগেহভাবনভাজনা।
শ্রীকৃষ্ণভাবনামোদা তস্তোন্মাদবিধায়িনী ॥
কৃষ্ণার্থকুশলা কৃষ্ণসারচর্ম্মধরা শুভা।
অলকেশ্বর পূজ্যা চ কুবেরেশ্বরবল্লভা ॥
ধনধান্যবিধাত্রী চ জয়া কায়া হয়া হয়ী।
প্রণবা প্রণবেশী চ প্রণবার্থস্বরূপিণী ॥
ব্রহ্ম বিষ্ণু শিবার্দ্ধাংশহারিণী শৈবশিংশপা।
রাক্ষসীনাশিনী ভূতপ্রেতপ্রাণবিনাশিনী ॥
সকলেপ্সিতদাত্রী চ সতী সাধ্বী অরুন্ধতী।
পতিব্রতা পতিপ্রাণা পতিবাক্যবিনোদিনী ॥
অশেষসাধিনী কল্পবাসিনী কল্পরূপিণী।
ইত্যেতৎ কথিতং দেবি রাধানাম সহস্রকং ॥

যঃ পঠেৎ পাঠয়েদ্বাপি তস্য তুষ্যতি মাধবঃ।
কিং তস্য যমুনাভির্ব্বা নদীভিঃ সর্ব্বতঃ প্রিয়ে॥
কুরুক্ষেত্রাদিতীর্থেন যস্য তুষ্টো জনার্দ্দনঃ।
স্তোত্রস্যাস্য প্রসাদেন কিংনসিদ্ধ্যতি ভূতলে॥
ব্রাহ্মণো ব্রহ্মবর্চ্চস্বী ক্ষত্রিয়ো জগতী পতিঃ।
বৈশ্যো নিধিপতি র্ভূয়াৎ শূদ্রো মুচ্যেত জন্মতঃ॥
ব্রহ্মহত্যা সুরাপান মিত্যাদীন্যতিপাপতঃ।
সদ্যো মুচ্যেত দেবেশি সত্যং সত্যং নসংশয়ঃ॥
রাধানাম সহস্রস্যসমানং নাস্তি ভূতলে।
স্বর্গে বাপ্যথ পাতালে গিরৌ বা জলতোপি বা॥
নাতঃ পরং শুভং স্তোত্রং তীর্থং নাতঃ পরংপরং।
একাদশ্যাং শূচি র্ভূত্বা যঃ পঠেৎ সুসমাহিতঃ॥
তস্য সর্ব্বার্থ সিদ্ধিঃ স্যাৎ শৃণুয়াদ্বা সুশোভনে।
দ্বাদশ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বা তুলসী সন্নিধৌ শিবে॥
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্বাপি তস্য তত্তৎ ফলং শৃণু।
অশ্বমেধং রাজসূয়ং বার্হস্পত্যং তথাবিধং॥
অতিরাত্রং বাজপেয়ং অগ্নিষ্টোমং তথা শুভং।
কৃত্বা যৎ ফলমাপ্নোতি শ্রুত্বা তৎ ফলমাপ্নুয়াৎ॥
কার্ত্তিকে চাষ্টমীং প্রাপ্য পঠেদ্বা শৃণুয়াদপি।
সহস্রযুগকল্পান্তং বৈকুণ্ঠে বসতিং লভেৎ॥
ততশ্চ ব্রহ্মভবনে শিবস্য ভবনে পুনঃ।
সুরাধিনাথভবনে পুনর্যাতি সলোকতাং॥

গঙ্গাতীরং সমাসাদ্য যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদপি।
বিষ্ণোঃ স্বরূপতাং যাতি সত্যংসত্যং সুরেশ্বরি ॥
মম বক্তু গিরে জাতা পার্ব্বতী বদনাশ্রিতা।
রাধানামসহস্রাখ্যা নদী ত্রৈলোক্যপাবনী ॥
পঠ্যতে হি ময়া নিত্যং শক্ত্যা ভক্ত্যা যথোচিতং।
মম প্রাণসমং হ্যেতৎ তব ভক্ত্যা প্রকাশিতং ॥
নাভক্তায় প্রদাতব্যং পাষণ্ডায় কদাচন।
নাস্তিকায় বিরাগায় রাগযুক্তায় সুন্দরি ॥
তথাদেয়ং মহাস্তোত্রং হরিভক্তায় শঙ্করি।
বৈষ্ণবেষু যথাশক্তিদাত্রে পুণ্যার্থশালিনে ॥
রাধানামসুধাবারি মম বক্তু মহাখনিঃ।
উদ্ধৃতংহি ত্বয়া যত্নাৎ পাতা সবৈষ্ণবাগ্রণীঃ ॥

বিশুদ্ধসত্বায় যথার্থবাদিনে,
দ্বিজস্য সেবানিরতায় মন্ত্রিণে ॥
দাত্রে যথাশক্তি সুভক্তিমানসে,
রাধাপদধ্যানপরায় শোভনে।

হরিপাদাব্জমধুপমনোভূতায় মানসে।
রাধাপাদসুধাস্বাদশালিনে বৈষ্ণবায় চ ॥
দদ্যাৎ স্তোত্রং মহাপুণ্যং হরিভক্তি প্রসাধনং।
জন্মান্তরং ন তস্যাস্তি রাধাকৃষ্ণপদার্থিনঃ ॥
মমপ্রাণা বৈষ্ণবা হি তেষাং রক্ষার্থ মেবহি।
শূলং ময়া ধার্য্যতে হি নান্যথা মৈত্রকারণং ॥

হরিভক্তিদ্বিষামর্থে শূলং সংধার্য্যতে ময়া।
শৃণু দেবি যথার্থং মেগদিতং ত্বায় সুব্রতে ॥
ভক্তাসি মে প্রিয়াসি ত্ব মতঃ স্নেহাৎ প্রকাশিতং
কদাপি নোচ্যতে দেবি ময়া নাম সহস্রকং ॥
কিং পরং ত্বাং প্রবক্ষ্যামি প্রাণতুল্যং মম প্রিয়ে।
স্তোত্রং মন্ত্রং রাধিকায়া যন্ত্রং কবচ মেবহি ॥

ইতি নারদপঞ্চরাত্রে রাধিকা সহস্র নাম সমাপ্তং।

লঘুত্রিপদী। স্তুতি করি ধীর, হইল সুস্থির, নেত্রে নীর নিয়োক্ত। দেখিয়া শ্রীমতী, তুষ্টা হয়ে অতি, বর দেন মনোনীত ॥ দিয়া বরদান, করিয়া কল্যাণ, নারদে কহেন সার। শুন মতিমান, এ কথা এ স্থান, প্রচার না কর আর ॥ আমি মানবিনী, রায়াণ গৃহিণী, এ স্থানে জানয়ে সবে। হইলে বিদিত, হবে বিপরীত, লীলাকার্য্যে হানি হবে ॥ স্তবেতে তোমার, নাহি কার্য্য আর, তুমি ধন্য পুণ্যবান। যে বাক্য কারণ, তব আগমন, হও তাহে যত্নবান ॥ এ কথা শুনিয়া, আহ্লাদে পুরিয়া, নারদ ভাবেন আর। আছয়ে মনন, প্রসাদ ভক্ষণ, করি কিছু শ্রীরাধার ॥ দয়া করি অতি, যদ্যাপি শ্রীমতী, আহার করিতে কন। অতিথির ছলে তবে এই স্থলে, প্রসাদ করি ভক্ষণ ॥ নারদের মন, জানিয়া তখন, শ্রীমতী কহেন পুনঃ। আর এক কায, কর ঋষিরাজ, আমার বচন শুন ॥ ভ্রমি বহু দেশ, পেয়ে বহু ক্লেশ, আসিয়াছ এই স্থান। অতিথি আচারে, কিঞ্চিৎ আহারে, গৃহস্থে কর কল্যাণ ॥ জটিলা কুটিলা, অতি পুণ্যশীলা, পূজিবে তোমার পায়। কিঞ্চিৎ ভক্ষণ, কর এইক্ষণ, দোষ কিছু নাহি তায় ॥ শুনিয়া বচন, নারদের মন, ভাসিল পুলক

জনে। শ্রীমতীর পায়, প্রণমি তথায়, রহিলেন সেই স্থলে।। তবেত শ্রীমতী, হয়ে দ্রুতগতি, নারদে নিবাসে নিয়া। সমাদরে তাঁরে, অতিথি আচারে, বসান আসন দিয়া।। নারদের স্তব, শুনি সখী সব, তথা ছিল যত জন। রাধার চরণ, ধরিয়া তখন, স্তুতি করে সর্ব্বজন।। দেখিয়া শ্রীমতী, অতি শীঘ্রগতি, মহামায়া বিস্তারিলা। মায়াতে মোহিয়া, সবে ভুলাইয়া, পূর্ব্বভাব প্রকাশিলা।। সর্ব্বমূলা-ধারা, মায়ার আধারা, মায়া দিয়া ভুলাইল। ঘুচিল সে ভাব, হইল স্বভাব, সুখী ভাবে উপজিল।। তবে সেই ক্ষণে, ডাকি সখীগণে, কহেন শ্রীমতী সতী। শাশুড়ী জটিলা, ননদী কুটীলা, দোঁহে ডাক শীঘ্রগতি।। কবে সমুদয়, আজি শুভোদয়, প্রকাশিল পুণ্য রাশি। ব্রহ্মার নন্দন, অতিথি ভবন, প্রণাম করুন্ আসি।। এ কথা শুনিয়া, সুচিত্রা যাইয়া, সংবাদ দোঁহারে দিল। শুনি শিহরিয়া, অমনি উঠিয়া, ধাইয়া দোঁহে আইল।। দেখি মুনিবরে, পড়ি ভূমিপরে, প্রণাম করিল পায়। ব্রহ্মার নন্দন, হয়ে হৃষ্ট মন, আশীর্ব্বাদ দেন তায়।। জটিলা কুটিলা, আহ্লাদে পূরিলা, রহিলা যুড়িয়া কর। দেখিয়া ভকতি, তুষ্ট হয়ে অতি, কন কিছু মুনিবর।। শুনগো জটিলা, তুমি পুণ্যশীলা, তব কন্যা পুণ্যবতী। তব বধূ যেই, লক্ষ্মীরূপা সেই, কহিব কি গুণ অতি।। পথশ্রান্ত হয়ে, তোমার আলয়ে, অতিথি হইনু তাই। কর আয়োজন, করিয়া ভোজন, শীঘ্রগতি আমি যাই।। পাকে বহুক্ষণ, হইবে ক্ষেপণ, তাঁবশ্যক নাহি করে। ক্ষীর সর ননী, আনগো অমনি, যাহা থাকে তব ঘরে।। পুষ্প কিছু আর, চন্দন সুসার, কিঞ্চিৎ তুলসী আর। পূজা প্রকরণ, করিতে এখন, বধূরে বল তোমার।। শুনিয়া বচন, হয়ে হৃষ্টমন, আনয়ে সামগ্রী সবে। করিয়া যতন, পূজা আয়োজন, শ্রীমতী করেন তবে।। দ্রব্য দেখি পরে, সুহৃষ্ট অন্তরে, পূজা স্থানে স্থির। জটিলাকে কন, যত লোক জন, কর কিছু স্থানান্তর।।

তব বধূ যিনি, একা থাকি তিনি, করে দেন আয়োজন। এ কথা শুনিয়া, যত লোক নিয়া, জটিলা করে গমন॥ তবে তপোধন, পাইয়া নির্জ্জন, পুষ্পাঞ্জলি করে নিয়া। শ্রীমতীর পায়, পূজেন তথায়, বেদমন্ত্র উচ্চারিয়া॥ ভক্তিতে পূজিয়া, খাদ্য নিবেদিয়া, করেন অনেক স্তব। শ্রীমতী তথায়, বর দেন তাঁয়, কৃষ্ণভক্তি সমুদ্ভব॥ তার পরে কন, করিয়া ভোজন, শীঘ্রগতি কর গতি। যে কারণে আসা, পূর্ণ কর আশা, বিলম্ব না কর অতি॥ শুনিয়া বচন, ঋষিবরনন্দন, নিবেদিত দ্রব্য নিয়া। উদর পূরিয়া, ভক্ষণ করিয়া, রাধাপদে প্রণমিয়া॥ পরে ঋষিরায়, ডাকি জটিলায়, আশীষ করিয়া দান। করিয়া কল্যাণ, তবে মতিমান, নন্দালয়ে সুখে যান॥ এখানেতে আর, শুন চমৎকার, কুটিলার সমাচার। পূজা কালে গিয়া, গবাক্ষে থাকিয়া, দেখেছে সকল তার॥ রাধার চরণ, দেখিয়া পূজন, মনেতে হয়েছে ভয়। ভাবে এ কেমন, এবং কোন জন, সামান্যা রমণী নয়॥ ঋষির পূজায়, জানিনু ইহাঁয়, ব্রহ্মরূপা হন ইনি। চিরকাল ধরি, শাত্রবতা করি, আমি অতি অভাগিনী॥ ইহাঁরে কুকথা, বলেছি সর্ব্বথা, কি হবে আমার গতি। মরিলে পরেতে, লয়ে নরকেতে, ডুবাইবে মৃত্যুপতি॥ হাতে দিয়া নিধি, বিড়ম্বিল বিধি, আমি অতি পাপমতি। এত ভাবি চিতে, চলিল ত্বরিতে, যথায় শ্রীমতী সতী॥ ভয়ে কলেবর, কাঁপে থরহর, স্তবন করিতে চায়। বুঝি তার মন, শ্রীমতী তখন, মায়াতে ভুলান তায়॥ মায়ার প্রভাবে, ভুলিয়া সে ভাবে, বধূভাব হৈল জ্ঞান। হয়ে বিস্মরণ, কুটিলা তখন, জটিলা নিকটে যান॥ শিশুরাম দাসে, মনের উল্লাসে, রাধাপদে যাচে সার মায়া ঘুচাইয়া, সদয়া হইয়া, ভবেতে করহ পার॥

অথ নারদের নন্দালয়ে গমন।

পয়ার। এথা মুনি মহাশয় সুস্থির গমনে। ক্রমে ক্রমে চলিলেন নন্দের ভবনে॥ কৃষ্ণগুণ গান মুনি করেন বীণায়। গান শুনিবারে লোক পথমাঝে ধায়॥ এথানেতে নিজপুরে শ্রীনন্দ তখন। বসিয়া আছেন বহু গোপেতে বেষ্টন॥ নক্ষত্রের মধ্যে যেন শোভে শশধর। সেইমত গোপ মাঝে গোপের ঈশ্বর॥ কৃষ্ণ শোকে শোকাচ্ছন্ন ব্যাকুলিত মন। অবিশ্রান্ত বারিধারা বহে দুনয়ন॥ উপনন্দ আদি বহু বুঝায় তাঁহারে। বেষ্টিত হইয়া গোপগণে চারিধারে॥ হেনকালে শুনিলেন বীণার নিঃস্বন। জানিলেন নারদের হৈল আগমন॥ অকস্মাৎ মুনিবর গোকুলে আইল। আজি বুঝি শুভদিন ঘটন হইল॥ এইরূপে ব্রজরাজ ভাবিতে ভাবিতে। উপনীত হৈল মুনি [illegible]তে দেখিতে॥ মুনি দেখি ব্রজরাজ উঠিয়া স্বগণে। ভূমি লুঠি প্রণমিয়া মুনির চরণে॥ বসিতে আসন দিয়া করেন স্তবন। বসিলেন মুনিবর হয়ে হৃষ্ট মন॥ নন্দেরে কুশল কথা জিজ্ঞাসেন মুনি। কান্দিয়া ব্যাকুল নন্দ মুনি বাক্য শুনি॥ কান্দি নন্দ কন প্রভু কি কর জিজ্ঞাসা। ফুরায়েছে এ নন্দের কুশলের আশা॥ কি কব কুশল কথা কুশল কি আছে। ব্রজের কুশল কৃষ্ণ ছাড়িয়া গিয়াছে॥ আর কি অমূল্য ধনে রাজা আমি আছি। নীলকান্তমণি কৃষ্ণে হারা হইয়াছি॥ ছাড়িয়াছে কৃষ্ণনিধি-জীবন জীবন। তথাপি এ দেহে আছে এখন জীবন॥ পাষাণ হইতে হৃদি কঠিন আমার। নহে কেন কৃষ্ণ শোকে নহিল বিদার॥ এত বলি নন্দঘোষ শোকে অচেতন। কৃষ্ণ বলি উচ্চৈঃস্বরে করয়ে রোদন॥ কান্দিতে কান্দিতে নন্দ পড়ে ভূমিতলে। উচ্চারিতে কৃষ্ণনাম কৃ এ মাত্র বলে॥ ক্রন্দনেতে ক্রমে কণ্ঠ রোধ হৈল তার। পড়িলেন ভূমিপরে সম শবাকার॥ কেবল নয়নে মাত্র বহে বারিধারা। দুঃখিত হইল মুনি দেখি তার ধারা॥ মুনি বলে ধন্য ধন্য

নন্দ মহাশয়। করি কিবা কৃষ্ণভাবে মোহিত হৃদয়॥ এত বলি মহা-মুনি সদয় হইয়া। করস্পর্শ করি দেন কণ্ঠ ছাড়াইয়া॥ কমণ্ডলু জল তাঁর মুখে করি দান। স্বহস্তে নারদ মুনি ধরিয়া বসান॥ তার পরে বহু যোগ বুঝান তাহায়। প্রবোধ না মানে নন্দ যোগ বাক্যে তায়॥ হাহাকৃষ্ণ বলি পুনঃ করয়ে রোদন। তাহা দেখি মুনিরাজ বলেন তখন॥ না কান্দ না কান্দ নন্দ স্থির কর মন। মিলাইয়া দিব আমি তব কৃষ্ণধন॥ কল্য তব কৃষ্ণে দিব কহিলাম সার। স্থির হও ব্রজরাজ না কান্দহ আর॥ যেই মাত্রে এই বাক্য মুনিবর কন। অমনি উঠেন নন্দ ত্যজিয়া রোদন॥ মুনির চরণে ধরি নন্দ মহাশয়। কহিতে লাগিল তবে করিয়া বিনয়॥ বেদবাক্য মুনিবাক্য কভু মিথ্যা নয়। অবশ্য পাইব কৃষ্ণে জানিনু নিশ্চয়॥ দয়া করি দীনে যদি দিবে কৃষ্ণধন। তবে তব পদে করি এক নিবেদন॥ যশোদা কৃষ্ণের শোকে অচেতনা আছে। একবার মুনিরাজ চল তার কাছে॥ আপনার মুখে তারে বলহ বচন। কল্য তুমি মিলাইয়া দিবে কৃষ্ণধন॥ আমি যদি বলি তারে না হবে প্রত্যয়। কৃপা করি নিজ মুখে বল মহাশয়॥ নন্দের বচনে তবে কন মুনিবর। অবশ্য যাইব আমি যশোদা গোচর॥ দেখিব কৃষ্ণের মাতা আছেন কেমন। কল্য মিলাইয়া তারে দিব কৃষ্ণধন॥ এত বলি নন্দ সহ উঠিয়া তখন। চলিলেন পুরীমধ্যে সহ গোপগণ॥ যশোদা নিকটে শীঘ্র যান মুনিবর। শিশুরাম দাসে ভাবে শুন অতঃপর॥

অথ যশোদার নিকটে নারদমুনির গমন।

পয়ার। এখানে যশোদা রাণী শোকেতে মোহিয়া। মৌনব্রত হয়ে কৃষ্ণে ভাবেন বসিয়া॥ ধনিষ্ঠা সুমুখী আর সঙ্কেতী সরলা। চারি সখী যশোদার সুশীলা সরলা॥ সম্মুখেতে বসি তাঁরা আছে চারিজন। সতত প্রবোধ বাক্যে করয়ে সান্ত্বন॥ হেনকালে

মুনিরাজ তথা উপনীত। নন্দ উপনন্দ আদি গোপের সহিত॥ মুনি দেখি যশোমতী প্রণাম করিল। কৃষ্ণবলি উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া উঠিল॥ অনিবার কান্দে রাণী কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে। কান্দিতে কান্দিতে রাণী পড়ে ভূমিতলে॥ উথলিল শোকবারি শরীর সাগরে। ডুবিল জ্ঞানের তরী তাহার ভিতরে॥ ঘুচিল ক্রন্দন রব হৈল অচেতন। কেবল প্রবল বহে নিশ্বাস পবন॥ নিশ্বাস বাতাসে বাড়ে প্রবল তুফান। চিহ্ন তার দেখা যায় দেখিয়া নয়ান॥ প্রবল শোকের বারি চক্ষু পথে ধায়। বেগেতে পতিত বারি স্রোত বহে তায়॥ তাহা দেখি ব্যথিত হইল মুনি মন। যশোদারে বুঝাইতে করেন যতন॥ উঠ উঠ বলি মুনি ডাকে উভরায়। সে বাণী না শুনে রাণী লোটায় ধরায়॥ অনেক ডাকিল মুনি করিয়া বিনয়। কিছুতে রাণীর মূর্চ্ছা ভঙ্গ নাহি হয়॥ তবে মুনি মহাশয় বিচারিয়া মনে। যশোদার মূর্চ্ছা ভঙ্গ করণ কারণে॥ মূর্চ্ছনা করিয়া তান বীণাতে তখন। যোগবলে কৃষ্ণস্বর করি আক্রমণ॥ মা বলিয়া মধুরবে বীণাতে ডাকিল। সে রবে যশোদা রাণী চমকি উঠিল॥ কৃষ্ণস্বর বোধে রাণী চারিদিকে চায়। কোনদিকে কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে না পায়॥ তবে রাণী ধনিষ্ঠারে করয়ে জিজ্ঞাসা। কে ডাকিল মা বলিয়া কহ সত্য ভাষা॥ ধনিষ্ঠা ভয়েতে কিছু নাহি কহে তায়। ভাব দেখি মুনিবর মনে ভয় পায়॥ কৃষ্ণস্বরে ডাকি আমি করিয়াছি দোষ। কি জানি কৃষ্ণের মাতা পাছে করে রোষ॥ রোষ ভরে রাণী যদি দেয় অভিশাপ। অবশ্য আমারে হবে ভুঞ্জিতে সন্তাপ॥ এত ভাবি মুনিরাজ হয়ে নম্রমান। ধীরে ধীরে কন কথা রাণী বিদ্যমান॥ মুনি বলে কৃষ্ণমাতা শুন গো বচন। দেখিয়া তোমার মূর্চ্ছা হইয়া বিমন॥ মূর্চ্ছা ভঙ্গ হেতু বহু করিয়া যতন। না পারিয়া কোন মতে করিতে চেতন॥ অবশেষে কৃষ্ণস্বর করিয়া আশ্রয়। বীণাতে তোমারে মাতা ডেকেছি নিশ্চয়॥ শুনিয়া মুনির মুখে এতেক বচন। করযোড় করি রাণী কুরে

নিবেদন ॥ তুমি যদি মম দুঃখে হও দুঃখ মন। কটাক্ষে করিতে পার দুঃখের মোচন ॥ ব্রহ্মার নন্দন তুমি বিষ্ণু অবতার। তোমার অসাধ্য কর্ম্ম নাহি ত্রিসংসার ॥ কৃতাঞ্জলি করি মুনি ধরি তব পায়। বারেক আমার কৃষ্ণে দেখাও আমায় ॥ এত বলি পড়ে রাণী মুনি পদতলে। ধোয়ায় মুনির পদ নয়নের জলে ॥ তাঁহা দেখে মুনিবর হয়ে দুঃখমন। রাণীরে কহেন তবে আশ্বাস বচন ॥ মুনি বলে মা যশোদা স্থির কর মন। মিলাইয়া দিব আমি তব কৃষ্ণধন ॥ অবশ্য মিলাব কৃষ্ণে কহিলাম সার। কৃষ্ণের কারণে দুঃখ নাহি ভাব আর ॥ ব্রজভূমে আসিয়াছি বিধির আজ্ঞায়। কৃষ্ণচন্দ্রে মিলাইয়া দিব গো তোমায় ॥ এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। হইল কিঞ্চিৎ শান্ত রাণীর হৃদয় ॥ আশ্বাস বচনে রাণী উঠিয়া তখন। মুনিরে লইয়া পুরে করেন ভ্রমণ ॥ কৃষ্ণের ক্রীড়ার স্থান আছে যে যে খানে। মুনিরে করিয়া সঙ্গে যান সেই স্থানে। প্রত্যেকে ক্রীড়ার স্থান করায়ে দর্শন। বিলাপ করিয়া রাণী করেন রোদন ॥

অথ নারদমুনিকে লইয়া যশোদারাণী কৃষ্ণের ক্রীড়ার স্থান সকল দর্শন করান।

পয়ার। মুনিরে লইয়া রাণী যতনে দেখায়। প্রথমতঃ কৃষ্ণচন্দ্র প্রকাশ যথায় ॥ রাণী বলে মহামুনি করি নিবেদন। পরিপূর্ণ গর্ভ মম হইল যখন ॥ দশমাস দশদিন যবে নিরূপণ। এই ঘরে আছিলাম করিয়া শয়ন ॥ দারুণ গর্ভের ভরে ঘুমে অচেতন। নাহি জানি কৃষ্ণ মম হয়েছে কখন ॥ নিদ্রাভঙ্গে দেখি ঘর হয়েছে আলোক। কোলেতে শুইয়া আছে অদ্ভুত বালক ॥ ধড়া পরা চূড়া বান্ধা বেশ চমৎকার। আমার উদরে আর নাহি গর্ভভার ॥ দেখিয়া জানিনু মনে হইল সন্তান। কোলেতে লইয়া সুখে কৈনু স্তন

দান॥ শুন ঋষি স্তন্যপান করিল মুরারি। যে সুখ হইল মনে কহিতে না পারি॥ পরে পুত্র দেখি নন্দ করেন উৎসব। হইল আনন্দে মগ্ন পুরবাসী সব॥ সে দিনের কথা যত মনে রহিয়াছে। সেই কৃষ্ণনিধি মম ছাড়িয়া গিয়াছে॥ এত বলি নন্দরাণী কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। কান্দিতে কান্দিতে পুনঃ বলে মুনিবরে॥ শুন শুন ঋষিরাজ আর বিবরণ। ছয় দিনে ষষ্ঠীপূজা হৈল সমাপন॥ নয় দিনে নত্বা সারি বাহির হইয়া। রহিলাম কৃষ্ণ লয়ে অই ঘরে গিয়া॥ অই দেখ মুনিবর ঘর মনোহর। ও ঘরে ঘটিল যাহা শুন তদন্তর॥ দশ দিন কৃষ্ণ যবে হইল আমার। ঘটিল অদৃষ্টে আসি অদ্ভুত ব্যাপার॥ স্তন্যপান করাইয়া কৃষ্ণ শোয়াইয়া। রোহিণী সহিতে আছি বাহিরে বসিয়া॥ হেনকালে কংসচরী রাক্ষসী পূতনা। ধরিয়া মোহিনী মূর্ত্তি অতুল্য তুলনা॥ কংসাদেশে উপনীত বিষ মাখি স্তনে। চিনিতে না পারি আমি দেখিয়া নয়নে॥ উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা কিবা তিলোত্তমা। রূপেতে ত্রিলোক মধ্যে সবার উত্তমা॥ অকস্মাৎ দিদি বলি কৈল সম্ভাষণ। কেমনে জানিব প্রভু রাক্ষসী এমন॥ যেন কত জানা শুনা আছে আমা সনে। এই রূপে আলাপন করিল বচনে॥ বসিতে আনিয়া আমি দিলাম আসন। বসিয়া আমারে কহে অনেক বচন॥ মধুর বচনে পুনঃ কহিল আমায়। সন্তানে দেখিতে তব এসেছি হেথায়॥ বৃদ্ধকালে হইয়াছে সন্তান তোমার। শুনিয়া আহ্লাদ বড় হয়েছে আমার॥ আন দিদি তোমার সন্তানে একাবার। দেখিব কেমন শিশু হয়েছে তোমার॥ এইরূপে বার বার বলয়ে আমায়। দেখাইতে তারে মম মন নাহি চায়॥ অচেনা রমণী হেতু আমি না দেখাই। কৌশল বচনে তারে ভাণ্ডিবারে চাই॥ আমি কহিলাম ভগ্নী দেখেছ কোথায়। বৃদ্ধকালে সন্তান কি বিধাতা ঘটায়॥ ব্যঙ্গ করি ভগ্নী তুমি কত আর কবে। হা কৃষ্ণ সন্তান পাব হেন কিন হবে॥

মায়াবিনী বলে দিদি ভাণ্ড কি কারণ। আমারে দেখাতে কেন কর অন্য মন॥ ভগ্নী বলি স্নেহ দিদি কর নিরন্তর। এবে কেন সে ভাবেতে দেখি ভাবান্তর॥ এইরূপে তার সহ কথোপকথন। হেনকালে কৃষ্ণ গৃহে করিল রোদন॥ কান্দিল গোপাল বহু আস্ফালন করি। রোদন শুনিয়া তবে বলিল সুন্দরী॥ আমারে ভাণ্ডাহ বল পুত্র হয় নাই। বুঝিয়া মাসীর মন কান্দিয়াছে তাই॥ তোমা হৈতে পুত্রের আমারে স্নেহ আছে। এত বলি দ্রুতগতি গেল কৃষ্ণ কাছে॥ আমি না যাইতে অগ্রে ঘরে প্রবেশিল। শয়িত বালকে শীঘ্র কোলে তুমি নিল॥ কোলেতে লইয়া শিশু বাহিরে আইল। অঙ্গনে আসিয়া পূর্ব্ব আসনে বসিল॥ আনন্দে লইয়া কৃষ্ণে কোলেতে নাচায়। সান্ত্বনা করিতে মুখে স্তন দিতে চায়॥ সে স্তন ঠেলিয়া কৃষ্ণ মম মুখ চায়। আমি চাহি কোলে নিতে না দেয় আমায়॥ কেমনে জানিব প্রভু রাক্ষসী এমন। সান্ত্বনা ছলেতে মুখে দেয় বিষস্তন॥ পুনশ্চ ধরিয়া স্তন কৃষ্ণ মুখে দিল। দুই হাত দিয়া কৃষ্ণ সে বার ঠেকিল॥ এই রূপে কৃষ্ণ স্তন ঠেলে তিনবার। তথাপি রাক্ষসী স্তন দেয় আরবার॥ বহু বার পরে স্তন মুখেতে করিল। দুই হাত দিয়া স্তন তখন ধরিল। স্তন্যপান করে কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে আর। রাক্ষসী উঠিল পরে করিয়া চিৎকার॥ ছাড় ছাড় বলিয়া সে ঘন ডাক ছাড়ে। হস্ত পদ প্রক্ষেপিয়া সঘনে আছাড়ে॥ দুই হাতে ধরি কৃষ্ণ স্তন্য করে পান। পূতনা পড়িয়া ভূমে হারাইল প্রাণ॥ প্রকাণ্ড শরীর ধরি রাক্ষসী পড়িল। যোজনেক পথ তার শরীরে যুড়িল॥ গৃহ বৃক্ষ ভাঙ্গে বহু শরীর চাপানে। বহু ভাগ্যে কেহ তায় না মরিল প্রাণে॥ নিশাচারী নিজ পাপে হারাইল প্রাণ। রক্ষা করিলেন কৃষ্ণে দেব ভগবান॥ এবে দেখ সেই ঘর শূন্য রহিয়াছে। আমার জীবন কৃষ্ণ ছাড়িয়া গিয়াছে॥ এত বলি যশোমতী ভাসে আঁখিজলে।

পুনর্ব্বার সকাতরে মুনিবরে বলে॥ পূতনা মরিলে পরে সভীত অন্তরে। মমকৃষ্ণ কারু কোলে না দিতাম পরে॥ মম কোলে দিনে দিনে বাড়ে কৃষ্ণচন্দ্র। শুক্লা তিথি পেয়ে যেন গগণের চন্দ্র॥ যে দিন হাসিতে কৃষ্ণ শিক্ষিল আমার। যে সুখ হইল মনে কি কব তাহার॥ আধ আধ মা বলিতে শিক্ষিলেক যবে। কহনে না যায় মুনি যত সুখ তবে॥ হামাগুড়ি দিতে যবে শিখিল কানাই। সে দিন সুখের আর পরিসীমা নাই॥ ক্রমে ক্রমে দাঁড়াইতে শিক্ষিলেক পরে। তা দেখিয়া আরো সুখ বাড়িল অন্তরে॥ তার পরে মুনিবর শুন আর বার। দাঁড়াইত উচ্চ স্থানে গোপাল আমার॥ দূরে আমি থাকিতাম বাহু পসারিয়া। পড়িত গোপাল আসি কোলে ঝাঁপদিয়া॥ পুনশ্চ উঠিয়া শীঘ্র পুনশ্চ পড়িত। হাসিয়া হাসিয়া গলে দুহাতে ধরিত॥ এইরূপে বার বার খেলিত যখন। মুক্তিপদ তুচ্ছ মুনি হইত তখন॥ আর এক কথা মুনি করি নিবেদন। আমার কোলেতে কৃষ্ণ থাকিত যখন॥ অন্যে আসি কোলে যদি লইতে চাহিত। মম কোল হতে কৃষ্ণ কভু না যাইত॥ চাহিয়া তাহার মুখ কিঞ্চিৎ হাসিয়া। লুকাইত মম কোলে গলেতে ধরিয়া॥ যদি কেহ বলে ধরে ছাড়িয়ে লইত। উচ্চৈঃস্বরে নীলমণি কান্দিয়া উঠিত॥ পুনঃ আমি কোলে নিলে সুস্থির হইত। আমার সাক্ষাতে কারু কোলে না থাকিত॥ দৈবে যদি কোন দিন কোন কার্য্যান্তরে। কৃষ্ণ ছাড়ি যাইতাম ক্ষণেক অন্তরে॥ আমা না দেখিলে কৃষ্ণ হইত অস্থির। কান্দিত অবনীপরে লোটায়ে শরীর॥ রোদনের শব্দে আমি ত্বরিতে আসিয়া। শান্ত করিতাম নিয়া মুখে স্তন দিয়া॥ ক্ষণকাল না থাকিত না দেখে আমায়। সেই কৃষ্ণ আমা ছাড়ি রহিল কোথায়॥ হা কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ বলিয়া অমনি। মুর্চ্ছিতা হইয়া পড়ে নন্দের ঘরণী॥ বহুক্ষণ পরে রাণী পাইয়া সম্বিত। পুনশ্চ উঠিয়া বলে মুনির বিদিত॥ শুন শুন মুনিবর বলি আরবার। এক দিন কৃষ্ণ কোলে আছয়ে

আমার ।। অকস্মাৎ মহাভারি হৈল নীলমণি। সহিতে না পারি ভার রাখিনু অবনী ।। হেনকালে তৃণাবর্ত্ত অসুর দুর্ব্বার। মহাঝড় রূপে আসি কৈল মহামার ।। মম চক্ষে ধুলা দিয়া গোপালে হরিল। মহাবেগে মহাসুর গগণে উঠিল ।। দৈববলে মৈল সেই পাপী দুরা- চার। রক্ষা করিলেন দেব গোপালে আমার ।। এই রূপে বার বার আপদ যতেক। তোমার নিকটে মুনি কহিব কতেক ।। অঘ বক আদি করি কংস অনুচর। বার বার আসি হিংসে কৃষ্ণের উপর ।। সে সব আপদে উদ্ধারিলা ভগবান। কহিতে আপদ কথা দুঃখে ফাটে প্রাণ ।। দাবানল বিষজল অনেক প্রকার। অনেক আপদ মুনি হৈল বার বার ।। মহাকোপে এক দিন সহস্রলোচন। ব্রজভূমি বিনাশিতে করিলেন মন ।। তাহার কারণ বলি শুন তপোধন। বর্ষে বর্ষে হৈত হেথা ইন্দ্রের পূজন ।। তাহা না করিলা গোপ কৃষ্ণের বচনে। ছাড়িয়া ইন্দ্রের পূজা পুজে গোবর্দ্ধনে ।। সেই হেতু সুরপতি হয়ে কোপ মন। আইলেন ব্রজপুরী করিতে নাশন ।। চারি মেঘ আর উনপঞ্চাশ পবনে। আদেশ করিলা ইন্দ্র ব্রজ বিনাশনে ।। ঝঞ্ঝাবাত বজ্রাঘাত ঘন বরিষণ। দেখিয়া হইল ভীত যত গোপ- গণ ।। ভয়ে আসি গোপালের লইল শরণ। সবে বলে রক্ষা কর শ্রীকৃষ্ণ এখন ।। তোমার বচনে না পূজিয়া দেবরায়। গোবর্দ্ধনে পূজা করি ঘটিল এ দায় ।। এক্ষণে আসিয়া ইন্দ্র করে বিনাশন। রক্ষা কর কৃষ্ণচন্দ্র মরে গোপগণ ।। শুনিয়া গোপের কথা গোপাল আমার। সে ভয় হইতে সবে করিল নিস্তার ।। পঞ্চবর্ষ বয়ঃক্রম শ্রীকৃষ্ণ তখন। ধাইয়া ধরিল গিয়া গিরি গোবর্দ্ধন ।। এক টানে উপাড়িল গিরি মহাভার। বামহস্তে ধরিলেক করি ছত্রাকার ।। অনায়াসে গিরি ধরি রহিল গোপাল। তার নিম্নে রহে গোপ গোপিনী গোপাল ।। স্বচ্ছন্দে রহিল সবে আনন্দিত মনে। দারুণ দুর্য্যোগ দুঃখ না জানিল জনে ।। সপ্ত দিন ইন্দ্র করে ঘোর বরিষণ। সাত দিন কৃষ্ণ রহে ধরি গোবর্দ্ধন ।। তবে ইন্দ্র মনে বড় পেয়ে অপ-

যান। কিছু না করিতে পারি নিজালয়ে যান॥ বাত বৃষ্টি বজ্রপাত ক্রমে নিবারিল। তবে কৃষ্ণ গিরিবরে স্বস্থানে রাখিল॥ এই রূপে রক্ষা কৈল এই বৃন্দাবন। এক্ষণে ছাড়িল নিজে সেই কৃষ্ণধন॥ কৃষ্ণ গুণ স্মরি রাণী কান্দে অনিবার। ধরিয়া মুনির পদ বলে আর বার॥ শুন মুনি মহাশয় কহি তব পায়। মম দোষে কৃষ্ণ বুঝি ছাড়িল আমায়॥ চুরি করি নবনীত খাইত গোপাল। বৎস ছাড়ি পেয়াইয়া দিত ধেনুপাল॥ সকলের ঘরে ক্ষতি করিত অপার। আমারে আসিয়া সবে কহে বার বার॥ সবে বলে রাণী তোর কৃষ্ণের কুকাণ্ড। চুরি করি ননী খায় আর ভাঙ্গে ভাণ্ড॥ দধি দুগ্ধ ঘৃত ছানা যত কিছু পায়। আপন উদর পূরি যত পারে খায়॥ অবশিষ্ট থাকে যাহা ফেলে ছড়াইয়া। মার্জ্জারে বানরে ডাকি দেয় খাওয়াইয়া॥ এই রূপে ক্ষতি করে প্রতি দিন গিয়া। আমরা রহিব বল কতেক সহিয়া॥ আপন সন্তান তুমি করগো শাসন। হেন মতে আমারে বলয়ে জনে জন॥ শুনিয়া গোপালে আমি করিনু বারণ। অপরের ক্ষতি কৃষ্ণ না কর এমন॥ আমার সাক্ষাতে বলে না যাইব আর। কিন্তু তার পরে তথা যায় পুনর্ব্বার॥ পুনঃ পুনঃ লোকের করয়ে অপচয়। আসিয়া সকল লোক আমারে নিন্দয়॥ প্রতি দিন শুনি মনে উপজিল ক্রোধ। ক্রোধেতে পূরিয়া অঙ্গ হত হৈল বোধ॥ ভাবিলাম কৃষ্ণে আজি বান্ধিয়া রাখিব। কাহার বাটীতে আর যাইতে না দিব॥ এত জানি গৃহে হতে রজ্জু নিয়া করে। বান্ধিয়াছিলাম আনি বাছার দুকরে॥ সেই দিন বাছা কত কেন্দে-ছিল তায়। স্মরিল সে ভাব হৃদি বিদরিয়া যায়॥ সেই খেদে কৃষ্ণ এবে ছেড়েছে আমায়। এত বলি কান্দি রাণী পড়িল ধরায়॥ কান্দিতে কান্দিতে পুনঃ মোহিত হইল। দেখিয়া ঋষির মনে দুঃখ উপজিল॥ কমণ্ডলু জল মুখে করিয়া অর্পণ। যশোদারে মুনিবর করেন চেতন॥ বুঝাইয়া কন মুনি বহু নীতি সার। মায়েতে সন্তানে যাহে আছে ব্যবহার॥ শসন করয়ে নিজ শিশু সর্ব্ব জন। কখন

যা যারে কভু কররে বন্ধন॥ তাঁহে কভু অপরাধ নাহি হয় যার। স্থির হও কৃষ্ণমাতা না কান্দিহ আর॥ আমি তব গোপালেরে দিব মিলাইয়া। কহিলাম তব কাছে ত্রিসত্য করিয়া॥ এত যদি কহিলেন মুনি মহাশয়। রাণীর মনেতে তবে হইল প্রত্যয়॥ মুনি বাক্য মিথ্যা নহে বেদের বচন। এত ভাবি নন্দরাণী দৃঢ় কৈল মন॥ অবশ্য পাইব কৃষ্ণে মুনির কৃপায়। জানিয়া নিশ্চিত বাক্য ধরে মুনি পায়॥ বলে তবে শীঘ্র দেব করহ গমন। কৃষ্ণ দিয়া রক্ষা কর আমার জীবন॥ শুনিয়া রাণীর বাণী নারদ তখন। কহিলেন পুনঃ বহু আশ্বাস বচন॥ বহু বাক্যে যশোদারে সান্ত্বনা করিয়া। নন্দেরে প্রবোধ বাক্য বহু বুঝাইয়া॥ তার পরে বাহির হইয়া মহামতি। শ্রীদামের কাছে যান অতি দ্রুতগতি॥ শ্রীদামাদি করি যত কৃষ্ণ সখাগণে। প্রত্যেকে বুঝান মুনি প্রবোধ বচনে॥ শ্রীকৃষ্ণের আশা-বারি করিয়া প্রদান। ব্রজবাসীদের দুঃখ অনেক ঘুচান॥ মিলনের তরু স্থাপি সবাকার মনে। শিশু কহে যান মুনি দ্বারিকাভবনে॥

অথ নারদমুনির দ্বারকা প্রবেশ।

ত্রিপদী। বৃন্দাবন বাসীগণে, আশা দিয়া জনে জনে, যান মুনি ত্বরিত গমনে। যথা হরি মনোরঙ্গে, বহু পরিবার সঙ্গে, বিরাজেন আনন্দিত মনে॥ ক্ষণমাত্রে মহামতি, উত্তরিয়া দ্বারাবতী, দেখেন সে পুরের শোভন। জিনিয়া অমর পুর, দেবরাজে দর্পচুর, বিশ্বকর্ম্মা-নির্ম্মিত ভবন। নগর চত্বর ঘর, শোভা অতি মনোহর, সরোবর মধ্যে কত তার। কত কব শোভা তার, সকল শোভার সার, রত্নময় পুরী চমৎকার॥ পাইয়া সে পুরী রত্নে, রত্নাকর মহাযত্নে, চতুর্দ্দিকে আছয়ে বেষ্টন। দ্বারে বসি দ্বারীদল, যম সম সুপ্রবল, সাধ্য কিবা যায় শত্রুগণ॥ প্রবেশিতে সাধুজন, নাহি তথা নিবারণ, দেখি মুনি আনন্দিত অতি। বিনাইয়া বীণা তান, হরি হরি গুণ গান, যান পুরী মধ্যে শীঘ্রগতি॥ প্রবেশিয়া মতিমান, দেখেন সুরূপবান, অগণন

কৃষ্ণের নন্দন। কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ বা বাজায় তায়, আনন্দেতে আছে সর্ব্বজন॥ খেলিছে বালক সব, হেনকালে বীণারব, শুনি তারা একদৃষ্টে চায়। দেখিয়া মুনির দাড়ি, ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি, কোন শিশু পলাইয়া যায়॥ কিছু বয়োধিক যারা, নিকটে আসিয়া তারা, হাসে সবে মুনিরে দেখিয়া। কেহ মুষ্টি ধুলা নিয়া, গায়ে দিয়া ছড়াইয়া, দূরে যায় হাসিয়া হাসিয়া॥ দাড়ি ধরি দিয়া টান, অন্তরে করে পয়ান, মুনি যান বীণা উছাইয়া। দুরন্ত বালকচয়, তাহে নাহি করে ভয়, নাচে সবে করতালি দিয়া॥ ক্রোধ হীন ঋষিরাজ, হেরিয়া শিশুর কায, আনন্দেতে সহাস্যবদন। বিশেষ জানিয়া মনে, সহ কৃষ্ণ শিশুগণে, ক্ষণকাল করেন ক্রীড়ন॥ ক'রি আঁখি ঘোরতর, বালকে দেখান ডর, কিছু দূর যান তাড়াইয়া। সে ভয়েতে ভয় পায়, দূরে পলাইয়া যায়, পুনঃ পিছে আসে পালটিয়া॥ পুনঃ পুনঃ করে খেলা, কেহ মারে ধুলা ডেলা, কেহ টানে ধরি বহির্ব্বাস। বীণা ধরি টান দিয়া, যায় কেহ পলাইয়া, দেখিয়া মুনির বাড়ে হাস॥ এই রূপে শিশু সঙ্গে, ক্ষণকাল খেলি রঙ্গে, ক্রমে ক্রমে করেন গমন। বসুদেব বসি যথা, প্রথমেতে গিয়া তথা, ঋষিরাজ দেন দরশন॥ দেখি বসু মুনিবরে, উঠি অতি শীঘ্রতরে, প্রণাম করিয়া ততক্ষণ। পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তায়, পূজিয়া মুনির পায়, বসিবারে দেন সিংহাসন॥ হয়ে পদে অবনত, স্তবন করেন যত, কত কব তাহার বর্ণন। স্তবে তুষ্ট হয়ে তায়, বসিলেন ঋষিরায়, সিংহাসনোপরে সেইক্ষণ॥ বসি সিংহাসনোপরে, বসুরে সুধান পরে, সংসারীয় শুভ সমাচার। বসু কন মহাশয়, সকুশল সমুদয়, অকুশল নাহিক আমার॥ কৃষ্ণ হতে মহাশয়, ঘুচেছে কংসের ভয়, এক্ষণেতে নাহি কোন দায়। হয়েছে বিপদ বাদ, কৃষ্ণে কর আশীর্ব্বাদ, এই ভিক্ষা চাহি তব পায়॥ এত বলি মুনিবরে, আজ্ঞা দেন অনুচরে, শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকিতে সত্বর। শুনি কন মুনিরায়, ডাকিতে হবে না তায়, আমি যাব পুরীর ভিতর॥ তোমারে কহি যে মর্ম্ম, কৃষ্ণের

প্রত্যেক কর্ম্ম, ক্রমে আমি সব নিরখিব। ভ্রমি সব ঘরে ঘরে, সবে আশীর্ব্বাদ করে, পুনঃ তব নিকটে আসিব॥ এত বলি মুনিবর, উঠিলেন শীঘ্রতর, কৃষ্ণ কাছে করেন গমন। শিশুরাম দাসে ভণে, কৃষ্ণ জানিলেন মনে, নারদের হৈল আগমন॥

অথ নারদের কৃষ্ণের নিকটে গমন।

পয়ার। নারদের আগমন হৈল যে কারণে। জানিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আপনার মনে॥ মায়ার আধার হরি অনন্ত মহিমা। কখন নির্গুণ কভু গুণে নাহি সীমা॥ নারদেরে দ্বারিকার মায়া দেখাইতে। বসিলেন একাসনে রুক্মিণী সহিতে॥ সখীগণ অগণন বসিল তথায়। পার্শ্বভাগে চারি সখী চামর ঢুলায়॥ তাম্বুল যোগায় আনি কোন কোন জন। কেহবা কৌতুকে কহে সুমিষ্ট বচন॥ সবে কৃষ্ণ পরায়ণা মনোহর বেশ। সকলের সহ কৃষ্ণ কৌতুকে আবেশ॥ হেনকালে ঋষিরাজ তথা উপনীত। দেখিয়া উঠিলা কৃষ্ণ রমণী সহিত॥ মানবী লীলায় মগ্ন প্রভু নারায়ণ। মুনিরে দেখিয়া বহু করেন বন্দন॥ পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া পূজা করিয়া যতনে। বসান মুনিরে লয়ে দিব্য সিংহাসনে॥ স্বহস্তে করেন কৃষ্ণ চামর ব্যজন। সুমধুর বাক্যে বহু করেন স্তবন॥ রুক্মিণী প্রভৃতি যত কৃষ্ণের কামিনী। সকলে সুন্দরী সতী সদৃশী দামিনী॥ ষোড়শসহস্র শত অষ্টম রমণী। আসিয়া মুনির পদে প্রণমে অমনি॥ দেখিয়া সবারে মুনি চমকিত মন। একচিত্ত হয়ে রূপ করেন দর্শন॥ তবেত রুক্মিণী আর দেবী সত্যবতী। খাদ্য দ্রব্য আয়োজনে যান শীঘ্রগতি॥ বহুবিধ আহারীয় করি আহরণ। নারদেরে নানা রসে করান ভোজন॥ ভোজনান্তে মুখ শুদ্ধি করি মুনিবর। বসিলেন সেই স্থানে সহৃষ্ট অন্তর॥ কৃষ্ণ সহ কন মুনি কথোপকথন। রমণীগণের রূপ করেন দর্শন॥ হেনকালে কৃষ্ণ পুত্র অসংখ্য বালক। রূপেতে শরৎশশী ভুবন আলক॥ গৃহমাঝে আসি তারা চারিদিগে চায়। জননী ছাড়িয়া জনকের কাছে

যায়॥ একক্রেতে ধায় শিশু অসংখ্য গনন। উঠিতে কৃষ্ণের কোলে সবাকার মন॥ কেহবা বসন ধরে কেহ ধরে হাত। কেহবা চরণে পড়ি করে প্রণিপাত॥ ব্যাকুল হইয়া কৃষ্ণে ধরে চারি ধারে। সবে বলে পিতা কোলে করহ আমারে॥ তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র বাহু পসারিয়া। লইলেন এক শিশু কোলেতে তুলিয়া॥ এক জনে নিতে দেখি রোষে আর জন। ধুলাতে লোটায়ে পড়ে করিয়া রোদন॥ নামায়ে কোলের শিশু লন যদি তায়। সে জন পড়িয়া পুনঃ লোটায় ধুলায়॥ একেবারে সব শিশু কোলে যেতে চায়। শিশু সান্ত্বাইতে কৃষ্ণ ঠেকিলেন দায॥ কেহ গিয়া গ্রীবাদেশ জড়াইয়া ধরে। কেহ গিয়া লম্ফ দিয়া উঠে পৃষ্ঠোপরে॥ কেহ গিয়া ধরে হাত কেহ ধরে পায়। কেহ বা ঠেলিয়া দুরে ফেলে দেয় তায়॥ এইরূপে শিশুগণ করে আস্ফালন। কেহ পড়ি ধরাতলে করয়ে রোদন॥ বালকের ভাবে ব্যস্ত হয়ে নারায়ণ। ক্রমে ক্রমে সকলেরে করেন সান্ত্বন॥ কারু করে ধরি কৃষ্ণ শীঘ্র কোলে নিয়া। সন্তোষ করেন তারে মুখে চুম্ব দিয়া॥ তবে তারে কোলে হতে নামায়ে তখন। কোলেতে তুলিয়া শীঘ্র লন অন্য জন॥ অঙ্গ ধুলা ঝাড়ি তারে অনেক তুষিয়া। শান্ত করি সেই শিশু দেন নামাইয়া। পুনর্ব্বার ধেয়ে গিয়া নিয়া অন্য জনে। সান্ত্বনা করেন তারে সুমিষ্ট বচনে॥ শিশুগণে নিগা কৃষ্ণ ব্যস্ত অতিশয়। দেখিয়া মুনির মনে হইল বিস্ময়॥ মুনি বলে কত বার এসেছি এখানে। হেন ভাব কখন না দেখি ভগবানে॥ যে দেখি দারুণ মায়া পরিবার নিয়া। না যাবেন নারায়ণ দ্বারিকা ছাড়িয়া॥ বহু দিন বাধা ছাড়া ছাড়া বৃন্দাবন। এবে আর মায়া তাঁর না হবে এমন॥ লোকে বলে নবভাব হইলে ঘটন। পুরাতন ভাবে ভাব না থাকে পূরণ॥ বন্ধনের কোল পুনঃ পড়িলে বন্ধন। সহজে শিথিল হয় পূর্ব্বের বন্ধন॥ নিকট নিবাসী জনে যত্ন থাকে যত। দূরেতে থাকিলে যত্ন নাহি থাকে তত॥ নিকটের জনে স্নেহ নিকটেতে রয়। দূরেতে থাকিলে স্নেহ কিছু দূর হয়।

নিজ জন থাকে যদি নয়ন অন্তরে। অন্তরে অন্তর থাকে বলে মতান্তরে॥ এই হেতু মনে বড় হইতেছে ভয়। কি জানি কার্য্যের সিদ্ধি হয় কি না হয়॥ বিধি আজ্ঞা নিয়া আগে গিয়া বৃন্দাবনে। আশা দিয়া আসিয়াছি প্রতি জনে জনে॥ এবে যদি কৃষ্ণ লয়ে না করি গমন। ব্রজবাসীগণে তবে ত্যজিবে জীবন॥ বিশেষে রাধার হবে ক্রোধের উদয়। বিধাতার সৃষ্টি হবে অকালে প্রলয়॥ এই রূপে ক্ষণকাল ভাবি মনে মনে। পুনঃ বলে চিন্তা আমি করি কি কারণে॥ আগেতে কৃষ্ণেরে ডাকি নিভৃতে লইয়া। শুনাই ব্রজের কথা বিশেষ করিয়া॥ তাহে দেখি কৃষ্ণচন্দ্র কি দেন উত্তর। ভাব বুঝি উপায় চিন্তিব তার পর॥ এতেক ভাবিয়া মুনি রহেন বসিয়া। এ দিগেতে নারায়ণ শিশু সান্ত্বাইয়া॥ মুনির নিকটে শীঘ্র আসি আরবার। বিধাতার সমাচার সুধান বিস্তার॥ ঋষি কন কুশলে আছেন সৃষ্টিপতি। সম্প্রতি ভাবিয়া ভাবি চিন্তাযুক্ত অতি॥ সেকারণে তব কাছে পাঠান আমায়। গোপনে কহিব প্রভু সে কথা তোমায়॥ এত বলি কৃষ্ণে লয়ে বিজ্ঞ তপোধন। নিভৃত মন্দিরে শীঘ্র করেন গমন॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের দ্বারিকা বাসিনীগণের চিন্তা।

পয়ার। কৃষ্ণে লয়ে যান ঋষি নিভৃত মন্দিরে। তাহা দেখি সত্যভামা কন রুক্মিণীরে॥ শুন দিদি তব কাছে করি নিবেদন। নারদে দেখিয়া মম কাঁপিছে জীবন॥ কুমন্ত্রীর শিরোমণি দ্বন্দের গোঁসাই। উহার অসাধ্য কিছু ত্রিভুবনে নাই॥ কুঘটনা ঘটাইতে সদা ওর মন। কুপাকে ফেলিতে লোকে বুদ্ধি বিচক্ষণ॥ বাকড়ার মন্ত্র পড়ি ভ্রমে ঘরে ঘরে। হয় হস্তি রথ ছাড়ি চড়ে ঢেঁকিপরে॥ সুভাবে আছয়ে লোক দেখয়ে যথায়। কুমন্ত্রণা দিয়া দ্বন্দ বাধায় তথায়॥ আপনি থাকিয়া অন্তে করে দরশন। দোকাটি বাজায়ে হাসে আনন্দে মগন॥ চিরকাল এইরূপে ভ্রমে ঠাঁই ঠাঁই শরীরে

নাহিক যোগ্যতা মত্রে বলাই ॥ সৃষ্টির প্রথমে জন্ম মরীচির ভাই। কত পরমায়ু ওর পরিসীমা নাই ॥ ভয়েতে উহার নাম লোকে নাহি লয়। নাম নিলে দ্বন্দ্ব তথা ঘটয়ে নিশ্চয় ॥ নামে যার দ্বন্দ্ব ঘটে সে আইল ঘরে। না জানি আছয়ে কিবা উহার অন্তরে ॥ দেখ দেখি পূর্ব্ব কথা করিয়া স্মরণ। আমারে লইয়া কত করিল লাঞ্ছন ॥ ছল করি নানা কথা কহিয়া আমায়। ব্রত করাইয়া শেষে কৃষ্ণে লয়ে যায় ॥ তাহে দিদি তুমিত রাখিলে বুদ্ধি বলে। নতুবা-তো কৃষ্ণে লয়ে গিয়াছিল ছলে ॥ সেই ঢেঁকি চড়া বুড়া আইল আবার। কি জানি কি কুঘটনা ঘটায় এবার ॥ সত্যভামা কথা শুনি কহেন রুক্মিণী। সত্য কথা তুমি যাহা বলিলে ভগিনী ॥ আমারো তো ভয় হয় দেখিলে উহারে। অনায়াসে অঘটনা ঘটাইতে পারে ॥ চিরকাল জানি ওরে নহে ভাল রীত। প্রিয় হয়ে প্রবেশিয়া করে বিপরীত ॥ দেখিতে পরের কভু নারে ভাল ভাব। কেবল ঘটায় দ্বন্দ্ব খলের স্বভাব ॥ প্রাণপণে খল জনে করিলে তোষণ। স্বভাব না হয় ক্ষয় শাস্ত্রের বচন ॥ তার সাক্ষী নারদেরে ভক্তি করি কত। তথাপিও মন্দ হেতু ভ্রমে অবিরত ॥ সংসারির সুখ কভু দেখিতে না পারে। উদাসীন হলে পরে ভালবাসে তারে ॥ আমি তো নারদে ভয় করি চিরকাল। কি জানি কখন কিবা ঘটায় জঞ্জাল ॥ দ্বন্দ্বপ্রিয় ঋষি ওরে বলে দেবগণে। দেখিলে উহারে ভয় করে সর্ব্ব-জনে ॥ কথায় সরল বড় মনে তাহা নয়। সেই হেতু দেখিলে সতত ভয় হয় ॥ বিশেষে এবার আরো ভয় হৈল মনে। কৃষ্ণে লয়ে গেল কেন নিভৃত ভবনে ॥ না জানি কি কথা কৃষ্ণে গোপনেতে কবে। অনুমানি আমাদের পক্ষে মন্দ হবে ॥ দক্ষ আঁখি নাচে সখি দক্ষাঙ্গ স্পন্দন। ক্ষণে ক্ষণে হইতেছে হৃদয় কম্পন ॥ কহিতে বচন জিহ্বা কাটি আপনার। বসিয়া আসন টলে একি চমৎকার ॥ অকস্মাৎ অমঙ্গল দেখি সমুদায়। বুঝিবা হারাই কৃষ্ণ মনে হেন প্রায় ॥ আর

এক ভাবনা হতেছে মনে মনে। গিয়াছিল আজি মুনি বুঝি বৃন্দাবনে॥ তথায় আছেন রাধা প্রধানা সবার। আবদ্ধ আছেন কৃষ্ণ প্রেমেতে তাঁহার॥ রাধার সমান প্রিয়া নাহি শ্রীহরির। রাধা নাকি শ্রীকৃষ্ণের অর্দ্ধেক শরীর॥ রাধা নাম সাধা কৃষ্ণ রাধা ভাবে ভোর। পরেছেন গলে কৃষ্ণ রাধা প্রেমডোর॥ রাধা নাম সঙ্গে নাম গাঁথা আপনার। রাধাকৃষ্ণ বলি খ্যাত জগতসংসার॥ রুক্মিণী বা সত্যভামা কৃষ্ণ কেবা কয়। রাধার সমান ভাব কারু সঙ্গে নয়॥ তবে যে দুদিন ছাড়া সঙ্গে রাধিকার। শুনিয়াছি অভিশাপ আছে নাকি তাঁর॥ শাপ হেতু কিছু দিন দেহের বিচ্ছেদ। নতুবা উভয় ভাব একাত্ম অভেদ॥ শাপান্ত হইবে সেই রাধার যে দিন। এখানেতে কৃষ্ণে রাখা হবে সুকঠিন॥ কি জানি দ্বন্দিকে ঋষি আইল কি মনে। কৃষ্ণে পাছে লয়ে যায় সেই বৃন্দবনে॥ যদ্যপি রাধার কথা কৃষ্ণে কিছু কয়। হইবে রাধার ভাব কৃষ্ণের উদয়॥ শাপান্ত হইয়া থাকে যদ্যপি রাধার। কৃষ্ণেরে রাখিতে এথা সাধ্য নাহি কাহি কার॥ রাধা রূপ শ্রীকৃষ্ণের পড়ে যদি মনে। আমাদেরে না চাবেন ফিরিয়া নয়নে॥ সেই ভয়ে কম্পিত যে হইতেছে মন। না জানি অদৃষ্ট যোগে আছে কি লিখন॥ এত যদি কহিলেন কামের জননী। সত্যভামা মূর্চ্ছা হয়ে পড়িলা অমনি। ক্ষণেক বিলম্বে সতী পাইয়া চেতন। রুক্মিণীরে কন পুনঃ করিয়া ক্রন্দন॥ কহ দিদি আমাদের কি হবে উপায়। বৃন্দাবনে নারায়ণে যদি লয়ে যায়॥ ইহার উপায় তুমি ভাবহ এখন। যাহাতে করিতে পার শ্রীকৃষ্ণে রক্ষণ॥ তুমিত প্রধানা বট এখানে সবার। তোমার বুদ্ধিতে সবে তরি বার বার॥ ব্রত কালে নাম লিখে তুলসীর দলে। শ্রীকৃষ্ণে রাখিলে তুমি নিজ বুদ্ধি বলে॥ সেই রূপ কোন রূপ করি সুমন্ত্রণ। রাখিতে কৃষ্ণেরে এবে করহ যতন॥ এইরূপে সত্যভামা কাতরা হইয়া। রুক্মিণী নিকটে কন বিনয় করিয়া॥ তবেত রুক্মিণী দেবী ভাবেন বিস্তর। অনেক ভাবিয়া দেবী কন তার পর॥ এক মাত্র সুউপায় আছয়ে ইহার।

অতুবা মন্ত্রণা কিছু নাহি দেখি আর ।। শুনা আছে সত্যবতী শাস্ত্রের বচন। যে জন ভজনা করে হরি তার হন ।। ভক্তিতে ভজনা কৃষ্ণে করে যেই জন। তার কাছে কৃষ্ণ রন সদা সর্ব্বক্ষণ ।। নশ্বর স্বয়ম্ভু লক্ষ্মী রাধা সরস্বতী। যে জন ভক্তিতে ভজে হরি তার পতি ।। একান্ত ভাবেতে ভাবে কৃষ্ণে যেই জন। না করেন ত্যজ্য তারে কভু নারায়ণ ।। আমরাত কৃষ্ণপ্রাণা বটি সর্ব্বজন। কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ মন কৃষ্ণ সে জীবন ।। কৃষ্ণ বিনা অন্য জনে কভু নাহি জানি। কি কারণে ত্যজিবেন দেব চক্রপাণি ।। অতএব আমাদের না ঘটিকে ভয়। আমাদের কৃষ্ণ নিধি কার সাধ্য লয় ।। শ্রীহরি চরণে সঁপি নিজ২ মন। নির্ভয়েতে সুখে বসি থাক সর্ব্বজন ।। এইত মন্ত্রণা ইতে কহিলাম সার। ইহা বিনা সুউপায় নাহিকিছু আর ।। এত যদি কহিলেন ভীষ্মকের সুতা। শুনি সত্যভামা দেবী হন হর্ষযুতা ।। আর যত ছিল তথা কৃষ্ণের রমণী। সকলেতে দৃঢ় ব্রতা হইল অমনি ।। দৃঢ় ভক্তি করি সঁপি শ্রীকৃষ্ণেতে মন। নিজ নিজ কার্য্যে সবে করয়ে গমন ।। ভবেত রুক্মিণী আর দেবী সত্যবতী। ভক্তি-ভাবে সমর্পিয়া শ্রীকৃষ্ণেতে মতি ।। এক মনে ভাবে দোঁহে শ্রীকৃষ্ণ চরণ। শিশু কহে নারদের শুন বিবরণ ।।

অথ নারদ মুনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বৃন্দাবনের বৃত্তান্ত কহেন।

পয়ার। নারদ কৃষ্ণের কাছে নিভৃতে বসিয়া। বৃন্দাবন বিবরণ কন বিশেষিয়া ।। শুন শুন নারায়ণ করি নিবেদন। বিধির বচনে আমি গিয়া বৃন্দাবন ।। বৃন্দাবন বাসীদের যে দেখেছি দশা। কহিব সে সব কথা তোমারে সহসা ।। প্রথমে বিধির কথা শুন নারায়ণ। আমারে পাঠায়ে বিধি দেন যে কারণ ।। গোলোক ছাড়িয়া তুমি লয়ে পরিবার। বৃন্দাবনে রাধা সহ হয়ে অবতার ।। বহু দিন ব্রজধামে আনন্দে বিহরি। তার পরে শ্রীরাধারে পরিহার করি ।।

বিস্মৃতি হইয়া আছ হইয়া কঠিন। কাতরে কান্দেন রাধা ব্রজে নিশি দিন॥ কি জানি রাধার মনে হয় তমোদয়। অকালে বিধির সৃষ্টি হইবে বিলয়॥ ভয় পেয়ে পদ্মাসন পাঠান আমায়। রাধা সহ সুমিলন করিতে তোমায়॥ আগেতে বিধাতা কন রাধা আশ্বাসিতে। তার পরে তব কাছে কহেন আসিতে॥ সেই হেতু আগেতে যাইয়া বৃন্দাবন। দেখিয়া এসেছি যাহা শুন নারায়ণ॥ প্রথমেতে প্রবেশিতে নগর গোকুল। দেখিলাম পশু পক্ষী সকলে ব্যাকুল॥ শাখীপরে বসি পাখী কান্দে নিরন্তর। কোকিলের মুখে নাহি সুমধুর স্বর॥ সারি সারি শারী শুক কান্দে শোক মনে। শিখীকুল সমাকুল তোমার বিহনে॥ গোগণ আছয়ে গোষ্ঠে তৃণ নাহি খায়। মথুরার অভিমুখে এক দৃষ্টে চায়॥ গোরক্ষক গোপ যত আছে সেই স্থলে। তব শোকে কান্দিতেছে তাহারা সকলে॥ দেখিয়া এ সব ভাব যাই তার পরে। ক্রমেতে প্রবেশ করি নগর ভিতরে॥ দেখিলাম তোমার সে সুখ বৃন্দাবন। তোমা বিনা হইয়াছে কণ্টকের বন॥ সরোবরে শতশত আছে শতদল। মধুলোভী মধুকর আছেয়ে সকল॥ কিন্তু তারা না ঝঙ্কারে নাহি খায় মধু। বিরহে বিবর্ণ যত মধুকর বধূ॥ এরূপ বিরূপ ভাব করি দরশন। তদন্তরে যাই আমি রাধার ভবন॥ তথা যাহা দেখিলাম শুন ভগবান। দুঃখের সমুদ্র তথা বহে বেগবান॥ তাহাতে ভাসিছে রাই প্রফুল্ল কমল। পদ্ম পত্র সম ভাসে সখীরা সকল॥ নিশ্বাস ঝড়েতে বাড়ে তুফান অপার। কভু ডোবে কভু ভাসে রাধিকা তোমার॥ তোমার বিরহ রূপ বাড়বাগ্নি তায়। দগ্ধ করে শ্রীরাধার কমনীয় কায়॥ না মরে তাহাতে রাই শুন সে কারণ। কৃষ্ণ নামামৃত মুখে করে বরিষণ॥ কেবল তোমার আশা আলম্বন করি। যোগে যাগে বেঁচে আছে তব নাম স্মরি॥ নতুবা সে দুঃখে দেহ হইত বিনাশ। কহিনু যথার্থ কথা তোমারে শ্রীবাস॥ রিস্তারিয়া কহিলাম তোমার বিদিত। বুঝিয়া করহ কর্ম্ম যে হয় উচিত

শুনিয়া রাধার দুঃখ রাজীবলোচন। মৌন হয়ে রহিলেন না সরে বচন॥ প্রিয়সীর দুঃখ বারি অন্তরে পশিল। অন্তরে আকুল হয়ে অন্তর ভাসিল॥ কিন্তু হরি প্রকাশিয়া কিছু নাহি কন। মনেতে ভাবিয়া ভাবী মৌনভাবে রন॥ মৌন দেখি মুনি কৃষ্ণে কন আরবার। তদন্তর নারায়ণ শুন সমাচার॥ রাধারে দেখিয়া যাই নন্দের ভবন। যাইতে যাইতে দেখি তব সখাগণ॥ পথ মাঝে পড়ি তারা করিছে রোদন। শ্রীদাম সুদাম আদি হইয়া বিমন॥ সুধা সম ফল লয়ে নিজ নিজ করে। আয়রে কানাই বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥ তোমা না দেখিয়া ফল কেহ নাহি খায়। কান্দিয়া ধূলায় পড়ি গড়াগুড়ি যায়॥ দেখি বালকের ভাব কমললোচন। আমার চক্ষেতে বারি বহিল তখন॥ তার পরে নন্দপুরে করিয়া প্রবেশ। দেখিলাম শ্রীনন্দের যে হয়েছে বেশ॥ তোমার শোকেতে নন্দ কান্দিতে২। দৃষ্টি শক্তি নাই আর না পান দেখিতে॥ মলিন বসন পরা জরা কলেবর। কৃষ্ণ বলি কান্দিছেন করি উচ্চৈঃস্বর॥ দিবা নিশি কান্দে নন্দ ক্ষান্ত নাহি তায়। উপনন্দ আদি তাঁরে অনেক বুঝায়॥ প্রবোধ না মানে তাহে বাড়ে আরো শোক। দেখিয়া নন্দের দুঃখ কান্দে যত লোক॥ তোমার জননী যিনি নন্দের ঘরণী। তব শোকে কান্দিছেন পড়িয়া ধরণী॥ ধরিয়া তুলিতে তাঁরে নারে কোন জন। অহর্নিশি ভূমে পড়ি করেন রোদন॥ কোথারে গোপাল বলি ডাকে বার বার। বলে বাছা আয় কোলে করি একবার॥ যে রূপ কাতরে রাণী করয়ে রোদন। কহিতে না পারি কৃষ্ণ করিয়া বর্ণন॥ যশোদার দুঃখ যত বর্ণন সে ভার স্মরিতে হইলে হৃদি বিদরে আমার॥ যে রূপ হয়েছে তব মাতা যশোমতী। বিবেচনা করি দেখ ইহাতে শ্রীপতি॥ এত যদি কহিলেন ঋষি তপোধন। শুনিয়া ব্যাকুল হৈল শ্রীকৃষ্ণের মন॥ যশোদার দুঃখ শুনি শ্রীমধুসূদন। রাখিতে নারেন জল নয়নে আপন॥ মনে মনে মহা ব্যস্ত হইলেন হরি। ঋষিরে না কন কিছু প্রকাশিত

করি ॥ ঋষিরাজ যত বার দুঃখ কথা কন। প্রতিবাক্য নাহি দেন করেন শ্রবণ ॥ বুঝিতে নারেন ঋষি ভাবের প্রভেদ। কি ভাব কৃষ্ণের কবে নাই জানে বেদ ॥ তবে ঋষি ব্যস্থ চিত্ত হইলা তখন। শ্রীকৃষ্ণ সমীপে পুনঃ কহেন বচন ॥ শুন শুন ব্রজনাথ বলি বিশেষিয়া। বৃন্দাবন বাসী সবে একত্রে মিলিয়া ॥ যমুনা জীবনে তারা ত্যজিতে শরীর। করেছিল সকলেতে সুমন্ত্রণা স্থির ॥ আমি গিয়া আশা দিয়া প্রতি জনে জনে। নিবারণ করি সবে মরণ কারণে ॥ কহিয়াছি দুঃখ কথা কৃষ্ণে সুধাইয়া। তোমাদের কৃষ্ণ নিধি দিব মিলাইয়া ॥ ধৈর্য্য হয়ে থাক সবে না কর রোদন। অবশ্য পাইবে কৃষ্ণ তোমাদের ধন ॥ এইরূপে সকলেরে আশা করি দান। আসিয়াছি তোমারে কহিতে ভগবান ॥ শুনিয়া আমার মুখে আশ্বাস বচন। আশ্বাসে বিশ্বাস করি আছে সর্ব্বজন ॥ সবে বলে মুনি বাক্য মিথ্যা কভু নয়। অবশ্য পাইব কৃষ্ণে এ কথা নিশ্চয় ॥ দৃঢ় রূপে বিশ্বাসিয়া আমার বচন। রহিয়াছে আশা পথ করি নিরীক্ষণ ॥ অতএব একবার চল নারায়ণ। দেখা দিয়া রক্ষা কর ব্রজবাসীগণ ॥ মিলিয়া রাধার সহ কর সুখ নাট। ভেঙ্গনাহে শ্রীনিবাস এ ভবের হাট ॥ বিধাতার ভয় দূর কর ভগবান। আমার বচন রাখ করি কৃপা দান ॥ ব্রজের জীবন রাখ ব্রজের জীবন। তোমার নিকটে প্রভু এই নিবেদন ॥ এই যদি ঋষিরাজ কহেন বচন। কৃষ্ণের মনেতে হৈল ভাবনা তখন ॥ মনেতে ভাবেন হরি কি রূপেতে যাব। ব্রজবাসীদের দুঃখ কি রূপে ঘুচাব ॥ রাধিকার কষ্ট আমি কি রূপে ঘুচাই। বৃন্দাবন ছাড়ি কভু না আসিবে রাই ॥ দ্বারিকা ছাড়িয়া যদি যাই বৃন্দাবন। দ্বারিকা বাসীরা সবে ত্যজিবে জীবন ॥ বিশেষতঃ সত্যভামা আগেতে মরিবে। প্রণয় সংযোগে বড় প্রলয় ঘটিবে ॥ এইরূপে ক্ষণকাল করি বিবেচনা। করিলেন মনে মনে আপনি মন্ত্রণা ॥ মধ্যস্থানে এক পুরী করিয়া নির্ম্মাণ। কৌশলেতে শ্রীমতীরে আনি সেই স্থান ॥ মিলন করিলে রবে উভয়ের মান। অপরেতে

কথা কোন না ঘটিবে আন ॥ মুনির মনেতে দিব মন্ত্রণা উদয়। মুনি হতে কর্ম্ম সিদ্ধি হবে সমুদয় ॥ প্রকাশিয়া মুখে নাহি কব কোন কথা। অন্তরে উদয় দিব সুমন্ত্রণা যথা ॥ মুনিরে এক্ষণে কবউদাস্য বচন। তবে মুনি চেষ্টা পাবে মিলন কারণ ॥ এত ভাবি চক্রপাণী কন বিপরীত। শিশু কহে সে বচন নহে মনোনীত ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ কপট বচন দ্বারা নারদ ঋষিকে ছলনা করেন।

ত্রিপদী। কৃষ্ণ কন তপোধন, তব আশা যে কারণ, শুনিলাম সব সমাচার। বৃন্দাবনে দুঃখ যত, করাইলে অবগত, আমারে করিয়া সুবিস্তার ॥ আমি তাহা জানি মনে, ব্রজবাসী জনে জনে, যার যত আমা প্রতি ভাব। মুখেতে যে যত কয়, অন্তরের পরিচয়, ভাবে জানে ভাবের স্বভাব ॥ সে যারে যেমন ভাবে, সে তারে তেমন ভাবে, ভাবের ভাবনা এই রীত। আমারে যেমন ভাব, আমারো তেমন ভাব, কহিলাম তোমার বিদিত ॥ ব্রজেতে যশোদা যিনি, আমার জননী তিনি, শুন তাঁর বৃত্তি সমাচার। চারি কড়া ননী তরে, বান্ধিয়া আমার করে, রেখেছেন করি তিরস্কার ॥ পিতা যিনি নন্দঘোষ, নাহিক তাঁহার দোষ, বাধা হেতু ডাকিলে আমায়। সাধিয়া ভক্তির সাধা, মস্তকে বহিয়া বাধা, আনি সদা দিতাম তাঁহায় ॥ না মানিয়া কোন বাধা, বহিয়া নন্দের বাধা, চূড়া মম হইয়াছে বাঁকা। মা বাপের পুত্রে ভাব, আমা প্রতি যে প্রভাব, হৃদি মাঝে রহিয়াছে আঁকা ॥ শ্রীদাম সুদাম দাম, সুবলাদি বসুদাম, খেলিবার সখা যত জন। সকলেরে জানি ভালে, সবে খেলিবার কালে, করিতেন যতেক যতন ॥ খেলায় হারায়ে ধন্ধে, চড়িতেন মম স্কন্ধে, নাচিতেন হাসিতেন যত। অটনে রটনে বনে, থাকিতাম এক সনে, ভাব সব আছি অবগত ॥ বলি সবে ভাই ভাই, চরাতে ছুরন্ত গাই, রাখি বাছি মম কাছে দিয়া। মিষ্ট বাক্যে ভুলাইয়া, আপ-

স্বারা বৎস নিয়া, থাকিতেন অন্তরেতে গিয়া ॥ শস্যক্ষেত্রে গাবী গেলে, ক্ষেত্র পাল অবহেলে, আসি শীঘ্র ধরিত আমায়। দূরে হৈতে দেখি সবে, আমারে ফেলিয়া তবে, লুকাইতেন পর্ব্বত গুহায় ॥ ক্ষেত্রপাল গেলে ঘরে, মিলিতেন তার পরে, সকলে আসিয়া পুনর্ব্বার। সখাদের যত ভাব, নহে সে অভাব ভাব, এবে শুন আর সমাচার ॥ প্রিয়সী রাধিকা যিনি, বড় মায়াবিনী তিনি, গুণ কত কহিব তোমারে। কটাক্ষে করিয়া দৃষ্টি, মায়াতে মজান সৃষ্টি, আমারে না দেন দেখিবারে ॥ যদি কেহ আমা চায়, বড় কষ্ট দেন তায়, পায় পায় কুন্দল ঘটান। মম সঙ্গে প্রেম বড়, কথাতে জানান দড়, কিন্তু কাযে নাহি পরিত্রাণ ॥ তব কাছে কহি ঋষি, চন্দ্রাকুঞ্জে এক নিশি, আছিলাম একথা শুনিয়া। করিয়া দুর্জ্জয়মান, করি মম অপমান, কুঞ্জে হতে দিলা তাড়াইয়া ॥ কি কব তোমারে আর, আমি প্রেমে বদ্ধ তাঁর, সাধিলাম ধরিয়া চরণ। তথাপি না গেল মান, না দিলা নিকুঞ্জে স্থান, না চাহিলা আমার বদন ॥ না দেখি উপায় শেষ, পাইয়া অনেক ক্লেশ, অবশেষে যোগী বেশ ধরি। পাতিয়া ভিক্ষার ছল, করি বহু সুকৌশল, তবে তাঁর মান ভঙ্গ করি ॥ বড়ই চঞ্চলা নারী, আমি তারে নাহি পারি, দণ্ডবত করি তাঁর ভাবে। সে কথা হইলে মনে, ধারাবহে দুনয়নে, রাধিকার ভাবের প্রভাবে ॥ এই রূপে ছল করি, কথা কন কত হরি, অর্থ তার ধরে দুই ভাব। এক ভাবে মহাভাব, বাড়ান ব্রজের ভাব, আর ভাবে জানান অভাব ॥ তবে হরি কন শুন, তব অনুরোধে পুনঃ, যাব মুনি তথায় পশ্চাতে। এক্ষণে যাইতে নারি, দ্বারিকার মায়া ভারি, দেখিলেতো আপনি সাক্ষাতে ॥ তথায় চরাই গাই, গোপগণ সঙ্গে ধাই, নবনীত খাই চুরি করে। এখানে ঐশ্বর্য্য যত, ভোগ করি অবিরত, খাদ্য দ্রব্য দেখ কত ঘরে ॥ বিশেষতঃ নারী যত, ভক্তি তারা করে কত, সন্তানের মায়া অতিশয়। তাজ্য করি এ সকল, কেমনে যাইব বল, এবে আর কষ্ট নাহি সয় ॥ এত বলি নারায়ণ,

হয়ে অতি ত্রস্ত মন, উঠিলেন ঋষিকে লইয়া। পুনঃ আসি পূর্ব্ব ঘরে, বসিলেন পর্য্যোপরে, নারীগণ বসিল ঘেরিয়া॥ দেখিয়া কৃষ্ণের ভাব, না পারি বুঝিতে ভাব, ভাবিতে লাগিল মুনি মনে। করিতে সুসিদ্ধ কার্য্য, কি করি মন্ত্রণা ধার্য্য, রাধা সহ মিল ই কেমনে॥ ভাবিতে ভাবিতে ক্ষণে, উদয় হইল মনে, সুমন্ত্রণা কৃষ্ণের ইচ্ছায়। ভাবে ঋষি মহাশয়, কেন আমি করি ভয়, মন্ত্রণায় কিনা করা যায়॥ ভাবে অনুভব করি, না যাবেন নরহরি, দ্বারাবতী করিয়া বর্জ্জন। ছাড়িয়া ব্রজ বসতি, না আসিবে রাধা সতী, কভু এই দ্বারিকা ভবন॥ ইহার মন্ত্রণা এই, মধ্য ভাগে স্থান যেই, পুণ্য ভূমি হইবে যথায়। ছলে বলে সুকৌশলে, লইয়া মন্ত্রণা বলে, মিলাইব উভয়ে তথায়॥ পুণ্য ভূমি কোথা আর, প্রভাস তীর্থের সার, তথা পুরী করায়ে নির্ম্মাণ। তথায় লইয়া ছলে, মিলাব উভয় দলে, উপলক্ষ মাত্র তীর্থ স্নান॥ মনে ভাবে মহাভাগ, করাইব মহাযাগ, বসুদেবে দিয়া সুমন্ত্রণা। মহাযাগ উপলক্ষে, দেবতা গন্ধর্ব্ব যক্ষে, ত্রিভুবনে দিব নিমন্ত্রণ॥ পৃথিবীতে যত জন, দিব সবে নিমন্ত্রণ, বৃন্দাবন বাসীগণ সবে। পেয়ে যজ্ঞ নিমন্ত্রণ, আসিবেক সর্ব্বজন, কার্য্যসিদ্ধি হইবেক তবে॥ এত ভাবি মনে মন, কৃষ্ণে কন তপোধন, বসুদেব নিকটেতে যাই। তোমারে বলেছি যাহা, বিবেচনা কর তাহা, আমি যেন প্রতি বাক্য পাই॥ কৃষ্ণেরে এতেক বলি, হয়ে মনে কুতুহলি, বসুদেব কাছে মুনি যায়। শিশুরাম দাসে ভাসে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি, আশে, মজ মন রাধাকৃষ্ণ পায়॥

অথ নারদ মুনি বসুদেবের নিকটে যাইয়া যজ্ঞ মন্ত্রণা দেন।

পয়ার। কৃষ্ণের নিকটে মুনি হইয়া বিদায়। শীঘ্র যান বসুদেব আছেন যথায়॥ মুনি দেখি বসুদেব উঠি শীঘ্রগতি। ভক্তি

ভরে মুনি পদে করিয়া প্রণতি ॥ বসিতে দিলেন আনি বিচিত্র আসন। তুষ্ট হয়ে মুনিবর বসিলা তখন ॥ সুস্থির হইয়া তথা বসি তপোধন। বসুদেবে কন বহু সুমিষ্ট বচন ॥ ইষ্ট নিষ্ট বসুদেব পুণ্যশীল অতি। বহুবিধ পুণ্যকথা মুনির সংহতি ॥ তবে মুনি কন বহু শাস্ত্রীয় বচন। জ্ঞানকাণ্ড কর্ম্মকাণ্ড ভক্তি বিবরণ ॥ তার মধ্যে কর্ম্মকাণ্ড কন বিশেষিয়া। যে কর্ম্মে যেমন ফল বিস্তার করিয়া ॥ যত যত কর্ম্ম আছে শাস্ত্রে সুবিস্তার। দানকর্ম্ম সম কর্ম্ম নাহি দেখি আর ॥ অশ্বমেধ রাজসূয় যে যে যজ্ঞ আছে। কোন যজ্ঞ তুল্য নহে দান যজ্ঞ কাছে ॥ হিংসা শূন্য দান যজ্ঞ সবার উত্তম। বৈষ্ণবগণের পক্ষে বিশেষ নিয়ম ॥ অন্নদান বস্ত্রদান আর জলদান। অর্থ ভূমি গবী আদি যে আছে প্রমাণ ॥ প্রত্যেক দানের ফল প্রত্যেক কহিয়া। তার পরে কন কিছু বিশেষ করিয়া ॥ দান যজ্ঞ বলে যারে শুন বিবরণ। যতেক দানের দ্রব্য করি আহরণ ॥ সমস্ত সামগ্রী এক স্থানেতে রাখিয়া। বেদমন্ত্রে যথাবিধি উৎসর্গ করিয়া ॥ দ্বিজাদিরে দিবে দান করিয়া যতন। যার যেই বাঞ্ছা মতে করি সম্পূরণ ॥ অধিকন্তু অন্নদান সংযোগ তাহার। জীব মাত্রে পরিপূর্ণ দিবেক আহার ॥ দেব নর মুনি ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর। রক্ষ যক্ষ পশু পক্ষ ভূচর খেচর ॥ চণ্ডাল অবধি লোকে আমন্ত্রি আনিবে। উত্তম ভোজন দিয়া সবারে তুষিবে ॥ দান যজ্ঞ সম যজ্ঞ নাহি ত্রিভুবনে। করিবে এ যজ্ঞ নর সূর্য্যের গ্রহণে ॥ বিশেষতঃ তীর্থ স্থানে অতিশয় ফল। বিস্তারিয়া কহিলাম তোমারে সকল ॥ শুনিয়া মুনির মুখে কথা সমুদয়। করযুত হয়ে কন বসু মহাশয় ॥ যে কহিলে মহামুনি যজ্ঞ বিবরণ। হতেছে ইহাতে এক সন্দেহ ঘটন ॥ গ্রহণ সময়ে দ্বিজে দান নাহি লন। জীব মাত্রে সে সময়ে না করে ভোজন ॥ কি রূপেতে দান যজ্ঞ হয় সমাপন। বিশেষ কহিয়া কর সন্দেহ ভঞ্জন ॥ নারদ কহেন তাহা শুনহ নিশ্চয়। উৎসর্গ করিবে দান গ্রহণ সময় ॥ গ্রহণান্তে সেই দ্রব্য দিবে বিপ্রগণে।

হুর্ব্যমুক্ত দেখি জীবে তুবিবে ভোজনে॥ এইত নিয়ম ইথে চির-কাল আছে। কহিলাম বিশেষ করিয়া তব কাছে॥ এত শুনি বসু-দেব হরষিত মন। করযোড় করি পুনঃ মুনিবরে কন॥ যে কহিলে মহাশয় জানিলাম সার। আর কিছু কর্ম্মফল কহ সুবিস্তার॥ শুনি মুনিবর তবে করেন উত্তর। যখন এখানে আসি তোমার গোচর॥ চিরকাল কর্ম্মফল করহ শ্রবণ। কিন্তু কোন কর্ম্ম তব না দেখি কখন॥ পুর্ব্বেতে আছিলে যবে মথুরানগরে। পরবশে ছিলে সদা সভীত অন্তরে॥ পরান্নে পালিত ছিলে নাহি ছিল ধন। বরঞ্চ তখন পুণ্য-কর্ম্মে ছিল মন॥ ধনী হয়ে সে ভাব নাহিক এবে আর। ধন পেয়ে ভাবান্তর হয়েছে তোমার॥ ইতে তব অপরাধ নাহি কদাচিত। নির্দ্ধনীর ধন হলে ঘটে বিপরীত॥ নির্দ্ধনী জনের হাতে যদি হয় ধন। ধনমদে পূর্ব্বভাব হয় বিস্মরণ॥ উচ্চ জনে তুচ্ছ ভাবে নিজে উচ্চ হয়। আপনি আপন প্রতি সদা প্রশংসয়॥ অন্যে দেখে জ্ঞানহীন নিজে জ্ঞানবান। নিজ বোধে বোধ করে সবার প্রধান॥ ধনের গরিমা এটা সকলেরি হয়। ধনমদে মত্ত করে জীবে দোষ নয়॥ তবে যেই পুণ্যবান তার নাহি ঘটে। এ কারণে এ দোষ না ঘটে তব ঘটে॥ তুমি অতি পুণ্যবান শুদ্ধ শান্ত সার। কোন মতে কোন দোষ না দেখি তোমার॥ তবে যে করিতে কর্ম্ম কভু দেখি নয়। কৃপণ স্বভাব হেতু অনুভব হয়॥ কৃপণ মনুষ্যে বড় ভালবাসে ধন। ধন ব্যয় কর্ম্মে কভু নাহি লয় মন॥ কৃপণের কাছে যদি কেহ কিছু চায়। দান দেয়া দূরে থাকে দেখিলে পলায়॥ অর্থ স্বার্থপর সুখে থাকে নিশি দিন। কৃপণের কর্ম্ম করা হয় সুকঠিন॥ এত যদি কহিলেন মুনি তপোধন। শুনি বসুদেব অতি লজ্জিত বদন॥ লজ্জায় মলিন বসু বিনয়েতে কয়। বলিলে অনেক বটে মুনি মহাশয়॥ ধনব্যয় কর্ম্ম করি ধন ঘরে কই। সবে মাত্র পুত্রধনে ধনী আমি হই॥ একা কৃষ্ণে দেখ মুনি কত পরিবার। সদা ভাবি কি রূপেতে চলিবে সংসার॥ রাজ্য নাহি রাজা নহি নাহি অর্থ আয়। তবে যে সংসার চলে কৃষ্ণের

ইচ্ছায়॥ তোমাদের চরণের কৃপা অম্বুবলে। অন্য কোন কষ্ট নাই অন্ন বস্ত্র চলে॥ কৃষ্ণ মম সুকুশল চালায় সংসার। নতুবা অন্নের দায়ে উঠিত খাখার॥ অন্ন চিন্তা মুনি আমি করি সর্ব্বক্ষণ। কি রূপে হইবে এই সংসার পালন॥ নতুবা কি কর্ম্ম করি নাহি হেন মন। ধন বিনা কোন কর্ম্ম না হয় সাধন॥ মুনি বলে বসুদেব হয়ে জ্ঞানবান। কি কারণে ভাব এত অজ্ঞানী সমান॥ জীবে কি রাখিতে পারে জীবের জীবন। সৃজন যে জন করে পালয়ে সে জন॥ জীব না জন্মিতে আগে সৃজেন আহার। জননীর স্তনে দেন দুগ্ধের সঞ্চার॥ যাঁর সৃষ্টি আহারের আছে তাঁর ভার। যে করে অন্নের চিন্তা সে অতি অসার॥ বিশেষতঃ বসু তুমি নহত নির্ধন। তোমার এ চিন্তা করা অতি অকারণ॥ কৃষ্ণধনে ধনী তুমি ধনাভাব তব। এ বচন বসুদেব নহেত সম্ভব॥ রাম কৃষ্ণ পুত্র তব কিসের অভাব। কি ভাবে ভাবিত তুমি না বুঝি এ ভাব॥ ইচ্ছা যদি থাকে তব কর্ম্ম করিবারে। তবে শুন মম বাক্য যে কহি তোমারে॥ রাম কৃষ্ণ দুই জনে আন ডাকাইয়া। জানাও মানস কথা বিশেষ করিয়া॥ দান যজ্ঞ কথা দোঁহে করাও বিদিত। যেই রূপে কর্ম্ম তুমি করিবে নিশ্চিত॥ বিস্তারিত কথা পুত্রে কহ বিশেষিয়া। দেখ দেখি কি বলেন এ কথা শুনিয়া॥ যদি ইথে মত দেন তাঁরা দুই ভাই। নির্বিঘ্নে হইবে কর্ম্ম চিন্তা কিছু নাই॥ নিকট হইল সূর্য্য গ্রহণের দিন। এই দিনে এই কর্ম্ম কর সুপ্রবীণ॥ পরামর্শ করি বল যদি মত হয়। এ অবধি থাকি আমি তোমার আলয়॥ আপনি থাকিয়া আমি করাইব যাগ। ভুবন ভরিয়া হবে তব অনুরাগ॥ শুনিয়া মুনির কথা বসু মহাশয়। দূত পাঠাইয়া দেন ডাকিতে তনয়॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর ভারতী। রাম কৃষ্ণ কাছে দূত যায় দ্রুতগতি॥

অথ বসুদেব নিকটে রাম কৃষ্ণের আগমন।

পয়ার। বসুদেব আজ্ঞামতে শীঘ্র দূত গিয়া। রাম কৃষ্ণ দুই জনে আনিল ডাকিয়া॥ দুই ভাই অবিলম্বে আসিয়া তথায়। প্রথমে প্রণাম করি আপন পিতায়॥ তার পরে মুনিবরে করিয়া বন্দন। বসিলেন সুস্থ হয়ে তথা দুই জন॥ বসুদেবে জিজ্ঞাসেন দুজনে তখন। কহ পিতা কোন কর্ম্ম করিব সাধন॥ বসুদেব না কহিতে মুনিবর কন। যে কারণে তব পিতা ডাকেন এখন॥ নিজ মুখে বলিতে কুণ্ঠিত হন মনে। আমি বলি প্রকাশিয়া শুন দুই জনে॥ দুর্ল্লভ মনুষ্য জন্ম করিয়া গ্রহণ। কর্ম্মক্ষেত্রে ইষ্ট কর্ম্ম করে সর্ব্বজন॥ কেহ যায় তপস্যায় সংসার ছাড়িয়া। কেহ যাগ যজ্ঞ করে আশ্রমে থাকিয়া॥ বস্তুতস্তু কর্ম্ম ছাড়া নহে কোন জন। স্বীয় স্বীয় মতে কর্ম্ম সাধে সর্ব্বজন॥ সংসারে থাকিয়া তব পিতা মহাশয়। কর্ম্ম কিছু না করিয়া দুঃখিত হৃদয়॥ সকলেতে যজ্ঞ করে দেখেন নয়নে। বিশেষত মধ্যে২ যান নিমন্ত্রণে॥ যজ্ঞ এক করিবারে মনে সাধ আছে। কহিতে কুণ্ঠিত হন তোমাদের কাছে॥ ধন বিনা যজ্ঞ কর্ম্ম না হয় সাধন। এই হেতু বসুদেব সদা দুঃখমন॥ আমি যবে আসি হেথা আমারে সুধান। অল্প ধনে কোন যজ্ঞ হয় সমাধান॥ আমি কহিলাম বসু ভাব অকারণ। রামকৃষ্ণ পুত্র তব ঘরে মহা ধন॥ ধনের ভাবনা তব একি অকিঞ্চিত। রাম কৃষ্ণে ডাকি তুমি করহ বিদিত॥ যে কর্ম্ম করিতে তব মন যাবে যবে। পুত্র ধন হতে সর্ব্ব কর্ম্ম সিদ্ধ হবে॥ মুনি যদি বলিলেন এতেক বচন। হৃষ্ট হয়ে রাম চান কৃষ্ণের বদন॥ কৃষ্ণচন্দ্র হাসিয়া কহেন মুনিবরে। কি কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা পিতার অন্তরে॥ পিতৃ বাঞ্ছা পুরাইবে সন্তানের কর্ম্ম। শাস্ত্রে বলে পিতা তপ পিতা স্বর্গ ধর্ম্ম॥ পিতার সমান গুরু নাহি ত্রিভুবনে। পিতৃ সত্য পালিবারে রাম গেলা বনে॥ সাধিব পিতার কর্ম্ম সাধ্য অনু-

সারে। কি কর্ম্মে পিতার মন মজহ আমারে॥ মুনি বলে তাহা তুমি জিজ্ঞাস আপনে। যে কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা তব পিতা মনে॥ বসুদেব প্রতি তবে কন নারায়ণ। কহ পিতা. কি কর্ম্মেতে হইয়াছে মন॥ কৃষ্ণের বচন শুনি বসুদেব কন। দান যজ্ঞে বড় ফল করেছি শ্রবণ॥ শুনেছি ঋষির মুখে এতিন সংসার। দান যজ্ঞ সম যজ্ঞ নাহি যজ্ঞ আর॥ হিংসা শূন্য যজ্ঞ সেই বড়ই সুন্দর। যে যজ্ঞ করিতে সদা বাঞ্ছয়ে অমর॥ কিন্তু তাহে চাহি বাছা বহুতর ধন। একারণে হয় মম ভয়যুক্ত মন॥ কি রূপে সমাধা হবে কহিবারে ডরি। মনেতে বাসনা বড় এই কর্ম্ম করি॥ শুনিয়া পিতার মুখে এতেক বচন। কহিতে লাগিলা তবে কমললোচন॥ ধনের কারণে পিতা নাহি তব ভয়। বিলাইবে ধন তুমি যত ইচ্ছা হয়॥ কল্পতরু সম হয়ে বসিবে তথায়। দান দিবে বাঞ্ছা মতে নাহি তাহে দায়॥ কিন্তু এক কর্ম্ম তাহে আছে সুকঠিন। ত্রিভুবন আমন্ত্রিতে হবে সেই দিন॥ আসিবে অনেক লোক অসংখ্য গণন। এক স্থানে সমাবেশ হবে সর্ব্বজন॥ সবাকারে দিতে হবে বসিবার স্থান। দান দ্রব্য সাজাইতে হবে অপ্র-মাণ॥ বিশেষত দিতে হবে ভাল বাসা ঘর। বহুদূর হতে লোক আসিবে বিস্তর॥ অন্ত হইবেক যবে গ্রহণ সময়। এক কালে ভুঞ্জা-ইতে হবে সমুদয়॥ চণ্ডাল অবধি করি আসিবেক যত। ভক্তি করি ভুঞ্জাইতে হবে অবিরত॥ সকলেরে দিতে হবে উত্তম আহার। ভাল মন্দ বাছাবাছি না থাকিবে তার॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে লোক আছে যত। এক স্থানে সকলেতে হবে সমাগত॥ তীর্থ স্থানে এত স্থান পাইব কোথায়। মনেতে ভাবনা মম হইতেছে তায়॥ দ্বারিকা নগরেবসি তীর্থ স্থান বটে। কিন্তু এত স্থান নাই ইহার নিকটে॥ সমুদ্র মধ্যেতে দ্বীপ অতি অল্প স্থল। আমাদের বংশভরে করে টল মল॥ এখানে অপর লোক নাহি ধরে আর। এই হেতু ভাবিতেছি কি করি ইহার॥ এত যদি কহিলেন শ্রীকৃষ্ণ তখন। শুনিয়া উত্তর দেন ঋষি তপোধন॥ শুন শুন নরহরি বলি সারোদ্ধার। অকার

চিন্তা তব দেখি চমৎকার ॥ না বুঝিতে পারি হরি তব কথা ভাব। ধন হলে ধান্য হয় অন্নে কি অভাব ॥ অন্ন হলে ব্যঞ্জনের ভাবনা না রয়। চড়িবার অশ্ব হলে অশ্ববাড়ি হয় ॥ ধন বিতরণে মন হইলে তোমার। স্থান দান মান রাখা ভার সে আমার ॥ কৃষ্ণ কন ঋষি তুমি বলিলে প্রমাণ। বল দেখি আর কোথা আছে ভাল স্থান ॥ ঋষি কন শুন তবে বলি দামোদর। প্রভাস তীর্থেতে আছে স্থান বহুতর ॥ কুরুক্ষেত্র বলি নাম প্রসিদ্ধ তথায়। কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ ঘটনা যথায় ॥ সরস্বতী তীর ভূমি তীর্থের প্রধান। আপনিত কত বার দেখিয়াছ স্থান ॥ বহু দূর গ্রাম বাড়ী বৃক্ষ কিম্বা ঘর। কোন বস্তু নাহি সেই ভূমির উপর ॥ অনেক যোজন সেই পরিসর স্থান। তথা এক পুরী হরি করহ নির্ম্মাণ ॥ পুরী মধ্যে হবে যত নিমন্ত্রীর স্থান। রবাহুত জনে রবে বাহির উদ্যান ॥ পুরীর ভিতরে দান দ্রব্য সাজাইবে। চারিদিগে থাকি লোক সকলে দেখিবে ॥ বিশ্বকর্ম্মে ডাকি তুমি দেহ অনুমতি। নির্ম্মাইতে পুরী এক তথা শীঘ্রগতি ॥ গ্রহণের দিন আসি নিকট হইল। অষ্টাদশ দিন মাত্র মধ্যেতে রহিল ॥ উদ্যোগ করহ শীঘ্র যদি কর যাগ। ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ দেহ মহাভাগ ॥ এত যদি দেব ঋষি কহিলেন ভাষা। কৃষ্ণ তবে বলরামে করেন জিজ্ঞাসা ॥ বলদেব সে কথায় করেন স্বীকার। হইল যজ্ঞের কাযে উৎসাহ সবার ॥ তবে কৃষ্ণ বসুদেবে করেন আশ্বাস। করাইব যজ্ঞ পিতা তোমারে নির্যাস ॥ এত বলি তথা হৈতে উঠি ভগবান। যজ্ঞ হেতু হইলেন অতি যত্নবান ॥ বিশ্বকর্ম্মে নরহরি করেন স্মরণ। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সর্ব্বজন ॥

অথ বিশ্বকর্ম্মার আগমন ও কুরুক্ষেত্রে পুরী নির্ম্মাণ।

ত্রিপদী। শুনি নারদের বাণী, অববিলম্বে চক্রপাণি, বিশ্বকর্ম্মে করেন স্মরণ। স্মরণ করিতে হরি, বিশ্বকর্ম্মা শীঘ্রকরি, আইলেন

দ্বারিকা ভবন।। দেখি তুষ্ট দামোদর, কহিলেন শ্রীপ্রভর, কুরুক্ষেত্রে যাও মতিমান। স্বরসতী সন্নিহিত, দশ ক্রোশ পরিমিত, পুরী এক করহ সুনির্ম্মাণ।। বর্ত্তুল আকার স্থান, দশ ক্রোশ পরিমাণ, স্থান যেন মধ্য ভাগ থাকে। চতুষ্পার্শ্বে কর ঘর, করি অতি মনোহর, ঊর্দ্ধেতে বাড়াও থাকে থাকে।। আর তাহে নানারত্নে, সাজাইবে অতি যত্নে, যেন সম না থাকে কোথায়। নিমন্ত্রিত লোক যত, হইলে সুসমাগত, হতে চাহে সমাবেশ তায়।। আর তার চারি ধার, নির্ম্মাইবা চারি দ্বার, পুরী মধ্যে করিতে গমন। পুরীর বাহিরে স্থান, পাঁচ ক্রোশ পরিমাণ, উপবনে কর সুশোভন।। করিবে এমন বন, যেন সেই বৃন্দাবন, হেরিলে হটাৎ হয় বোধ। কত আমি কব আর, তোমারে দিলাম ভার, রাখ মম এই অনুরোধ।। এত যদি কৃষ্ণ কন, বিশ্বকর্ম্মা হৃষ্ট মন, চলিলেন প্রভাসে ত্বরিত। পরম পবিত্র ক্ষেত্র, যথা স্থান কুরুক্ষেত্র, অবিলম্বে তথা উপনীত।। দেখি স্থান মনোহর, পুরী এক পরিসর, করিলেন তথা আরম্ভন। শুদ্ধ পুরী রত্নময়, রত্নের প্রাচীর চয়, রত্নসারে গৃহ সমাপন।। বায়ুর গমন তরে, পরিসর প্রতি ঘরে, গবাক্ষ সুন্দর রাখি তার। কবাট মনের মত, রতনে মণ্ডিত যত, শোভা কত কহিব তাহার।। সুচিত্র বিচিত্রা কার, স্বর্ণ হলে চমৎকার, লিখে যত দেয়ালের গায়। কি কব শোভার ঘটা, হেরিলে সে চিত্র ছটা, মুনিগণ মন মোহে তায়।। নানা রত্ন থরে থরে, সাজান সকল ঘরে, সুমিলন করি সমুদায়। প্রবাল হীরক মতি, সুন্দর সুদীপ্ত অতি, অন্ধকার তাহে নাশ পায়।। মণি সব দীপ্তি কর, চন্দ্র সূর্য্য সম কর, রাখিলেন করিয়া সুধার্য্য। হইল সে দীপ্যমান, দিবা রাত্রি সম জ্ঞান, দীপের নাহিক তথা কার্য্য।। এই রূপে বিশ্বকর, সুন্দর সুদীপ্তিকর, থাকে থাকে তথায় সৃজিলা। ত্রিভুবন দল বল, আইলে পাইবে স্থল, ক্রমে ঘর ঊর্দ্ধে বাড়াইলা।। তার পরে মতিমান, করেন যজ্ঞের স্থান, মধ্যে স্থান দশ ক্রোশ যথা। চৌদিগে নিয়ম মত, শোভনীয় শত শত,

স্তম্ভ সব স্থাপিলেন তথা ॥ মণি চুণি হীরা সারে, মণ্ডিত করিয়া তারে, লক্ষ লক্ষ রত্নের দর্পণ। দিয়া সে স্তম্ভের গায়, সাজাইয়া সমুদায়, ঊর্দ্ধভাগে পতাকা অর্পণ ॥ করি স্তম্ভ শোভমান, মধ্যে আর যত স্থান, দান সাজাইতে রাখি কত। অনন্তর যত স্থান, বসিবার করে স্থান, অপূর্ব্ব সে সুনিয়ম মত ॥ বসিয়া যজ্ঞের স্থলে, সবাকার দৃষ্টি চলে, করি তাহে এমন বিধান। সোপান সদৃশাকার, নির্ম্মাইলা চারি ধার, ক্রমে কিছু উচ্চ পরিমাণ ॥ তাহে যুক্ত দিব্যাসন, দেখিলে সন্তোষী মন, বসিতে দুর্গতি দূরে যায়। আসনের গুণ যত, এক মুখে কব কত, সুখি করে সবাকার কায় ॥ নিবারিতে বৃষ্ট্যাতপ টাঙ্গাইলা চন্দ্রাতপ, ঊর্দ্ধভাগে কিবা সমুজ্জ্বল। অপূর্ব্ব সুশোভা যুক্ত, ঝালরেতে মণি মুক্ত, চারিধারে করে ঝলমল ॥ হেন মতে সমুজ্জ্বল, শোভা করি সর্ব্বস্থল, নির্ম্মাইয়া অপূর্ব্ব ভবন। অবিলম্বে গুণরাশি, পুরীর বাহিরে আসি, সৃজন করেন উপবন ॥ প্রথমে সৃজেন ফুল, সুগন্ধেতে সমাকুল, সুবকুল সর্ব্ব সুরঞ্জন। তার পরে নানা জাতি, মল্লিকা মালতী জাতি, মধুমতি মাধবী রঙ্গণ ॥ কেতকী ধাতকী জবা, কুটজ কলসোথবা, কৃষ্ণকেলী কাঞ্চন পলাশ। টগর ডাগর আর, পারিজাত পুষ্পসার, সর্ব্ব গন্ধা গন্ধের আবাস ॥ কিবা ফুল সুদোপাটী, শত শত শতপাটী, পারিপাটী সুদৃশ্য সবার। তিণ্টী ঝিণ্টী সুটগর, পুন্নাগ নাগ কেশর, করবীর গুলঞ্চ সুসার ॥ তরুণ অরুণ মুখী, তরুলতা চন্দ্রমুখী, পিউলি বান্ধুলি কুরুবক। দেখিতে সুন্দর ছদ্ম, নানাবিধ স্থলপদ্ম, সুচম্পক আদি ভূচম্পক ॥ যত আছে ফুলচয়, স্থাপিলেন সমুদয়, একে একে নাম কব কত। তার পরে ফলবর, বৃক্ষ সব মনোহর, রোপণ করেন রীতি মত ॥ খর্জ্জুর কাঁটাল তাল, আম্র জাম সুরসাল, দাড়িম্ব করঞ্জ নারিকেল। নানাজাতি মিষ্ট ফল, স্থাপিলেন স্থলে স্থল, বাদাম বদরী আদি বেল ॥ তদন্তে গহন বন, সৃজনে দিলেন মন, যেই রূপ আছে

বৃন্দাবনে। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা মত, ক্রমেতে সৃজেন যত, শাল তাল পিয়াল কাননে॥ মধুবন নিধুবন, নিভৃত নিকুঞ্জবন, গুঞ্জলতা আদি বনচয়। সৃজিয়া সকল বন, অপূর্ব্ব হেরি কানন, বিশ্বকর্ম্মা নিজে মোহ হয়॥ বলে একি অনুপম, ত্রিভুবনে নাহি সম, স্বর্গ পুরী কিছার মিছার। রাধাকৃষ্ণ সুমিলনে, বসিলে এ কুঞ্জবনে, কত শোভা না জানি ইহার॥ হেন ভাগ্য কিবা হবে, রাধা সহ সে মাধবে, এ বনে কি পাব দরশন। জন্ম জন্ম যত কর্ম্ম, করিয়াছি যত ধর্ম্ম, হবে মম সার্থক জীবন॥ এই রূপে মনে মন, বিশ্বকর্ম্মা অনুক্ষণ, চিন্তা করি রাধাকৃষ্ণ পদ। যে কর্ম্মেতে আগমন, করি সব সমাপন, হইলেন ভাবে গদ গদ॥ তার পরে মতিমান, দ্বারকা নগরে যান, শ্রীকৃষ্ণকে সংবাদ জানান। শুনি কর্ম্ম সমাপন, দেখি-বারে পুরী বন, ত্বরান্বিত হৈলা ভগবান॥ দারুকেরে আজ্ঞা দিয়া, শীঘ্র রথ আনাইয়া, অবিলম্বে করি আরোহণ। বিশ্বকর্ম্মে নিয়া সঙ্গে, নারদ সহিতে রঙ্গে, প্রভাসেতে করেন গমন॥ হেরিয়া পুরীর কায, কৃষ্ণ আর ঋষিরাজ, প্রশংসা করেন বিশ্বকরে। পরে বন উপ-বন, ক্রমে করি নিরীক্ষণ, ভাবোদয় কৃষ্ণের অন্তরে। বৃন্দাবন সম বন, করি হরি দরশন, ব্রজ ভাব উথলিল মনে। রাধা ভাবে উভ-রোল, মুখেতে না সরে বোল, ধারা বহে যুগল নয়নে॥ তবে হরি ততক্ষণ, বারি করি সম্বরণ, নিবারিয়া আপন নয়ন। দ্রুত হয়ে ভগ-বান, দ্বারিকা নগরে যান, তিন জনে হইয়া মিলন॥ দ্বারিকায় শীঘ্র গিয়া, আত্ম বন্ধুগণ নিয়া, যজ্ঞের করেন আয়োজন। শিবরাম দাসে ভাষে, রাধাকৃষ্ণ ভক্তি আশে, ভাব মন যুগল চরণ॥

অথ বসুদেবের যজ্ঞের উদ্যোগ।

পয়ার। শীঘ্র করি নারায়ণ ডাকি যদুগণে। সকলেরে কহিলেন মধুর বচনে॥ পিতার হয়েছে বাঞ্ছা যজ্ঞ করিবারে। দান যজ্ঞ সম পুণ্য নাহিক সংসারে॥ গ্রহণ দিবসে যজ্ঞ করিবেন পিতা। অতএব

তোমা সবে হয়ে শ্রদ্ধান্বিতা॥ যজ্ঞের উদ্যোগ কর বিলম্ব না সয়। শুভ কর্ম্ম শীঘ্র ভাল শাস্ত্রে হেন কয়॥ সাত্যকীরে কন শীঘ্র শ্রীমধুসূদন। কুবেরের পুরে তুমি করহ গমন॥ কহিবে বিশেষ করি বিনয় আমার। যজ্ঞে যত ধন চাহি দিতে হবে তাঁর॥ সুমেরু কাটিয়া স্বর্ণ যজ্ঞ শিরে দিয়া॥ প্রভাসের পুরে শীঘ্র দেন পাঠাইয়া। আর তাঁরে যজ্ঞে তুমি দিবে নিমন্ত্রণ। যজ্ঞ স্থানে যান শীঘ্র সহিত স্বগণ॥ আপনি থাকিয়া তথা ধনের ঈশ্বর। ধনেতে করেন পূর্ণ প্রভাসের ঘর॥ ধনাগারে থাকিবারে তাঁর পরে ভার। কহিবে বিশেষ করি বচন আমার॥ যক্ষগণে যুক্ত তিনি রাখেন তথায়। দানে ধন ফুরাইলে আনিয়া যোগায়॥ সংপ্রতি তাঁহার আছে পুষ্পক বিমান। পাঠাইয়া দেন শীঘ্র আমা বিদ্যমান॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা সাত্যকি তখন। বিজয় নামেতে রথে করি আরোহণ॥ বাণ তূণ ধনু আদি লয়ে নিজ করে। অবিলম্বে চলিলেন যক্ষের নগরে॥ যক্ষ পুরে মহামতি করিয়া প্রবেশ। জানাইলা যক্ষরাজে কৃষ্ণের আদেশ॥ যজ্ঞ নিমন্ত্রণ আর ধন বিবরণ। বিস্তারিয়া কহিলেন বিশেষ বচন॥ শুনিয়া যক্ষের পতি কৃষ্ণের আরতি। সাত্যকীরে করিলেন অনেক মিনতি॥ বহুবিধ বিনয়েতে তুষ্ট করি মন। কহিলেন কৃষ্ণে কবে মম নিবেদন॥ ত্রিভুবন ধন জন সকলি তাঁহার। ইচ্ছায় করেন সৃষ্টি ইচ্ছায় সংহার॥ কটাক্ষ মাত্রেতে তাঁর হয় কত ধন। আমা সম ধনপতি হয় কত জন॥ তবে তিনি কৃপা করি দিয়াছেন ভার। অবশ্য যোগাব ধন যে সাধ্য আমার॥ এই আমি যক্ষগণে করি নিয়োজন। ধন লয়ে প্রভাসেতে করিতে গমন॥ পুষ্পক বিমান লয়ে শীঘ্র তুমি যাও। বিশেষ করিয়া সব প্রভুরে জানাও॥ পরিবার সহ আমি চলিলাম তথা। কহ গিয়া নারায়ণে আমার এ কথা॥ অবশ্য থাকিব আমি প্রভুর ভাণ্ডারে। যোগাইব যত ধন সাধ্য অনুসারে॥ এত বলি সসারথি পুষ্পক বিমান। সাত্যকীর সঙ্গে কৃষ্ণ নিকটে পাঠান॥ ধন বহনেতে বহু যক্ষে নিয়োজিলা। পরি-

বার সহ যজ্ঞে আপনি চলিলা ॥ এসব দেখিয়া চক্ষে শিনিরনন্দন। নিজ রথ সহ উঠি পুষ্পকে তখন ॥ ধনপতি নিকটেতে বিদায় হইয়া। অবিলম্বে উপনীত দ্বারিকা আসিয়া ॥ কহিলেক কৃষ্ণ কাছে যত বিবরণ। শুনিয়া হইলা হরি হরষিত মন ॥ অধিক আনন্দ বাড়ে পুষ্পকে হেরিয়া। তবে কৃষ্ণ কামদেবে কহেন ডাকিয়া ॥ শুন পুত্র সাবধানে বচন আমার। দ্বারিকা পুরেতে আছে যত পরিবার ॥ আর এই দ্বারিকাতে আছে যত ধন। স্ত্রীপুরুষ আদি করি আছে যত জন ॥ ধনে জনে পুষ্পকে করায়ে আরোহণ। প্রভাসের পুরে লয়ে করহ স্থাপন ॥ বলরামে কন কৃষ্ণ করিয়া বিনয়। আপনি সচেষ্ট হও যজ্ঞ যাতে হয় ॥ ধন জন পরিবার সকল লইয়া। যজ্ঞের উদ্যোগ কর প্রভাসে যাইয়া ॥ উগ্রসেন অগ্রে হরি করেন বিনয়। দ্বারিকার অধিপতি তুমি মহাশয় ॥ তব আজ্ঞা বশীভূত যত যদুগণ। সকলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি বিচক্ষণ ॥ পুষ্পকে চড়িয়া যজ্ঞে করহ গমন। নিজ পরিবার আর সহ মন্ত্রীগণ ॥ মন্ত্রণা করিয়া কর যজ্ঞের উদ্যোগ। মর্ম্ম বুঝি কর্ম্মে লোক করহ নিয়োগ ॥ উদ্ধবে কহেন তুমি প্রিয় সখা মম। পরম পণ্ডিত বুদ্ধে বৃহস্পতি সম ॥ পিতার সহিতে তুমি যাহ যজ্ঞস্থান। বুঝিয়া রাখিবা তুমি সবাকার মান ॥ এই রূপে যদুকুলে বিজ্ঞ যত জন। ব্যক্তি বুঝি মর্ম্ম ভাব করিয়া অর্পণ ॥ তার পরে বসুদেবে কহিলেন হরি। যজ্ঞস্থানে যাহ পিতা সবে সঙ্গে করি ॥ দ্বারিকা নিবাসী পশু পক্ষি আদিগণ। সবাকারে সঙ্গে করি করহ গমন ॥ পুরীরক্ষা হেতু আমি করিয়া বিহিত। তার পরে তব কাছে যাইব ত্বরিত ॥ হেনমতে বসুদেবে কহিয়া বচন। নারদ মুনিরে কন করিয়া স্তবন ॥ শুন শুন ঋষিবর নিবেদন করি। তোমার আজ্ঞায় আমি এ যজ্ঞ আচরি ॥ তুমি যদি কৃপাকর তবে হবে যাগ। নতুবা সকলি নষ্ট হবে মহাভাগ ॥ নিকট হইল আসি গ্রহণের দিন। ইতিমধ্যে কর্ম্ম করা বড় সুকঠিন ॥ এই হেতু ভাবিতেছি অতিশয় মনে। তব কৃপা বিনা যজ্ঞ নহে সমাপনে।

নারদ বলেন কেন এতেক বিনয়। সাধিব তোমার কর্ম্ম সাধ্য যত হয়॥ কি কারণে অনুনয় কর নারায়ণ। যে হয় করিতে কর্ম্ম বলহ এখন॥ বুঝিয়াছি বচনের ভাবেতে তোমার। ত্রিভুবন নিমন্ত্রণে দিবে তুমি ভার॥ এ কর্ম্ম আমার হরি নহে বড় ভারি। মুহুর্ত্তেকে ত্রিভুবন ভ্রমিবারে পারি॥ শুনিয়া ঋষির মুখে এতেক বচন। হরষিত হয়ে হরি বলেন তখন॥ অগোচর আছে কিবা নিকটে তোমার। বুঝিয়াছ যদি তবে কি কহিব আর॥ কৃপাকরি নিজগুণে করহ গমন। ত্রিভুবনে শীঘ্র মুনি দেহ নিমন্ত্রণ॥ বিধাতার পুত্র তুমি মুনি মহাশয়। বিধাতার নিমন্ত্রণ তব যুক্তি নয়॥ অনিরুদ্ধে পাঠাইব বিধি বিদ্যমান। ব্রহ্মলোক বিনা তুমি যাবে সর্ব্বস্থান॥ সুরাসুর মুনি ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর। যক্ষ রক্ষ পশু পক্ষ ভূচর খেচর॥ নাগ নর আদি করি যথা যত জন। কিবা রাজা কিবা প্রজা আচণ্ডালগণ॥ বড় ছোট বিবেচনা ইথে না করিবে। সবাকার এ যজ্ঞেতে নিমন্ত্রণ দিবে॥ প্রত্যেকে কহিবে মুনি আমার বিনয়। বসুদেবে দান যজ্ঞে হইয়া সদয়॥ প্রভাসের পুরে সবে হয়ে অধিষ্ঠান। করাইবা যজ্ঞ কর্ম্ম সবে সমাধান॥ গ্রহণ দিবসে কর্ম্ম হইবে নিশ্চিত। এই কথা জানাইবে সবারে বিদিত॥ ভোজনের নিমন্ত্রণ বিশেষিয়া দিবে। অবিলম্বে আমন্ত্রিয়া আপনি আসিবে॥ আপনি আইলে হবে যজ্ঞ আরম্ভণ। কহিলাম তব কাছে বিশেষ বচন॥ কৃষ্ণের বচন শুনি দেব ঋষিবর। নিমন্ত্রণ করিবারে চলেন সত্বর॥ তবে কৃষ্ণ পুনরায় ডাকি তপোধনে। বিশেষ করিয়া কিছু কহেন গোপনে॥ কৃষ্ণ কন শুন মুনি বিশেষ বচন। বৃন্দাবন ধামে তুমি না কর গমন॥ ব্রজধামে কহ যদি নিমন্ত্রণ কথা। অনর্থ ঘটিবে তথা জানিবে সর্ব্বথা॥ এত বলি নরহরি অন্তঃপুরে যান। ঋষির মনেতে হৈল ভাবনা নিদান॥ মনে মনে মহামুনি ভাবেন অপার। না বুঝি কৃষ্ণের ভাব কেমন বিচার॥ আজন্ম তথায় হরি করিয়া নিবাস। একক্ষণেতে একেবারে করেন নৈরাশ॥ কি গুণে ইহাঁরে বেঁদে বলে

দয়াময়। না দেখি ইহার সম কঠিন হৃদয়॥ চক্রীর চক্রের কথা বুঝা হৈল ভার। রাধার নিকটে লজ্জা ঘটে বা আমার॥ বিধাতার কার্য্য সিদ্ধি যদি নাহি হয়। বিধির নিকটে লজ্জা পাইব নিশ্চয়॥ মিথ্যক হইতে হবে বৃন্দাবন ধামে। গোপগণে আমারে কি কবে পরিণামে॥ যে কারণে যজ্ঞ হেতু দিলাম মন্ত্রণা। মন্ত্রণা বিফল হয় এ বড় যন্ত্রণা॥ এই রূপে দেবঋষি ভাবেন অপার। তদন্তরে সুমন্ত্রণা করেন আবার॥ আগে আমি ত্রিভুবন করি নিমন্ত্রণ। পরেতে করিব বুদ্ধি যে হয় তখন॥ কোন ছলে ব্রজবাসী প্রভাসে আনাব। অবশ্য রাধার সহ মিলন করাব॥ নন্দ যশোদারে আনি মিলাইয়া দিব। ইহার বিধান আমি পশ্চাতে করিব॥ বুঝিব ইহাতে আমি শ্রীকৃষ্ণের মন। কঠিন কি দয়াময় জানিব কেমন॥ এতেক ভাবিয়া ঋষি স্মরি নারায়ণ। ত্রিভুবন নিমন্ত্রিতে করেন গমন। শিশুরাম দাসে ভাষে ঋষির চরণে। শ্রীহরির গুণ যাহা জানহ আপনে॥

শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃপুরে গমন ও রুক্মিণীর সহিত কথোপকথন।

পয়ার। নিমন্ত্রণে ভার দিয়া ঋষিরে তখন। অন্তঃপুরে শীঘ্র হরি করিয়া গমন॥ দেবকী প্রভৃতি করি যতেক জননী। যজ্ঞের সংবাদ সবে দিলেন আপনি॥ শুনিয়া যজ্ঞের কথা কৃষ্ণ মাতাগণ। সকলেতে হইলেন হরষিত মন॥ তার পরে রুক্মিণীর মন্দিরেতে গিয়া। আপনা রমণীগণে তথায় ডাকিয়া॥ যতেক রমণী সত্যভামা আদি করি। সবাকারে মিষ্ট ভাষে কহেন শ্রীহরি॥ সকলেতে সুমিলনে একত্র হইয়া। পুষ্পক রথের পরে সবে আরোহিয়া॥ অবিলম্বে প্রভাসেতে করহ গমন। গ্রহণ দিবসে হবে যজ্ঞ সম্পূরণ॥ ত্রিভুবন লোক তথা হবে সমাগত। নৃত্য গীত মহোৎসব হবে অবিরত॥ সকলে তথায় সুখে করহ গমন। গঙ্গাস্নান হবে আর

দেব দরশন ॥ এতেক বচন যদি কন শ্রীনিবাস। সবাকার হৃদয়েতে বাড়িল উল্লাস ॥ উল্লাসিত হয়ে সবে করয়ে গমন। কেবল রুক্মিণী দেবী কিঞ্চিৎ বিমন ॥ নির্জ্জনে লইয়া কৃষ্ণে বিনয়েতে কয়। কহ দেখি দয়াময় কি ভাব উদয় ॥ অকস্মাৎ কি ভাবেতে যজ্ঞ আরম্ভণ। দ্বারিকা ছাড়িয়া কেন প্রভাসে গমন ॥ বসুদেব উপলক্ষে যজ্ঞ ছল করি। না জানি কি যজ্ঞে ব্রতি হবে নরহরি ॥ তব ভাব বুঝিতে না পারে দেবগণে। আমি নারী অল্প মতি বুঝিব কেমনে ॥ বেদ বিধি গম্য তুমি নহ কদাচন। কার সাধ্য বুঝিবারে পারে তব মন ॥ কখন কি চেষ্টা তব কোন ভাবে রও। ইচ্ছাময় ইচ্ছাধীন বাধ্য কারু নও ॥ বিস্তারিয়া মায়া জাল থাকহ অন্তরে। নাহিক মায়ার গন্ধ তোমার অন্তরে ॥ সুখী জনে দুঃখে তুমি ভাসাও কখন। কখন বা সুখী কর দুঃখি যেই জন ॥ দাসে দেহ রাজ্যভার রাজারে কানন। সর্ব্বদা ঘটাও তুমি অঘট ঘটন ॥ এই হেতু তব প্রতি সদা ভয় হয়। কিসে কিবা ঘটাইবা না জানি নিশ্চয় ॥ যে দিন আইল মুনি তব বিদ্যমান। সেই দিন হতে মম কাঁপিতেছে প্রাণ ॥ কি কথা তোমারে কবে সকপট মুনি। কি ঘটন ঘটাইবা মুনি বাক্য শুনি ॥ নাচয়ে দক্ষিণ চক্ষু উচাটন মন। আপনার জিহ্বা কাটি কহিতে বচন ॥ বসিতে টলয়ে মম আসন অটল। সে দিন হইতে দেখি সদা অমঙ্গল ॥ যজ্ঞ কথা শুনি অদ্য হইল নির্ব্বাস। এত দিনে উঠিলেক দ্বারিকার বাস ॥ অধিনীরে দুঃখনীরে দিবে বিসর্জ্জন। জানিলাম তব বাক্যে প্রভু নারায়ণ ॥ এত বলি আঁখিনীরে ভাসিল রুক্মিণী। কৃষ্ণ কন কহ প্রিয়ে অদ্ভুত কাহিনী ॥ অকস্মাৎ কি ভাব উঠিল তব মনে। শুভ কর্ম্মে দুঃখ কর কিসের কারণে ॥ রুক্মিণী বলেন নাথ শুভ কর্ম্ম নয়। এ যজ্ঞে অনর্থ হবে জেনেছি নিশ্চয় ॥ যজ্ঞ হেতু ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ দিবে। ব্রজবাসীগণ তাহে অবশ্য আসিবে ॥ স্ত্রী পুরুষে যদি তারা করে আগমন। তোমা নিয়া গণ্ডগোল ঘটিবে তখন ॥ তথায় আছেন যিনি তব প্রিয়তমা। রাধা নামে গোপ

কন্যা সবার প্রথমা ॥ রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা বলে সর্ব্বজন। অগ্রে রাধা নাম পরে কৃষ্ণ উচ্চারণ ॥ গঙ্গাস্নান উপলক্ষে আইলে সে ধনী। তোমারে হইব হারা শুন গুণমণি ॥ রাধারে পাইলে আর ফিরে না চাহিবে। বল দেখি তবে মম কি গতি হইবে ॥ আর এক কথা ইথে আছয়ে সংশয়। সে কথা স্মরিয়া আরো বাড়ে মম ভয় ॥ যখন যশোদা রাণী যজ্ঞেতে আসিবে। তোমারে যজ্ঞের স্থানে যখন দেখিবে ॥ তুমিও দেখিবে যবে যশোদা বদন। কহিতে না পারি কৃষ্ণ কি ঘটে তখন ॥ আয়রে গোপাল বলি ডাকিলে তোমায়। রাখিতে নারিবে তব দেবকিনী মায় ॥ যশোদার অগ্রে তুমি দাঁড়াবে যখন। দেবকীরে মা বলিতে নারিবে তখন ॥ আমার গোপাল বলি রাণী কোলে নিবে। নয়নের জলে তব দেহ ধোয়া-ইবে ॥ কোলেতে করিয়া যদি তোমা নিয়া যায়। তাজিতে নারিবে তুমি কখন তাহায় ॥ যশোদার মায়ামোহে মোহিত হইবে। দ্বারি-কার মায়া তব দেহে না রহিবে ॥ সেই ভয়ে হইতেছে কম্পিত হৃদয়। তাই বলি যজ্ঞে আমাদের শুভ নয় ॥ যা কর তা কর কৃষ্ণ করি নিবেদন। দেখো যেন অধিনীরে করোনা বর্জ্জন ॥ এত বলি পদ তলে পড়িয়া রুক্মিণী ॥ কৃষ্ণ কন কেন প্রিয়ে হলে পাগলিনী ॥ তোমায় আমায় বল ছাড়া আছে কবে। কি ভাবিয়া মগ্ন হলে ভাবনা অর্ণবে ॥ যদি বল রাধাকৃষ্ণ বলে সর্ব্বজন। বল দেখি কে না বলে লক্ষ্মী নারায়ণ ॥ লক্ষ্মীরূপা তুমি দেবী আমি নারায়ণ। তোমায় আমায় ছাড়া নাহি কদাচন ॥ প্রলয়েতে ভাসি যবে বটপত্র পরে। তখন তোমায় রাখি হৃদয় উপরে ॥ উঠ প্রিয়ে চারুশীলে তাজ দুঃখ মন। তোমা ছাড়া আমি কোথা না যাব কখন ॥ কহিলাম সত্য করি তোমারে সুন্দরী। এত বলি হস্ত ধরি তোলেন শ্রীহরি ॥ আপনার উত্তরীয় বসন লইয়া। নয়নের জল তাঁর দেন মুছাইয়া ॥ তবেত রুক্মিণী দেবী কৃষ্ণের বচনে। দূরে গেল দুর্ভাবনা তুষ্ট হৈল মনে ॥ পুনঃ কৃষ্ণ কন প্রিয়ে শুনহ বচন। অবিলম্বে প্রভাসেতে করহ

গমন॥ কুবের ভাণ্ডারী তথা আছে ধনাগারে। ধন যোগাইতে নাহি সাধ্য হবে তারে॥ ত্রিভুবন লোক যত আসিবে অপার। দিতে হবে ধন সবে যে বাসনা যার॥ সুমেরু হইতে স্বর্ণ কত বা আনিবে। দূরে হতে ধন আনি নির্ব্বাহ নহিবে॥ তোমারে বসিতে হবে ধনের আগার। কটাক্ষে পুরাতে হবে ধনের ভাণ্ডার॥ অনুচর সহ তথা কুবের থাকিবে। দিবা নিশি ধন তারা সবে বিলাইবে॥ আর তুমি এক কর্ম্ম কর গুণবতি। কৈলাসে পাঠায়ে দেহ শাম্বে শীঘ্র-গতি॥ শাম্বে পাঠাইয়া আন শিবসীমন্তিনী। অন্ন গৃহে অন্নপূর্ণা করিবেন তিনি॥ উভয়ে মিলিয়া যজ্ঞ কর সম্পূরণ। দেখো যেন কষ্ট নাহি পায় কোন জন॥ এত যদি কহিলেন কমললোচন। শুনিয়া রুক্মিণী দেবী হরষিত মন॥ প্রণাম করিয়া তবে শ্রীকৃষ্ণের পায়। প্রভাসে যাইতে চেষ্টা করেন ত্বরায়॥ সঙ্গে করি নিয়া যত পুর-নারীগণে। শুভ যাত্রা করে দেবী সহাস্য বদনে॥ অবিলম্বে পুষ্প-কেতে সবে আরোহিল। তার পরে শুন তথা যে রূপ হইল॥ কৃষ্ণ পুত্র কামদেব কৃষ্ণের আজ্ঞায়। ভেরীর ঘোষণা শীঘ্র দেন দ্বারি-কায়॥ শুনহ নগরবাসী আর যত জন। সবে আসি পুষ্পকেতে কর আরোহণ॥ বসুদেব দানযজ্ঞে প্রভাসের স্থলে। স্বজন বান্ধবে লয়ে চলহ সকলে॥ পুরী ধন রক্ষা হেতু নাহি কারু দায়। সমুদ্র করিবে রক্ষা কৃষ্ণের আজ্ঞায়॥ এই রূপে ভেরীধ্বনি দিলেন নগরে। ধাইল নগরবাসী সহৃষ্ট অন্তরে॥ পুষ্পক রথেতে সবে কৈল আরো-হণ। পুষ্পকের গুণ কথা না যায় বর্ণন॥ আছয়ে ব্রহ্মার বর পুষ্পক উপরে। যত লোক উঠে তথা তত তাহে ধরে॥ ত্রিভুবন লোক যদি উঠে একেবারে। তথাপি কিঞ্চিৎ স্থান থাকে এক ধারে॥ মুহূর্ত্তে চলিতে পারে চলাচল ক্ষিতি। শুনহ সকলে এই পুষ্পকের রীতি॥ হেন রথে উঠিলেন দ্বারিকার জন। শিশু কহে চলে সবে প্রভাসে তখন॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের অনিরুদ্ধ শাম্বের সহিত কথোপকথন ও পুষ্পকের প্রভাসে গমন।

পয়ার। শাম্ব আর অনিরুদ্ধে ডাকিয়া তখন। কহেন করুণা-ময় বিশেষ বচন॥ যখন পুষ্পক রথ প্রভাসে যাইবে। রথ হৈতে লোক সব পুরেতে নামিবে॥ তোমরা দুজনে পুনঃ পুষ্পকে চড়িবা। অবিলম্বে ব্রহ্মলোকে গমন করিবা॥ ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মা সহ আছে যত জন। সকলেরে সবিনয়ে দিবে নিমন্ত্রণ॥ তার পরে অতিশীঘ্র আসিবে কৈলাসে। শাম্ব তুমি একা যাবে শিবের সকাশে॥ অনি-রুদ্ধ কামপুত্র না যাইবা তথা। কি জানি ক্রোধেন শিব স্মরি পূর্ব্ব কথা। কামপুত্র জানিয়া করেন যদি রোষ। একারণে অনিরুদ্ধ গমনেতে দোষ। শাম্ব গিয়া প্রণাম করিবা শিব পায়। যজ্ঞের সংবাদ যত জানাবে তাঁহায়॥ শিবে কহি পরে তুমি পুরী মধ্যে যাবে। পার্ব্বতীর নিকটেতে বিশেষ জানাবে॥ রুক্মিণীর নাম দিয়া কহিবা বচন। কৃপা করি প্রভাসেতে করি আগমন॥ অন্নপূর্ণা অন্নে তূর্ণ করিবেন পূর্ণ। তবেত এ যজ্ঞ মম হইবেক পূর্ণ॥ ইহা বলি পার্ব্বতীরে করিয়া প্রণতি। পুনর্ব্বার প্রণাম করিয়া পশুপতি॥ পথে আসি অনিরুদ্ধ সহিতে মিলিবা। পুষ্পকে চড়িয়া শীঘ্র প্রভাসে আসিবা॥ এত বলি দুই জনে করিয়া বিদায়। তার পরে কামদেবে ডাকি পুনরায়॥ কহিলেন সঙ্গে লয়ে যত পরিবার। অবিলম্বে প্রভাসেতে হও অগ্রসার॥ বলরামে প্রণাম করিয়া নারায়ণ। কহি-লেন শীঘ্র তথা করহ গমন। পশ্চাতে যাইব আমি রথে আপনার। দারুক থাকুক মাত্র নিকটে আমার॥ এত বলি সকলেরে করেন বিদায়। চলিলা দ্বারিকাবাসী প্রভাসে ত্বরায়॥

অথ দ্বারিকাবাসীগণের প্রভাসে গমন।

ত্রিপদী। যতেক যাদবগণ, সকলে সানন্দমন, পুষ্পকেতে কৈল আরোহণ। সারথি চালায় রথে, চলে রথ শূন্যপথে, শোভা কত

করিব বর্ণন॥ রথের সুন্দর গতি, জিনিয়া মরালপতি, প্রভা তার সূর্য্যের সমান। যাদব শোভিল হেন, সূর্য্যের মণ্ডলে যেন, দেব-গণ করে অবস্থান॥ অধিকন্তু শোভা তার, বিপরীত চমৎকার কামিনীগণের দরশন। প্রিয়া ভাব পরিমদে, যেন সূর্য্য হৃদিহ্রদে, প্রস্ফুটিত কমলের বন॥ লক্ষ্মী সে রুক্মিণী সতী, সত্যভামা সরস্বতী, অনুগতা আর যত জন। ষোড়শ সহস্র নারী, বসিয়াছে সারি সারি, সকলের কমল আনন॥ রেবতী রামের সতী, মনোজের প্রিয়া রতি, অনিরুদ্ধ জায়া ঊষা তায়। কি কব রূপের ছটা, কেবল কমল ঘটা, রথের উপরে শোভা পায়॥ আর কত রূপ তায়, অপরূপ শোভা পায়, হেরে হয় চমকিত মন। কৃষ্ণ পুত্র জিনি চন্দ্র, যেন শত শত চন্দ্র, সূর্য্য সঙ্গে হয়েছে মিলন॥ রথের সূর্য্যের প্রভা, যদুগণ চন্দ্র শোভা, নারীগণ কুমুদ কমল। সকলে সতেজো কায়, এক স্থানে শোভা পায়, দেখে মন হয় সচঞ্চল॥ এই রূপে শোভমান, বিমা-নেতে সে বিমান, তীর তারা জিনি বেগে যায়। দেখিবারে শোভা রাশি, যতেক ভূতলবাসী, ঊর্দ্ধভাগে এক দৃষ্টে চায়॥ দেখিয়া সুশোভাচয়, কত জনে কত কয়, যার যেই ভাব উঠে মনে। দেখিতে দেখিতে রথ, ছাড়াইয়া বহু পথ, উত্তরিল প্রভাস ভবনে॥ ভবেত সে রথবর, শূন্য হৈতে পৃথ্বী পর, অবিলম্বে তথায় নামিল। রথস্থ যতেক জন, হেরী পুরী উপবন, অনিমেষে চাহিয়া রহিল॥ বিশ্ব-কর্ম্মা বিনির্ম্মাণ, শোভমান পুরীখান, হেরিয়া হইল হরষিত। রথ হৈতে ততক্ষণ, নামি তথা সর্ব্ব জন, প্রবেশিল পুরীতে ত্বরিত॥ প্রবেশিয়া পুরীমাজ, হেরিয়া পুরীর কাজ, বিশ্বকর্ম্মে সকলে বাখানে। তদন্তরে স্বতন্তর, বাছিয়া লইল ঘর, ইচ্ছামত যার সেই স্থানে॥ অন্তঃপুরে নারীগণ, রহিলেন সর্ব্বজন, পূরুষে বাহির পুরে রন। যার যেই দাস দাসী, সকলে রহিল আসি, নীতি মত সবে নিয়োজন॥ খাদ্যদ্রব্য অগণন, আনিয়া যোগায় জন, ইচ্ছামতে দেয় নেয় খায়। হেরিয়া অপূর্ব্ব স্থল, যতেক যদুর দল, আনন্দেতে

শাস্তিয়া বেড়ায়। তদন্তে রুক্মিণী সতী, ডাকিয়া যক্ষের পতি, জিজ্ঞাসেন যত ধন আয়। যক্ষরাজ প্রণমিল, একে একে নিবেদিল, যত ধন এসেছে তথায়॥ তার পরে ধনপতি, কহেন দেবীর প্রতি, দেখ মাতা ধনের আগার। আর দেখ যক্ষগণ, আনিতেছে স্বর্ণধন, সুমেরু কাটিয়া ভারেভার॥ রুক্মিণী চাহিয়া স্পষ্ট, দেখেন ভারির কষ্ট, লক্ষ লক্ষ যক্ষ অগণনে। আনিতে ধনের ভার, বহিছে ধর্ম্মের ধার, মর্ম্মে ব্যথা পায় সর্ব্বজনে॥ ভারিদের যে দুর্গতি, দেখিয়া রুক্মিণী সতী, যক্ষরাজে বলেন বচন। শুন বাছা ধনেশ্বর, নিবারহ অতঃপর, আনিতে হবে না আর ধন॥ আমি রব ধনাগারে, দিব ধন ভারে ভারে, ধন হেতু নাহি তব ভয়। এই সব ভারীগণে, সুস্থ কর জনে জনে, আহারীয় দেহ শীঘ্রতর॥ এই রূপে হরি প্রিয়া, ভারি দুঃখ নিবারিয়া, আশা দিয়া কুবেরেরে কন। ভারীরা পুলক কায়, প্রণমি লক্ষ্মীর পায়, নিবর্ত্ত হইল সর্ব্বজন॥ তবেত ভীষ্মকসুতা, হইয়া আনন্দযুতা, শাম্বে ডাকি অতি শীঘ্রগতি। পাঠান সুশীঘ্রতর, কৈলাসে শিবের ঘর, আনিবারে অন্নপূর্ণা সতী॥ শাম্ব আনন্দিত হয়ে, মায়ের আরতি লয়ে, বাহিরে আসিয়া ততক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞা স্মরি, অনিরুদ্ধে সঙ্গে করি, পুষ্পকেতে কৈলা আরোহণ॥ সারথি সুশীঘ্রতর, চালাইল রথবর, অবিলম্বে উঠিল গগণে। চলে রথ দূর দুর, ছাড়য়ে সুরেন্দ্রপুর, উত্তরিল ব্রহ্মার সদনে॥ ব্রহ্মলোকে উত্তরিয়া, দ্বারীগণে পাঠাইয়া, সমাচার দিলেন ব্রহ্মারে। আইল কৃষ্ণের সুত, শুনি বিধি হর্ষযুত, আজ্ঞা দিল দোঁহে আনিবারে॥ দ্বারী হৈল অনিরুদ্ধ, তবে শাম্ব অনিরুদ্ধ, প্রণমিল বিধি পদে গিয়া। দেখিয়া কৃষ্ণ নন্দন, আনন্দিত পদ্মাসন, আলিঙ্গন দিলেন উঠিয়া॥ দুই জনে আলিঙ্গিয়া, দুই ক্রোড়ে বসাইয়া, জিজ্ঞাসেন সবার কুশল। শাম্ব অনিরুদ্ধ বলে, তব কৃপা অনুবলে, দ্বারিকায় সকলি মঙ্গল॥ শুন প্রভু নিবেদন, যে কারণে নারায়ণ, তব কাছে করেন প্রেরণ। বসুদেব মহাভাগ, করিবেন দান যাগ,

প্রভাসেতে করিয়া গমন ॥ সেই যজ্ঞে নিমন্ত্রণ, করিবেন ত্রিভুবন, দেবর্ষি নারদ মহাশয়। তিনি তব পুত্র হন, একারণে নিমন্ত্রণ, তদ্দ্বারা তোমারে বিধি নয় ॥ এতেক বিচার করি, তব নিমন্ত্রণে হরি, আমা দোঁহে এখানে পাঠান। লহ যজ্ঞ নিমন্ত্রণ, সহ পরিবারগণ, কৃপা করি হবে অধিষ্ঠান ॥ ব্রহ্মলোকে যত বাস, কিবা দাসী কিবা দাস, নিমন্ত্রণ দিলাম সবারে। আপনি সচেষ্ট হয়ে, সকলেরে সঙ্গে লয়ে, অবিলম্বে যাবেন তথায় ॥ কহিলাম সব মর্ম্ম, গ্রহণ দিবসে কর্ম্ম, প্রভাসেতে হবে সমাপন। করি দেব কৃপা দান, শীঘ্র হবে অধিষ্ঠান, ইথে যেন নহে বিলম্বন ॥ এই রূপে কৃষ্ণ সুত, হইয়া বিনয়যুত, বিধিরে কহিল বার বার। শুনি বিধি হৃষ্টমন, শাম্ব অনিরুদ্ধে কন, চলিলাম সহ পরিবার ॥ তোমা দোঁহে যাহ ঘরে, বল গিয়া যজ্ঞেশ্বরে, এই আমি করিলাম গতি। সবাকারে সঙ্গে নিয়া, প্রভাস তীর্থেতে গিয়া, অতি শীঘ্র ভেটিব শ্রীপতি ॥ এত যদি বিধি কন, শুনি অতি তুষ্ট মন, শাম্ব অনিরুদ্ধ দুই জনে। প্রণমি বিধির পায়, কৈলাস শিখরে যায়, পুষ্পকেতে করি আরোহণে ॥ দেখিতে দেখিতে রথ, ছাড়ায়ে অনেক পথ, মুহূর্ত্তে কৈলাসে উপনীত। অনিরুদ্ধ সহ রথে, রাখিয়া অদূর পথে, শাম্ব গেল শিবের বিদিত ॥ পদব্রজে চলে ধীর, ভক্তিভরে নেত্রে নীর, প্রণমিল শিবের চরণ। কৃষ্ণ সুতে দেখি হর, উঠি অতি শীঘ্রতর, স্নেহেতে দিলেন আলিঙ্গন ॥ আলিঙ্গন করি তায়, হস্ত ধরি পুনরায়, নিজাসনে বসায়ে তখন। জিজ্ঞাসেন পশুপতি, কহ বাছা শীঘ্রগতি, দ্বারিকার কে আছে কেমন ॥ চিন্তাযুক্ত দেখি মন, কি কারণে আগমন, বিশেষিয়া কহ সমাচার। শাম্ব কয় মহাশয়, নাহি তথা কোন ভয়, চরণের কৃপাতে তোমার ॥ মম আসা যে কারণ, শুন প্রভু সে বচন, তব পদে নিবেদন করি। বসুদেবে অনুরাগ, করাবেন দান যাগ, প্রভাসেতে আসিয়া শ্রীহরি ॥ দান যজ্ঞ উপলক্ষে, দেবতা অসুরযক্ষে, নারদ দিবেন নিমন্ত্রণ। আমারে ডাকিয়া হরি, পাঠালেন ত্বরা করি,

নিবেদিতে তোমার সদন॥ কৃপা করি বিশ্বধার, সহিত সপরিবার, গেলে যজ্ঞ হবে আরম্ভণ। রুক্মিণী জননী যিনি, বিশেষ করিয়া তিনি, তব কাছে কহেন বচন॥ আপনি সদয় হয়ে, অন্নপূর্ণা মহামায়ে, মম সঙ্গে পাঠাইয়া দিবে। মাতা গেলে যজ্ঞ স্থান, তবেত রহিবে মান, সুখে লোক সকলে ভুঞ্জিবে॥ ত্রিভুবনে অন্ন দান, কে করে কে আছে আন, বল সেই প্রভাসের তীরে। অতএব পশুপতি, মম সঙ্গে শীঘ্রগতি, পাঠাইয়া দেহ জননীরে॥ কর প্রভু অবধান, আনিয়াছি পুষ্পযান, যাই আমি জননী লইয়া। আপনি আসুন পরে, আত্মগণ সঙ্গে করে, কৃপা করে সত্বর হইয়া॥ এত যদি শাম্ব কন, শুনি প্রভু পঞ্চানন, শাম্বেরে কহেন হাসি হাসি। তুমি যাছা গিয়া তথা, জানাও বিশেষ কথা, আমি তাঁরে বড় ভয় বাসি॥ নাম তাঁর উগ্রচণ্ডা, সঙ্গে দাসী ষোলগণ্ডা, বিতণ্ডা আমার বাক্যে হয়। ভালতে বলিয়া মন্দ, সদা আমা সনে দ্বন্দ্ব, দাসী গুলা তাঁর পক্ষে কয়॥ দুর্গা বড় জায়াঞ্জলি, আমি যদি এক বলি, দশগুণ শুনান তাহার। নারী হয়ে নাহি লাজ, পুরুষ জিনিয়া কাজ, ঝকড়ায় ঝড়ের আকার॥ আমি তাঁরে বলি যাহা, কভু না শুনিয়া তাহা, নিজ মতে বিপরীত ক্রম। বড়ই প্রখর তরা, স্ত্রী হইয়া স্বতন্তরা, স্বামি বলি নাহিক সম্ভ্রম॥ ইচ্ছায় করেন বেশ, ইচ্ছায় ভ্রমেণ দেশ, ইচ্ছায় জগতে গতাগতি। নহেত আমার বশ, দেবে গায় তার যশ, জগজ্জনে সদা বলে সতী॥ প্রখরা যাহার নারী, দুঃখে ভরা তার গারি, লজ্জা ভারি ঘটে ঘরে পরে। কপালে আগুন মম, নাহিক আমার যম, তাই সুখে বঞ্চি হেন ঘরে। ইচ্ছা হয় বিষ খাই, বিষেতে মরণ নাই, ফণী গুলা অঙ্গ আভরণ। দুর্গা মম যে বিষম, নামেতে পলায় যম, সেই হেতু না হয় মরণ॥ উঠিলে ঘরের কথা, হৃদয়েতে পাই ব্যথা, বাড়া কথা কার্য্য নাহি আর॥ কহিলাম তব কাছে, কি জানি শুনেন পাছে, ইথে ভয় হতেছে অপার॥ এত যদি কন হর, শাম্ব দেন সদুত্তর, শুন প্রভু সদানন্দ

কায়। জনক জননী অন্ধ, নাহি বুঝি ভাল মন্দ, সন্তানের মায়া বড় দায়।। এত বলি প্রণমিয়া, শিবের আরতি নিয়া, শাম্ব যান পুরীর ভিতর।। যথায় পার্ব্বতী সতী, সঙ্গে সখী পদ্মাবতী, গৃহকর্ম্মে আছেন তৎপর।। ধীরে ধীরে তথা গিয়া, পদতলে প্রণমিয়া, দাঁড়াইলা দেবী বিদ্যমান। তাহা দেখি ভগবতী, হরষিত হয়ে অতি, সমাদরে শাম্বেরে সুধান।। এসো এসো বাছাধন, তোমার জননীগণ, কে কেমন আছেন তা বল। আর যত পরিবার, সবাকার সমাচার, বিস্তারিয়া বলহ সকল।। বহু দিন দেখি নাই, বাঞ্ছা হয় তথা যাই, বারেক দেখিয়া আসি সবে। কি করি যাইতে নারি, ঘরে পতি ক্রোধী ভারি, সদা মত্ত আপন আসবে।। না দেখেন যদি ঘরে, রুদ্ররূপী রাগভরে, তিলেকেতে করেন প্রলয়। পঞ্চমুখে দেন গালি, অনুতাপে তনু কালি, ভয়ে কাঁপে সতত হৃদয়।। লোকে বলে আশুতোষ, আমা প্রতি আশুতোষ, পতি তিনি দোষ দিতে নাই। সতিনে ধরেন শিরে, আমি ভাসি আঁখি নীরে, ইচ্ছা হয় মাটিতে মিশাই।। প্রভাসে করিতে গতি, আমার একান্ত মতি, বারেক বলহ মহেশ্বরে। মহেশ্বর আদেশিলে, তোমার সহিতে মিলে, এখনি যাইব তব ঘরে।। শাম্ব বলে বলিয়াছি, শিব আজ্ঞা লইয়াছি, আপনি করহ কৃপা দান। তোমারে কহিতে হর, হৃদয়ে বাসেন ডর, বরঞ্চ জিজ্ঞাস শিব স্থান।। শুনিয়া শাম্বের বাণী, হাসি কন শিবরাণী, শিব বুঝি ডরান আমায়। তবে বুঝি তব কাছে, মন্দ নিন্দা হইয়াছে, বুঝিলাম কথার আশায়।। শাম্ব কয় নিন্দা নয়, যতগুলি পরিচয়, তোমার দিলেন সদাশিব।। সব গুলি গুণ তব, তব গুণে বদ্ধ ভব, কিছু নাহি তোমাতে অশিব। এত যদি শাম্ব কন, শুনি সতী তুষ্ট মন, শাম্বেরে লইয়া সঙ্গে করি। শিবের নিকটে গিয়া, কোন কথা না কহিয়া, করপুটে দাঁড়ান শঙ্করী।। ভবানীর বুঝি ভাব, ভবদেব তুষ্ট ভাব, যজ্ঞে যেতে দিলেন আদেশ। কহিলেন মহেশ্বর, শাম্ব সঙ্গে শীঘ্রতর, যাও দেবি প্রভাসের দেশ।। অন্নপূর্ণা রূপধরি, অন্ন

দিয়া পূর্ণ করি, তুঞ্জাও ভুবনত্রয় জনে। আমিও তোমার পর, যাব অতি শীঘ্রতর, নন্দী আদি সহিত স্বগণে॥ শিবের শুনিয়া বোল, আনন্দেতে উতরোল, অন্ন দিতে যান ভগবতী। চম্পকলতার সুত, শিশু কহে ভক্তিযুত, এদীনেরে অন্ন দেহ সতী॥

অন্নপূর্ণার প্রভাসে গমন।

পয়ার। শিবের আরতি লয়ে শিবদা তখন। শাম্ব সঙ্গে প্রভাসেতে করেন গমন॥ কার্ত্তিক গণেশ দুটি পুত্রে সঙ্গে করি। পুষ্পক রথেতে শীঘ্র উঠেন শঙ্করী॥ রথোপরে কাম পুত্রে দেখিলেন সতী। অনিরুদ্ধ উঠি শীঘ্র করিলা প্রণতি॥ আশীর্ব্বাদ করি দেবী বসিলেন রথে। সারথি চালায় রথ প্রভাসের পথে॥ অতি বেগে চলে রথ গগণমণ্ডলে। হাসি হাসি হৈমবতী অনিরুদ্ধে বলে॥ পরম কৌতুকে দেবী পূর্ব্বকথা কন। কাম ভস্ম কথা আর শিবের মোহন॥ এইরূপে কাব্যকথা কহিতে কহিতে। উত্তরিল গিয়া রথ প্রভাস পুরীতে॥ অন্নপূর্ণা আগমন শুনিয়া রুক্মিণী। বাহির হইল ধেয়ে সহিত সঙ্গিনী॥ পাদ্য অর্ঘ্য ধুপ দীপে দেবীরে পুজিয়া। মঙ্গল আরতি করি গৃহেতে লইলা। বহুবিধ সমাদরে নিয়া নিজাগারে। তুষিলেন নারায়ণী বিবিধ আচারে॥ তার পরে সর্ব্বস্ব সঁপিয়া মহামায়। কৃতাঞ্জলি হয়ে কৃষ্ণদারা বর চায়॥ বলে দেবী অন্নগৃহে আপনি থাকিয়া। রাখহ কৃষ্ণের মান সবে অন্ন দিয়া॥ যজ্ঞেশ্বরী কথা শুনি যোগেশ ঘরণী। রন্ধন ভোজনে ভার লইলা আপনি॥ তবে তথা তুষ্টমনে বসি দুই জন। নিজ নিজ গৃহ কথা করেন বর্ণন॥ শিবের চরিত্র কন শিব সীমন্তিনী। কৃষ্ণের কাহিনী কন কৃষ্ণের গৃহিণী॥ বহু দিনে দুই জনে হইয়া মিলন। মনোগত কথা যত কহেন তখন॥ হেনকালে তথায় আসিয়া সত্যবতী। পার্শ্বভাগে বসিলেন প্রণমিয়া সতী॥ লক্ষ্মী সরস্বতী বসি হৈলা দুই ধারে। মধ্যভাগে শোভে দুর্গা অপূর্ব্ব

আকারে॥ তাহা দেখি কার্ত্তিক গণেশ দুইজন। দুই পার্শ্বে বসিলেন আনন্দিত মন॥ দেখিয়া অপূর্ব্ব শোভা যতেক রমণী। এক চিত্ত হয়ে সবে রহিলা অমনি॥ সবে বলে আশ্বিনে হেরেছি এই রূপ। অসুরাদি বিনা মাত্র সব সেই রূপ॥ এত বলি যত নারী আছিল তথায়। পূজিলা সকলে আসি অম্বিকার পায়॥ তবে তথা ভিন্ন ভিন্ন হয়ে সর্ব্বজন। ভিন্ন ভিন্ন গৃহ মধ্যে করেন গমন॥ রুক্মিণী নিকট গৃহে রহেন শঙ্করী। কার্ত্তিক গণেশ দুটি পুত্রে সঙ্গে করি॥ এই রূপে প্রভাসে রহেন সর্ব্বজন। শিশু কহে শুন পরে অপূর্ব্ব কথন॥

অথ যুধিষ্ঠির আদির প্রভাসে আগমন।

পয়ার। প্রভাসে হইল অন্নপূর্ণা আগমন। দ্বারিকায় জানিলেন দেব নারায়ণ॥ তবে হরি দারুকে কহেন ত্বরা করি। রথে চড়ি যাহ তুমি হস্তিনা নগরী॥ যুধিষ্ঠিরে কহ গিয়া মম নিবেদন। অবিলম্বে যান তিনি প্রভাস ভবন॥ পঞ্চ ভাই সহ আর যত পরিবার। আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু যতেক তাঁহার॥ স্ত্রী পুরুষ আদি করি আছে যত জন। সবাকারে সঙ্গে করি করেন গমন॥ আর তাঁরে বিশেষ কহিবে সমাচার। এ যজ্ঞের মানামান তাঁর পরে ভার॥ স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালেতে আছে যত জন। সবাকার এ যজ্ঞেতে হবে আগমন॥ সবাকারে করিবেন স্বাগত সম্মান। মান্য বিনা কার সাধ্য রাখে মানী মান॥ ভীমার্জ্জুনে কহিবা বিশেষ বুঝাইয়া। করিবেন যজ্ঞ রক্ষা সশস্ত্র হইয়া॥ ত্রিভুবনে বীর নাহি সমান দোঁহার। এই হেতু এই কর্ম্মে দোঁহাকার ভার॥ এত বলি দারুকে পাঠান নারায়ণ। দারুক চলিলা দ্রুত হস্তিনা ভবন॥ দারুকের রথ গতি অতি চমৎকার। অবিলম্বে উত্তরিলা পাণ্ডব আগার॥

যুধিষ্ঠিরে প্রণমিয়া কৈল নিবেদন। শ্রীকৃষ্ণের কথা আর যজ্ঞ বিবরণ॥ যার প্রতি নরহরি দিলা যেই ভার। প্রত্যেকে দারুক কহে করিয়া বিস্তার॥ শুনিয়া সানন্দে মগ্ন রাজা যুধিষ্ঠির। অধিক আনন্দ মতি ভীমার্জ্জুন বীর॥ মাদ্রীপুত্র দুজনার হর্ষ অতিশয়। শুনিয়া দ্রৌপদী দেবী সানন্দ হৃদয়॥ সুভদ্রা কৃষ্ণের ভগ্নী অর্জুন গৃহিণী। অধিক আনন্দ নীরে ভাসিলেন তিনি॥ কুরুকুলে বধূগণ ছিল যত জন। সকলে শুনিয়া বার্ত্তা সানন্দিত মন॥ তবে রাজা যুধিষ্ঠির ধনঞ্জয়ে কন। দেবদত্ত রথ ভাই করহ স্মরণ॥ যুধিষ্ঠির আজ্ঞা পায়েঁ স্মরে ধনঞ্জয়। স্মরণে আইল রথ যুক্ত চারি হয়॥ পুষ্পক রথের তুল্য সেই রথ বর। বহুধন জন রহে গমনে সত্বর॥ রথ হেরি যুধিষ্ঠির আনন্দিত মনে। আজ্ঞা দিলা উঠিবারে পুরবাসী জনে॥ তবেত আনন্দ মনে পুরবাসীগণ। দেবদত্ত রথোপরে করে আরোহণ॥ কুরু পাণ্ডবের কুলে ছিল যত জন। উঠিল পুরুষ নারী অসংখ্য গণন। কুরু নারীগণ সঙ্গে হইয়া মিলিত। উঠিল দ্রৌপদী দেবী সুভদ্রা সহিত॥ বহুধন সহ উঠিলেন যুধিষ্ঠির। সধনু অস্ত্রেতে উঠে ভীমার্জুন বীর॥ সহদেব নকুল উঠিলা দুই ভাই। কি কহিব রূপ গুণ তুল্য দিতে নাই॥ দাস দাসী প্রজা সহ রথ আরোহিয়া। যুধিষ্ঠির কন তবে দারুকে ডাকিয়া॥ এই আমি সবান্ধবে যাই যজ্ঞ স্থানে। দেখিয়া দারুক যাহ আপন নয়নে॥ শ্রীকৃষ্ণেরে কহ গিয়া এই সমাচার। আজ্ঞা অনুবর্ত্তী হই আমরা তাঁহার॥ আজ্ঞা মত কর্ম্ম যত করিব সাধন। কৃষ্ণের নিকটে কহ এই নিবেদন॥ ইহা বলি পঞ্চ ভাই প্রভাসেতে যান। দারুক আসিয়া কহে কৃষ্ণ বিদ্যমান্॥ শুনিয়া সানন্দ চিত্ত হৈলা নারায়ণ। পাণ্ডুপুত্র প্রভাসেতে করিল গমন॥ যুধিষ্ঠির নরপতি প্রভাসেতে গিয়া। বসুদেব দেবকীর চরণ বন্দিয়া॥ কৃষ্ণ আজ্ঞা মত কর্ম্ম করেন রাজন। দ্রৌপদী প্রভৃতি পুরে কৈলা প্রবেশন॥ কৃষ্ণারে দেখিয়া দেবী কৃষ্ণের ঘরণী। নারীগণ সহ গৃহে লইলা আপনি॥ সমাদরে

সবাকারে তুষিলেন সতী। পরম আনন্দে তথা রহেন পার্ব্বতী॥ সকলে সন্তোষ মনে রহে সেই খানে। ভদ্রা গেলা আপনার জননীর স্থানে॥ প্রাণকৃষ্ণ সুত শিশু কহে সুবচন। অতঃপরে শ্রীকৃষ্ণের শুন বিবরণ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণ দ্বারিকা রক্ষার্থ সমুদ্র ও সুদর্শনকে নিযুক্ত করেন।

পয়ার। দ্বারিকা নগরে হরি হইয়া সত্বর। সমুদ্র সমীপে গিয়া করেন গোচর॥ বিনয়ে কহেন কৃষ্ণ শুন নদবর। সৃষ্টি মধ্যে শ্রেষ্ঠ তুমি সবার উপর॥ বসীতি করিয়া আমি তোমার নিলয়ে। পাই-য়াছি পরিত্রাণ জরাসন্ধ ভয়ে॥ জগতের মধ্যে ধন্য তুমি মহাজন। শিষ্টে সুপালন কর দুষ্টের দমন॥ তোমার জলের গতি অতি চমৎকার। মুহূর্ত্তে ডুবাতে পার জগত সংসার॥ তোমার যতেক গুণ জগতে প্রচার। কতবা কহিব তাহা করিয়া বিস্তার॥ মূর্ত্তিমান হয়ে তুমি দেহ দরশন। আছয়ে বিশেষ কিছু কহিব বচন॥ এত যদি কহিলেন দেব নারায়ণ। সমুদ্র শুনিয়া শীঘ্র সানন্দ তখন॥ জলে হৈতে উঠিলেন দিব্য দেহ ধরি। তাহা দেখি সন্তোষিত হই-লেন হরি॥ তবেত সমুদ্র শীঘ্র কৃষ্ণ পদতলে। প্রণাম করিয়া কিছু করযোড়ে বলে॥ কহ প্রভু কি কারণে কৈলে আবাহন। আজ্ঞা কর কোন কর্ম্ম করিব সাধন॥ আমারে বিনয় কর এ নহে বিধান। গোলোকে তোমার আমি কনিষ্ঠ সন্তান॥ বিরজা দেবীর গর্ব্ভে তোমার ঔরসে। জন্মিয়াছি সাত ভাই জানেন ত্রিদশে॥ পরম সুন্দর শিশু পেয়ে সাত জন। পালন করেন মাতা আনন্দিত মনে॥ জন-নীর প্রিয় হয়ে সাত সহোদর। খেলায় নিমগ্ন থাকি আনন্দ অন্তর॥ দৈবযোগে এক দিন খেলার কারণ। সাত সহোদর দ্বন্দ্ব হইল ঘটন॥ দেখিতে খেলিতে দ্বন্দ্ব হইল বিস্তার। পরস্পরে পদ্মে করে করয়ে

প্রহার॥ সবার কনিষ্ঠ আমি দুর্ব্বল শরীর। প্রহারে আমার অঙ্গ হইল অস্থির॥ দারুণ প্রহারে তথা হইয়া কাতর। কান্দিতে কান্দিতে যাই জননী গোচর॥ আমার জননী যিনি বিরজা সুন্দরী। তুমি তাঁহে ক্রীড়া যুক্ত আছিলে শ্রীহরি॥ হেনকালে আমারে দেখিয়া নারায়ণ। অন্তর্ধান হৈলে তুমি ছাড়িয়া ক্রীড়ন॥ না হইল তৃপ্ত তব জানিয়া জননী। আমার উপরে ক্রুদ্ধা হইলা অমনি॥ ক্রোধিতা হইয়া মাতা আমারে তখন। ভর্ৎসনা করিয়া বহু কহিলা বচন॥ ওরে রে অধম তুই অতি দুরাচার। তব সম ত্রিভুবনে পাপী নাহি আর॥ কৃষ্ণ সুখ ভঙ্গ কর দুরাত্মা দুর্ম্মতি। জাননা যে কৃষ্ণচন্দ্র জগতের পতি॥ কৃষ্ণ প্রীতি হেতু লোক কত কর্ম্ম করে। যোগী-জনে যায় বনে যে কৃষ্ণের তরে॥ কৃষ্ণ প্রীতি জন্মাইতে জগতের জন। যত যজ্ঞ ফল করে কৃষ্ণেতে অর্পণ॥ হেন কৃষ্ণে প্রীতি তুই জন্মিতে না দিলি। কৃষ্ণ সুখ ভঙ্গে মূল তুই সে হইলি॥ এই হেতু তোরে আমি করিব বর্জ্জন। না দেখিব ওরে মূঢ় তোমার বদন॥ এই রূপে কহে মাতা ঘূর্ণিতলোচনে। হেনকালে কান্দিয়া আইল ভাইগণে॥ কপটে রোদন করি দোষে পরস্পরে। আপনার দোষ কেহ প্রকাশ না করে॥ তাহা দেখি মম মাতা অধিক কুপিল। কৃষ্ণ সুখ ভঙ্গ হেতু সবারে জানিল॥ পরস্পরে দ্বন্দ্ব যদি এ রূপে না করে। তবেত কনিষ্ঠ পুত্র না আসিত ঘরে॥ অতএব সবে হৈল ইহার কারণ। এই হেতু সকলেরে করিব বর্জ্জন॥ এত বলি সেই ক্ষণে হাতে জল নিল। মহাক্রোধে মহাদেবী অভিশাপ দিল॥ দ্রব হয়ে কর সবে অধোতে গমন। জল রূপে পৃথিবীকে করহ বেষ্টন॥ লজ্জা দিতে ভবে আর না রবে শকতি। ছাড়িয়া গোলোক ধাম যাহ শীঘ্রগতি॥ এই রূপে সেই দেবী যেমন শাপিল। দেখিতে দেখিতে দেহ অমনি গলিল॥ জল হয়ে প্লাবিত হইয়া সাত জন। পৃথিবীকে করিলাম সবে সুবেষ্টন॥ লবণেক্ষু সুরা সর্পি দধি দুগ্ধ আর। জলান্তকা বধি নাম হইল প্রচার॥ তব সুখ ভঙ্গে আমি

প্রথম কারণ। সেই পাপে মম জল হইল লবণ॥ সন্তানে শাপিয়া মাতা মায়াতে মোহিল। অনন্তে বিলাপ করি কান্দিতে লাগিল॥ তাহা দেখি তুমি তথা হয়ে কৃপাবান। সান্ত্বাইয়া মম মারে দিলা বরদান॥ না কান্দ না কান্দ দেবি স্থির কর মন। ইচ্ছা মাত্রে পুত্র গণে পাবে দরশন॥ যখন দেখিতে তুমি ইচ্ছিবে অন্তরে। স্মরণে আসিবে পুত্র ধরি কলেবরে॥ শুনিয়া স্মরিল মাতা প্রকাশিয়া স্নেহ। উঠিলাম তব বরে ধরি দিব্য দেহ॥ তাহা দেখি জননী হইলা হরষিত। শিরে চুম্ব দিয়া ক্রোড়ে করিলা ত্বরিত॥ মায়ে সান্ত্বাইয়া জল হয়ে আসি জলে। পুনঃ দেহ ধরে যাই মা যখন বলে॥ সেই হতে দিব্য দেহ ধরিবারে পারি। কহিলাম পূর্ব্বকথা তোমারে মুরারি॥ সর্ব্ব তত্ত্ব জান তুমি তত্ত্বময় হরি। অধিক কহিতে কথা অতিশয় ডরি॥ এক্ষণে আদেশ কর কি কর্ম্ম করিব। সাধ্যমতে তব কর্ম্ম যতনে সাধিব॥ সমুদ্রের শুনি কথা হৃষ্ট হৃষীকেশ। পুরী রক্ষা হেতু তবে করেন আদেশ॥ কৃষ্ণ কন শুনহ সাগর গুণাকর। প্রভাসের যজ্ঞে আমি যাইব সত্বর॥ দ্বারিকা নগরে নিবসয়ে যত জন। সকলেতে সে যজ্ঞেতে করেছে গমন॥ সবাকার ধন ধান্য আছয়ে আবাস। তুমি তার রক্ষাকারী হও রত্নাবাস॥ জল বেগে বেষ্টিয়ে রাখিবে এই দেশ। দেখো যেন শত্রু গণে না করে প্রবেশ॥ শূন্য পথ রক্ষা করিবেন সুদর্শন। এইরূপে রাখ দোঁহে দ্বারিকা ভবন॥ যদবধি লোক সব ফিরে না আসিবে। তদবধি এ নগরী যতনে রাখিবে॥ জল অস্ত্র রূপে দোঁহে থাক সাবধানে। দিব্য রূপ ধরি যাবে প্রভাসের স্থানে॥ এতেক বলিয়া তবে দেব নারায়ণ। নিক্ষেপ করেন শূন্যে অস্ত্র সুদর্শন॥ সুদর্শন জলনিধি কৃষ্ণের আজ্ঞায়। রক্ষক হইয়া দোঁহে রহেন তথায়॥ ব্যাস কন নারায়ণ করিলেন ধার্য্য। প্রভাসেতে সুদর্শনে না হইবে কার্য্য॥ ব্রজবাসীগণ তথা আসিবে নিশ্চিত। চক্রধারী রূপে তারা না পাইবে প্রীত॥ ধরিতে হইবে বাঁশী জানি নিজ মনে। সুদ-

শনে রাখি যান দ্বারিকা ভবনে ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে একথা প্রমাণ। বাঁশীধারী রূপ ব্রজবাসীগণ প্রাণ ॥

অথ শ্রীকৃষ্ণের প্রভাসে গমন ও যজ্ঞের উদ্যোগ।

পয়ার। দ্বারিকা সঁপিয়া হরি চক্র জলধিরে। রথে চড়ি চলিলেন প্রভাসের তীরে ॥ দারুক চালায় রথ গমনে বাতাস। অবিলম্বে উত্তরিলা প্রভাসের বাস ॥ তবে হরি ত্বরা করি পুরে প্রবেসিয়া। বসুদেব দেবকীরে প্রণাম করিয়া ॥ অন্নপূর্ণা আগমন আবাসে আপন। তাঁরে আগে করিলেন প্রণাম স্তবন ॥ বলরামে প্রণাম করিয়া নরহরি। যুধিষ্ঠিরে প্রণমেন সম্ভাষণা করি ॥ প্রণাম স্তবন আর আশীষ বচনে। যার সঙ্গে যেই ভাব করে সম্ভাষণে ॥ তার পরে অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া হরি। একে একে নারীগণে সম্ভাষণা করি ॥ বাহিরে আসিয়া পুনঃ বসি বার দিয়া। যজ্ঞ হেতু কন যত স্বগণে ডাকিয়া ॥ উগ্রসেন উদ্ধব অক্রুর শত্রাজিত। যে যে জন বিজ্ঞতম যদুকুল হিত ॥ পাণ্ডবগণের সহ হইয়া মিলিত। মন্ত্রণা করিয়া হরি সবার সহিত ॥ যজ্ঞের উদেযাগে দেন কামদেবে ভার। আর তার ভাতৃগণে সঙ্গেতে তাহার ॥ কহিলেন কৃষ্ণচন্দ্র শুন পুত্রগণ। অবিলম্বে দান দ্রব্য কর আয়োজন ॥ দানার্থে কহেন যাহা গর্গাচার্য্যবর। সেই সব দ্রব্য সবে আনহ সত্বর ॥ কৃষ্ণ আজ্ঞা শিরে ধরি মায়াবতীপতি। অসংখ্য যাদবগণে করিয়া সংহতি ॥ তিন দিনে দান দ্রব্য কৈলা আয়োজন। ত্রিভুবনে বিতরিলে নহে অনাটন ॥ এত দ্রব্য আহরণ করিয়া তথায়। যথা স্থানে রীতিমতে যতনে সাজায় ॥ বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মিত সভা চমৎকার। তাহে দান সাজাইল কৃষ্ণের কুমার ॥ হইল সভার শোভা কি কহিব তায়। সুরাসুর মুনি আদি হেরি মোহ যায় ॥ শোভা হেরি নরহরি হরষিত মন। কামদেবে করিলেন বহু প্রশংসন ॥ শিশু কহে এ শোভা কে বুঝিবে তখন। রাধাকৃষ্ণ সুমিলন হইবে যখন ॥

অথ প্রভাসে ত্রিভুবনবাসীর আগমন।

পয়ার। এখানে নারদমুনি কৃষ্ণ আজ্ঞা নিয়া। নিমন্ত্রিলা ত্রিভুবন মুহূর্ত্তে ভ্রমিয়া॥ তবেত ভুবনত্রয় লোক যত জন। সকলেতে প্রভাসেতে করে আগমন॥ যজ্ঞস্থলে যুধিষ্ঠির ধর্ম্মের নন্দন। সমাদরে সবাকারে অভ্যন্তরে লন॥ পাদ্য অর্ঘ্য আচমন উদ্ধব যোগান॥ উগ্রসেন অগ্র হয়ে দেন বাসস্থান॥ অন্নপূর্ণা অন্ন দিয়া ভুঞ্জান সকলে। মহা সমারোহ হৈল প্রভাসের স্থলে॥ আইলেন সৃষ্টিনাথ হংস আরোহিয়া। গায়ত্রী সাবিত্রী জায়া সঙ্গেতে লইয়া॥ আর তাঁর ব্রহ্মলোকে বৈসে যত জন। সকলে তাঁহার সঙ্গে কৈলা আগমন॥ কৈলাস শিখর হতে দেব ত্রিলোচন। আইলেন অবিলম্বে সহিত স্বগণ॥ ভৈরব বেতাল ভৃঙ্গি নন্দী বীরভদ্র। আর তার সঙ্গে সঙ্গে বহু বীরভদ্র॥ সহস্র সহস্র সঙ্গে ভূত ভূত্যগণ। ভুতেশের ভঙ্গি কথা না যায় বর্ণন॥ দেবতা তেত্রিশকোটি সহ সুরপতি। আইলেন স্ববাহনে সঙ্গে শচীসতী॥ আশিলক্ষ গন্ধর্ব্বে আইল চিত্ররথ। বহুশত অশ্ব সঙ্গে বহুশত রথ॥ নবলক্ষ কিন্নরে কিন্নর নরপতি। বহু বিদ্যাধর সঙ্গে বিদ্যাধর পতি॥ আইলা অসুরদল অসংখ্য গণন। মহাবলধর মূর্ত্তি অতি সুশোভন॥ যত যত জাতি স্বর্গে করয়ে নিবাস। কি পুরুষ কিবা নারী আইল প্রভাস॥ উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা নৃত্যকীরগণ। ক্রমেতে আইল স্বর্গে ছিল যত জন॥ আইল গগণ বাসী গ্রহ তারা যত। অষ্টবসু দিক্পাল ক্রমে সমাগত॥ অনেক আইল আর অপ্সর অপ্সরী। পক্ষধারি আইল বহু যারে বলে পরী॥ আইলেন বিভীষণ লঙ্কা অধিপতি। অসংখ্য রাক্ষসগণে করিয়া সংহতি॥ অসংখ্য বানর সঙ্গে বীর হনুমান। আইলেন অবিলম্বে প্রভাসের স্থান॥ তার পরে তির্য্যক্ জাতির আগমন। আইল পক্ষীর পতি সহ পক্ষীগণ। খগেন্দ্রের গতি দেখি নগেন্দ্র

দুঃখিত। নিজ নিজ মনোমধ্যে হইল চিন্তিত॥ ভাবয়ে পর্ব্বতগণ পক্ষ আগে ছিল। বিপক্ষ হইয়া ইন্দ্র সে পক্ষ ছেদিল॥ এক্ষণে উড়িতে আর নাহি শক্তি লেশ। না পারি যাইতে এবে কি দেশ বিদেশ॥ কি করিব ভগবান কৈলা বিড়ম্বন। আমাদের ভাগ্যে না হইল দরশন॥ এরূপে অচলদল ভাবে পরস্পরে। অন্তর্যামী নারায়ণ জানিয়া অন্তরে॥ তবেত অচলে হরি হয়ে কৃপাবান। দিব্য রূপ ধরিবারে দিলা শক্তি দান॥ অচল সচল হৈল কৃষ্ণের কৃপায়। প্রভাসে আসিতে সবে দিব্য দেহ পায়॥ আইল গৌরীর বাপ গিরি মহাশয়। মেনকা রমণী সঙ্গে মৈনাক তনয়॥ সুমেরু আইল যত পর্ব্বতের সার। যতেক শিখরী লয়ে সঙ্গে আপনার॥ তার পরে মুনি ঋষি করে আগমন। অশীত সহস্র শিষ্যে আইল চ্যবন॥ শিষ্য ষষ্টি সহস্রে দুর্ব্বাসা উপনীত। পরাশর পঞ্চাশত সহস্র সহিত॥ বশিষ্ঠ বাল্মীক বালিখিল্ল মুনিগণ। ক্রমেতে আইল ঋষি অসংখ্য গণন॥ ব্যাসের সহিত ষষ্টিসহস্র আইল। এ রূপে আইল মুনি যে যেখানে ছিল॥ পিতৃগণ বসুগণ যত মহাজন। প্রভাসের যজ্ঞে সবে কৈলা আগমন॥ আইল পৃথিবীবাসী যতেক সম্রাট। অঙ্গ বঙ্গ তৈলঙ্গাদি কলিঙ্গ কর্ণাট॥ কাশী কাঞ্চী অবন্তী অবধি দেশ যত। পৃথিবীর রাজা প্রজা হৈল সমাগত॥ বাল বৃদ্ধ যুবা জরা আদি সর্ব্বজন। চণ্ডাল অবধি যত জাতি আগমন॥ খঞ্জ ভঙ্গ আতুরাদি আছে যত জন। সকলের প্রতি কৃপা কৈলা নারায়ণ॥ প্রভাসে আসিতে যেবা করয়ে মনন। অন্ধ জনে চক্ষু হয় খোঁড়ার চরণ॥ আতুরের সর্ব্ব রোগ হৈল বিমোচন। মূকের খুলিল মুখ সরিল বচন॥ সকলে সানন্দ মনে হৈল উপনীত। সমারোহ দেখি হরি হন হরষিত॥ তদন্তে পাতালবাসী বাসুকির দল। অনন্তে করিয়া অগ্রে আইল সকল॥ তার পরে বলি আদি যত মহাবলী। আইল পাতালবাসী অতি কুতূহলী॥ আইলেন ভল্লূকেন্দ্র বীর জাম্ববান। সংপ্রতি কৃষ্ণের সঙ্গে সম্পর্ক প্রধান॥

ত্রিভুবন লোক আসি হৈল এক ঠাঁই। কি কহিব সমারোহ তুল্য দিতে নাই॥ অন্নপূর্ণা অন্ন দিতে একাকী কাতর। এই হেতু নিজ মনে ভাবিয়া বিস্তর॥ নিজ দেহ হতে নারী অনেক সৃজিলা। বহুশত রূপে দেবী প্রকাশ পাইলা॥ সকলে সমান বেশ সুবসন পরা। স্বর্ণ অন্নপাত্র আর স্বর্ণদর্ব্বী ধরা॥ দৃষ্টিমাত্রে অন্নপাত্র করিয়া পূরণ। প্রতি ঘরে ঘরে দেবী করেন ভ্রমণ॥ যোগায় ভোজনপাত্র কুবেরের চর। জলপাত্রে জল প্রদো বরুণ কিঙ্কর॥ পবনানুচরে করে স্থানের মার্জ্জন। কি কব ভোজন সুখ না দেখি এমন॥ যেই যাহা বাঞ্ছা করে সেই তাহা পায়। বাঞ্ছা মতে দ্রব্য দেবী যতনে যোগায়॥ ভোজনানুরূপ চর্ব্ব্যচোষ্য লেহ্য পেয়। নানাবিধ মিষ্ট অন্ন নানা উপাদেয়॥ সকল জাতির প্রতি সম ব্যবহার। ষড়রসে লোক সব করয়ে আহার॥ ভোজনান্তে নিদ্রা যায় অপূর্ব্ব শয্যায়। নৃত্য গীত মহোৎসব দেখিয়া বেড়ায়॥ প্রভাস তীর্থের জলে সুখে করে স্নান। এইরূপে লোক সবে রহে সেই স্থান॥ শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সর্ব্বজন। প্রভাসে বসিল হাট অপূর্ব্ব কথন॥

অথ প্রভাসের হাট।

ত্রিপদী। আইল বণিক যত, নিয়া দ্রব্য নানা মত, শুনি বহু-লোক আগমন। যুড়ি ঘাট মাঠ বাট, বসিল প্রভাসে হাট, ত্রিভু-বনে না দেখি এমন॥ বণিকে বিপণী পরে, নানা দ্রব্য থরে থরে, সাজাইল শোভা চমৎকার। মণি চুনি হীরা সার, স্ববর্ণে নির্ম্মিত আর, যত যত আছে অলঙ্কার॥ প্রস্তরে স্বর্ণেতে যুক্ত, আর তাহে মণিমুক্ত, প্রসিদ্ধ জড়াও যারে বলে। অঙ্গ শোভা আভরণ, কত কব সে শোভন, হেরিলে রমণী মন টলে॥ কণ্ঠভূষা শত শত, কর কণ্ঠভূষা কত, কোটি ভূষা অপূর্ব্ব আকার। হেরি মন সুসন্তুপ্ত, রমণীর দেহ দীপ্ত, লোকে যারে বলে চন্দ্রহার॥ চরণের ভূষা যত,

শোভা তার কব কত, শত শত সাজাইল থরে। প্রভা অতি চমৎকার, দূর করি অন্ধকার, আপনে বিপণী আল করে ॥ কীটজ কার্পাসবাস, দৃষ্টে বাড়ে অভিলাষ, পরিবারে সবাকার মনে। হেন সুসবন সার, সাজাইয়া দিয়া বার, বসিল বিক্রয়ী বহুজনে ॥ অতি সুনিয়ম মত, বসিলেক শত শত, খাদ্য দ্রব্য যথা আছে যত ॥ দেখিলে সে দ্রব্যচয়, নির্লোভীর লোভ হয়, বিস্তার করিয়া কব কত ॥ এ রূপে বসিল হাট, আর কত গীত নাট, প্রান্তরেতে চারিধারে হয়। হইল অপূর্ব্ব ঘটা, হেরিয়া হাটের ছটা, অনুচরে কৃষ্ণকাছে কয় ॥ শুনি তুষ্ট নারায়ণ সাম্বেরে ডাকিয়া কন, ভেরীর ঘোষণা হাটে দেহ। করি দ্রব্য সুবিক্রয়, মূল্য তার যত হয়, ক্রয়ী স্থানে নাহি লয় কেহ ॥ যে মূল্য যাহার হবে, কৃষ্ণের ভাণ্ডারে লবে, কুবেরের চরে দিবে তার। আর তুমি শীঘ্রতর, নিযুক্ত করহ চর, বিপণীর প্রতি দ্বারে দ্বার ॥ এত যদি কৃষ্ণ কন, কৃষ্ণসুত তত-ক্ষণ, ভেরীর ঘোষণা হাটে দিল। ডাকি কুবেরের চরে, বিক্রয়ীর ঘরে ঘরে, বিজ্ঞ দেখি নিযুক্ত করিল ॥ শুনিয়া এ রূপ কথা, যত লোক ছিল যথা, সকলেতে ধন্য ধন্য করে। কিবা সুরাসুর নর, গন্ধর্ব্ব বা কি কিন্নর, প্রবেশিল হাটের ভিতরে ॥ আর তথা যত নারী, তীর্থস্নান অনুসারি, হাট মাঝে করিয়া প্রবেশ। বাছিয়া মনের মত, ক্রয় করে অবিরত, দ্রব্য দেখি দূর হয় ক্লেশ ॥ আগে দেব কন্যাগুলা, ক্রয় করে মুঁড়ী মূলা, হীন দ্রব্যে জানিতে আস্বাদ। ইতরে উত্তম লয়, নাহি জানে পরিচয়, ভক্ষণেতে বাড়য়ে আহ্লাদ ॥ পরিধেয় দ্রব্য যত, এ রূপেতে শত শত, লয় যত জগতের জন। কি দ্রব্যের কিবা গুণ, জানিবারে সুনিপুণ, সানন্দে সবার ধায় মন ॥ মুখে মৃদু মৃদু হাস, রাজকন্যা হীন বাস, লয় বলে দেখিব পরিয়া। কি রূপে ইতর নরে, ইহা ব্যবহার করে, বুঝিব সে বিশেষ করিয়া ॥ অধমে উত্তম নিয়া, মধ্যে চিরে টান দিয়া, পরে বলে সাপটিতে নারি। উত্তমে অধম বাস, পরিয়া বাড়য়ে হাস, আনন্দে

মগনা সব নারী॥ কিনিতে না লাগে ধন, এই হেতু সর্ব্বজন, যার যেই ইচ্ছা হয় লয়। বহুমূল্য দ্রব্য কত, অনায়াসে শত শত, নির্দ্ধনীতে করিলেক ক্রয়॥ হেনমতে হাট করে, দ্রব্য নিয়া যায় ঘরে মূল্য দেয় কুবেরের চর। এরূপেতে সে প্রভাসে, আনন্দে সকলে ভাসে, দেখি হরি হরিষ অন্তর॥ শিশুরাম দাসে কয়, শুন কৃষ্ণ দয়াময়, নিবেদন করি রাঙ্গাপায়। নারী মম দুঃখে জরা, ভবভীতি কলেবরা, তব পদে দৃঢ় ভক্তি চায়॥ কাতরে ডাকয়ে দাসী, রাধাসহ আশু আসি, শিবসিতে দেহ শ্রীচরণ। ভবার্ণবে পার কর, জন্ম মৃত্যু জরা হর, ব্রজগোপীর বিপদভঞ্জন॥

অথ নারদ মুনির বৃন্দাবনে পুনরাগমন ও পৌর্ণমাসী দেবীদ্বারা ব্রজবাসীকে যজ্ঞের সংবাদ দেওন।

পয়ার। এখানে নারদ মুনি মুহূর্ত্তে ভ্রমিয়া। ব্রজ বিনা ত্রিভুবনে নিমন্ত্রণ দিয়া॥ মনে মনে ভাবে এবে উপায় কি করি। বৃন্দাবনে নিমন্ত্রিতে নিষেধিলা হরি॥ যেহেতু যে কবিলাম না ধরিল ক্রম। বুঝি বা হইল মম বৃথা পরিশ্রম॥ সুমন্ত্রণা মনে মনে করিলাম যত। চক্রীর চক্রেতে পড়ি সব হৈল হত॥ ব্রহ্মার নিকটে আসি করেছি স্বীকার। কৃষ্ণসহ সুমিলন কবাব রাধাব গ। ঐক্ষণে মিলন যদি করিতে না পারি। বিধিব নিকটে লজ্জা ঘটিবেক ভারি॥ বিশেষতঃ ব্রজে গিয়া আগে আমি তাঁয়। আশা দিয়া আসিয়াছি শ্রীমতী রাধায়॥ সে আশে নৈরাশ যদি হন কমলিনী। ক্রোধেতে ব্রহ্মাণ্ড নাশ করিবেন তিনি॥ এইরূপে বহুক্ষণ করিয়া চিন্তন। তার পরে মুনিবর করেন গমন॥ যে হয় সে হয় ব্রজে সংবাদ জানাব। বিনা নিমন্ত্রণে সবে প্রভাসে আনাব॥ ব্রজবাসী প্রভাসে করিলে আগমন। অবশ্য কৃষ্ণের সঙ্গে হইবে মিলন॥ এত ভাবি মহামুনি দৃঢ় করি মন। বৃন্দাবন

অভিমুখে করেন গমন ॥ কিন্তু লজ্জা হেতু ব্রজে প্রবেশিতে নারে। মনে মনে ভাবে মুনি কি বলিব কারে ॥ ভাবিতে ভাবিতে ঋষি অতি ধীরে ধীরে। রজনীতে প্রবেশিল কালীর মন্দিরে ॥ ব্রজপুর বাহিরেতে উত্তম উদ্যান। তথা বিরাজিতা কালী পাষাণে নির্ম্মাণ, পূর্ণরূপে বারমাস আবির্ভাব যার। এই হেতু পৌর্ণমাসী নাম তথা তাঁর ॥ অলক্ষেতে মহাদেবী উগ্রচণ্ডা বেশে। করেন গোকুল রক্ষা কৃষ্ণের আদেশে ॥ মহাভক্তি করি তাঁরে ব্রজবাসীগণ। প্রতি দিন প্রতিমাতে করয়ে পূজন ॥ পৌর্ণমাসী মন্দিরে প্রবেশি তপোধন। প্রণাম করিয়া পদে করেন স্তবন ॥

অথ নারদ কর্ত্তৃক কালীর স্তব।

কামদা কামাক্ষা কামঅরি কুটুম্বিনী। কামরূপা কামেশ্বরী কামেশ বন্দিনী ॥ কালরাত্রী কলাবতী কুমার পালিকা। কৌমারী কৌষিকী কালী কপাল মালিকা ॥ ১ ॥ খলরিপু খণ্ডিবারে খরখড়্গ করা। খণ্ড খণ্ড করি খলে খণ্ডমুণ্ড ধরা ॥ খল খল হাসিনী করিতে খলোচ্ছেদ। খগমণি খরদৃষ্টে খণ্ড মম খেদ ॥ ২ ॥ গজ শক্র সমারুঢ়া গজেন্দ্র গমনী। গীর্ব্বাণ গণেশা গৌরী গণেশ জননী ॥ গো স্বরূপা গো পালিকা গোপাল অনুজা। গোকুলের রক্ষা কর্ত্রী গোপেন্দ্র তনুজা ॥ ৩ ॥ ঘটে ঘটে অঘটনা ঘনঘটা-য়িনী। ঘন ঘটা ছটা ঘনশ্যাম সহায়িনী ॥ ঘন শত্রু বিঘাতনে ঘূর্ণিত লোচনা। ঘরের সেবকে ঘোর দায়ে বিমোচনা ॥ ৪ ॥ চণ্ডরূপা চন্দ্রমুখী চন্দ্রকপালিনী। চিন্তায় চরমে চারু ফল প্রচা-রিণী ॥ চন্দ্রচূড় চিত্তহরা চারু চক্ষে চাও। চিন্তামণি চিন্তা দিয়া অচিন্তা ঘুচাও ॥ নারদের স্তব বাক্য ভাব সমুদায়। ভাষাচ্ছন্দে পঞ্চাক্ষরে শিশু আশু গায় ॥

অথ নারদ প্রতি ভগবতী সদয়া হন।

পয়ার। স্তবেতে হইয়া তুষ্টা নারদে তখন। বলেন বরদা বর লহ বাছাধন॥ নারদ বলেন মাতা যদি বর দাও। রাধা কৃষ্ণ দুজনায় মিলন করাও॥ শক্তিরূপা গুণাত্মিকা সুযোগ ধারিণী। নিরাকারে শক্তিযোগে সাকার কারিণী॥ দেবতাগণের হিতে সদা অনুরতা। যুগে যুগে যোগ কর পরম দেবতা॥ দেবকীর গর্ভ হতে আকর্ষণ করি। সঙ্কর্ষণে রোহিণীতে রাখিলা শঙ্করী॥ দেবকীতে জন্মাইয়া দেব নিরঞ্জনে। কংস ভয়ে নিস্তারিলে জগতের জনে॥ এক্ষণে কৃষ্ণেতে যোগ করিয়া রাধার। সৃষ্টিনাশ ভয় দূর কর বিধাতার॥ প্রভাসে আইলা হরি বসুদেব যাগে। রাধা লয়ে তথায় যোগাও যোগেযাগে। আর নন্দালয়ে মাতা দিবা সমাচার। লজ্জায় যাইতে শক্তি না হয় আমার॥ আশা দিয়া আসিয়াছি কৃষ্ণে আনি দিব। আনিতে না পারি কৃষ্ণে কি বলে যাইব॥ নিবারো আমার লজ্জা লজ্জা নিবারিণী। কৃপা করি এই বর দেহ মা তারিণী॥ এত যদি ঋষি কন করযোড় করি। শুনিয়া তথাস্তু বাণী বলেন শঙ্করী॥ শিবা কন শুভকর্ম্ম অবশ্য করিব। রাধার সঙ্গিনী হয়ে আনিও যাইব॥ রাধা কৃষ্ণ দুই জনে হইলে মিলন। হেরিয়া যুগল রূপ জুড়াব নয়ন॥ নন্দ যশোদারে আমি দিব সমাচার। তুমি যাও প্রভাসেতে ভয় নাহি আর॥ এত যদি কহিলেন দেবী মাহেশ্বরী। বিদায় হইলা ঋষি দণ্ডবৎ করি॥ প্রভাসে কৃষ্ণের কাছে দিলা দরশন। শিশু কহে শুন সবে ব্রজ রিবরণ॥

ত্রিপদী। প্রভাতা হইল নিশি, প্রকাশিল দশদিশি, পুরবাসী জাগিল সকলে। তমস্বিনী হৈল দূর, তস্করের দর্পচুর, ভাস্কর উদয়াচলে চলে॥ দিনকরে করি দৃষ্ট, নলিনী হৃদয় হৃষ্ট, কুমুদী মলিনমুখী তায়। পাখীডাকে শাখীপরে, অতি সুমধুর স্বরে,

কোকিল ললিত রাগে গায় ॥ তারাপতি ত্রস্ত হয়ে, তারাগণে সঙ্গে লয়ে, অস্তাচলে করিল গমন। গৃহস্থ রমণী যত, গৃহকর্ম্মে হৈল রত, ইষ্টকাযে রত শিষ্ট জন ॥ প্রতিমার ঘরে ঘরে, মঙ্গল আরতি করে, পরে করে পূজা আয়োজন। কিন্তু ব্রজবাসীগণে, কারু কিছু নাহি মনে, কৃষ্ণ বলি কান্দে সর্ব্বক্ষণ ॥ যথা দেবী পৌর্ণমাসী, প্রত্যহ প্রভাতে আসি, যাচে বর কৃষ্ণের কল্যাণ। কৃষ্ণ আত্মা কৃষ্ণ মন, কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ জন, কৃষ্ণ বিনা নাহি চাহে আন ॥ বৃন্দা রাধিকার দাসী, দেবীরে প্রণমে আসি, দেখি দেবী হয়ে হরষিত। বৃন্দারে প্রত্যক্ষ হয়ে, কহেন বিরলে লয়ে, আজি শুভ হৈল সমুদিত ॥ যজ্ঞ উপলক্ষ করি, প্রভাসে আইলা হরি, মিলন মানসে শ্রীরাধার। রাধা গেলে তীর্থস্নান, হবে দুঃখ অবসান, নারদ কহিলা সমাচার ॥ জানিয়া কৃষ্ণের মন, তবে সেই তপোধন, কহিলেক আমারে গোপনে। আনিতে না পারি তায়, ঠেকিয়া লজ্জার দায়, নাহি গেলা রাধার ভবনে ॥ শুন সখি তুমি গিয়া, রাধারে সংবাদ দিয়া, চল সবে কৃষ্ণ বিদ্যমান। আমিও রাধার সঙ্গে, সঙ্গিনী হইয়া রঙ্গে, যাব সেই প্রভাসের স্থান ॥ আর এক কায কর, যাইয়া নন্দের ঘর, যশোদারে দেহ সমাচার। শ্রীমতি যশোদা নন্দ, দূর করি নিরানন্দ, সঙ্গে লয়ে যত পরিবার ॥ ব্রজ-বাসীগণে লয়ে, সকলে একত্র হয়ে, চলুন সে প্রভাসের স্থান। হবে পুণ্য উপার্জ্জন, পাইবেন কৃষ্ণধন, এত দিনে দুঃখ অবসান ॥ এত যদি কালী কন, শুনি সখী হৃষ্টমন, প্রণমিয়া কালিকার পায়। হয়ে অতি বেগবতী, যথায় শ্রীমতী সতী, শীঘ্রগতি সংবাদ জানায় ॥ তার পরে নন্দালয়ে, গিয়া অতি ত্রস্ত হয়ে, জানাইলা রাণীরে ত্বরিত। শুনিয়া বৃন্দার বাণী, ব্যগ্র হয়ে নন্দরাণী, কহিলেন নন্দের বিদিত ॥ শুনি নন্দ এ বচন, হইয়া বিস্ময় মন, অনুক্ষণ ভাবেন অন্তরে। যশোমতী ব্যগ্রমতি, শ্রীনন্দ সন্দিগ্ধ অতি, শিশু কহে শুন অতঃপরে ॥

অথ নন্দ যশোদার কথোপকথন।

পয়ার। যশোদা বলেন নাথ ভাব কি কারণ। প্রভাসে আইল যদি মম কৃষ্ণধন॥ ভেরীর ঘোষণা দেহ সাজাও শকট। চল যাই প্রভাসেতে পথ সুনিকট॥ ষাটি ক্রোশ পথ সেই সকলেতে কয়। শকটেতে তিন দিনে যাইব নিশ্চয়॥ দুঃখের সমুদ্র হতে পাব পরিত্রাণ॥ নীলমণি কোলে নিয়া জুড়াইব প্রাণ॥ তীর্থ-স্নান পুণ্য ধর্ম্মে নহে আকিঞ্চন। যত পুণ্য ধর্ম্ম কর্ম্ম সে নীলরতন॥ বিলম্ব না কর নাথ রাখহ বচন। কৃষ্ণধনে দেখাইয়া বাঁচাও জীবন॥ এত যদি কন রাণী করিয়া বিনয়। শুনিয়া কহেন তবে নন্দ মহাশয়॥ যে বলিলে প্রিয়ে ইহা আমারো মনন। তবে যে কিঞ্চিৎ ভাবি শুন সে কারণ॥ পরম্পরা লোক মুখে শুনেছি আভাষ। বসুদেব যজ্ঞ হেতু আইল প্রভাস॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতালেতে নিমন্ত্রণ দিল। বৃন্দাবন বাসীগণে মনে না করিল॥ এবে যদি তথা গেলে না কহে বচন। বল দেখি যশোমতি কি হবে তখন॥ রাণী বলে কি আশ্চর্য্য কহ মহাশয়। কৃষ্ণ না কহিবে কথা ইহাও কি হয়॥ তবে যে বলিলে তুমি নিমন্ত্রণ কথা। আত্ম ঘরে নিমন্ত্রণ কোথা আছে প্রথা॥ নিমন্ত্রণ করিলে ঘটিত বিপরীত। কৃষ্ণে পরভাবি প্রাণ ছাড়িতে ত্বরিত॥ নন্দ কন যশোমতি সব আমি জানি। পাছে কিছু কহে কৃষ্ণ বড় ভয় মানি॥ যে দিন মথুরা হতে করিল বিদায়। নিষ্ঠুর হইয়া যাহা বলিল আমায়॥ পুরুষ পাষাণ জাতি তাই আসি ফিরে। তুমি হলে সেইক্ষণে প্রবেশিতে নীরে॥ তাই বলি আর কৃষ্ণ কাছে না যাইব। ঘরে বসে আঁখি মুদে হৃদয়ে হেরিব॥ রাণী বলে ব্রজরাজ তুমি জ্ঞানবান। মানসে হেরিয়া কৃষ্ণে জুড়াইবা প্রাণ। অধম অবলা আমি জ্ঞান নাহি দিলে। দুনা শোক বাড়ে কৃষ্ণে হৃদয়ে ভাবিলে॥ কৃষ্ণ ধ্যান কৃষ্ণ জ্ঞান কৃষ্ণ আত্মামন। কৃষ্ণ বিনা

অধিনীর না রহে জীবন॥ নন্দ বলে ব্রজধাম ছেড়ে কোথা যাব। ব্রজ ছেড়ে গেলে কৃষ্ণে কভু নাহি পাব॥ রাণী বলে যেই খানে রহে কৃষ্ণ ধন। সেই খানে ব্রজ আর সেই বৃন্দাবন॥ নন্দ কন সত্য কথা সকলি প্রমাণ। কিন্তু রাণী তথা গেলে হারাইবা প্রাণ॥ দ্বারীগণে দ্বারে যবে ছেড়ে নাহি দিবে। অভিমানে তুমি তথা তখনি মরিবে॥ একে ওষ্ঠাগত প্রাণ কৃষ্ণের কারণ। রাণী বলে কৃষ্ণ বিনা মঙ্গল মরণ॥ কৃষ্ণ ধনে পাই কিম্বা পাই সে কৃতান্ত। তবে যশোদার প্রাণ হইবেক শান্ত॥ বারম্বার ব্রজরাজ না কর বারণ। কৃষ্ণ হেতু ব্যাকুল হয়েছে মম মন॥ বারম্বার নিষেধিলে বাক্য না শুনিব। তুমি যদি নাহি যাও আমি সে যাইব॥ যদি বল পতি বাক্য করিলে লংঘন। চরমে নারীর হয় নরকে পতন॥ কিন্তু কৃষ্ণ হেতুতে লংঘিলে পতিবাণী। শুনা আছে শাস্ত্রে বলে নাহি কোন হানি॥ তাহার প্রমাণ দেখ মুনি পত্নীগণ। কৃষ্ণ হেতু পতি বাক্য করিল লংঘন॥ স্বামী বাক্য না শুনিয়া অন্নাদি লইয়া। গোষ্ঠ মাঝে মম কৃষ্ণে ভেটিলেক গিয়া॥ তাহাতে তাদের কোন পাপ না ঘটিল। বরঞ্চ লভিয়া পুণ্য পতি উদ্ধারিল॥ উঠ উঠ গোপরাজ নিষেধ না কর। ভেরীর ঘোষণা দেহ নগর ভিতর॥ বলিতে বলিতে রাণী জ্ঞান হারাইয়া। হাতে ননী পথে ধায় গোপাল বলিয়া॥ উর্দ্ধশ্বাসে মুক্তকেশে পথ মাঝে ধায়। তাহা দেখি ব্রজপতি করে হায় হায়॥ নন্দ বলে কোথা কৃষ্ণ দেখ একবার। পাগলিনী হয়ে ধায় জননী তোমার॥ এইরূপে খেদ করি শ্রীনন্দ তখন। শীঘ্র উঠি যশোদারে করেন সান্ত্বন॥ নন্দ কন তব সঙ্গে যাব যশোমতী। তোমারো যে গতি প্রিয়ে আমারো সে গতি॥ এত বলি ভেরী ধ্বনি দিতে ব্রজপতি। শিশু কহে উপনন্দে কন শীঘ্রগতি॥

অথ ব্রজবাসীগণের প্রভাসে গমনোদ্যোগ।

পয়ার। উপনন্দ শুনি শীঘ্র নন্দের বচন। নগর ভিতরে দেন ভেরীর ঘোষণ ॥ আইল প্রভাসে হরি যজ্ঞ করিবারে। ব্রজপতি যান তথা সহ পরিবারে ॥ কৃষ্ণ দেখিবার ইচ্ছা থাকে যার মনে। সঙ্গে চল সকলেতে ত্বরিত গমনে ॥ আর তথা বহু পুণ্য হবে উপার্জ্জন। গ্রহণেতে তীর্থস্নান দেব দরশন ॥ এই রূপে ভেরীর ঘোষণা ব্রজে দিয়া। তার পরে ভৃত্যগণে কহেন ডাকিয়া ॥ শকট সাজাও শীঘ্র করি মনোমত। তাহে আরোহণ করি যাবে লোক যত ॥ আজ্ঞা পেয়ে শত শত ভৃত্যগণ ধায়। শীঘ্রগতি সযতনে শকট সাজায় ॥ দিব্য শয্যা দিয়া মাঝে বস্ত্রে আবরিল। আর তাহে মণি মুক্তা ঝালর আঁটিল ॥ এই রূপে শোভাযুক্ত শকট করিয়া। সহস্র সহস্র তথা রাখিল আনিয়া ॥ ইহা ভিন্ন দ্রব্যের শকট স্বতন্তর। লইল অসংখ্য দ্রব্য কহিতে বিস্তর ॥ দিব্য মাল্য দিব্য বাস দিব্য আভরণ। ক্ষীর সর ঘৃত দধি নবনী মাখন ॥ আর যত খাদ্য দ্রব্য কত কব তায়। পৃথিবীর লোকে যদি বর্ষাবধি খায় ॥ তথাপি দ্রব্যের নাহি হয় অনাটন। বহু শকটেতে নিল করিয়া পূরণ ॥ এ দিকেতে ব্রজবাসী লোক যত জন। ভেরী রব শুনি সবে আনন্দিত মন ॥ সকলে সত্বর হৈল প্রভাস গমনে। আইল অনেক লোক নন্দের ভবনে ॥ তাহা দেখি হরষিত হয়ে ব্রজপতি। শকটে উঠিতে সবে করেন আরতি ॥ শুনিয়া সকল লোক বলয়ে বচন। পদব্রজে প্রভাসেতে করিব গমন ॥ যথা যথা পুণ্য ভূমি আর তীর্থ স্থান। গমন উচিত নহে আরোহিয়া যান ॥ কৃষ্ণ দেখিবার কথা শ্রবণ করিয়ে। বাড়িয়াছে দেহে শক্তি যাইব চলিয়ে ॥ এত বলি পদব্রজে করয়ে গমন। শকটে উঠিল মাত্র বৃদ্ধ জরা জন ॥ কৃষ্ণ দেখিবার আশে ভাসে মহাসুখে। রামকৃষ্ণ হরিনাম উচ্চারয়ে মুখে ॥

বাহির হইল পরে কৃষ্ণ সখাগণ। মিলিল আসিয়া ক্রমে নন্দের ভবন॥ তদন্তে প্রবীণা নারী ব্রজে যত ছিল। যশোদা সদনে সবে আসিয়া মিলিল॥ আইলা কৃত্তিকা রাণী রাধার জননী। সঙ্গেতে আইল তার অনেক রমণী॥ তবেত যশোদা রাণী সত্বর হইয়া। নবনী লইল করে কটোরা পুরিয়া॥ গোপাল বলিয়া রাণী বাহির হইল। অসংখ্য সঙ্গিনীগণ সঙ্গেতে ধাইল॥ যশোদার মুখ্যা সখী সুবুদ্ধি সরলা। ধনিষ্ঠা সুমুখী আর সঙ্কেতি সরলা। চারিধারে চারি জন ঘেরিয়া চলিল। অপর রমণী সঙ্গে আসিয়া মিলিল॥ অদ্ভুত ব্রজের ভাব কথা অসম্ভব। গোবৎসাদি পশু পক্ষ সঙ্গে চলে সব॥ শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সর্ব্বজন। এখানেতে শ্রীমতী লইয়া বিবরণ॥

অথ শ্রীমতীর সহিত সখীগণের কথা।

লঘু ত্রিপদী। যত সখীগণ, আনন্দে তখন, রাধার নিকটে গিয়া। বলে ওগো সতি, উঠ শীঘ্রগতি, এখনো কেন বসিয়া। ভেরীর নিঃস্বন, করিয়া শ্রবণ, বৃন্দাবন বাসী সব। পুরুষ কি নারী, চলে দিয়া সারি, শুন অই কলরব॥ যদি কৃষ্ণ নিধি, আনি দিল বিধি, প্রভাসে তোমার তরে। শুনিয়া এ বাণী, কি ভাবে না জানি, ভাবিছ বসিয়া ঘরে॥ আনন্দ বচনে, কেন মৌন মনে, না দেখি গমনে ত্বরা। না বুঝি এ ভাব, তোমার কি ভাব, তুমিগো স্বভাব পরা॥ ভাবের ভাবিনী, শ্রীকৃষ্ণ ভাবিনী, অভাবিনী কভু নও। কিসে ভাবান্তরা, প্রকাশিয়া ত্বরা, দাসীগণ প্রতি কও॥ বৃন্দা কহে রাধে, বিষাদ কি সাধে, ভেটিতে সাধন ধনে। আমি তব দাসী, কহগো প্রকাশি, ধরি তব শ্রীচরণে॥ বিলম্ব না কর, উঠ শীঘ্রতর, চলগো প্রভাসে যাই। শ্যাম বামভিতে, বৈসহ ত্বরিতে, হেরিয়া আঁখি জুড়াই॥ যুগ্ম রূপে দীক্ষা, যুগ্ম রূপে শিক্ষা, যুগ্ম রূপ ভালবাসি। যুগল চরণ, করিব সেবন, আমরা যুগল দাসী॥ বহু দিন রাই, যুগ্ম হেরিনাই, তাই বলি বার বার। ওগো ব্রজেশ্বরি,

উঠ শীঘ্র করি, বিলম্ব না সহে আর ॥ এরূপ বচনে, যত সখীগণে, নিবেদয়ে রাধা পায়। রাধা ঠাকুরাণী, কহেন যে বাণী, শিশু আশু ভাষা গায় ॥

অথ সখীগণের প্রতি রাধিকার কথা।

পয়ার। শুনিয়া শ্রীমতী সতী সখীর বচন। মনোগতো কথা তথা সখী প্রতি কন ॥ শুনগো সজনি সবে বলি সত্য ভাষা। আসিবেন কৃষ্ণ ব্রজে মনে ছিল আশা ॥ প্রভাসেতে আসা শুনি আশা ফুরাইল। এত দিনে বৃন্দাবনে এ বাসা উঠিল ॥ ব্রজপুরে হরি সহ করিতে বিহার ॥ যেমন আমার সাধ হয় অনিবার ॥ অন্য স্থল কদাচিত না হয় তেমন। এ সাধে সাধিলে বাদ সে কাল রতন ॥ কি করে আমার সাধে বৃথা সাধ করি। সকল সাধের সাধ সেই নরহরি ॥ যখন শুনেছি হরি আইলা প্রভাসে। তখনি হয়েছে সাধ যাইতে আকাশে ॥ তবে যে কিঞ্চিৎ ক্ষণ করি উপেক্ষণ। প্রকাশ করিয়া কহি শুন সে কারণ ॥ নারীরূপে আছি আমি আয়ান সদনে। যাইতে না দিলে বল যাইব কেমনে ॥ একেত কুটিলা সদা কলঙ্কিণী বলে। না দিবে যাইতে আর কত কবে ছলে ॥ আয়ানের পূর্ব্বকথা শুন সহচরি। যে রূপে লভিল আমা আরাধিয়া হরি ॥ অনেক কঠোর পত করিল আয়ান। সদয় হইল আসি দেব ভগবান ॥ হরি কন উঠি বর লহ শীঘ্রগতি। তব তপে তুষ্ট আমি হইয়াছি অতি ॥ আর তব তপস্যায় নাহি প্রয়োজন। যে বরেতে বাঞ্ছা হয় করহ গ্রহণ ॥ শুনিয়া প্রভুর কথা কহিল আয়ান। দয়া করি দীনে যদি দিবে বরদান ॥ নাহি মম প্রয়োজন অন্য বরে আর। হইবে তোমার জায়া গৃহিণী আমার ॥ শুনিয়া দারুণ কথা দেব ভগবান। তথা হৈতে তৎক্ষণে হৈলা অন্তর্ধান ॥ বর না পাইয়া পুনঃ তপেতে বসিল। আজন্ম তপস্যা করি সে দেহ

আজিল॥ পরজন্মে পুনর্ব্বার আরম্ভিল তপ। ঊর্দ্ধপদে অধো-মুখে সদা করে জপ॥ দেখি হরি দয়া করি বর দিতে যান। অই বর বিনা বর নাহি যাচে আন॥ শুনিয়া ক্রোধেতে হরি করিলা গমন। পুনশ্চ বসিল তপে করি দৃঢ় মন॥ এইরূপে সাতজন্ম তপস্যা করিল। প্রতি জন্মে ঐ কথা বিনা না কহিল॥ কি কারণে ভক্তাধীন দেব ভগবান। দায়ে ঠেকে দেন বর করিয়া বিধান॥ হরি কন বাঞ্ছাসিদ্ধি হইবে তোমার। জন্মান্তরে পাবে তুমি গৃহিণী আমার॥ নপুংসক হয়ে তুমি গোকুলে জন্মিবে। তবে মম দারা তব গৃহিণী হইবে॥ শুনিয়া হরির কথা হাসিল আয়ান। না বুঝিয়া নপুংসক কৈলে ভগবান॥ জগত জননী তিনি শুন নারায়ণ। তাঁহারে রমণী করি নহে মম মন॥ উক্তি করিয়াছি আমি গৃহিণী বলিয়া। গৃহেতে রাখিব লক্ষ্মী আজন্ম বান্ধিয়া॥ এই সে মানসে আমি হেন উক্তি করি। না বুঝিয়া বিপরীত ঘটাইলা হরি॥ যা করিলে তা করিলে চারা নাহি তায়। কিন্তু এক নিবেদন করি তব পায়॥ থাকিবেন তব দারা আমার গৃহেতে। আমার আরতি বিনা না পাবেন যেতে॥ আয়ানের বাক্যে হরি লজ্জিত হইয়া। দিলেন তখনি বর তথাস্তু বলিয়া॥ আয়ানেরে বর দিয়া প্রভু নারায়ণ। আসিয়া আমারে কন হাসিয়া বচন॥ পরকীয় প্রেমসুখ রমণীর যাহা। তুমিতো কখন প্রিয়ে নাহি জান তাহা॥ একারণে হই-য়াছে আমার মনন। পরসুখে কিছুদিন সুখী কর মন॥ এ কথা শুনিয়া আমি উঠি চমকিয়া। কহিলাম প্রভু হেন কহ কি লাগিয়া॥ কি দোষ দেখিয়া কহ এমন বচন। তবপদে দোষী আমি নহি কদাচন অন্তর্যামী ভগবান জানহ হৃদয়। আমারে এমন কথা উচিত না হয়॥ গণিকা গণের প্রেম পর প্রেমরসে। সতীর পরম প্রেম নিজ পতি বশে॥ পরবশে বশীভূত গণিকার মন। না হয় পরতে সুখী সতী যেই জন॥ জানিয়া সকল তত্ত্ব দেব নারায়ণ। কেমনে আমারে বল এমন বচন॥ শুনিয়া কহেন হরি আমারে তখন। পর সঙ্গে

না হইবে করিতে ক্রীড়ন॥ দুজনে জন্মিব গিয়া পৃথিবী ভিতর তুমি হবে পরনারী আমি হব পর॥ পরস্পরে গোপনেতে হইয়া মিলিত। পরকীয় প্রেমসুখ ভুঞ্জিব নিশ্চিত॥ তুমি যার নারী হবে সে হইবে ক্লীব। সতীত্ব ধর্ম্মেতে তব না হবে অশিব॥ তার পরে বিস্তারিয়া কন ভগবান। যে রূপেতে আয়ানেরে দেন বর দান॥ শ্রীকৃষ্ণের বরে আমি আছি আবন্ধন। না পারি যাইতে বিনা আয়ান বচন॥ একারণে ভাবিতেছি হয়ে ম্রিয়মান। কি রূপে বিদায় পাব আয়ানের স্থান॥ এত যদি কমলিনী কন বিস্তারিয়া। শুনিয়া কহিল বৃন্দা ঈষদ হাসিয়া॥ ব্রহ্মাদি মোহিত দেবি তোমার মায়ায়। আয়ানে ভুলান তব কোন বড় দায়॥ বচন প্রভাবে তব বুঝিলাম সার। আয়ানের মায়ামোহ লেগেছে তোমার॥ রাধা কন তপস্যা করিয়া যেই জন। সপ্তজন্ম ক্ষয় কৈল আমার কারণ॥ তার প্রতি মনে মায়া অবশ্যই হয়। মায়াতে ভুলান তারে যুক্তি যুক্ত নয়॥ অতএব সখী আমি ভাবিয়াছি সার। আয়ানের দেহে দিব্য জ্ঞানের সঞ্চার॥ জ্ঞান দিয়া বুঝাইয়া আরতি লইব। তবে আমি প্রভাসেতে গমন করিব॥ এত বলি সখীগণে করেন সান্ত্বন। শিশু কহে তদন্তরে শুন সাধুজন॥

অথ আয়ানের শরীরে শ্রীমতী জ্ঞান প্রদান করেন।

ত্রিপদী। দ্বিপ্রহর দিবাভাগে, সূর্য্য সঙ্গমন রাগে, সতেজে স্বতেজে করে দান। প্রফুল্ল নলিনী দল, ভিন্ন সবে সচঞ্চল, উত্তাপেতে উত্তাপিত প্রাণ॥ তপ্ত হৈল ভূমণ্ডল, তাতিল সরসি জল, জলজন্তু পঙ্কেতে মিশায়। অন্যবন্য জন্তুগণ, করি জল অন্বেষণ, জলাশায় জলাশয়ে ধায়॥ মরীচিকা করি দৃষ্ট, মৃগগণ হয়ে হৃষ্ট, তৃষ্ণায় ত্বরিতে সবে ধায়। নীরে না দেখিতে পায়, নিরাশা হইয়া

তায়, ভূমে পড়ি সম্বিত হারায়॥ কোন কোন জন্তুগণে, নদী নীর দরশনে, নীরাশায় যেতে চাহে নীরে। সিকতা সন্তপ্ত তায়, পদ সঞ্চালন দায়, কার সাধ্য যায় তার তীরে॥ খগমনে খগকুল, সূর্য্যতাপে সমাকুল, আরোহিয়া স্থূল বৃক্ষোপরি। পল্লবে আবরি-কায়, এক চক্ষে নিদ্রা যায়, আর চক্ষে দেখে দৃষ্টি করি॥ মনুষ্য পথিক যারা, চলিতে না পারে তারা, তরুতলে বৈশে পথান্তরে। দারুণ রৌদ্রের দায়, ভ্রান্ত শ্রান্ত ক্লান্ত কায়, জলদে পবনে মনে স্মরে॥ অতিথি অশন আশে, যায় সুবে সাধুবাসে, শ্বানগণ পাছে পাছে ধায়। গৃহস্থের ছাড়ি বাড়ি, রন্ধনের তাড়াতাড়ি, বাল বৃদ্ধ আকুল ক্ষুধায়॥ গোষ্ঠ মাঝে গাভিচয়, তৃণাহারে, তৃপ্ত নয়, পিপাসায় করে হুম্বারব। গোরক্ষক যতজন, ছাড়ি সবে গোরক্ষণ, বৃক্ষমূলে বৈসে গিয়া সব॥ রৌদ্রেতে [illegible] জল মর্ম্ম, কৃষকে ছাড়িল কর্ম্ম, বৈসে কট আচ্ছাদিয়া শিরে। কা[illegible] কারু পানাশন, গোঠে মাঠে আনে জন, কেহ গৃহে যায় ধীরে ধীরে॥ প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড কর, কেহ নহে স্থিরতর, বিশেষত ত্রাপান্তরী নর। গোষ্ঠেতে আয়ান ঘোষ, উত্তাপেতে অসন্তোষ, অধিকন্তু ক্ষুধায় কাতর॥ হাতে গোচারণ বাড়ি, গোষ্ঠ ছাড়ি তাড়াতাড়ি, চলে বাড়ি পানাশন আশে। দিবাকরে দহে মর্ম্ম, অঙ্গেতে পতিত ঘর্ম্ম, অনুক্ষণে উত্তরিল বাসে॥ হস্ত ছাড়ি দ্বারে থুয়ে, ভূমিতে পড়িল শুয়ে, নিশ্বাস নিঃসরে ঘন ঘন। মুখ শুষ্ক পিপাসায়, সাধ্য নাহি জল চায়, রসনায় না সরে বচন॥ আয়ানের দুঃখ জানি, আসি রাধা ঠাকুরাণী, শীঘ্র দিয়া সুশীতল জল। ব্যজনী লইয়া করে, ব্যজন করেন পরে, আয়ানের কিবা ভাগ্য ফল॥ ব্রহ্মাআদি যে চরণ, ধ্যান করে অনুক্ষণ, শ্রীহরির ভাবনীয়া যিনি। ধন্য ধন্য তপোবল, ধন্য আয়ানের ফল, হেন রাধা আয়ান গৃহিণী॥ শ্রীরাধার মুখ চায়, আয়ানের ক্লান্তি যায়, শান্ত হয়ে বসিল উঠিয়া। তদন্তে হইল যাহা, এক মনে শুন তাহা, শিশু ভাবে ভাষা বিবরিয়া॥

পয়ার। আদ্যাশক্তিময়ী মায়া রাধা ঠাকুরাণী। যাহার মায়ায় মুগ্ধ বিধি শূলপাণি।। সৃজন পালন নাশ মায়াতে যাঁহার। হইতেছে বারম্বার জগত সংসার।। বুঝিতে তাঁহার মায়া সাধ্য আছে কার। আয়ানে ভুলাতে মায়া করেন বিস্তার।। ব্যজন করেন রাধা আয়ানের গায়। কিন্তু নিজে নম্রমুখী দুঃখিনীর প্রায়।। কেহ যেন করিয়াছে কত তিরস্কার। সেই মত শ্রীমতীর মলিন আকার।। অভিমানে মনে যেন অতি ম্রিয়মাণ। নয়নের জলে ভাসে কমল বয়ান।। হেরিয়া এ রূপ ভাব আয়ান দুঃখিত। চমকিয়া জিজ্ঞাসয়ে রাধারে ত্বরিত।। কহ কহ কমলিনী কেন হেন ভাব। দুঃখে দহে মম মন দেখি তব ভাব।। কি কারণে হইয়াছ মলিন আকার।। কেন তব নয়নেতে বহে বারিধারা।। তুমি সতী পতিব্রতা জগতে বিদিত। তোমারে যে মন্দ বলে নাহি তার হিত।। পঞ্চম মঙ্গল তার রন্ধ্রগত শনি। কে দিল অনলে হাত কে ধরিল ফণি।। কে করেছে অপমান কহ সত্য ভাষা। এখনি খড়্গেতে আমি কাটি তার নাসা।। এত যদি কহিলেন আয়ান তখন। শুনিয়া শ্রীমতী সতী বলেন বচন।। কুকথা আমারে এবে কেহ নাহি কয়। দণ্ডিতে হবেনা কারু শুন মহাশয়।। তবে যে আমার মনে দুঃখ সমোদিত। অবশ্য তোমারে তাহা করিব বিদিত।। পতিরে কহিবে দুঃখ সতী যেই জন। পতি বিনা সতী দুঃখ কে করে মোচন।। পরিশ্রম পরিহর আগে আপনার। স্নান পূজা কর আর করহ আহার।। তার পরে সুস্থ হয়ে বৈস মহাশয়। নিভৃতে মনের কথা কব সমুদয়।। এতবলি আয়ানেরে স্নান হেতু কয়ে। আপনি চলেন রাধা রন্ধন আলয়ে।। মনেতে ভাবেন দেবী আছি বহুদিন। না দিলাম অন্ন আনি রান্ধি কোন দিন।। জটিলা আমারে স্নেহ করে অতিশয়। কোন কর্ম্ম করিবারে কভু নাহি কয়।। অদ্য আমি নিজহাতে করিব রন্ধন। সুধাস্বাদে সবাকারে করাব ভোজন।। আয়ানের চির দুঃখ মোচন করিব। জনমের মত ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব।। তার পরে

জ্ঞান দান করিয়া তাহায়। বহুবিধ বুঝাইয়া লইব বিদায়॥ এত ভাবি ত্বরান্বিতা হয়ে রাধা সতী। কুটিলার কাছে কন করিয়া মিনতি॥ চিরদিন ঠাকুরাণী করহ রন্ধন। আমার রন্ধনে অদ্য করহ ভোজন॥ চিরকাল কষ্ট তুমি লবে কত আর। আমারে দেহগো দেবি রন্ধনের ভার॥ জটিলা বলিল তব মূর্ত্তি মনোলোভা। জিনিয়া চন্দ্রের জ্যোতি বদনের শোভা॥ কমল জিনিয়া বাছা কোমল শরীর। চঞ্চলা চপলা নিভা তব নিভা স্থির॥ রন্ধনের কর্ম্মে কষ্ট হইবে তোমার। অগ্নিতাপে হবে বাছা মলিন আকার॥ গৃহ আল করি তুমি থাকহ বসিয়া। যাবত বাঁচিব আমি দিবগো রান্ধিয়া॥ তুমি মম গৃহ লক্ষ্মী আল করা ধন। কায নাই বাছা তব করিয়া রন্ধন॥ রাধিকা বলেন বাছা স্ত্রীলোকের কায। না শিখিলে নারী মাঝে হয় বড় লাজ॥ স্নেহ করি প্রতি দিন যদি নাহি দাও। মধ্যে মধ্যে আমা দিয়া আপনি রান্ধাও॥ অদ্য রান্ধিবারে বড় হয়েছে মনন। আজ্ঞা কর ঠাকুরাণী করিগো রন্ধন॥ রাধার বচন শুনি আহ্লাদে ভাসিল। রান্ধ গিয়া বলি তবে আদেশ করিল॥ জটিলার আজ্ঞা নিয়া শ্রীমতী তখন। রন্ধন গৃহেতে গিয়া করেন রন্ধন॥ দাসীগণে আনি তথা সামগ্রী যোগায়। রান্ধেন বসিয়া লক্ষ্মী পুলোকিত কায়॥ অবিলম্বে অষ্টাধিক শতেক ব্যঞ্জন। অন্ন সহ অনায়াসে করেন রন্ধন॥ ব্যঞ্জনের সৌরভেতে ব্যাপিলেক বাড়ি। স্নান করি আয়ান আইলা তাড়াতাড়ি॥ অন্ন সহ সাজায়ে ব্যঞ্জন ভাগে ভাগে। আনিয়া দিলেন রাধা আয়ানের আগে॥ সুধা জিনি স্বাদু দ্রব্য করিয়া আহার। আয়ান ভাবেন মনে একি চমৎকার॥ জনমিয়া এমন ব্যঞ্জন নাহি খাই। থাকুক খাবার কার্য্য চক্ষে দেখি নাই॥ কিঞ্চিৎ ভক্ষণে দ্রব্য নিবারিল ক্ষুধা। স্বর্গ লক্ষ্মী আসি বুঝি দিয়া গেল সুধা॥ মায়াবৃত হইয়া কিছু বুঝিতে না পারি। গৃহিণী রূপেতে মম গৃহে কেবা নারী॥ এ রূপে আয়ান বহু ভাবি মনে মন। ভোজন করিয়া শীঘ্র কৈল আচমন॥ রাধার

হাতের অন্ন করিয়া ভোজন। জনমের মত ক্ষুধা হৈল নিবারণ ॥ তখন তাহার কিছু বুঝিতে নারিল। আচমন করি পরে গৃহেতে বসিল মুখশুদ্ধি করি পরে বসিয়া আয়ান। রাধার চরিত্র চিন্তি হৈল চিন্তা-মান ॥ এদিকেতে শীঘ্র করি শ্রীমতী তখন। জটিলা কুটিলা দোঁহে করান ভোজন ॥ দাসীগণ আদি করি যে যে পুরে ছিল। সকলেরে ডাকি সতী আহারীয় দিল ॥ সকলে আহার দেন নিজে নাহি খান। কিন্তু মায়াবশে কেহ না পায় সন্ধান ॥ জটিলা কুটিলা ভাবে বধূর সহিত। ভোজন করিল যেন হয়ে একত্রিত ॥ এইরূপে ভুলাইয়া শ্রীকৃষ্ণ ভাবিনী। আয়ানে কহিতে ধনী হইল ভাবিনী ॥ আয়ান ভোজন সুখে মোহিত হইয়া। বিশ্রাম করয়ে সেই গৃহেতে বসিয়া ॥ নিভৃত নির্জ্জনে স্থান গৃহ মনোহর। তথা যান রাধা সতী হইয়া সত্বর ॥ রাধারে নিকটে হেরে আয়ান তখন। যে রূপ আনন্দ তার না যায় বর্ণন ॥ আকাশের চন্দ্র যেন বামনেতে পায়। পঙ্গু যেন উচ্চতর পর্ব্বত লঙ্ঘায় ॥ বোবার বদনে যেন নিঃসরে বচন। অন্ধে যেন চক্ষু পায় বধিরে শ্রবণ ॥ দরিদ্রে পাইলে ধন যেই রূপ হয়। আয়ানের সেই রূপ আনন্দ উদয় ॥ কিন্তু শ্রীমতীর ভাব করি দরশন। জিজ্ঞাসা করয়ে তাঁরে ত্বরিতে তখন ॥ কহ কহ কমলিনী দুঃখ বিবরণ। কি দুঃখে তোমার চক্ষে বারি বরিষণ ॥ সে কথায় দুঃখ যেন অধিক সঞ্চারে। কহে কহে কথা যেন কহিতে না পারে ॥ ঝর ঝর বারিধারা ঝরিছে নয়নে। সরে সরে বাক্য পুনঃ না সরে বদনে ॥ এইরূপ ভাব তথা করিয়া বিস্তার। তার পরে আয়ানেরে করেন নিস্তার ॥ মায়া বাড়াইয়া পুনঃ মায়া নিবারিল। কথায় তথায় আর কিছু না কহিল ॥ বাম হস্ত আয়ানের অঙ্গেতে অর্পিয়া। মায়াধারা মায়ামোহ লইল হরিয়া ॥ যেই মাত্র রাধা সতী করিল স্পর্শন। আয়ানের দেহে হৈল জ্ঞানের দর্পণ ॥ দিব্য জ্ঞান দিব্য দেহ দিব্য চক্ষু পায়। রাধিকার দেহে দেখে বিশ্ব সমুদায় ॥ আকাশ পাতাল ভুমি পর্ব্বত সাগর। নাগ নর সুরাসুর

গন্ধর্ব্ব খেচর ।। জীব জন্তু জলাশয় নদ নদী বন। যত যত আছে যথা বিধির সৃজন ।। বিধি সহ রাধিকার দেহে দেখে সব। নিশি দিবা আছে শিবা আরোহিয়া শব।। কালীতারা আদি করি মহা বিদ্যা দশ। দেখিয়া আয়ান ভয়ে হইল বিবশ ।। ক্রম শত শক্তি যত দেখে তার পরে। রাধিকার অঙ্গ মধ্যে আনন্দে বিহরে।। অপরে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি করে দরশন। অনন্ত রূপিণী রাধা জগত কারণ ।। শ্রীকৃষ্ণের বামভাগে বসিয়া সুন্দরী। হাসিয়া গ্রাসয়ে সৃষ্টি দৃষ্টিপাত করি ।। পুনরপি উদ্গারিয়া করয়ে পত্তন। বারম্বার এইরূপে সৃষ্টির বর্ত্তন ।। যখন করয়ে গ্রাস জগৎ সংসার। কৃষ্ণ অঙ্গে অঙ্গ লয় করে আপনার ।। পুনর্ব্বার নিজ অঙ্গ প্রকাশিয়া সতী। কৃষ্ণ বামভাগে বৈসে হয়ে রূপবতী ।। সত্ত্ব রজ তম গুণ প্রকাশিয়া কায়। তিন গুণে ত্রিদেবের শরীর ধরায় ।। কখন সুসাম্য মূর্ত্তি কভু ভয়ঙ্করা। লোল-জিহ্বি লক লক খর খড়্গ ধরা ।। অট্ট হাসে তমো নাশে ছাড়ে হুহু-ঙ্কার। কখন সাকার হয় কভু নিরাকার ।। রাধার এ রূপ রূপ করি দরশন। আয়ানের হৃদে ভয় হইল ভীষণ ।। ভয়েতে ব্যাকুল হয়ে হারাইল জ্ঞান। মুর্চ্ছিত হইয়ে ভূমে পড়িল আয়ান ।। তাহা দেখি রাধা সতী রূপ সম্বরিল। মুখে জল দিয়া তবে ধরিয়া তুলিল ।। পুনর্ব্বার জ্ঞান পায়ে আয়ান উঠিয়া। শ্রীমতীরে স্তুতি করে প্রণত হইয়া ।।

অথ আয়ান কর্ত্তৃক শ্রীরাধিকার স্তব।

ত্রিপদী। পূর্ণব্রহ্মময়ী রাধা, শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ আধা, জ্ঞান চক্ষে হেরিয়া আয়ান। যতেক প্রভাব তাঁর, জানিয়া সুতত্ত্ব সার, আনন্দে হইল ভাসমান ।। দূরে গেল মায়ামোহ, চক্ষেতে আনন্দ লোহ, বিন্দু বিন্দু স্রবিতে লাগিল। অবনি লোটায়ে কায়, প্রণমি রাধার পায়, কর যুড়ি স্তুতি আরম্ভিল ।। অসার সংসারে সারা, তুমি সর্ব্ব সারাৎসারা, পরাৎপরা পতিত পাবনী। তুমি সুক্ষ্ম তুমি স্থূল, তুমি

সকলের মূল, পরমাদ্যা শক্তি সনাতনী॥ সাকারা সুন্দরী সতী, তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, ইন্দ্রাণী ব্রহ্মাণী হর জায়া। পরম পুরুষ বিদ্যা, কালে মহাকাল হৃদ্যা, কে বুঝিতে পারে তব মায়া॥ তোমার মহিমা যত, এক মুখে কব কত, চারি পাঁচ মুখে নাহি পারে। যদ্যপি সহস্রানন, সহস্র বদনে কন, যাইতে না পান তার পারে॥ কহিতে তোমার গুণ, কেহ নহে সুনিপুণ, কহিব সে কি সাধ্য আমার। সকলের কর্ত্তা হরি, তুমি কর্ত্রী তদুপরি, হর্ত্রী ভর্ত্রী কর্ত্রী সবাকার॥ জগত জননী হও, তুমি কারু জন্যা নও, গিরি কন্যা বলাও কখন। জনক তনয়া কয়ে, শ্রীরামের সীতা হয়ে, রক্ষ কুল করাও নিধন॥ এবে বৃকভানু সুতা, কৃষ্ণ রাসক্রীড়া যুতা, পবিত্র করিলা মনাগার। আয়ান গৃহিণী বলে, জানাইলা ভূমণ্ডলে, এ কেবল মহিমা তোমার॥ নাশিতে অবনি ভার, শ্রীহরির অবতার, তুমি তাঁর হয়ে সহায়িনী। আসিয়া গোকুল ধাম, পুরাইলা মনস্কাম, ভক্ত মনোবাঞ্ছা প্রদায়িনী॥ তুমি কৃষ্ণ প্রিয়া সতী, অখিল জীবের গতি, মূঢ়মতি আমি অভাজন। না জানিয়া তব তত্ত্ব, মায়া মদে হয়ে মত্ত, স্ত্রী ভাবেতে ভাবি সর্ব্বক্ষণ॥ এই অপরাধ মম, কি দণ্ড করিবে যম, চরমে বুঝিতে নারি মনে। অজ্ঞানের অপরাধে, ক্ষমা কর ওগো রাধে, মুক্ত কর এ ভব বন্ধনে॥ এইরূপে স্তব করে, পড়িয়া অবনি পরে, প্রণাম করয়ে পুনঃ পুনঃ। স্তবে তুষ্টা রাধা রাণী, আয়ানে কহেন বাণী, শিশু কহে সাধুগণ শুন॥

পয়ার। স্তবেতে হইয়া তুষ্টা শ্রীসতী তখন। আয়ানের প্রতি চাহি বলেন তখন॥ স্থির হও মহাশয় ভয় নাহি আর। এক্ষণেতে শুন কিছু বচন আমার॥ তব পূর্ব্ব তপস্যার ফলিল সুফল। দিব্য চক্ষে দৃষ্ট তব হইল সকল॥ আমার প্রকৃত রূপ পেলে দরশন। বহু কষ্টে দেখিতে না পায় জ্ঞানী জন॥ এ ভবের কষ্ট তব বিনষ্ট হইল। জীবনেতে মুক্ত হলে যন্ত্রণা ঘুচিল॥ হইলে ভবের পার আর নাহি ভয়। আমার বচন এবে রাখ মহাশয়॥ জানিলেতো

মনোমধ্যে তত্ব সমুদায়। এক্ষণে আমারে তুমি করহ বিদায়॥ শ্রীদামের শাপ অন্ত হয়েছে আমার। আর না থাকিতে পারি গৃহেতে তোমার॥ প্রভাসে আইলা হরি করি যজ্ঞ ছল। বৃন্দাবন বাসী তথা চলিল সকল॥ অবশিষ্ট যে যে আছে এ ব্রজ ভবন। সকলে লইয়া আমি করিব গমন॥ জটিলা কুটিলা আমি করিয়া সংহৃতি। অবিলম্বে যাব আমি গোলোক বসতি॥ এক্ষণে প্রভাসে গিয়া কৃষ্ণেতে মিলিব। তার পরে সবে লয়ে স্বাধামে যাইব॥ তুমিও এ দেহ অন্তে গোলোকে যাইবে। মম বরে কৃষ্ণ পদে সাযুজ্য পাইবে॥ পরমায়ু অবশিষ্ট আছে তব আর। এ হেতু এ সঙ্গে গতি নহিল তোমার॥ তোমার কারণে আমি হইয়ে চিন্তিত। রন্ধন করিয়া অন্ন দিয়াছি ত্বরিত॥ সে অন্ন ভক্ষণে ক্ষুধা হয়েছে রাবণ। যাবত বাঁচিবে ক্ষুধা না হবে কখন॥ ক্ষুধা তৃষ্ণা রোগ শোক দুঃখ হৈল দূর। আনন্দ বাড়িল তব দেহেতে প্রচুর॥ এ স্থলে এ কথা কিছু না কর প্রকাশ। গোবর্দ্ধন গহ্বরেতে গিয়া কর বাস॥ আমারে বিদায় শীঘ্র কর মহাশয়। যাইব কৃষ্ণের কাছে বিলম্ব না সয়॥ পূর্ব্ব বরে তব কাছে আছি আবন্ধন। না পারি যাইতে বিনা তোমার বচন॥ এত যদি কহিলেন শ্রীমতী সুন্দরী। আয়ান বলয়ে তবে কর যোড় করি॥ তোমাতে জগত বাধ্য আছে গুণবতী। তুমি কারু বাধ্যা কভু নহগো শ্রীমতী॥ আপন ইচ্ছায় লক্ষ্মী ভ্রম চরাচরে। যারে যবে কৃপাকর থাক তার ঘরে॥ চির দিন স্থিরা নহ ভবনে কাহার। তোমারে রাখিতে রাধা সাধ্য আছে কার॥ তবে যদি কৃপা করি কহিলে বচন। আমার নিকটে তুমি আছ আবন্ধন॥ আমি না বিদায় দিলে না পার যাইতে। তবে এক কথা মম হইবে রাখিতে॥ আমার বচনে আগে কর অঙ্গীকার। তবে আমি তব বাক্যে করিব স্বীকার॥ রাধা কন কহ কিবা তোমার মনন। উপযুক্ত হলে বাঞ্ছা করিব পূরণ॥ আয়ান বলেন তুমি জগতজননী। প্রণতের পরিত্রাতা

পতিতপাবনী।। ব্রহ্মা আদি তব পদ ধ্যানে নাহি পান। কৃপা-
করি মম গৃহে হলে অধিষ্ঠান।। তোমার মায়াতে আমি হয়ে জ্ঞান
হত। স্ত্রী ভাবেতে তিরস্কার করিয়াছি কত।। না জানিয়ে তব
তত্ত্ব মোহে মত্ত হয়ে। করিয়াছি অপমান কত কথা কয়ে।। এ
পাপেতে পরিপূর্ণ হয়েছে শরীর। চরমে কি গতি হবে নাহি
বুঝি স্থির।। যখন শমন আসি করিবে শাসন। কি হবে আমার
গতি না জানি তখন।। কোন্ নরকেতে লয়ে ডুবাবে আমায়।
সেই ভয়ে সদা মম কাঁপিতেছে কায়।। এ কারণে করি দেবা এক
নিবেদন। যখন হইবে মম এ দেহ পতন।। শ্রীকৃষ্ণেরে সঙ্গে করি
আপনি আসিয়া। আমার হৃদয় শিরে চরণ অর্পিয়া।। সঙ্গে করি
লয়ে যাবে আপন ভবন। শমনের সঙ্গে যেন নহে দরশন।।
কৃপা করি ইহা যদি কর অঙ্গীকার। তবে আমি তব বাক্যে করিগো
স্বীকার।। রাধা কন এই জন্য কিসের ভাবনা। কি সাধ্য শমন
দিবে তোমায় যন্ত্রণা।। স্ত্রী ভাবেতে বঞ্চিলাম আমি গৃহে যার।
তারে কভু শমনের নাহি অধিকার।। আমারে ভৎসনা তুমি
করেছ কথায়। তোমার শরীরে পাপ নাহি কোন তায়।। আশ্র-
মীর ধর্ম্ম করিয়াছ আচরণ। তাহাতে তোমারে আমি তুষ্ট সর্ব্ব-
ক্ষণ।। না ভাবিহ কোন ভয় মনে তুমি তায়। যমের নাহিক সাধ্য
শাসিতে তোমায়।। তবে যে তোমার এবে হয়েছে মনন। চরমে
আসিয়া তাহা করিব পুরণ।। এত যদি কমলিনী করেন স্বীকার।
আয়ানের আনন্দের নাহি পারাবার।। ভূমি লুঠি প্রণমিয়া
রাধিকার পায়। আর তাঁর নিকটেতে লইয়ে বিদায়। গোবর্দ্ধন
অভিমুখে করিতে গমন। জটিলার কাছে গিয়া কহিল বচন।।
শুনগো জননী আমি করি নিবেদন। মাঙ্গলিক কর্ম্ম কিছু করিব
সাধন।। গোবর্দ্ধনে থাকি আমি স্বকর্ম্ম সাধিব। এক্ষণেতে কিছু
দিন গৃহে না আসিব।। প্রভাসের স্নানে তব যদি হয় মতি। স্বচ্ছন্দে
জননী তুমি সুখে কর গতি।। কুটিলা যদ্যপি যায় তোমার সহিত।

বধূরে রাখিতে একা না হয় উচিত॥ অতএব শুন মাতা আমার ভারতী। বধূ আর কুটিলারে করিয়া সংহতি॥ ব্রজবাসীগণ সঙ্গে যাবে তিন জনে। গৃহ ধন গো বৎস্য সঁপিয়া ভৃত্যগণে॥ এত বলি প্রণমিয়া জননী চরণে। আয়ান আনন্দ মনে গেলা গোবর্দ্ধনে॥ প্রভাসের স্নান কথা করিয়া শ্রবণ। জটিলা হইলা অতি হরষিত মন॥ কুটিলারে ডাকি শীঘ্র কহিলেক বাণী। শুনিয়া কুটিলা কহে ভালে কর হানি॥ শিশুরাম দাসে ভাষে মধুর বচন। কুটিলার কথা শুন শুন সর্ব্বজন।

ত্রিপদী। শুনি জটিলার বাণী, কুটিলা কপালে হানি, কোপ ভরে কহে হাসি হাসি। কাঙ্গালের কথা আগে, কভু ভাল নাহি লাগে, মিঠা হয় হজে পরে বাসি॥ না শুনি আমার বোল, হৈল যত গণ্ডগোল, সে কথা কহিব কত আর। মজিল আপন কুল, নগরেতে হূল স্থূল, তবু জ্ঞান নহিল দাদার॥ কেমনি মোহিনী মন্ত্র, ছাড়িয়া সকল তন্ত্র, মোহ যন্ত্রে হইয়া মোহিত। বধূর বচনে ভুলে, জলাঞ্জলি দিল কুলে, না বুঝিল নিজ হিতাহিত॥ কি দিব দাদার দোষ, তারে বৃথা করি রোষ, নারীর কুহকে মজে সৃষ্টি। তোমার বধূটি যেই, মহা কুহকিনী সেই, মজাইল করি কুট দৃষ্টি॥ গুণিনী রমণী যারা, নানা গুণ করি তারা, পুরুষেরে পশুতুল্য করে। বসায় প্রেমের হাট, গুণে করে নানা নাট, গুণে ভাব রাখে ঘরে পরে॥ গুণে বদ্ধ করে জন, গুণে হরে মুনি মন, গুণেতে পতিরে সদা ছলে। গুণেতে পাতিলে ফাঁদ, নামাইতে পারে চাঁদ, গগণ হইতে ভূমিতলে॥ ধন্যরে গুণের বল, ধন্য রমণীর ছল, কুহকীর পদে নমস্কার। যে জানে কুহকী মন্ত্র, বুঝিতে তাহার তন্ত্র, ত্রিভুবনে সাধ্য আছে কার॥ যাহার কুহক ছান্দে, ব্রহ্মাদি পড়িয়া কান্দে, তার কাছে আয়ান কি ছার। কেমনে বুঝিবে ধন্দ, মিছা তারে বলি মন্দ, মানব জীবন মাত্র তার॥ স্বচক্ষেতে আপনার, দেখিলেত চমৎকার, আমি কত করিব ব্যাখ্যান। ক্ষণেক বিকট হয়ে,

কাণে কাণে কথা কয়ে, মূর্খের হরিল কাণ্ডজ্ঞান ॥ পূর্ব্ব কথা বিস্মরিয়া, স্ত্রী বাক্য মস্তকে নিয়া, নিজে আসি তোমার সদনে। প্রভাসে যাইতে বলি, গোবর্দ্ধনে গেল চলি কিছু লজ্জা নহিল বদনে ॥ প্রভাসের কথা যত, হয়েছেতো অবগত, তথা যদি যাও বধূ নিয়া। কহিলাম সারোদ্ধার, না পাবে বধূরে আর, কান্দিবে গো মাথে হাত দিয়া ॥ কালুটে নন্দের ছেলে, বধূরে দেখিতে পেলে, এবার করিবে সর্ব্বনাশ। আমার বচন শেষ, জননী জানিবে শেষ, উঠে যাবে ব্রজের এ বাস ॥ এরূপে কুটিলা কহে, জটিলা মউনে রহে, মনে মনে বহু বিবেচয়। শিশু কহে সার বাণী, শুন গো জটিলা রাণী, কুটিলার কথা মিথ্যা নয় ॥

অথ যশোদা ও কৃত্তিকা রাণীর জটিলা নিকটে গমন।

পয়ার। কুটিলার কথা শুনি জটিলা তখন। বহুবিধ বিবেচনা করে মনে মন ॥ কি করিব কি হইবে ভাবিয়া না পায়। বধূরে লইয়া গেলে পাছে ঘটে দায় ॥ আবার ভাবয়ে যদি রাখি স্নাই ঘরে। অনা-য়াসে দুষ্ট ভাযা পরে গাবে পরে ॥ না যাইয়া তিন জনে থাকি এই স্থান। তাহাতেও দোষ আছে বিবিধ বিধান ॥ চোর খণ্ড আদি করি আছে বহু ভয়। তিনটি কামিনী থাকা কর্ম্ম ভাল নয় ॥ এইরূপে গৃহে বসি ভাবয়ে জটিলা। এখানে যশোদা রাণী ভাবেতে বুঝিলা ॥ কৃষ্ণধনে দেখিবারে সকলে ধাইলা। জটিলা কুটিলা আর রাধা না আইলা ॥ অনুমানে মর্ম্ম বুঝি কৃত্তিকারে নিয়া। রাধারে আনিতে যায়, সত্বর হইয়া ॥ কৃত্তিকা রাধার মাতা সঙ্গে যশোমতী। জটিলার নিকেতনে গেলা শীঘ্রগতি ॥ জটিলা উভয়ে দেখি উঠিসম্ভাষিল। বসিতে আসনদিয়া বহু আদরিল ॥ তবেত যশোদা রাণী জটিলারে কন। কি কারণে করিতেছ এত বিল-

ষন ॥ প্রভাসেতে বার্ত্তা পেয়ে ভেরীর ঘোষণে। এখনো বসিয়া কেন আছ নিকতনে॥ বিলম্ব দেখিয়া বহু ডাকিতে তোমায়। আসিয়াছি দুই জনে উঠ গো ত্বরায়॥ কন্যা বধূ সঙ্গে লহ লহ নিজ জন। একত্রে মিলিয়া সবে করিব গমন॥ জটিলা বলিল মম একান্ত বাসনা। কিন্তু এক মনে বড় ঘটেছে ভাবনা॥ বধূ কন্যা দুইটির নবীন যৌবন। কিরূপে লইয়া পথে করিব গমন॥ বিশেষত বধূ মম অতি রূপবতী। তাহারে লইতে পথে না হয় সুকতি॥ একাকিনী রাখি ঘরে যাইব কেমনে। এই হেতু অনুক্ষণ ভাবিতেছি মনে॥ রাণী বলে বুঝিলাম তব অভিপ্রায়। সঙ্গে লহ কন্যা বধূ নাহি কোন দায়॥ সঙ্গে সঙ্গে চক্ষে চক্ষে রাখিবে সদাই। বহুলোক মধ্যে রবে ভয় কিছু নাই॥ কৃত্তিকা উঠিয়া বলে রাধার জননী। কেন গো অনিত্য ভয় ভাবিছ আপনি॥ ব্রজপুরে ঘরে ঘরে আছে যত জন। কি নবীনা কি প্রবীণা যাবে সর্ব্বজন। তুমি আমি সঙ্গে যাব কিসের ভাবনা। কোন মতে না ঘটিবে বিঘট ঘটনা॥ বিশেষতঃ সতী নারী যেই জন হয়। গৃহ বনে জলে স্থলে নাহি তার ভয়॥ মম কন্যা সমা সতী এ ব্রজনগরে। বল দেখি জটিলা গো আছে কার ঘরে॥ সহস্র ঝারায় জল আনিলেক যেই। সন্দেহ করহ তারে দুঃখ বড় এই॥ ছাড় গো সন্দেহ তুমি রাখহ মিনতি। আমি কন্যা লয়ে যাব করিয়া সংহতি॥ রাধার জননী যদি এতেক বলিল। শুনিয়া জটিলা নিজ মনে বিচারিল॥ কুটিলারে ডাকি তবে বলয়ে বচন। গৃহে থাকা হতে ভাল সঙ্গেতে গমন॥ কুটিলা বলিল বটে যাইবে লইয়া। পুনঃ গৃহে ভার হবে আসা পালটিয়া॥ লিখে রাখ মম বাক্য দেয়ালের গায়। বধূ নিয়া গেলে তথা ঘটিবেক দায়॥ তুমি গো বধুর শোকে মরিবে ত্বরিত। তব শোকে মম মৃত্যু জানিবে নিশ্চিত॥ বুঝাইয়া বার বার কত কব আর। উঠিল ব্রজের বাস বুঝিলাম সার॥ যাহা জান তাহা কর আজ্ঞা ছাড়া নই। যা বলিলে তা করিব আজ্ঞাধিনী

হই ॥ জটিলা বলিল ভাগ্যে যা থাকে ঘটিবে। তিন প্রাণী শূন্যগ্রামে কেমনে থাকিবে ॥ বধূরে ডাকিয়া তুমি বলহ বচন। চলুন প্রভাস স্থানে সহ সখীগণ ॥ তুমিও সঙ্গেতে চল প্রাণের নন্দিনী। যা থাকে বিধির মনে ঘটাবেন তিনি ॥ এত বলি কুটিলারে দিয়া অনুমতি। জটিলা করিলা যাত্রা স্মরি ভগবতী ॥ যশোদা কৃত্তিকা সঙ্গে বাহির হইল। রাধা হেতু সর্ব্ব জন পথে দাণ্ডাইল ॥ কুটিলা রাধারে ডাকি দিয়া অনুমতি। আপন জননী কাছে যায় শীঘ্রগতি ॥ শিশুরাম দাসে কহে শুন সাধুগণে। শ্রীমতী করেন যাত্রা প্রভাস গমনে ॥

অথ শ্রীমতী প্রভাসে যাত্রা ও ব্রজভূমির সহিত কথোপকথন।

পয়ার। জটিলার অনুমতি কুটিলার মুখে। পাইয়া আনন্দে সতী ভাসিলেন সুখে ॥ কৃষ্ণচন্দ্রে ভেটিবারে করিলা গমন। প্রফুল্ল হইল দুটি কুমুদ নয়ন ॥ করিলেন শুভযাত্রা স্মরিয়া শ্রীহরি। চলিলেন চন্দ্রমুখী গৃহ পরিহরি ॥ হেনকালে ব্রজভূমি করিয়া রোদন। নারীরূপে উঠি ধরে রাধার চরণ ॥ ধরিয়া যুগল পদ লোটাইয়া কায়। কান্দিয়া বলয়ে ভূমি শ্রীমতীর পায়। কহ গো করুণাময়ি একি ব্যবহার। কিদোষে আমারে তুমি কর পরি-হার ॥ কোন দোষে দোষী নহি তোমার চরণে। তবে তুমি পরি-হার কর কি কারণে ॥ বিনা দোষে সদাশ্রিতে করিলে বর্জ্জন। দয়াময়ী নামে হবে কলঙ্ক রটন ॥ তোমা বিনা আমি কভু নাহি জানি অন্য। তব পদস্পর্শে দেবি হইয়াছি ধন্য ॥ তব গুণে শ্রীহরি হইয়া রূপবান। তোমার সহিত এই ভূমিতে খেলান ॥ এই হেতু এই ভূমি বাঞ্ছে দেবগণ। হয়েছে আমার রেণু জগত পাবন ॥ বিধি বিষ্ণু শিব শেষ সহস্র লোচন। এ ভূমির রেণু সদা করেন বাঞ্ছন ॥ তুমি ছিলে আশা ছিল আসিবেন

হরি । পুনঃ দোঁহে বিহারিবে আমার উপরি ॥ চিরকাল পবিত্র থাকিবে এই ভূমি। সে আশা নৈরাশা করি কোথা যাও তুমি ॥ ব্রজের ঈশ্বরী তুমি ব্রজ ছাড়ি যাও । চরণ আশ্রিতা ভূমি কাহারে বিলাও ॥ তুমি গেলে না থাকিবে ব্রজের এ মান। তোমা বিনা এই স্থান হইবে শ্মশান ॥ এত বলি ব্রজ ভূমি করিয়া রোদন। দৃঢ় করি ধরিলেক চাপিয়া চরণ ॥ তাহা দেখি শ্রীমতীর দয়া উপজিল । আশা দিয়া ব্রজভূমে কহিতে লাগিল ॥ না কান্দ না কান্দ ভুমি স্থির কর মন। ভয় নাহি না ছাড়িব তোমারে কখন ॥ গোলোক সমান মম নিত্য এই স্থান। বিনাশ না হবে কভু এ স্থানের মান ॥ চিরকাল রজনীতে শ্রীহরি সহিত। বিহারিব আসি আমি তোমাতে নিশ্চিত ॥ চিরকাল ব্রজভূমি বাঞ্ছিবেন অজ। চিরকাল পবিত্র থাকিবে তব রজ ॥ ভক্তি করে তব রজ যে মাখিবে গায়। না হবে শমন সাধ্য শাসিতে তাহায় ॥ বিন্দুমাত্র রজ শিরে করিলে ধারণ। তাহার দেহের পাপ হবে বিনাশন ॥ পাপরাশি নাশি হবে ভক্তির উদয়। তমোরাশি নাশি যেন সূর্য্যোদয় হয় ॥ ব্রজভূমে আসি বাস করিবে যে জন। না হইবে কভু তার যম দরশন ॥ আসিবেক এই ব্রজে যেই একবার। যথা নরে কৃষ্ণদাস্য লাভ হবে তার ॥ যে করিবে বৃন্দাবনে বন পরিক্রম। ত্রিভুবনে না থাকিবে সাধু তার সম ॥ মৃত্যুকালে যে করিবে বৃন্দাবন নাম। পাইয়া সালোক্য পদ পাবে বিষ্ণুধাম ॥ লইয়া তোমার রজ করিয়া স্তবন। বৈষ্ণবগণেতে সদা করিবে ধারণ ॥ আনাসা পর্য্যন্ত করি করিবে তিলোক। পবিত্র থাকিবে তব রজ তিন লোক ॥ অতএব ব্রজভূমি দুঃখ পরিহর। আমার আশ্রিত তুমি রবে নিরন্তর ॥ এত বলি ব্রজেশ্বরী ব্রজে সান্ত্বাইয়া। মিলিলা সখীর সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ॥ আশ্বাস পাইয়া ব্রজ রাধার কথায়। ত্যজিয়া মানবী দেহ ভূমিতে মিশায় ॥ ব্যাস কন শ্রীমতীর মুখের বচন। গোলোক সদৃশ জান ধাম বৃন্দাবন ॥ ইহাতে বিশুদ্ধ যার না হইবে মন।

অবশ্য হইবে তার নরকে পতন॥ শিশুরাম দাসে ভাবে মধুর বচন। রাধাকৃষ্ণ লীলা রস পান কর মন॥

অথ শ্রীমতীর গৃহ পরিহারানন্তর পথি মধ্যে গমন।

লঘু-ত্রিপদী। ব্রজ সাজাইয়', সখীতে মিলিয়া, বাহির হইল রাই। কি কহিব রূপ, অতি অপরূপ, তুলনা দিবার নাই॥ নাই কোন বেশ, আলাম্বিত কেশ, তনু বেশে দেশ আলা। হেরি হয় জ্ঞান, ত্যজিয়া বিমান, নামিল বিদ্যুত মালা॥ স্থির সৌদামিনী, নিত্য বিভাসিনী, বিনাশিনী তমচয়। মুখ পদ্ম শোভা, মধু রিপু লোভা, মধুকরে প্রমোদয়॥ শোভা যত তার, কব কি প্রকার, নির্ণয়ে লাগিল দ্বন্দ্ব। শ্রীমুখমণ্ডল, হেরিয়া চঞ্চল, ভ্রমর চকোরে দ্বন্দ্ব॥ ভ্রমর বলিল, কমল ফুটিল, চকোর বলিল চাঁদ। শিশু আশু ভাষে, মনের উল্লাসে, কৃষ্ণচন্দ্র ধরা ফাঁদ॥ কিবা সুগঠন, বিধির ঘটন, উরজ সরোজ শিশু। নয়নে তরল, কজ্জল গরল, প্রক্ষিপ্ত মোহন ইষু॥ ভ্রুরু শরাসন, সহিত যোজন, মোহিতে হরির মন। গজেন্দ্র গঞ্জিত, গতি সুরঞ্জিত, মৃদু মন্দ সঞ্চরণ॥ চলিতে চরণ, পদ্ম প্রকাশন, ভ্রমেতে ভ্রমরাবলি। সঙ্গে সঙ্গে চলে, সখীগণে বলে, পদে পদ্ম সংশয়ে অলি॥ ভুজ বিবলিত, মৃণাল দলিত, করতল পদ্মদল। নিতম্ব সুগুরু, করিকর উরু, হরি মধ্য মধ্যস্থল॥ ব্রহ্মার অর্চিত, চন্দনে চর্চ্চিত, চরণ কি শোভা পায়। মনের বিরাগে, ভক্তি অনুরাগে, ভক্তগণ ভজে তায়॥ দেখ আসি শশী, পদনখে বসি, দশধা হইয়া জপে। ভানু দেখি জলে, সহিত কমলে, নিভৃতে বসেছে তাপে॥ হায় কিবা পদ্মে, রাধা পাদপদ্মে, ভক্ত ভৃঙ্গে মধু খায়। ভাবিলে অন্তরে, ভব ভয় হরে, শিশুর মানস ধায়॥

অথ শ্রীমতীর সহিত বৃন্দার কথোপকথন।

পয়ার। দেখিয়া রাধার গতি বৃন্দা সহচরী। কহিতে লাগিল কিছু করযোড় করি॥ শুন শুন ঠাকুরাণী হইয়া সুস্থির। বহু দূর হবে সেই প্রভাসের তীর॥ কোমল শরীর তব কোমলচরণ। কেমনে দুরন্ত পথে করিবে গমন॥ দারুণ কঠিন মাটী বাজিবেক পাঁয়। কিরূপেতে চন্দ্রমুখি চলিবে ইহায়॥ কুশাঙ্কুর কণ্টকাদি আছে কত শত। চলিতে চরণ পদ্ম হইবেক ক্ষত॥ রবির কিরণে মুখ এখনি ঘামিল। সুবর্ণ জিনিয়া মূর্ত্তি মলিন হইল॥ দাসী আমি নিবেদন করি তব পায়। শকটে উঠহ কিম্বা উঠ গো দোলায়॥ রাই বলে সহচরী কহিলে প্রমাণ। কৃষ্ণ দরশনে ইহা না হয় বিধান॥ দেখহ তাহার তত্ত্ব সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়। কষ্ট বিনা কৃষ্ণধনে কেহ নাহি পাঁয়॥ আগম নিগম তন্ত্র যত শাস্ত্রে শুনি। আশ্রম ত্যজিয়া বনে যায় মত মুনি॥ জলাহার ফলাহার বাতাহার করি। অবশেষে নিরাহারে আরাধয়ে হরি॥ বহু কষ্ট করি কৃষ্ণে পায় দরশন। লোকে বলে কৃষ্ণচন্দ্র কাঙ্গালের ধন॥ অতএব সখি আমি করিয়াছি মনে। যানভরে নাহি যাব কৃষ্ণ দরশনে॥ পদব্রজে যাব সেই কৃষ্ণনাম স্মরি। পরলোকে পাব কৃষ্ণে পথে যদি মরি॥ কষ্ট বিনষ্টের এক আছে সুউপায়। শুন শুন প্রিয়সখি বলি গো তোমায়॥ তোমরা আমারে সবে করি সুবেষ্টন। ভক্তিভরে কৃষ্ণনাম কর উচ্চারণ॥ কর্ণভরি কৃষ্ণনাম সুধা করি পান। অনায়াসে দুর্গমেতে পাব পরিত্রাণ॥ চল চল সহচরী কহিলাম সার। কৃষ্ণ নামে কষ্ট নাশ হইবে সবার॥ এত বলি হরিনাম উচ্চারিয়া মুখে। সঙ্গী সঙ্গে কমলিনী চলিলেন সুখে॥ ব্রজবাসীগণ আছে দাণ্ডাইয়া যথা। অবিলম্বে বিধুমুখী মিলিলেন তথা॥ রাধারে দেখিয়া সবে হয়ে হরষিত। অসংখ্য রমণী আসি মিলিল ত্বরিত॥ মধ্যভাগে রাধাসতী পার্শ্বে সখীগণ। আগে পিছে প্রবীণা রমণী সর্ব্বজন॥

জটিলা কুটিলা আর রাণী যশোমতী। কৃত্তিকা রাধার মাতা আদি সরস্বতী।। বড়াই প্রভৃতি করি মিলিল সবাই। দেখি অতি হরষিত হইলেন রাই॥ ক্রমে ক্রমে ব্রজপুরে ছিল যত জন। একস্থানে আসি সবে হইল মিলন॥ তাহা দেখি ব্রজপতি শ্রীনন্দ তখন। আজ্ঞা দেন সকলেরে করিতে গমন॥ শ্রীদাম সুদামে ডাকি কহি- লেন পরে। যার যেই গোবৎসাদি লহ সঙ্গে করে॥ কৃষ্ণের পালিত যত আছয়ে গোধন। সকলেরে সঙ্গে লহ করিয়া যতন॥ পশু পক্ষী আদি করি আছে যত আর। কৃষ্ণে দেখিবারে মনু থাকয়ে যাহার॥ সকলে চলুক সঙ্গে দেহ সুঘোষণা। শিশু কহে হরি হেরি ঘুচিবে যন্ত্রণা॥

অথ ব্রজবাসীর সঙ্গে পশুপক্ষীপ্রভৃতি ও গোবৎসাদির গমন।

ত্রিপদী। শ্রীনন্দের আজ্ঞা পায়, সানন্দে সকলে ধায়, এক মনে কৃষ্ণ দরশনে। কিবা ভাব চমৎকার, বর্ণনা সে অতি ভার, পুলকা- শ্রু বহে দুনয়নে।। তবেত শ্রীদাম ধীর, কৃষ্ণে রাখি মনস্থির, সখা সঙ্গে হয়ে সুমিলিত। ডাকে গাবী বৎসতরী, একে একে নাম ধরি, সুধা স্বরে করে সুমিলিত॥ ধবলী শ্যামলী আয়, আয় আয় আয় আয়, আয় আয় সুকালী সকলি। পিঙলী সুবলী বলী, আয় আয় বেগে চলি, শুভ চলী অমলী বিমলী॥ সুরূপী সুরুচী রমা, আয় আয় অনুপমা, প্রিয়তমা সদা শুভঙ্করী। আয় আয় সুরমতী, সরলা সুতলাবকী, মমুমতী চমরী ভমরী॥ এ রূপে রাখাল যত, নাম ধরি শত শত, ডাকে কত কত কব তার। অসংখ্য কৃষ্ণের গাই, সীমা দিতে যার নাই, তার সীমা দিব কি প্রকার॥ রাখালের আবাহনে, ধায় গাবী এক মনে, কৃষ্ণে ভাবি করে হম্বারব। বৎস সঙ্গে চলে তারা, ভব যেন বৎস হারা, প্রেম ধারা চক্ষে সমুদ্ভব॥ পরে পশু

পক্ষী কুল, কৃষ্ণ প্রেমে সমাকুল, অগণন সঙ্গে সঙ্গে যায়। যত ছিল শুক সারী, শূন্যে চলে দিয়া সারি, শিখীগণ পাছে পাছে ধায়॥ কোকিল চকোর চলে, ভ্রমরা ভ্রমরী দলে, গুঞ্জ রবে কৃষ্ণগুণ গায়। হৃদে ভাবি পরিণাম, কপি জপি হরিনাম, লম্ফে ঝম্ফে সঙ্গে সঙ্গে যায়॥ এইরূপে বৃন্দাবনে, যথা ছিল যত জনে, কৃষ্ণ দরশনে করি আশ। কৃষ্ণ রূপ হৃদে ধরি, কৃষ্ণ গুণ গান করি, সকলেতে চলিল প্রভাস॥ বেগে চলে সর্ব্বজন, নদ নদী উপবন, এড়াইল বহুতর স্থান। শিশুরাম দাসে ভণে, শুন শুন সর্ব্বজনে, পথি মধ্যে দিবা অবসান॥

অথ দিবাবসানে ব্রজবাসীগণের পথি মধ্যে অবস্থিতি।

পয়ার। স্বনাথ সহিতে জানি দিবার গমন। অনাথ পথিক যত ভয়ে ভীত মন॥ বন ছাড়ি জনালয় বাঞ্ছা করে জনে। নির্ভয় উদয় হয় বন্য জন্তুগণে॥ শিবা দেয় বাসে বসি সানন্দে ঘোষণ। মৃগীসহ বনান্তরে যায় মৃগগণ॥ নলিনী মলিনী হয় বন্ধু যায় বাসে। ইঙ্গিতে চাহিয়া তাহে কুমুদিনী হাসে॥ পাখী যত শাখী শাখা করি আলম্বন। নিজ নিজ নীড় মধ্যে করে প্রবেশন॥ যামিনীর সন্ধি হেরি শ্রীনন্দ তখন। উপনন্দে ডাকি শীঘ্র বলেন বচন॥ দেখ দেখ হৈল আজি দিবা অবসান। অদ্য এই স্থানে সবে কর অবস্থান॥ মণ্ডলি করিয়া আগে শকট সাজাও। গোবৎস যতেক তার মধ্যেতে রাখাও॥ তার মাঝে নারী আর বাল বৃদ্ধ যত। সাবধানে রাখ সবে সুনিয়ম মত॥ শকটের পার্শ্বে বাছি রাখহ প্রহরি। স্বশস্ত্রে বঞ্চয়ে যেন জাগরণ করি॥ আর যত আসিয়াছে পশু পক্ষীগণ। সবে রাখ সাবধানে করিয়া যতন॥ দেখ যেন কোন প্রাণী কষ্ট নাহি পায়। শীঘ্রকরি কর তুমি ইহার উপায়॥ এত যদি কহিলেন নন্দ মহামতি। উপনন্দ নিবারেন সবাকার গতি॥ নন্দের

আরতি মত নির্ম্মাইয়া স্থান। সেই খানে রহিলেন হয়ে সাবধান॥ অস্তাচলে গেলে রবি রজনী উদয়। তদন্তে শুনহ সবে শিশু আশু কয়॥

অথ দ্বিতীয় প্রহর রজনীতে ব্রজবাসী ভয় যুক্ত ও রাধা কর্ত্তৃক ভয় নিবারণ।

পয়ার। সন্ধ্যার হইলে অস্ত রজনী তখন। শাসিতে ধরণী শীঘ্র করিলা মনন॥ ঘোরতমা তমঃস্বিনী বাড়ায় শরীর। মূর্ত্তি হেরি সাধু লোক কেহ নহে স্থির॥ হিংসক চোয়াড় রাঢ় রজনীর চর। সবলে বাহির হয় আনন্দ অন্তর। বন্য জন্তু আদি করি নিশা-প্রিয় যারা। বাহির হইল ধেয়ে মহা দম্ভে তারা॥ বসুমতি বশী-ভুতা হইয়া তখন। ঝিল্লি রবে রজনীর কল্লেন কীর্ত্তন॥ দ্বিতীয় প্রহরে নিশা অতি ঘোর তম। দেখি ভয়ে ব্রজবাসী ভাবয়ে বিষম॥ নিকটে নাহিক গ্রাম চারিদিগে বন। জন্তুগণে করে বনে ভীষণ নিঃস্বন॥ অসংখ্য সে বন্য পশু নাম কব কত। নিজ নিজ স্বরে দম্ভ করে শত শত॥ গণ্ডার মহিষে দ্বন্দ অতিশয় বাড়ে। করি হেরি সিংহগণ সিংহনাদ ছাড়ে॥ মনুষ্যের গন্ধ পেয়ে কানন অন্তরে। লম্ফে ঝম্ফে ধায় বাঘ মহা দম্ভ ভরে॥ শুনিয়া দারুণ শব্দ স্তব্ধ গোপগণ। সবে বলে এইবার হইল মরণ॥ অন্ধকারে সবাকার গ্রাসিল নয়ন। পলাতে না পায় পথ কি করে তখন॥ নারীগণ জড়াইয়া ধরে নারীগণে। পুরুষে পুরুষে ধরে ভয় পেয়ে মনে॥ কোন মতে কোন পথে দৃষ্টি নাহি চলে। আসিয়া বিষম শঙ্কা ঘেরিল সকলে॥ মহা ভয়ে ভীত হয়ে কাঁপে সর্ব্বজন। স্মরিয়া কৃষ্ণের গুণ করয়ে ক্রন্দন॥ শ্রীদাম কান্দিয়া বলে কোথারে কানাই। কে করিবে রক্ষা আজি তুমি এথা নাই॥ বাম হাতে ধরি তুমি গিরি গোবর্দ্ধন। রক্ষা করিয়াছ ভাই সবার জীবন॥ দাবাগ্নি করিয়া পান রাখ গোপগণে। পিতারে করিলে রক্ষা সর্পের দংশনে॥

বরুণ আলয় হতে আন যেই জনে। সে মরে শশুর হাতে না দেখ নয়নে॥ কোথা রৈলে ওরে ভাই প্রাণের গোপাল। পথ মাঝে মরে গোপ গোপিনী গোপাল॥ নন্দ উপনন্দ কান্দে পড়িয়া ধরায়। সবে বলে মরি মরি কি হবে উপায়॥ যশোদা বলেন ভয় না করি মরণে। তবে এক কষ্ট বড় রহিল যে মনে॥ শেল সম হৃদে মম রহিল অসুখ। না দেখিতে পাইলাম গোপালের মুখ॥ না দিব নবনী আর সে চাঁদ বদনে। না শুনিতে পাব আমি সে সুধা বচনে॥ বদনে ঈষদ হাসি না হেরিব আর। এই সব খেদে হৃদি বিদরে আমার॥ এত বলি কান্দি রাণী অবনী লোটায়। গোপাল গোপাল বলি করে হায় হায়॥ সখী সবে মহা ভয়ে ব্যাকুলা হইয়া। সকলে রোদন করে রাধারে ঘেরিয়া॥ বৃন্দা কহে মরি যদি তাহে নাহি খেদ। কেবল রহিল খেদ শ্রীকৃষ্ণ বিচ্ছেদ॥ সাধ ছিল কৃষ্ণ বামে রাধা বসাইয়া। হেরিব যুগল রূপ নয়ন ভরিয়া॥ সে সাধে বিষাদ মম বিধি ঘটাইল। এত বলি কান্দি সখী মূর্চ্ছিতা হইল॥ হেন মতে ব্রজবাসী গোপ গোপী যত। রাধা বিনা সকলে হইল মূর্চ্ছা-গত॥ এ রূপ ভয়ার্ত্ত চিত্ত দেখিয়া তথায়। মনে মনে রাধা সতী ভাবেন উপায়॥ কৃষ্ণের রক্ষিত এই ব্রজ পরিবার। এক্ষণে ইহারা হয় রক্ষিত আমার॥ আমার সাক্ষাতে যদি মরে কোন জন। করিবেন কৃষ্ণ তবে আমারে বর্জ্জন॥ প্রিয় শোকে নরহরি মোহিত হইয়া। বলিবেন বহুবিধ আমারে ভর্ৎসিয়া॥ অতএব ইথে আমি করিব উপায়। যে রূপে এ ঘোর দায়ে সবে রক্ষা পায়॥ এইরূপে মনে মনে মন্ত্রণা করিয়া। অন্ধকার দূর কৈলা প্রভা প্রকাশিয়া॥ রাধার দেহের তেজ হয়ে সমুজ্জ্বল। চন্দ্র সূর্য্য অগ্নি হতে হইল প্রবল॥ কি কব সে প্রভা কথা অতি চমৎকার। ব্যক্তি বিবেচিয়া তাহা হইল প্রচার॥ দীপ্ত হৈল নদ নদী বন উপবন। দূরে গেল অন্ধকার তৃপ্ত হৈল জন॥ জন্তুগণে হেরি তেজ অগ্নির সমান। সে বন ছাড়িয়া দূরে করিল পয়ান॥ চকোরিণী চন্দ্র সম করি অনু-

মান। গগণ ছাড়িয়া যায় রাধা বিদ্যমান ॥ কি কব তেজের কথা কহনে না যায়। নিজ তেজ হেরি প্যারী নিজে মোহ যায় ॥

অথ নিজ তেজ বিমুগ্ধ হইয়া শ্রীমতীর কৃষ্ণ বিরহ।

পয়ার। নিজ তেজে বিধুমুখী হইয়া বিমন। রাঁসের রজনী মনে হইল স্মরণ ॥ রাস রাত্রি সম রাত্রি হেরিয়া তথায়। হইলেন কমলিনী পাগলিনী প্রায় ॥ একেত বসন্ত ঋতু মলয় পবন। চন্দ্র সম শ্রীমতীর উজ্জ্বল কিরণ ॥ নিশায় লাগিল দিশা নিজ নাথ ভাবে। বিধুমুখী অধোমুখী শ্রীকৃষ্ণ অভাবে ॥ বিরহে ব্যাকুল চিত না মানে বারণ। ক্ষণে অচেতন হয় ক্ষণে সচেতন ॥ ক্ষণে বৈসে ধরাতলে ক্ষণে উঠে চলে। ক্ষণে ক্ষণে কৃষ্ণে স্মরি সকাতরে বলে ॥ কোথা কৃষ্ণ কৃপাময় কমললোচন। বারেক দাসীরে আসি দেহ দরশন ॥ তোমার শ্রীমুখ হেরি নয়ন আমার। ভাসুক আনন্দ নীরে ত্যজিয়া বিকার ॥ অমিয়া জিনিয়া তব মুখের বচন। শ্রবণে হউক সুখী আমার শ্রবণ ॥ সেই সে রজনী এই সেই সখীচয়। সেই রাধা আছি আমি সেই সমুদয় ॥ তবে শ্যাম তুমি বাম হলে কি কারণে কোন দোষে দোষি আমি নহি ওচরণে ॥ ওহে কৃষ্ণ একবার দিয়া দরশন। করহ বিরহ তব বিরহ এখন ॥ বহু কৃষ্ণ হয়ে রাসে বৈস একবার। বহু সখী সহ সেবি চরণ তোমার ॥ কৃপা করি তব পদ দেহ বক্ষ শিরে। অধীনীর দুঃখ দূর করহ অচিরে ॥ আর দেখ তব হেতু তব বন্ধুগণ। পথ মাঝে আসি হৈল ভয়ে অচেতন ॥ তব পিতা মাতা আদি ব্রজবাসী যত। দারুণ পশুর ভয়ে সবে জ্ঞান হত ॥ যত ব্রজ পরিবার ধূলায় লোটায়। এ সবার দুঃখ আর দেখা নাহি যায় ॥ দেখা দেহ একবার করি কৃপা দান। সবাকার দুঃখ হরি কর অবসান ॥ এইরূপে হরিপ্রিয়া আক্ষেপ করিয়া। বিলাপ করিল বহু শ্রীকৃষ্ণ স্মরিয়া ॥ তার পরে ধৈর্য্য পথ করি আলম্বন।

ব্রজবাসীগণ দেহে দিলেন চেতন॥ চেতন পাইয়া তথা উঠি সর্ব্ব জন। আস্তে ব্যস্তে চারিদিগে করে নিরীক্ষণ॥ অপূর্ব্ব রাধার তেজ দেখিয়া তথায়। অনিমেষ হয়ে সবে এক দৃষ্টে চায়॥

অথ রাধা কর্ত্তৃক নির্ভয় হইয়া ব্রজবাসীগণ প্রভাস অভিমুখে গমন করেন।

পয়ার। জানিয়া রাধার প্রভা ব্রজবাসী যত। স্তুতি করে রাধা পদে হইয়া প্রণত॥ তাহা দেখি রাধা সতী ঈষদ হাসিয়া। ভুলাইলা সকলেরে মায়া বিস্তারিয়া॥ দূরে গেল পূর্ব্বভাব হইল স্বভাব। কৃষ্ণ দরশন আশে বাড়ে মনে ভাব॥ সেই দিন কৃষ্ণপক্ষ তিথি ত্রয়োদশী। অপরে উদয় হৈল গগণেতে শশী॥ অবশিষ্ট ছয়দণ্ড থাকিতে রজনী। তথা হৈতে উঠি সবে চলিল অমনি॥ রামহরি কৃষ্ণনাম করি উচ্চারণ। প্রভাসের অভিমুখে করয়ে গমন॥ কৃষ্ণরূপ হৃদিমাঝে জাগে সবাকার॥ কৃষ্ণ বিনা মুখে কিছু নাহি বলে আর॥ হা কৃষ্ণ কোথায় কৃষ্ণ কবে দেখা পাব। কতক্ষণে প্রভাসেতে কৃষ্ণ কাছে যাব॥ এইরূপে মুখে সদা করে হরিনাম। পথমাঝে আর কোথা না করে বিশ্রাম॥ আদ্যাশক্তিময়ী রাধা শক্তি দিলা দান। দিবানিশি চলে লোক না করে বিশ্রাম॥ এইরূপে কৃষ্ণভাবে হয়ে সমাকুল। তিন দিনে উত্তরিল প্রভাসের কুল॥ দ্বিতীয় প্রহর দিবা গগণে যখন। হইয়াছে সূর্য্যদেব অপূর্ব্ব গ্রহণ। কে দেখে গ্রহণ আর কে যায় প্রভাস। উত্তরিল গিয়া যথা শ্রীকৃষ্ণের বাস॥ দেখিয়া অপূর্ব্ব পুরী সবে চমকিত। বৃন্দাবন সম বন দেখে সন্নিহিত॥ সে সব দেখিতে কারু নাহি লয় মনে। কেবল ভাবয়ে কৃষ্ণে পাব কতক্ষণে॥ সবে বলে এই পুরে আছে কৃষ্ণ নিধি। চল চল দেখি গিয়া মিলাইল বিধি॥ এত বলি পুরীমাঝে প্রবেশিতে চায়। দ্বারদেশে দ্বারপাল নিবারিল তায়॥ দ্বারীর স্বভাব যদি দেখে দুঃখী জন। প্রবেশিতে নাহি দেয়

করয়ে তর্জ্জন ॥ শত শত দ্বৌবারিক শেল শূলধারী। তর্জ্জিয়া দাঁড়ায় তারা উঠি সারি সারি ॥ শিশু কহে অতঃপর শুন সর্ব্বজন। দ্বারদেশে যেই রূপ হইল ঘটন ॥

ত্রিপদী। পুরী অতি সুবিস্তার, চারিদিগে চারি দ্বার, দ্বৌবারিক তাহে শত শত। হাতে খড়্গ খরতর, মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর, প্রবেশকে রোধে অবিরত ॥ ইতস্তত পায় পায়, ভ্রমণ করয়ে তায়, বাঘের দৃষ্টিতে করে দৃষ্টি। দেখিলে সে ঘোর আঁখি, উড়ে যায় প্রাণ পাখী, বোধ হয় বিনাশিল সৃষ্টি ॥ দম্ভ ভরে শব্দ করে, ধায় যদি কারুপরে, পদভরে কম্পে ভূমি তায়। সে শব্দ শুনিলে কাণে, মূর্চ্ছা হয়ে সেই খানে, পড়ি লোক সম্বিত হারায় ॥ শেল শূল চক্রধারী, আছে বহু সারি সারি, দাণ্ডাইয়া ভীষণ আকার। মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্বারপাল, যেন কালান্তের কাল, খট্টায় বসেছে দিয়া বার ॥ দুরন্ত দ্বারির দল, দম্ভে করি কোলাহল, একেবারে রুধিল সত্বরে। ব্রজবাসীগণ তায়, ভয়েতে কম্পিত কায়, অভিমানে চক্ষে জল ঝরে ॥ চারিধারে চারিদ্বারে, যাইতে না দেয় কারে, সবে হৈল ব্যাকুলিত মন। যে যে দ্বারে যে যে জন, শুন তার বিবরণ, বিস্তারিয়া বলি সে বচন ॥ প্রথমে দক্ষিণ দ্বারে, লয়ে নিজ পরিবারে, উপনন্দ নন্দ যশোমতী। সখাতে প্রধান গণ্য, শ্রীদাম সুমতি ধন্য, রহিলেন নন্দের সংহতি ॥ সুবলাদি সখা যাঁরা, গো বৎস লইয়া তাঁরা, পূর্ব্বদ্বারে রহেন তখন। অন্য অন্য জন যত, কৃষ্ণভাবে সমাগত, পশ্চিম দ্বারেতে সর্ব্বজন ॥ বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা, যিনি কৃষ্ণ অঙ্গ আধা, কৃষ্ণ যাঁর প্রেমেতে মোহিত। নিজ সখীগণ নিয়া, উত্তর দ্বারেতে গিয়া, রহিলেন হইয়া স্থগিত ॥ এইরূপে চারি ধারে, বারিত হইয়া দ্বারে, দ্বারী সঙ্গে যে রূপ কথন। পরেতে বলিব তাহা, এক্ষণেতে শুন যাহা, বলরামে লয়ে বিবরণ ॥

অথ যজ্ঞস্থানে বলরামের ক্রোধ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ক্রোধ নিবারণ।

পয়ার। পুরীমধ্যে যজ্ঞস্থানে সভাতে বসিয়া। চারিদিগে বলদেব দেখেন চাহিয়া॥ ত্রিজগত লোক যত হয়ে সমাগত। বসিয়াছে যজ্ঞস্থানে সুনিয়ম মত॥ সুরাসুর মুনি ঋষি গন্ধর্ব্ব কিন্নর। রক্ষ যক্ষ পশু পক্ষ বসু বসুন্ধর॥ ভূচর খেচর আদি চরাচর বাসী। হইয়াছে উপনীত সকলেতে আসি॥ পৃথিবীর রাজা প্রজা নর নারী যত। একে একে হইয়াছে সবে সমাগত॥ কেবল না দেখি যজ্ঞে ব্রজবাসীগণে। হইলেন বলরাম চিন্তাযুক্ত মনে॥ পুনঃ পুনঃ দৃঢ় দৃষ্টে চারিদিগে চান। কোনমতে কোন দিগে দেখিতে না পান॥ তবে বলদেব বড় চিন্তিত হইয়া। জিজ্ঞাসা করেন শীঘ্র নারদে ডাকিয়া॥ কহ কহ মুনিবর বিশেষ বচন। ত্রিভুবনে লোক তুমি দিলা নিমন্ত্রণ॥ সকলে আইল ব্রজবাসী না আইল। কি কারণে মুনিরাজ এমন হইল॥ ব্রজবাসী না দেখিয়া শোকে মুগ্ধ মন। অনুমান করি তারা ত্যজেছে জীবন॥ আমাদের শোকে বুঝি বিমুগ্ধ হইয়া। ত্যজেছে জীবন তারা জলে প্রবেশিয়া॥ ব্রজে আমাদের বুঝি আর কেহ নাই। প্রভাসের যজ্ঞে কেহ না আইল তাই॥ ব্রজবাসী শোকে মন স্থির নাহি মানে। প্রকাশিয়া কহ মুনি মম সন্নিধানে॥ এত বলি বলদেব হইলা অস্থির। বন্ধুগণে মনে করি চক্ষে বহে নীর॥ বলদেবে দেবঋষি বলেন তখন। শুন শুন মহাশয় করি নিবেদন॥ মরে নাই ব্রজবাসী আছয়ে বাঁচিয়া। অন্ধ হইয়াছে সবে কান্দিয়া কান্দিয়া॥ যদবধি তোমাদের হয়েছে গমন। রামকৃষ্ণ বলি তারা কান্দে সর্ব্বক্ষণ॥ তোমার কৃষ্ণের গুণ কত কব আর। দয়া হীন নাহি দেখি সমান তাঁহার॥ যবে আমি নিমন্ত্রিতে যাই ত্রিভুবনে। আমারে ডাকিয়া কৃষ্ণ কহেন গোপনে॥ সর্ব্বত্রেতে মুনি তুমি করিবে গমন। না যাইবে কদাচিৎ

যাব বৃন্দাবন॥ ব্রজ বিনা নিমন্ত্রণ দিবে যথা তথা। না কহিবে ব্রজপুরে নিমন্ত্রণ কথা॥ এরূপে নিষেধ করিলেন বার বার। তবে আমি ব্রজে যাই কি বলিয়া আর॥ এই হেতু ব্রজে না হইল নিমন্ত্রণ। কহিলাম তব কাছে বিশেষ বচন॥ এত বলি দেবঋষি করেন গমন। শুনিয়া অবাক হৈল রেবতীরমণ॥ জানিয়া কৃষ্ণের কর্ম্ম ক্রোধ উপজিল। মনে মনে বলদেব বহু বিচারিল॥ ব্রজ বিনা ত্রিভুবনে দিলা নিমন্ত্রণ। কি কহিবে শুনি ইহা ব্রজবাসীগণ॥ কৃষ্ণেরে বালক বোধে কিছু না কহিবে। বলাই নির্দয় বলি সকলে দুষিবে॥ ইচ্ছা মতে করে কৃষ্ণ যা আসে অন্তরে। দাদা বলি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে॥ বিশেষত হৈল কৃষ্ণ এমন নির্দ্দয়। এ যজ্ঞে আমার থাকা উচিত না হয়॥ বলিতে বলিতে ক্রোধ অধিক বাড়িল। যজ্ঞ ছাড়ি বলদেব তখনি উঠিল॥ ক্রোধাগারে প্রবেশিয়া দ্বার বন্ধ করি। ভূমিতে শয়ন কৈলা শয্যা পরিহরি॥ যজ্ঞস্থানে ইহা না জানিল কোন জন। শিশু কহে শুন পরে অপূর্ব্ব কথন॥

পয়ার। দেবগণ ঋষিগণ বসি যজ্ঞস্থলে। অপূর্ব্ব গ্রহণ দেখি গগণ মণ্ডলে॥ বসুদেবে ডাকি সবে বলেন বচন। হয়েছে সময় কর যজ্ঞ আরম্ভন॥ বেদীর উপরে বসি গর্গ মুনিবর। ডাকিছেন বসুদেবে অতি শীঘ্রতর॥ কৃষ্ণ উঠি বসুদেবে বলেন বচন। বিলম্বেতে পিতা আর নাহি প্রয়োজন॥ বসুদেব উঠি শীঘ্র চারিদিগে চান। বলরামে যজ্ঞস্থলে দেখিতে না পান॥ না বলিয়া বলরামে যজ্ঞ আরম্ভন। কেমনে করিব বসু ভাবেন তখন॥ এত ভাবি অন্বেষণ করেন তথায়। বলরাম ক্রোধাগারে লোকেতে জানায়॥ ইহা শুনি বসুদেব উঠি চমকিয়া। উপনীত হইলেন ক্রোধাগারে গিয়া॥ ক্রোধাগারে দ্বার রুদ্ধ দেখি হৈল ভয়। বাহিরে থাকিয়া বসু করেন বিনয়॥ পিতার বিনয় শুনি দেব হলধর। দ্বার মুক্ত করিলেন উঠিয়া সত্বর॥ কিন্তু তথা কোন কথা না কহি তখন। মৌন হয়ে পুনর্ব্বার করেন শয়ন॥ তাহা দেখি বসুদেব চিন্তিত অন্তরে

বলদেবে জিজ্ঞাসেন অতি সকাতরে॥ কহ বাপ বলরাম কি হেতু এমন। শুভ কর্ম্মে ক্রোধ কর কিসের কারণ॥ তোমার আরতি মতে প্রভাসে আসিয়া। আনিয়াছি ত্রিভুবন লোকে নিমন্ত্রিয়া॥ এক্ষণে ইহাতে তুমি করিলে এমন। না হইবে কদাচিত যজ্ঞ সমাপন॥ বলরাম কন পিতা আমি কিসে লাগি। কৃষ্ণ কাছে কদাচিত নহি অনুরাগী॥ কেবল দোষের ভাগী আমি চিরকাল। আপনার মতে কার্য্য করয়ে গোপাল॥ যে ব্রজে থাকিয়া হৈল শরীর বর্দ্ধন। হেন ব্রজবাসীগণে নাহি নিমন্ত্রণ॥ তোমার কৃষ্ণের গুণ কহনে না যায়। নিমন্ত্রিতে নিষেধিলা নন্দ যশোদায়॥ হয় নয় নারদেরে সুধাও বচন। নন্দে নিমন্ত্রিতে কৃষ্ণ করেছে বারণ॥ হায় হায় কি কহিব দুঃখে ফাটে প্রাণ। যার খেয়ে দেহ বৃদ্ধি তার নাহি মান॥ এ যজ্ঞেতে কভু আমি না রহিব আর। না থাকিবে শিষ্ট জন যথা অবিচার॥ কৃষ্ণ লয়ে যজ্ঞ তুমি কর সমাপন। ব্রজবাসী সহ অদ্য বলাই বর্জ্জন॥ এত বলি বলদেব স্মরি ব্রজগণে। ঝর ঝর ঝরে নীর যুগল নয়নে॥ এ কথা শুনিয়া বসু হয়ে চমকিত। কৃষ্ণে ডাক বলি তথা কহেন ত্বরিত॥ বসুদেব বাক্য শুনি শীঘ্র গিয়া দূতে। অবিলম্বে ডাকি তথা আনিল অগ্রেতে॥ বসুদেব কন কৃষ্ণ কি কার্য্য করিলে। কি হেতু ব্রজেতে নিমন্ত্রিতে নিষেধিলে॥ নন্দ ঘোষ মম সখা বিদিত সংসার। বিশেষতঃ পালিত হয়েছ তুমি যার॥ তারে নিমন্ত্রিতে তুমি করেছ বারণ। না বুঝিতে পারি কিছু ইহার কারণ॥ কি কারণে ইহা কর না জানি বিশেষ। তোমার দেহেতে কি নাহিক দয়া লেশ॥ ব্রজবাসী না আইল বলাই বৈমুখ। এ যজ্ঞেতে কৃষ্ণ মম না হইল সুখ॥ এত যদি বসুদেব বলেন তখনে। শুনিয়া কহেন কৃষ্ণ মধুর বচনে॥ যে কথা কহিছে পিতা জানিলাম সার। আমার বচনে কিছু করহ বিচার॥ নিমন্ত্রণ ব্যবহার আছে পরে পরে। আত্ম ঘরে নিমন্ত্রণ কেবা কোথা করে॥ নিমন্ত্রণ বাক্যে করে পরত্ব প্রত্যয়। একারণে আত্ম ঘরে নিমন্ত্রণ নয়॥

তুমি পিড়া ভাব মনে আমারে যে রূপ। শ্রীনন্দ আমারে মনে ভাবেন সে রূপ॥ যে রূপ ভাবেন তাব দেবকী জননী। তদধিক ভাবেন মা নন্দের ঘরণী॥ তোমা দোঁহে আমি যদি করি নিমন্ত্রণ। কহ দেখি কোন ভাব হয় উদ্দীপন॥ অবশ্যই অভিমান জনমে দোঁহার। সেই মত জান পিতা নন্দ যশোদার॥ বিশেষতঃ আমি তথা ছাড়া বহুদিন। আমার বিহনে তাঁরা হয়েছেন ক্ষীণ॥ ভাবি ভাবি নিরন্তর হয়েছেন জরা। জীবিত আছেন মাত্র জীয়ন্তেতে মরা॥ ওষ্ঠে আসিয়াছে প্রাণ আমারে ভাবিয়া। এ সময় নিমন্ত্রণ দিলে পাঠাইয়া॥ কৃষ্ণ পর হইয়াছে বলিয়া তখনি। যাইবে দোঁহার প্রাণ পড়িয়া অবনি॥ এই হেতু নিমন্ত্রণ করেছি বারণ। আসিবেন যজ্ঞে তাঁরা না কর চিন্তন॥ আমার প্রভাসে আসা হয়েছে প্রচার। পাইয়া লোকের মুখে এই সমাচার॥ ব্রজধামে যে যে জন করয়ে বসতি। পশু পক্ষী আদি করি করিয়া সংহতি॥ আসিবেন ব্রজপতি প্রভাসে সত্বরে। সে কারণে চিন্তা কেহ না কর অন্তরে॥ এইরূপে প্রবোধিয়া প্রবোধ বচনে। বলরামে তুষিলেন ধরিয়া চরণে॥ তার পরে তথা হৈতে উঠি তিন জন। যজ্ঞ স্থানে শীঘ্রগতি করেন গমন॥ পিতারে যজ্ঞেতে ব্রত করিবার তরে। ব্যস্ত হইলেন হরি পুরীর ভিতরে॥ শিশু কহে এক্ষণেতে শুন সর্ব্বজন। দ্বারে দ্বারী সহ ব্রজবাসীর কথন॥ চারি ধারে চারিদ্বারে যে রূপ কথন। একে একে শুন সবে হয়ে এক মন॥

অথ দক্ষিণ দ্বারে দ্বারী সন্নিধানে

নন্দযশোদার বিনয়।

পয়ার। বারিত হইয়া দ্বারে ব্রজবাসীগণ। ঝর ঝর ঝরে বারি নয়নে তখন॥ প্রমত্ত হইল সবে কৃষ্ণের কারণে। কি করে যাইতে নারে দ্বারীর বারণে॥ তবে অতি ব্যগ্র মনে নন্দ মহাশয়। করিলেন দ্বারীগণে অনেক বিনয়॥ সে বচন দ্বারীগণ কিছু না

শুনিল। বরঞ্চ অধিক ক্রোধে গর্জ্জিয়া উঠিল॥ অপমান পেয়ে প্রাণে শ্রীনন্দ তখন। বসিলেন অদূরেতে সজল নয়ন॥ তাহা দেখি দুঃখমতি রাণী যশোমতী। স্থির নাহি মানে মনে ব্যগ্র হৈলা অতি॥ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাণী ব্যাকুল হইয়া। লজ্জা ভয় অপমানে জলাঞ্জলি দিয়া॥ শ্রীনন্দেরে পাছু করি অগ্রসর হয়ে। করযোড়ে দ্বারী কাছে কহেন বিনয়ে॥ শুন শুন বাপ দ্বারী বচন আমার। দ্বার ছাড় কৃষ্ণধনে দেখি একবার॥ বড় কাঙ্গালিনী আমি শুন ওরে দ্বারী। আমার দুঃখের কথা কহিতে না পারি॥ দ্বারী বলে কাঙ্গালিনী শুনহ বচন। এইখানে থাক তুমি পাবে বহু ধন॥ যজ্ঞ সাঙ্গ হলে পরে কুবেরের চর। এখানে আসিয়া ধন দিবে বহুতর॥ পুরীর ভিতরে গিয়া কি করিবে কও। পাইবে প্রচুর ধন উতলা না হও॥ রাণী বলে আমি ধন কাঙ্গালিনী নই। তোমাদের রাজা কৃষ্ণ তাহার মা হই॥ তবে যে কাঙ্গালি বলি বলেছি বচন। কৃষ্ণধনে কাঙ্গালিনী হয়েছি এখন॥ দ্বারি বলে কভু তুমি পাগলিনী প্রায়। এ কথা শুনিলে লোকে হাসিবে তোমায়। দেবকী কৃষ্ণের মাতা শুনিলে এবাণী। প্রাণ নিয়া কাঙ্গালিনী হবে টানাটানি॥ বন্ধনে রাখিবে কিম্বা বধিবে জীবন। হেন বাক্য মুখে তুমি না বল কখন॥ রাণী বলে কি দেখাও দেবকীর ভয়। ভুলায়ে রেখেছে সেই আমার তনয়॥ ভাগ্যে যদি থাকে যবে কৃষ্ণে দেখা পাব। দেবকী কেমনে রাখে তখন দেখাব॥ দয়া করি দ্বারি তুমি ছেড়ে দেহ দ্বার। দেখাব তোমারে আমি কৃষ্ণধন কার॥ এইরূপে যত কথা যশোমতী কন। পাগলিনী বলি দ্বারি উড়ায় বচন॥ কোন মতে পুরী মধ্যে যাইতে না পান। অবশেষে দ্বারি পায়ে ধরিবারে যান॥ তাহা দেখি দ্বারপাল অধিক রুষিল। মার মার শব্দ করি গর্জ্জিয়া উঠিল॥ কোন কোন দ্বারি আসি ঢেকা দিতে চায়। আঁখি ঠারি শ্রেষ্ঠ দ্বারি নিবারয়ে তায়॥ মহাশব্দে তর্জ্জিয়া উঠিল দ্বারিগণ। রাণী বলে এইবার হইল মরণ॥ যা বলিল ব্রজরাজ তাহাই ঘটিল।

দ্বারে আসি মমপ্রাণ বিনাশ হইল ॥ [illegible]ত না পারি আর দ্বারির বচন। কৃষ্ণ বিনা এই দশা হইল ঘটন॥ কৃষ্ণের জননী হয়ে কত সব আর। কৃষ্ণের কিঙ্করে, দ্বারে করে তিরস্কার॥ এত বলি নন্দরাণী ভাসে চক্ষুজলে। অভিমানে করাঘাত করে বক্ষঃস্থলে॥ আবিষ্কার করি তথা করয়ে রোদন। অন্য দ্বার কথা কিছু করহ শ্রবণ॥

অথ পূর্ব্ব পশ্চিমদ্বারের বিবরণ।

পয়ার। পূর্ব্বদ্বারে রাখালেরা গোবৎস লইয়া। প্রবেশিতে যায় পুরে ব্যাকুল হইয়া॥ কৃষ্ণপ্রেমে বারিধারা বহে দুনয়ন। ঊর্দ্ধমুখে ধায় সবে না মানে বারণ॥ আগে চলে গাভীগণ উচ্চ পুচ্ছ করি। তার পাছে লক্ষ লক্ষ চলে বৎসতরী॥ তাহার পশ্চাতভাগে রাখালের দল। সুবল প্রভৃতি করি চলিল সকল॥ গো রূপের অপরূপ রূপ দরশনে। ত্রস্ত হৈল দ্বারিগণ ভয় পেয়ে মনে॥ সবে বলে অকস্মাৎ একি অপরূপ। না দেখি কখন চক্ষে এ রূপ গো রূপ॥ রূপ হেরি জুড়াইল চক্ষু আর মন। কোথা হৈতে এত গাভী কৈল আগমন॥ গোষ্ঠ হতে গোধূলিতে যে রূপ গোগণে। আপন ভবনে যায় রাখালের সনে॥ সেই মত এই পুরে করে আগমন। না জানি কৃষ্ণের কার্য্য কি ঘটে কখন॥ ধাইল অসংখ্য গাভী আসি একেবারে। ভার হৈল পুর দ্বার রক্ষা করিবারে॥ এত ভাবি দ্বারিগণে হৈল ভয় মন॥ দণ্ড হস্তে দাঁড়াইল করিয়া তর্জ্জন॥ দ্বার রুদ্ধ করি সবে রহে সারি সারি। মনোমধ্যে মহাভয় মুখে দম্ভ করি॥ প্রবেশিতে পুরী মাঝে নাহি দেয় কারে। কুলাল চক্রের ন্যায় ভ্রমে চারিধারে॥ কেহ কেহ দূরে হৈতে তাড়াইয়া যায়। কেহ কেহ দণ্ডাঘাতে মারিবারে ধায়॥ তাহা দেখি ক্রোধমতি হইয়া গোগণ ধবলীরে চাহি কালী বলয়ে বচন॥ দেখ দেখ সখি বড় বিষম

ঘটিল। দ্বার রুদ্ধ করি দ্বারি দ্বারে দাঁড়াইল॥ কোনমতে কৃষ্ণ কাছে না দেয় যাইতে। কেহ কেহ দম্ভ করি ধাইছে মারিতে॥ তুমিত আমার শক্তি জান সর্ব্বক্ষণ। শৃঙ্গাঘাতে ভেদ করি গিরি গোবর্দ্ধন॥ কত কত বৃক্ষগণে করেছি বিদার। অনায়াসে দাঁড়াইল অগ্রেতে আমার॥ আমারে রাখিতে সখি কৃষ্ণ কষ্ট পান। তুচ্ছ জনে আসি আজি হৈল রোধমান॥ এ দুঃখত প্রিয়সখি না সহে অন্তরে। এত অপমান এই ক্ষুদ্র নরে করে॥ আদেশ করহ শক্তি দেখহ আমার। অবিলম্বে দ্বারিগণে করিয়া সংহার॥ শৃঙ্গাঘাতে ভেদ করি পুরীর প্রাচীরে। পথ করি দেখ সবে চলুক অচিরে॥ ধবলী বলিল কালি ক্ষমা দেগো মনে। ক্রোধ করা উপযুক্ত না হয় এক্ষণে॥ তব অগ্রে কোন তুচ্ছ এই দ্বারিগণ। তোমার অসাধ্য কিছু নাহি ত্রিভুবন॥ তুমি যদি ক্রোধ করি করহ এ কায। পরেতে কৃষ্ণের কাছে পাবে বড় লাজ॥ গাভীর চরণাঘাতে যজ্ঞ হবে তল। শ্রীকৃষ্ণের ক্ষতি ইথে হইবে প্রবল॥ ইহা বিবেচিয়া আছি ক্ষমা দিয়া মনে। নতুবা কি এতক্ষণ বাঁচে দ্বারিগণে॥ অতএব সখী কর ক্রোধ সম্বরণ। তুচ্ছ জন সঙ্গে দ্বন্দ্ব না হয় শোভন॥ ধবলীর বোলে কালী ক্রোধ সম্বরিল। কিন্তু চক্ষুজলে সবে ভাসিতে লাগিল॥ গো রথে গোগণে কথা অতি চমৎকার। বুঝিতে না পারে কিছু দ্বারিগণ তার॥ এই রূপে গোবৎসাদি রাখাল সহিত। পূর্ব্বদিগ দ্বারে রহে হইয়া স্থগিত॥ পশ্চিম দ্বারেতে বহু ব্রজবাসীগণ। পুরী প্রবেশিতে সবে করে আকুঞ্চন॥ সেখানেও দ্বারিগণে করে নিবারণ। তাহে দুঃখী হয়ে তথা কান্দে সর্ব্বজন॥ তিনদিগে তিনদ্বারে এই রূপে রয়। উত্তর দ্বারের কিছু শুন পরিচয়॥

অথ উত্তরদ্বারের বিবরণ।

পয়ার। ষোড়শ সহস্রশত অষ্ট সখী নিয়া। উত্তরিলা রাধা সতী উত্তরেতে গিয়া॥ উত্তরের দ্বারে দ্বারি অতি ভয়ঙ্কর। হাতে

শস্ত্র শেল শূল মুষল মুদ্গর ॥ ভীষণ আকার বস্ত্রে আবরিত কায়। শ্বেত রক্ত নীল পীত ছিটে কোঁটা তায় ॥ উষ্ণীষ ভীষণ বদ্ধ মস্তক উপরে। ভয়ঙ্কর অসিচর্ম্ম শোভা করে করে ॥ লম্ফে ঝম্ফে ভূমিকম্পে ছাড়ে সিংহনাদ। সে শব্দেতে সাধুলোকে গণয়ে প্রমাদ ॥ দৈবে যদি দুঃখী জন দ্বারে যেতে চায়। চর্ম্ম বর্ম্ম মর্ম্ম ভেদ করয়ে কথায় ॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম কিছুই না মানে। কথায় বাধিলে দ্বন্দ্ব অগ্রে আসি হানে ॥ কালান্তক যম সম ভ্রমে চারিধারে। কার সাধ্য প্রবেশয়ে উত্তরের দ্বারে ॥ বিষম দেখিয়া তথা হইয়া বিমন। ক্ষণকাল কমলিনী মৌন হয়ে রন ॥ কৃষ্ণভাব আবির্ভাব হয়েছে অন্তরে। আর কি থাকিতে রাধা পারেন অন্তরে ॥ যার দেহে কৃষ্ণভাব সমুদিত হয়। এ ভয় কি ভয় নাশে শমনের ভয় ॥ ভয় পরিহরি প্যারী সখীর সহিত। ধীরে ধীরে হইলেন দ্বারে উপনীত ॥ তাহা দেখি দ্বারীগণ একদৃষ্টে চায়। একত্রে অনেক নারী দেখিবারে পায় ॥ ছিন্নবাসা মুক্তকেশা ক্ষীণ কলেবরে। তনু রূপে সোম সম অন্ধকার হরে ॥ মুখে বলে কৃষ্ণনাম দুঃখিত অন্তর। চক্ষে কৃষ্ণ প্রেমধারা বহে নিরন্তর ॥ সকলে মিলিয়া পুরে প্রবেশিতে চায়। ধেয়ে আসি দ্বারিগণ নিবারিল তায় ॥ বেত্র হস্তে করি সবে অগ্রে দাঁড়াইল। দেখিয়া শ্রীমতী সতী গতি নিবারিল ॥ মুখে কমলিনী কোন কথা নাহি বলে। শ্রীকৃষ্ণে সাধন করি ভাসে চক্ষুজলে ॥ শ্রীমতীর অষ্ট সখী নিকটেতে ছিল। ইন্দুমুখী নামে সখী কহিতে লাগিল ॥ শুন শুন দ্বারি তুমি সুবুদ্ধি সাধক। কি কারণে আমা সবে হইলে বাধক ॥ যে স্থলেতে ত্রিভুবন লোক আগমন। সে স্থলে যাইতে কেন করহ বারণ ॥ দ্বারি বলে তোমা সবে দেখি হৈল ভয়। যাইতে না দিতে পারি বিনা পরিচয় ॥ কোন দেশে ঘর কর কাহার কামিনী। কি হেতু বা হেন ভাব কহ সে কাহিনী ॥ শরীরের তেজে আল করেছ ভুবন। কিন্তু অঙ্গে নাহি বেশ মলিন বসন ॥ দুঃখিনী সমান কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া নয়। প্রধানাকে মহালক্ষ্মী অনুভব হয় ॥ বহু শত রমণী

আইলা একেবারে। সকলে সমান ভাবে দাঁড়াইলা দ্বারে॥ হেন জ্ঞান হয় যেন ছদ্ম বেশ ধারি। চোর কিবা সাধু কিছু বুঝিতে না পারি॥ সত্য পরিচয় দেহ অগ্রেতে আমার। বিচার করিয়া পরে ছাড়ি দিব দ্বার॥ বৃন্দা কহে পরিচয়ে কিবা প্রয়োজন। আসিয়াছি যাব যজ্ঞ করি দরশন॥ যজ্ঞ শোভা দেখিব দেখিব রাণীগণে। দেখিব রাজার কার্য্য ধার্য্য আছে মনে॥ ইহা ভিন্ন অন্য কিছু নাহি প্রয়োজন। দ্বার ছাড়ি দেহ দ্বারি করি দরশন॥ দুঃখিনী রমণী বাস করি বনালয়ে। কি লাভ হইবে আমাদের পরিচয়ে॥ বাঁকার কিঙ্কর তাই বাঁকা কথা তোর। আপন রাজার মত সবে দেখ চোর॥ এত যদি বৃন্দাদূতী দম্ভেতে কহিল। শুনিয়া দ্বারির দল ক্রোধিত হইল॥ দ্বারি বলে কাঙ্গালিনী দম্ভ এত কিসে। রাজারে বলহ তুমি মুখে যা আইসে॥ যত বড় মুখ তত বড় কথা বল। নারী না হইলে পরে পেতে প্রতিফল॥ হেন বাক্য মুখে আর না বল কখন। বিপদ ঘটিবে রাজা করিলে শ্রবণ॥ দূতী বলে দ্বারি তুমি কেন কর দ্বন্দ্ব। চুরি কর্ম্ম তোমার রাজার নহে মন্দ॥ চিরকাল চুরিকার্য্য করিল যে জন। তারে কি করিতে পার সাধুতে গণন॥ বৃন্দাবনে ননী চুরি করি ঘরে ঘরে। অবশেষে গোপিকার মন প্রাণ হরে॥ প্রথমেতে মথুরায় করি পলায়ন। জরাসন্ধ ভয়ে শেষে দ্বারিকা ভবন॥ সেই চোর যজ্ঞ করে প্রভাসে আসিয়া। দেখিবারে আসিয়াছি এ কথা শুনিয়া॥ দ্বার ছাড় দ্বারি শীঘ্র পুরে প্রবেশিব। কোন যজ্ঞে ব্রত হরি নয়নে দেখিব॥ চোরেরে বলিতে চোর কি দেখাও ভয়। দোষা-বাচা গুরোরপি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥ চোর বলা বড় নহে পেলে দর-শন। দেখিবে চোরেরে লয়ে কি করি তখন॥ ইঙ্গিত পাইলে পরে আমার রাজার। সে চোরে রাখিতে সাধ্য নাহি হবে কার॥ দৃঢ়তর রজ্জু দিয়া বান্ধি করে করে। অবিলম্বে লয়ে যাব আপনার ঘরে॥ যেই মাত্র বৃন্দা সখী এই কথা বলে। না বুঝিয়া ভাব তার দ্বারি ক্রোধে জ্বলে॥ জ্বলন্ত অনলে যেন ঘৃত ঢালি দিল। রাবণের প্রতি

যেন শ্রীরাম রুষিল ॥ বায়ুর প্রবাহে যেন সমুদ্র উথলে। সেইরূপ দ্বারিগণ গর্জ্জয়ে সকলে ॥ মার মার কাট কাট করি বেগে ধায়। কেহ কেহ বেত্র বাড়ি ক্রোধেতে উছায় ॥ সুপ্রবীণ কোন দ্বারি তার মধ্যে ছিল। চক্ষু ঠারি দ্বারিগণে নিষেধ করিল ॥ মুখেতে দেখাও ভয় নাহি মার কায়। ক্রোধে যদি নারীগণ ঘটাইবে দায় ॥ যে দেখি রমণীগণ দম্ভে কথা কয়। হইবে কৃষ্ণের কেহ অনুমান হয় ॥ ইঙ্গিতেতে দ্বারি ইহা বলে দ্বারিগণে। এ দিগে বৃন্দার ক্রোধ উপজিল মনে ॥ যখন রাধার প্রতি বাড়ি উছাইল। তাহা দেখি বৃন্দা সখী ক্রোধেতে পূরিল ॥ ওরেরে পাপিষ্ঠ তোর ছন্ন হৈল মতি। যাইতে কি বাঞ্ছা কর যমের বসতি ॥ মরণ ধরেছে বুঝি নিকটে আসিয়া। নতুবা এমন মন হৈল কি লাগিয়া ॥ অহঙ্কারে মত্ত হয়ে না দেখ নয়নে। ইচ্ছা করি হস্ত দেও সর্পের বদনে ॥ অগ্নি মাঝে ঝাঁপ দিতে নাহি কর ভয়। জাননা যে ভস্ম হয়ে যাবে যমালয় ॥ মুনিগণে ধ্যানে যারে দেখিতে না পায়। ব্রহ্মা আদি যে চরণ সতত ধেয়ায় ॥ আপনি শ্রীহরি যাঁর ধরেন চরণ। তুমি তারে মারিবারে কররে মনন ॥ বলিতে বলিতে ক্রোধ অনেক বাড়িল। চক্ষু কোণে পুঞ্জ পুঞ্জ অগ্নি সঞ্চারিল ॥ বৃন্দার এ ভাব রাধা করি নিরীক্ষণ। ডানি হাতে চক্ষু তার করি আচ্ছাদন ॥ বাম হাতে নিজাঞ্চলে আপন বদন। আচ্ছাদিয়া কিছু পাছু হইয়া তখন ॥ বৃন্দারে ধরিয়া ধনী ধীরে ধীরে কয়। ক্রোধের সময় সখি এ সময় নয় ॥ তোমা আমা ক্রোধানল হইলে প্রচার। ত্রিভুবন দগ্ধ হবে দ্বারী কোন ছার ॥ তুমি যদি কোপ দৃষ্টে কর দরশন। দৃষ্টিমাত্রে দ্বারিগণ ত্যজিবে জীবন ॥ এখনি পুড়িয়া ভস্ম হবে সমুদায়। শ্রীকৃষ্ণের যজ্ঞ হানি হইবে ইহায় ॥ এই হেতু কর সখি ক্রোধ সম্বরণ। দেখ দেখ কি করেন শ্রীনন্দনন্দন ॥ এইরূপে বহুবিধ বচন বলিয়া। বৃন্দার ক্রোধের শান্তি শ্রীমতী করিয়া ॥ একমনে শ্রীকৃষ্ণেতে সমর্পিয়া মন। মনে মনে রাধা সতী বলেন তখন ॥ কোথা কৃষ্ণ কৃপাময় দেহ দরশন।

সহনে না যায় আর দ্বারির বচন।। তোমার কারণে হরি পুরী পরি-হরি। তব দ্বারে আসি মরি সহ সহচরী।। দেখা দেহ আসি আশু করি কৃপাদান। দুঃখ দূর করি রাখ সবাকার প্রাণ।। এই রূপে কমলিনী ডাকেন সঘনে। অন্তর্যামি নরহরি জানিলেন মনে।। যশোঁ-দার মান কৃষ্ণ বাড়াবার তরে। না আইলা অগ্রে তথা রাধার গোচরে।। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সর্ব্বজন। ভীমার্জ্জুনে হয় যাহা কথোপকথন।।

অথ ভীমার্জ্জুনের কথোপকথন।

পয়ার। ভীমার্জ্জুন দুই ভাই কুন্তীর নন্দন। রথোপরে শূন্য স্তরে করেন ভ্রমণ।। কৃষ্ণ আজ্ঞানতে দোঁহে দুষ্ট নিবারিতে। ধীরে ধীরে দেখিছেন চাহি চারিভিতে।। দক্ষিণের দ্বারে তথা হৈল দরশন।। প্রবীণা রমণী এক করিছে রোদন।। ব্যাকুলা হইয়া পুরে প্রবেশিতে চায়। দ্বারিগণে নাহি দেয় প্রবেশিতে তায়।। বিনয় করিছে যত প্রণত হইয়া। দ্বারিগণে ততো আর উঠিছে রুষিয়া।। সঙ্গে তার চারি সখী আছে বিদ্যমান। মহাপুণ্যবতী তারা হেরি হয় জ্ঞান।। কিঞ্চিৎ দূরেতে বসি বৃদ্ধ এক আছে। কতগুলি বৃদ্ধ আর বসি তার কাছে।। একটি অপূর্ব্ব শিশু আছে কাছে আর। অভিন্ন কৃষ্ণের মূর্ত্তি অতি চমৎকার।। ইহা ভিন্ন অন্য অন্য আছে বহু জন। সকলেতে শোকচিত্ত সজল নয়ন।। এসব দেখিয়া ভীম অর্জ্জুনেরে কন। দেখ দেখ ভাই বড় আশ্চর্য্য ঘটন।। কোথা হৈতে এ সকলে কৈল আগমন। ভাব দেখি হয় মম ব্যাকুল জীবন।। কহ দেখি ওরে ভাই বৃত্তান্ত ইহার। কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি কেন কান্দে অনিবার।। অর্জ্জুন বলেন দাদা অনুভব করি। বাল্যকালে ব্রজে যবে আছি-লেন হরি।। ব্রজপুরবাসী হবে এই সব জন। নহে কেন কৃষ্ণ বলি করিবে রোদন।। এই যে বসিয়া দেখ বৃদ্ধ অতিশয়। অনুমান করি ইনি নন্দ মহাশয়।। ইহাঁরে বেষ্টন করি আছে যত জন।

উপনন্দ আদি হবে সবে মহাজন॥ নিকটে দাঁড়ায়ে যেই কৃষ্ণ সম দেহ। শ্রীদাম কৃষ্ণের সখা নাহিক সন্দেহ॥ দ্বারে দাঁড়াইয়া দেখ যে বৃদ্ধা রমণী। অনুমান হয় ইনি নন্দের ঘরণী॥ কৃষ্ণের জননী রূপে যে জন পালিলা। যশোদা ইহাঁর নাম অতি পুণ্য-শীলা॥ দীনা হীনা সুমলিনা ক্ষীণার সমান। তবু দেবকীর সম দেহ দীপ্তমান॥ যশোদার চারি সখী সবে নম্রমুখী। ধনিষ্ঠা সরলা আর সঙ্কেতি সুমুখী॥ কৃষ্ণ হেতু যশোমতী ব্যাকুলিত প্রাণে। শুনিয়া কৃষ্ণের আসা আইল এখানে॥ কৃষ্ণে দেখিবারে পুরে প্রবেশিতে চায়। নিষ্ঠুর দ্বারির দল নিবারয়ে তায়॥ ভীম বলে এই যদি রাণী যশোমতী। তবে কেন দ্বারে এত সহিবে দুর্গতি॥ কোপ দৃষ্টে কটাক্ষে করিলে দৃষ্টিপাত। দ্বারিগণে করিবারে পারে ভস্ম-সাত॥ তাহা না করিয়া কেন সামান্যের মত। দ্বারি কাঁছে সবিনয় করে অবিরত॥ অর্জ্জুন বলেন দাদা শুন সবিশেষ। ব্রজবাসীদের দেহে নাহি তমো লেশ॥ কৃষ্ণের আনন্দধাম সেই বৃন্দাবন। তথাকার লোক সবে সত্ত্ব পরায়ণ॥ সত্ত্বগুণে হিংসা নাহি শুন মহাশয়। সত্ত্ব বিনা কৃষ্ণনিধি বশ্য কারু নয়॥ যশোদা কৃষ্ণের মাতা ব্যক্ত ত্রিসংসারে। হেন যশোদার দেহে তমো কি সঞ্চারে॥ আঘাত করিলে পরে যশোদার কায়। তবু যশোদার ক্রোধ না হইবে তায়॥ ভীম কন যদি হন রাণী যশোমতী। দেখিতে উচিত নহে ইহাঁর দুর্গতি॥ মুষ্ট্যাঘাতে দ্বারীগণে বধিয়া সত্বর। যশো-দারে নিয়া যাই পুরীর ভিতর॥ অর্জ্জুন বলেন ইহা না হয় উচিত। হিত কার্য্যে কৃষ্ণ যদি ভাবেন অহিত॥ ভীম কন দুঃখ আর দেখিতে না পারি। লয়ে যাই যশোদারে দ্বারিগণে মারি॥ না হয় ইহাতে কৃষ্ণ বলিবেন মন্দ। হয় হবে এ জন্যতে কৃষ্ণ সঙ্গে দ্বন্দ্ব॥ পার্থ কন দাদা কর ক্রোধ সম্বরণ। দেখ দেখি কি করেন রুক্মিণী-রমণ॥ সর্ব্বজ্ঞশেখর কৃষ্ণ সর্ব্ব অন্তর্যামী। সর্ব্বত্র সমান দৃষ্টি সর্ব্ব-চিত্ত গামি॥ অনাবৃত চক্ষু তাঁর নাহি আবরণ। তথা বসি করি

ছেন সব দরশন ॥ এক স্থানে থাকি সব জানিছেন যিনি। আপন মাতার দুঃখ ঘুচাবেন তিনি ॥ আমাদের দ্বন্দ্বে আছে কিবা প্রয়োজন। স্থির হয়ে দেখ দাদা কি হয় এখন ॥ এত বলি ধনঞ্জয় ভীমে সান্ত্বাইয়া। সেইখানে রহিলেন সুস্থির হইয়া ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুজন। ধনিষ্ঠা সহিতে নন্দরাণীর কথন ॥

অথ ধনিষ্ঠা সহিত যশোদার কথোপকথন।

পয়ার। দ্বারী যদি কোনমতে না ছাড়িল দ্বার। যশোদার দুই চক্ষে বহে শতধার ॥ কণ্ঠতালু শুষ্ক হৈল ওষ্ঠাগত প্রাণ। দ্বারি বাক্যবাণে আরো করে আনচান ॥ ধনিষ্ঠারে চাহি বলে শুন সহচরি। দেহে প্রাণ নাহি রয় বিনা প্রাণহরি ॥ কণ্ঠরোধ হইতেছে মুখে নাহি রস। ক্রমে ক্রমে সর্ব্ব অঙ্গ হইল অবশ ॥ প্রাণের সঙ্গিনী তুমি সাধ্বী শুদ্ধ মতি। যদি কোন পথ থাকে কহ শীঘ্রগতি ॥ ক্ষণমাত্র কৃষ্ণে যদি পার দেখাইতে। তবে যশোদার প্রাণ পার বাঁচাইতে ॥ তিলার্দ্ধ বিলম্ব আর প্রাণে নাহি সয়। কহিলাম সত্য করি তোমারে নিশ্চয় ॥ বলিতে বলিতে চক্ষু ঊর্দ্ধেতে উঠিল। হা কৃষ্ণ বলিয়া রাণী ধূলায় পড়িল ॥ ধনিষ্ঠা ধরিয়া শীঘ্র তুলিয়া তখন। বসাইয়া বহুবিধ বুঝায় বচন ॥ কোনমতে কোন কথা নাহি মানে তায়। ক্ষণে ক্ষণে মোহ যায় ক্ষণে জ্ঞান পায় ॥ তবেত ধনিষ্ঠা বড় বিষম দেখিয়া। মনে মনে সুমন্ত্রণা বহু বিবেচিয়া ॥ ধনিষ্ঠা সুনিষ্ঠা অতি কৃষ্ণে রাখি মন। যশোদারে কহে কিছু উপায় বচন ॥ শুন রাণী ব্রজে তব শ্রীকৃষ্ণ যখন। খেলিতে যাইত পথে সহ সখাগণ ॥ কৃষ্ণ না দেখিয়া তুমি ব্যস্ত হতে মনে। অবিশ্রান্ত ক্ষীর ধার নিঃসরিত স্তনে ॥ ব্যাকুলা হইয়া তুমি হাতে ননী নিয়া। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে গো গোপাল বলিয়া ॥ ধাইয়া আসিত কৃষ্ণ দেখেছি নয়নে। ডাক দেখি সেই ভাবে তব কৃষ্ণধনে ॥ রাণী বলে কহ সখি পাগলিনী প্রায়। বহুদূর নিয়া পুরী শত কক্ষ তায়।

মধ্যকক্ষে আছে কৃষ্ণ কর্ম্মেতে তৎপর। এখান হইতে হয় অনেক অন্তর॥ ত্রিভুবন লোক তাহে করে কলরব। কেমনে শুনিবে ডাক কথা অসম্ভব॥ সখী বলে কৃষ্ণের সামান্য নহে কাণ। ব্রহ্মাণ্ডের কথা শুনে বসি একস্থান॥ সামান্য ভেবনা রাণী শ্রীকৃষ্ণ কুমার। শুনিবে তোমার ডাক কহিলাম সার॥ রাণী বলে শুষ্ক কণ্ঠ হয়েছে এখন। কেমনে ডাকিব বল না সরে বচন॥ এ কথা শুনিয়া তথা শ্রীনন্দ আপনি। আমি কৃষ্ণে ডাকি বলি উঠিয়া অমনি॥ শিশু কহে শ্রীনন্দের মধুর বচন। করুণা মিশ্রিত তাহে শুন সর্ব্বজন॥

অথ শ্রীনন্দ রোদনপূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে ডাকেন।

ত্রিপদী। শ্রীনন্দ কান্দিয়া কন, কোথা ওরে বাছাধন, বাপধন বাপের ঠাকুর। দেখা দিয়া ওরে বাপ, ঘুচাও মনের তাপ, বাপ বলি দুঃখ কর দূর॥ তুমিরে সর্ব্বস্ব ধন, তোমা বিনা ও রতন, বল আর কে আছে আমার। তোমার কারণে হরি, ব্রজপুর পরিহরি, আসিয়াছি দ্বারেতে তোমার॥ দ্বারীগণে করি দ্বন্দ্ব, অনেক বলিয়া মন্দ, তব কাছে যাইতে না দিল। হইয়া তোমার বাপ, কত সব পরিতাপ, এত কষ্ট কপালে কি ছিল॥ পথের দুর্গতি যত, সে কথা কহিব কত, কণ্টক ফুটেছে কত পায়। প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ড করে, দগ্ধ কৈল কলেবরে, অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম বহে তায়॥ সে সব সহিষ্ণু করি, আসিয়া এখানে হরি, দ্বারি বাক্যশরে প্রাণ যায়। না হেরি তোমার মুখ, হৃদয়েতে যে অসুখ, সে কথা কহিব আমি কায়॥ রাখ রাখ কথা রাখ, দেখা দিয়া প্রাণ রাখ, মান রাখ রাখহ শরীর। আনি বাধা জল ঝারি, দিয়া ওরে গিরিধারি, ক্লান্ত শান্তি করি কর স্থির॥ করি বাপ সম্বোধন, কর করি প্রসরণ, কোলে আসি গলে আটি ধর। বিধুমুখে আধ হাসি, নাশি মম দুঃখরাশি, চিন্তার সাগরে পার কর॥ চাঁদমুখে সুধা বাণী, কহিয়া জুড়াও প্রাণী, কষ্ট নষ্ট কর সমুদয়। এসো এসো বাপধন, শীঘ্র দেহ দরশন, বিলম্বেতে প্রাণ

নাহি রয়॥ এইরূপে খেদ করে, নন্দঘোষ উচ্চৈঃস্বরে, বারম্বার কৃষ্ণেরে ডাকিয়া। দেখা না পাইয়া তায়, মনে গণি অনুপায়, বসিলেক কাতর হইয়া॥ দেখিয়া শ্রীদাম ধীর, দুই চক্ষে বহে নীর, উঠি তথা ডাকয়ে কানাই। শিশুরাম দাসে ভাবে, বলে আলি দেখা দেরে ভাই॥

অথ শ্রীদাম উচ্চৈঃস্বরে শ্রীকৃষ্ণেরে ডাকেন।

পয়ার। শ্রীদাম শোকেতে মগ্ন হইয়া তখন। উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-চন্দ্রে করি সম্বোধন॥ কানাই২ বলি ডাকিতে লাগিল॥ ডাক শুনি দ্বারিগণ সবে চমকিল॥ কাতর হইয়া ডাকে করিয়া মিনতি। কোথা রৈলে ওরে ভাই রাখালের পতি॥ তোমা বিনা আমাদের আর কেহ নাই। দেখা দেরে ওরে ভাই প্রাণের কানাই॥ ব্রজ-ধামে বসতি করয়ে যত জন। সবাকার প্রাণধন তুমি সে জীবন॥ তোমার প্রভাসে আসা শ্রবণ করিয়া। আসিয়াছে সর্ব্বজন স্বধাম ত্যজিয়া॥ এক্ষণে যদ্যপি তুমি দেখা নাহি দিবে। সকলে ত্যজিবে প্রাণ নিশ্চয় জানিবে॥ আমিও তোমার শোকে ত্যজিব জীবন। কহিলাম ওরে ভাই নিশ্চয় বচন। ওরে কানু এই কি আছিল তোর মনে। শোকসিন্ধু সলিলে ভাসাবে ব্রজজনে॥ এত যদি কানায়েরে মনে ভেবে ছিলে। ইন্দ্র বৃষ্টিকালে তবে কেন বাচা-ইলে॥ বামহাতে ধরি কেন গিরি গোবর্দ্ধন। রক্ষা কৈলে ওরে ভাই ধাম বৃন্দাবন॥ কি কারণে বিষপানে বাঁচালে রাখাল। বকের উদরে কেন বাঁচালে গোপাল॥ দাবাগ্নি করিয়া পান রাখ গোপগণে। পিতারে করিলে রক্ষা সর্পের বদনে॥ বরুণ আলয় হৈতে আন যেই জনে। তোমার দ্বারেতে মরে না দেখ নয়নে॥ জননী জনক মরে মরে গোপগণ। এক্ষণেতে কি কারণে না কর রক্ষণ॥ এইরূপে বহুবিধ বিলাপ করিয়া। বহুক্ষণ কৃষ্ণ বলি ডাকিয়া ডাকিয়া॥ দেখা না পাইয়া কৃষ্ণে শ্রীদাম সুধীর। কান্দিয়া

ধূলায় পড়ি লোটায় শরীর ॥ হেনমতে চারিদ্বারে ক্রন্দনের রব। যজ্ঞে বসি কৃষ্ণচন্দ্র জানিছেন সব ॥ অন্তর্যামি অবিদিত কি আছে ভুবনে। বন্ধুগণ বিলাপে কাতর হৈলা মনে ॥ কিন্তু হরি বাহিরে না আইলা তখন। যশোদার মানবৃদ্ধি করণ কারণ ॥ সন্তানের মাতৃমায়া জানাবার তরে। বাহির না হইলেন বন্ধুর কাতরে ॥ শ্রীদামের ডাকে যদি না আইলা হরি। যশোদা কান্দেন ভালে করাঘাত করি ॥ ধনিষ্ঠার প্রতি চাহি বলেন বচন। আর না সহিতে পারি যায় গো জীবন ॥ ধনিষ্ঠা বলিল তুমি ডাক একবার। দেখ দেখি কৃষ্ণনিধি কি করে তোমার ॥ শিশুরাম দাসে ভাষে শুন সাধুজন। যশোদা সহিতে কৃষ্ণ মিলন কথন ॥

অথ যশোদার সহিত শ্রীকৃষ্ণের মিলন।

পয়ার। যশোদার ক্রন্দনের কথা অসম্ভব। কহিতে আপনি রাণী মানে পরাভব ॥ ব্যাসের লেখনী ক্ষান্ত বর্ণনে যাহার। সে রোদন বর্ণিবারে সাধ্য আছে কার ॥ রাণীর ক্রন্দন ছান্দে কান্দে সর্ব্বজন। ধনিষ্ঠা কান্দিয়া পুনঃ বলয়ে বচন ॥ অধীনীর বাক্যে রাণী মনোযোগ করি। বারেক ডাকহ কৃষ্ণে রোদন সম্বরি ॥ তোমার বচন কৃষ্ণ শুনিবেক কাণে। অবশ্য আসিবে ধেয়ে তব বিদ্যমানে ॥ বারম্বার সখী যদি কহিতে লাগিল। বহু কষ্টে যশোমতী উঠি দাঁড়াইল ॥ কটোরা পুরিয়া ননী নিয়া নিজ করে। কৃষ্ণেরে স্মরিতে স্তন ফাটে ক্ষীরভরে ॥ কথার শকতি নাই তবু প্রাণপণে। এক মনে উচ্চৈঃস্বরে ডাকে কৃষ্ণধনে ॥ গোপাল বলিয়া রাণী যেমন ডাকিল। হোথা কৃষ্ণ মা বলিয়া প্রতিধ্বনি দিল ॥ সে শব্দ ব্যাপিল স্বর্গ পৃথিবী পাতাল। ধনিষ্ঠা বলিল রাণী আইল গোপাল ॥ একদৃষ্টে সকলেতে চাহিয়া রহিল। যজ্ঞস্থলে শুন কৃষ্ণ যে রূপ করিল ॥ ভক্তি করি জল ঝারি হাতেতে করিয়া। আচমনী জল দেন বসুদেবে গিয়া ॥ এমন সময় যদি যশোদা ডাকিল। যশো-

দার ভাবে কৃষ্ণ মোহিত হইল।। হাতে হতে ঝলঝারি খসিয়া পড়িল। মা কোথা মা কোথা বলি কান্দিয়া উঠিল।। মা বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া তথায়। রোদন করিয়া কৃষ্ণ পড়িল ধূলায়।। ভূমে পড়ি গড়াগড়ি যায় কৃষ্ণধন। ভাব দেখি চমকিত হৈল সর্ব্ব-জন।। ব্রহ্মা শিব আদি করি চমকে সকলে। কি হৈল কি হৈল বলি সকলেতে বলে।। মা বলিয়া কান্দে কৃষ্ণ করিয়া শ্রবণ। আইলা দেবকী দেবী ধাইয়া তখন।। কেন কেন বলিয়া দেবকী কাছে যান। দেবকীরে কৃষ্ণচন্দ্র ফিরিয়া না চান।। উচ্চৈঃস্বরে মা বলিয়া করিয়া রোদন। কুলাল চক্রের ন্যায় করেন ভ্রমণ।। চারিদিগে পুরী মধ্যে ঘুরে দেন পাক। দেখিয়া কৃষ্ণের ভাব সকলে অবাক।। কখন পড়েন ভূমে কভু ধাবমান। চক্ষু জলে আবরিল দেখিতে না পান।। পুরের বাহিরে যেতে করেন মনন। প্রাচীর মস্তকে বাধি পুনশ্চ ভ্রমণ।। ভাব দেখি দেবঋষি ভাবিয়া তখনে। যশোদা আইলা দ্বারে জানিলেন মনে।। মনে মনে মহামুনি বহু প্রশংসয়। নহে কেন বেদেতে বলিবে দয়াময়।। ধন্য শ্রীকৃষ্ণের ভাব ধন্য যশো-মতী। এত ভাবি দেবঋষি উঠি শীঘ্রগতি।। কৃষ্ণের নিকটে গিয়া বলেন বচন। জানিলাম দয়াময় তোমার মনন।। এ বেশে যদ্যপি তুমি যাও ভগবান। চিনিতে না পারি রাণী ত্যজিবেক প্রাণ।। রাজ-বেশ তোমার না জানে যশোমতী। পূর্ব্ব বেশ ধরি হরি চল শীঘ্র-গতি।। যে বেশ যশোদা রাণী দিত সাজাইয়া। চলহ রাণীর কাছে সে বেশ ধরিয়া।। কৃষ্ণ কন সে মা বিনা কে সাজাবে বেশ। ঋষি কন কর যদি আমারে আদেশ।। মনের মতন করি সাজাইয়া দিব। তোমার মায়ের কার্য্য যতনে সাধিব।। সাজাইয়া দেহ তবে কন দয়াময়। যাইব মায়ের কাছে বিলম্ব না সয়।। মা আমার শত বর্ষ আছে উপবাসী। ওষ্ঠাগত হৈল প্রাণ প্রভাসেতে আসি।। ঋষি কন ক্ষণেক না হবে বিলম্বন। এত বলি দেব ঋষি যোগে দিল মন।। যোগ বলে ধড়া চূড়া বাঁশী আনাইল। ক্ষণমাত্রে কৃষ্ণচন্দ্রে

সাজাইয়া দিল ॥ অপূর্ব্ব কৃষ্ণের রূপ হইল শোভন। সে শোভা দেখিয়া তথা মোহে সর্ব্বজন ॥ চিরকাল পঞ্চদশ বর্ষ সম দেহ। নবীন কিশোর মূর্ত্তি দেখিতে সুস্নেহ ॥ তাহে ঋষি কৃত সাজে হইল তখন। পঞ্চ বরষিয়া যেন যশোদা নন্দন ॥ সেই বেশ ধরি হরি আনন্দ অন্তরে। অতি বেগে চলিলেন যশোদা গোচরে ॥ অলক্ষেতে আর তিন রূপে ভগবান। আর তিন দ্বারে গিয়া হন অধিষ্ঠান ॥ সকলে শোকার্ত্ত হয়ে করিছে রোদন। একেবারে সকলেরে দেন দরশন ॥ যজ্ঞ স্থলে তাহা কেহ না দেখে নয়নে। সকলে জানিল বাঁন যশোদা সদনে ॥ একেবারে চারিদিগ্ন্যা হয় বর্ণন। ক্রমেতে কহিব সব্ব করহ শ্রবণ ॥ যশোদার কাছে কৃষ্ণ চলিল ধাইয়া। সঙ্গে যান ঋষিবর পথ দেখাইয়া ॥ ব্রহ্মা শিব আদি করি দেববৃন্দ যত। সকলে চলেন সঙ্গে ভাবে হয়ে রত ॥ বসুদেব দেবকী ছাড়িয়া যজ্ঞবর। সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন চিন্তিত অন্তর ॥ রুক্মিণী প্রভৃতি যত কৃষ্ণের কামিনী। অন্নপূর্ণা মহামায়া শিব সীমন্তিনী ॥ মিলিয়া যতেক দেবী অট্টালিকা পরে। উঠিলেন কৃষ্ণ কাণ্ড দেখিবার তরে ॥ ত্রিভুবন বাসী যজ্ঞে ছিল যত জন। সুর নর যক্ষ রক্ষ পশু পক্ষীগণ। দেখিতে ধাইল ব্রজবাসীর চরিত। ক্রমেতে দক্ষিণদ্বারে হৈল উপনীত ॥ এ সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া ত্বরায়। মা বলিয়া পড়িলেন যশোদার পায় ॥ দুই হস্তে যশোদার পদ ধূলি নিয়া। তার পরে নন্দ ঘোষে প্রণাম করিয়া ॥ উপনন্দ আদি তথা ছিল যত জন। একে একে প্রণাম করিয়া ততক্ষণ ॥ প্রেমে আলিঙ্গন দিয়া শ্রীদাম সখায়। যশোদার সখীগণে প্রণমি তথায় ॥ অবিলম্বে যশোদার কাছেতে আসিয়া। কান্দিতে লাগিল কৃষ্ণ অঞ্চল ধরিয়া ॥ কোলে নিয়া স্তনা দে মা বলিয়া শ্রীহরি। বালক সমান কান্দে আর্ত্তনাদ করি ॥ ভাব দেখি দেবগণ ধন্য ধন্য করে। শিশুরাম দাসে ভাষে শুন অতঃপরে ॥

অথ যশোদা ও কৃষ্ণের কথোপকথন।

পয়ার। কৃষ্ণধনে দেখা পেয়ে বহু দিন পরে। যশোদার অভিমান বাড়িল অন্তরে॥ কহিতে লাগিল রাণী করিয়া ক্রন্দন। কহ দেখি সত্য কথা ও নীলরতন॥ মথুরা ধামেতে বসি রাজার সভায়। কিঁ বলিয়া করেছিলে নন্দেরে বিদায়॥ কৃষ্ণ কন সে কথা কহিব আমি পাছে। কোলে নিয়া ননী দেহ ক্ষুধা হইয়াছে॥ বহু দিন ক্ষীর সর ননী খাই নাই। বহু দিন মাতা তব কোলে উঠি নাই॥ বহু দিন স্তনদুগ্ধ করি নাহি পান। ক্ষুধায় কাতর বড় হইয়াছে প্রাণ॥ আগে কোলে নিয়া মাগো মুখে দেহ স্তন। তদন্তরে দেহ কিছু নবনী মাখন॥ ক্ষুধা শান্তি করি আগে করিয়া আহার। কোলে বসি কহিব গো সব সমাচার॥ কোলে নে মা বলি হরি জুড়িল রোদন। যশোদা বলেন পুনঃ শুন বাছাধন॥ কপট রোদন বাছা কর পরিহার। সত্য করি কহ কথা অগ্রেতে আমার॥ তুমি নাকি বলেছিলে করিয়া নিশ্চয়। যশোদা জননী নহে পিতা নন্দ নয়॥ যেই দিন এই কথা শুনিলাম কাণে। ভাবিয়াছিলাম মনে ত্যজি এই প্রাণে॥ তবে যে অদ্যাপি আছি ধরিয়া জীবন। তোমার মুখের বাক্য করিতে শ্রবণ॥ ধর্ম্মে আরোপিয়া লোক কহে যথা তথা। সাক্ষাতে আছেন ধর্ম্ম কহ ধর্ম্ম কথা॥ ব্রহ্মা শিব চন্দ্র সূর্য্য আছেন সবাই। সবার সাক্ষাতে বাপ সত্য কথা চাই॥ কপট ত্যজিয়া কৃষ্ণ সত্য কথা কও। দেবকীর পুত্র কিবা মম পুত্র হও॥ এত যদি যশোমতী বলেন বচন। হইল কৃষ্ণের মনে ভাবনা তখন॥ পিতা বসুদেব মাতা দেবকী বলিলে। এক্ষণে যশোদা রাণী ডুবিবে সলিলে॥ নহেত পড়িয়া ভুমে ত্যজিবে জীবন। নহে গিয়া প্রবেশিবে দারুণ দহন॥ যদি বলি পিতা নন্দ মাতা যশোমতী। বসুদেব দেবকী হবেন দুঃখমতি॥ কিন্তু এ দোঁহার দুঃখ হবে বিমোচন। যে হেতু জানেন দোঁহে জন্ম

বিবরণ ॥ যশোদা জনম কাল নহে সুগোচর। যে হেতু ছিলেন অতি নিদ্রায় কাতর ॥ যশোদার দুঃখ শান্তি না হবে কখন। নিতান্ত দুঃখিতা হয়ে ত্যজিবে জীবন ॥ সবাকার জন্মদাতা আমি এক জন। আমার জনম মাত্র আরোপ বচন ॥ আমি হই জগতের দুঃখ পরিত্রাতা। ভক্তে আবির্ভাব রাখি বলি পিতা মাতা ॥ একথা আমার কিছু আরোপিত নয়। যারে যবে বলি সেই পিতা মাতা হয় ॥ এত ভাবি মনে মনে রাজীবলোচন। যশোদার মান প্রাণ রক্ষার কারণ ॥ করযোড় করি তবে কন নরহরি। স্থির হয়ে শুন মাতা নিবেদন করি ॥ কহিতেছি তব কাছে নিশ্চয় বচন। যশোদা জননী মম পিতা নন্দ হন ॥ সবার সাক্ষাতে আমি কহিলাম সার। ইহাতে অন্যথা কিছু নাহি ভাব আর ॥ এক্ষণে আমারে মাতা তুমি কোলে কর। স্তন্য দিয়া তৃপ্ত করি ক্ষুধা পরিহর ॥ এত যদি কন কৃষ্ণ সবার বিদিত। যশোদা সন্তোষ চিত্ত দেবকী চিন্তিত ॥ বসুদেব চাহি দেবী বলেন বচন। যশোদা বা নিয়া যায় মম কৃষ্ণ ধন ॥ কি হবে উপায় ইথে বল মহাশয়। বসুদেব কন দেবী নাহি ভাব ভয় ॥ কখন না যাবে কৃষ্ণ তোমা পরিহরি। যশোদারে কহে কথা অনুরোধ করি ॥ তুমিত জনম কালে জ্ঞান বিবরণে। তবে কেন এ কথায় ভয় ভাব মনে ॥ দেবকী বসুদেবে হয় কথোপকথন। এ দিগে যশোদা পুনঃ শ্রীকৃষ্ণেরে কন। অমিয়া বচনে বাপু যে কথা কহিলে। সকলে বলিবে তুমি আমারে তুষিলে ॥ প্রত্যয় না যাবে লোক সন্তান আমার। পরীক্ষা করিব কিছু আমি নিজে আর ॥ কৃষ্ণ কন কর মাতা যে ইচ্ছা তোমার। নিতান্ত জানিবে আমি সন্তান তোমার ॥ শিশু কহে নন্দরাণী চাহি দেবকীরে। কহিতে লাগিল কিছু কথা ধীরে ধীরে ॥

অথ যশোদা দেবকীতে সন্তান পরীক্ষা।

পয়ার। কৃষ্ণের আশয় পেয়ে যশোদা তখন। দেবকীরে চাহি কিছু বলেন বচন॥ শুনগো দেবকী দেবি তুমি পুণ্যবতী। বসুদেব প্রিয়া সতী সাধ্বী শুদ্ধমতী॥ তোমার মহিমা যশঃ ঘোষে ত্রিভুবনে। বিশেষে এক্ষণে ধনবতী কৃষ্ণধনে॥ শুনিলেত শ্রীকৃষ্ণের মুখের বচন। এক্ষণেতে বল দেখি কার কৃষ্ণধন॥ দেবকী বলেন কৃষ্ণ সন্তান আমার। রাণী বলে ও কথায় না ভুলিব আর॥ বিশ্বাস না হয় যদি কৃষ্ণের কথায়। পরীক্ষা করিব দেবী তোমায় আমায়॥ ব্রহ্মা ইন্দ্র শিব আদি দেবতা সকলে। ত্রিভুবন বাসী জন আছেন এ স্থলে॥ পরীক্ষা করিগো দোঁহে সবার সাক্ষাতে। যার হবে কৃষ্ণ নিধি জানিব পশ্চাতে॥ পরীক্ষার কথা দেবী শুন বিশেষিয়া। সন্তান পরীক্ষা হবে যে রূপ করিয়া॥ বদন বিস্তারি কৃষ্ণ রবে দাঁড়াইয়া। তুমি আমি শত হস্ত অন্তেতে থাকিয়া॥ নিজ নিজ স্তন ক্ষীর নিঃসারিব সুখে। দেখি কার স্তন্য ধার পড়ে কৃষ্ণ মুখে॥ স্তন দুগ্ধ ধার যার কৃষ্ণ মুখে যাবে। সেই সে কৃষ্ণের মাতা কৃষ্ণধন পাবে॥ এত যদি যশোমতী কন বারম্বার। দেবকী দায়েতে ঠেকি করেন স্বীকার॥ উভয়ে হইল যদি এই রূপ পণ। দাঁড়াইলা কৃষ্ণচন্দ্র বিস্তারি বদন॥ শত হস্ত অন্তে দাঁড়াইলা যশোমতী। শত হস্ত অন্তে রহে দেবকিনী সতী॥ মধ্যেতে গোপাল দুই দিগে দুই জন। ভাব দেখি ধন্য ধন্য করে দেবগণ॥ এক দৃষ্টে সকলেতে রহিল চাহিয়া। নন্দরাণী দেবকীরে কহেন ডাকিয়া॥ আগে তুমি স্তন্য দুগ্ধ কর নিঃসারণ। শুনিয়া দেবকী দেবী ধরি নিজ স্তন। দুগ্ধ নিঃসারিতে বহু করেন যতন। না হইল স্তনে তাঁর দুগ্ধ নিঃসারণ॥ কৃষ্ণ কভু দেবকীর স্তন্য নাহি খান। এই হেতু স্তনে দেবী দুগ্ধ নাহি পান॥ স্তনেতে দেবকী দেবী দুগ্ধ না পাইয়া। অপরাদ্ধ হয়ে তথা রন দাঁড়াইয়া॥ তবেত যশোদা চাহি শ্রীকৃষ্ণ বদনা

বাম করে ধরি সতী নিজ বাম স্তন।। বেগেতে করয়ে রাণী দুগ্ধ নিঃসারণ। মেঘে যেন বৃষ্টি ধারা করে বরিষণ।। ধনুক হইতে যেন নিঃসরয়ে তীর। সেইমত বেগে কৃষ্ণ মুখে পড়ে ক্ষীর।। স্তন্য ধার মুখে কৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে। যশোদার কোলে আসি উঠিল ত্বরিতে।। গলেতে ধরিয়া হরি স্তনে মুখ দিল। বাহু পসারিয়া রাণী আঁটিয়া ধরিল।। কৃষ্ণে কোলে নিয়া মুখে মুখে দিয়া স্তন। জুড়াইল যশোদার সন্তাপিত মন।। জয় জয় দেয় যশোদার সখীগণ। দেবতা গণেতে করে দুন্দুভি বাজন।। পুষ্প বরিষণ যশোদার শিরে করে। ব্রজবাসীগণ ভাসে আনন্দ সাগরে।। হইলা দেবকী দেবী বিরস বদন। বসুদেব কন তাঁরে জ্ঞানের বচন।। সত্যভামা আদি করি কৃষ্ণের রমণী। অবাক হইয়া সবে রহিল অমনি।। রোদনে বসিল সবে ভয় পেয়ে মনে। রুক্মিণী বুঝান সবে অভয় বচনে।। কৃষ্ণ পুত্র পৌত্র আদি সবে ভীত মন। কামদেব সবাকারে বুঝান তখন।। দ্বারিকা নিবাসী আর যত পরিবারে। অক্রুর উদ্ধব দোঁহে বুঝান সবারে।। এ সময়ে বলদেব ধাইয়া আইল। যশোদার পদতলে প্রণাম করিল।। বলরামে নন্দরাণী নয়নে হেরিয়া। কোলেতে করিল শীঘ্র বাহু পসারিয়া।। দুই কোলে নিয়া তথা কানাই বলাই। যশোদার আনন্দের পরিসীমা নাই।। রোহিণী পাইয়া বহু করেন বিনয়। রোহিণীরে হেরি রাণী আনন্দিত হয়।। তবে কৃষ্ণ কোলে হৈতে নামিয়া তখন। নন্দ যশোদার কাছে বিনয়েতে কন।। পথেতে আসিতে কষ্ট হইয়াছে ভারি। অধিকন্তু বহু দিন সবে অনাহারি।। বাসে আসি স্নান দান করহ আহার। নন্দ কন তাহে কৃষ্ণ কার্য্য নাহি আর।। এক্ষণে থাকিয়া আর নাহি প্রয়োজন। তোমারে লইয়া শীঘ্র যাব বৃন্দাবন।। কৃষ্ণ কন এই স্থানে আছে ভাল স্থান। অদ্য ক্লান্তি শান্তি কর করি অবস্থান।। কল্য সবে মিলিয়া যাইব বৃন্দাবন। এত বলি শীঘ্রগতি উঠিয়া

তখন ॥ নন্দালয় সম স্থান করেছেন যথা। নন্দ যশোদারে লয়ে শীঘ্র যান তথা ॥ বলরামে সঙ্গে করি রোহিণী তখন। রহিলেন গিয়া দেবী যশোদা সদন ॥ কৃষ্ণ বলরাম আর রোহিণীরে পান। যশোদার হৈল যেন বৃন্দাবন জ্ঞান ॥ তবে সেই বাসে বসি কন পরে হরি। চল পিতা যজ্ঞ গিয়া দরশন করি ॥ বসুদেব করিছেন মহাযজ্ঞ দান। আপনি করহ কিছু কর্ম্ম এই স্থান ॥ যে বাঞ্ছা তোমার মনে হইবে এখন। আজ্ঞা কর দ্রব্য সব করি আয়োজন ॥ বসুদেব হতে যজ্ঞ কর শ্রেষ্ঠতর। কহিলাম পিতা আমি তোমার গোচর ॥ নন্দ কন কৃষ্ণ মম যজ্ঞে বাঞ্ছা নাই। বাঞ্ছা মাত্র তোমা পুত্র জন্ম জন্ম পাই ॥ পাপ পুণ্য ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মকাণ্ড যোগ। করিয়া করয়ে লোক সুখ দুঃখ ভোগ ॥ কর্ম্মের বাসনা করে কর্ম্ম ভোগী জন। তোমা বিনা কিছুতে নাহিক প্রয়োজন ॥ যশোদা বলেন হাঁরে ও রতন মণি। তোমার দেহে কি নাহি দয়ার নিছনি ॥ তোমা বিনা কিছু নাহি জানে যেই জন। তাহারে করিতে চাহ কর্ম্ম আবন্ধন ॥ বসুদেব জ্ঞানী বড় কর্ম্ম দেহ তাঁরে। আর কর্ম্ম দেহ তব দেবকী মাতারে ॥ আমরা গোপের জাতি কর্ম্ম নাহি চাই। জন্ম জন্ম বাপ যেন তোমা ধনে পাই ॥ শুনিয়া হাসিয়া কন কমললোচন। তবে চল যজ্ঞ গিয়া করি দরশন ॥ এত বলি মাতা পিতা শ্রীদামাদি নিয়া। উপনীত হইলেন যজ্ঞস্থানে গিয়া ॥ উপযুক্ত স্থানে সবে বসায়ে সভায়। যজ্ঞ সমাপিতে হরি করেন ত্বরায় ॥ শিশুরাম ভাষে তাহে মধুর বচন। এক্ষণেতে শুন অন্য ছার বিবরণ ॥

অথ রাখালগণ ও গো বৎসাদির সহিত কৃষ্ণের মিলন।

পয়ার। যে প্রকারেতে সুবলাদি রাখালেরগণ। গো বৎস সহিতে অতি ব্যাকুলিত মন ॥ রাখাল কুরুক্ষেত্রে তথা করি প্রবেশন। সখা সখা বলি হরি করেন তোষণ ॥ কৃষ্ণে হেরি হৈল তারা আন-

ন্দিত মন। দারিদ্রেতে পায় যেন মহারত্ন ধন ॥ সকল রাখাল মেলি কৃষ্ণেরে ঘেরিল। কৃষ্ণ সকলেরে ধরি আলিঙ্গন দিল ॥ কেহ আসি কৃষ্ণ গলে ধরে জড়াইয়া। কেহ ধরে করে করে কর প্রসারিয়া ॥ আলিঙ্গন জিজ্ঞাসন প্রেম আলাপন। উভয়ে উভয়ে কন কুশল বচন ॥ রাখালেরা যত্ন করি কৃষ্ণের লাগিয়া। এনেছিল বন ফল ধড়ায় বান্ধিয়া ॥ সেই ফল বাহির করিয়া ততক্ষণ। নিজ মুখে দিয়া আগে জানে আস্বাদন ॥ আপনার মুখে মিঠা লাগে যেই ফল। না খাইয়া কৃষ্ণ মুখে দেয় সেই ফল ॥ সে ফল খায়েন কৃষ্ণ আনন্দিত মনে। আনন্দে হইয়া ভোর নাচে সর্ব্বজনে ॥ গো গণের মধ্যে হরি প্রবেশি তথায়। বুলান কমল হস্ত গো গণের গায় ॥ বহু দিনে কৃষ্ণধনে পেয়ে দরশন। গো গণে হইল অতি আনন্দিত মন ॥ উচ্চ পুচ্ছ করি সবে আইল ধাইয়া। চাটয়ে কৃষ্ণের গাত্র স্নেহ প্রকাশিয়া ॥ গো বৎস লইয়া সেই উপবন মাঝে। চারণ করেন হরি রাখালের সাজে ॥ পশ্চিম দ্বারেতে যথা বহু ব্রজগণ। পূর্ব্ব রূপ ধরি যথা করি প্রবেশন ॥ সম্পর্ক নিহিত সবে করেন তোষণ। স্তবন বন্দন আর প্রণয় বচন ॥ উত্তর দ্বারেতে যথা শ্রীমতী সুন্দরী। তথা যেই ভাবে গিয়া দেখা দেন হরি ॥ সে কথা শুনহ সবে সুচিন্ত হইয়া। শিশুরাম দাসে ভাষে বিস্তার করিয়া ॥

অথ শ্রীরাধা কৃষ্ণের মিলন।

ত্রিপদী। যে দ্বারে শ্রীমতী সতী, আছেন কাতরা অতি, দ্বারি কাছে পেয়ে অপমান। সখীগণে সঙ্গে লয়ে, কিঞ্চিত অন্তর হয়ে, বটমূলে করি অবস্থান ॥ এক মনে গুণবতী, ডাকেন শ্রীকৃষ্ণ পতি, মুদ্রিত করিয়া দুনয়ন। হেনকালে নরহরি, নটবর বেশ ধরি, তথা আসি দিলা দরশন ॥ মুখে রাধা রাধা বোল, ভাবে হয়ে উতরোল, দুই চক্ষে প্রেম ধারা ঝরে। গলে দিয়া পীতাম্বর, যোড় করি দুটি কর, দাঁড়াইলা রাধার গোচরে ॥ শ্রীকৃষ্ণের শুনি রব, শ্রীমতীর কৃষ্ণ রব,

যে ছিল সে মুখে মিলাইল। আঁখি উন্মীলন করি, যেমন হেরিল হরি, মানাব্ধিতে অমনি ভাসিল॥ উথলিল মান বারি, শ্রীকৃষ্ণের ভাব ভারি, তাহাতে হইল মজ্জমান। দোঁহে দোঁহা দৃষ্টি করে, মুখে বাক্য নাহি সরে, ঝর ঝর ঝরে দুনয়ান॥ কণ্ঠ হৈল অবরোধ, কেহ কারে অনুরোধ, করিতে না পারেন কথায়। দারুণ মানের দায়, নাহি পান সুউপায়, চক্ষু জলে বক্ষ ভাসে তায়॥ হইয়া সভয় মতি, বহু ক্ষণে রাধা সতী, মনে মনে কন নিজ মানে। ওরে মান সর সর, পাইয়াছি প্রাণেশ্বর, অবসর হরে তুই প্রাণে॥ একবার ভব দায়, ছেড়েছিল শ্যামরায়, তাহে আছি সুচির দুঃখিনী। এ বার ছাড়িলে পরে, না পাইব প্রাণেশ্বরে, একেবারে হব অনাথিনী॥ এই রূপে শত শত, মানেরে বুঝান যত, মান কি ছাড়য়ে সে কথায়। স্মরিতে পতির গুণ, বাড়ি মান শতগুণ, ক্রমে ক্রমে সতীরে ডুবায়॥ ক্রমেতে বাড়িয়া মান, দেহ প্রাণ মজ্জমান, করি বড় করিল অসুখী। হেরিয়া কৃষ্ণের আঁখি, মুদ্রিত করিয়া আঁখি, অধোমুখী হৈল চন্দ্রমুখী॥ কৃষ্ণের চকোর মন, ক্ষুব্ধ হৈল সে যেমন, সে কথা বর্ণনা নাহি যায়। রাধিকার মান জানি, নিজ অপরাধ মানি, চক্রপাণি পড়িলেন পায়॥ পড়িয়া চরণ তলে, চরণে ধরিয়া বলে, অপরাধ ক্ষমা কর রাধে। শ্রীদামের শাপ লেখা, ঘুচিল হইল দেখা, বিবাদ না দেহ আর সাধে॥ শ্রীমতীর পাদপদ্ম, জিনি শতদল পদ্ম, কৃষ্ণ কর নীলপদ্ম তায়। পদ্মে পদ্ম আরোপণ, অপরূপ সুশোভন, হেরি সখীগণে মোহ যায়॥ মরি কি তরঙ্গ রঙ্গ, করিবারে মানভঙ্গ, কৃষ্ণ অঙ্গ ধূলায় ধূসর। দেখি বৃন্দা সহচরী, ধেয়ে আসি ত্বরা করি, বলে রাধে সর সর সর॥ ধর ধর নীলকান্তে, চাহিয়া চরণপ্রান্তে, শিরোমণি তুলে পর শিরে। তা না-ছুঁইলে কমলিনী, মান হয়ে ভুজঙ্গিনী, পূর্ব্বমত দংশাইবে ফিরে॥ শুনিয়া সখীর বাণী, চমকিয়া রাধা রাণী, দৃঢ় করে ধরে কৃষ্ণ করে। চক্ষু জলে বক্ষ ভাসে, মুখে মৃদু মৃদু ভাষে, মানময়ী দুঃখিত অন্তরে॥ বলে হরি একি কর, পায়ে ছাড় ক্ষমা কর, আমি দীনা হীনা গোপ

কন্যা। তোমার রমণীগণ, এক ধন্যা এক জন, এখানেতে আছয়ে অগণ্যা ॥ রূপে গুণে অনুপমা, তব প্রাণ প্রিয়তমা, ধন্যা মান্যা গণ্যা ত্রিসংসারে। তাহারা দেখিলে পর, লজ্জা পাবে নটবর, ছিছি বলি নিন্দিবে তোমারে ॥ আমি দাসী মরিমরি, ইথে ক্ষতি নাহি হরি, কুশলে থাকুক তারা সবে। এসেছি ত্যজিতে প্রাণ, না করিব অভিমান, আর তব সাধিতে না হবে ॥ কৃষ্ণ কন একি কথা, তুমি মম প্রিয়া যথা, তথা কি শোভিবে অন্য জন। প্রাণের পুতলী রাধা, সুতনু তনুর আধা, রাধা বাঁধা আমার জীবন ॥ প্রেম কল্পতরু লতা, প্রেমময়ী প্রেমে রতা, সুপ্রেম তত্ত্বের গুরু রাধা। রাধা মম ধন জন, রাধা দেহ রাধা মন, রাধা সে মনের মনোসাধা ॥ রাধা ধ্যান রাধা জ্ঞান, রাধা মান রাধা প্রাণ, রাধা সমা কেবা আছে আর। আদ্যাশক্তিময়ী রাধা, তোমা ছাড়া নাহি বাধা, তুমি রাধা শ্রেষ্ঠা সবাকার ॥ যতেক রমণী চয়, তোমার বিভূতি হয়, তোমা ভাবি রাখি সবে স্থান। পূর্ণতমা তুমি সতী, আমি পূর্ণ তব পতি, ইথে কিছু নাহি ভাব আন ॥ এত বলি রাধাকান্ত, রাধারে করিয়া শান্ত, করে ধরি সখী সঙ্গে করি। বিশ্বকর্ম্মা বিনির্ম্মাণ, যথায় স্থাপিত স্থান, তথা গিয়া উত্তরিলা হরি ॥ বৃন্দাবন সম বন, করি রাধা দরশন, উল্লাসিত কিঞ্চিত হৃদয়। তাহা দেখি মুরহর, পুনশ্চ ধরিয়া কর, করিলেন অনেক বিনয় ॥ নিকুঞ্জেতে প্রবেশিয়া, রাধিকারে বামে নিয়া, বসিলেন আনন্দিত মনে। ভক্তগণ মনোভ্রান্ত, ঘুচিল হইল শান্ত, ঘেরিয়া বসিল সখীগণে ॥ সে রূপ করিয়া দৃষ্ট, সকলে হইল হৃষ্ট, বিশ্বকারু মনোভীষ্ট পায়। শিশুরাম দাসে ভাষে, রাধা কৃষ্ণ ভক্তি আশে, মজ্জ মন রাধাকৃষ্ণ পায় ॥

অথ যজ্ঞ সমাপন বিবরণ।

পয়ার। শান্ত করি রাধারে রাখিয়া কুঞ্জবনে। আইলেন নরহরি যজ্ঞের ভবনে ॥ যজ্ঞস্থলে আসি, হরি হয়ে ত্বরাবান। বসুদেব

দেবকীর কামনা পূরান্‌॥ দানাদি উৎসর্গ কর্ম্ম অগ্রে সমাপিয়া। তুষিলেন তদন্তরে সবে ভক্ষ্য দিয়া॥ তার পরে সবাকার রাখিয়া সম্মান। বাঞ্ছার অধিক দিয়া বহুবিধ দান॥ স্তবন বন্দন আর বিনয় বচনে। তুষিয়া বিদায় দেন চরাচর জনে॥ দেব নর মুনি ঋষি গন্ধর্ব্ব চারণ। যজ্ঞ সমাপনে সবে করেন গমন॥ পশু পক্ষী আদি করি যত এসেছিল। নিজ নিজ স্থানে সবে গমন করিল॥ কেবল রহিল মাত্র নিজ নিজ জন। যাদব পাণ্ডব আর ব্রজবাসীগণ॥ তবে হরি সুস্থ মন হইয়া তখন। একত্রে বসিয়া সবে করেন ভোজন॥ বসিলেন নরহরি নন্দের নিকটে। বলদেব বসিলেন তথা অকপটে॥ উপবনে বাসস্থান যশোদা সহিত। ব্রজবাসীগণ ভুঞ্জে হইয়া মিলিত॥ জটিলা কুটিলা আদি যশোদার সঙ্গে। ভোজন করিলা সবে অতি মনো-রঙ্গে॥ পুরীমধ্যে যাদব পাণ্ডবগণ নারী। একত্রে বসিয়া সব ভুঞ্জে সারি সারি॥ যে বাসে আছেন রাধা সখীগণ নিয়া। অন্নপূর্ণা পর-শেন তথায় যাইয়া॥ শতবর্ষ রাধা সতী ছিলা অনশনে। ভোজন করিল তথা কৃষ্ণের মিলনে॥ এই রূপে সবাকার হইলে ভোজন। অন্নপূর্ণা রুক্মিণীতে মিলিয়া দুজন॥ সকলে ভুঞ্জায়ে দোঁহে ভোজন করিল। বসুদেব যজ্ঞসাঙ্গ নির্ব্বিঘ্নে হইল॥ শিশু আশু কৃষ্ণ পদে করে নিবেদন। কৃপা করি কৃপাময় পূরাও মনন॥ ভ্রাতুষ্পুত্র তা-রিণী চরণে কৃপাদানে। চিরজীবী করি রাখ রাখহ কল্যাণে॥ ভাগি-নেয় রামচন্দ্রে করহ কল্যাণ। চিরজীবী করি কর সর্ব্ব সুখ দান॥

অথ রজনীযোগে শ্রীমতীর সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা।

পয়ার। সূর্য্যের হইল অস্ত আইল শর্ব্বরী। নন্দের নিবাসে গিয়া রহিলেন হরি॥ যশোদা নিকটে সুখে করিয়া শয়ন। বালক সমান হরি ঘুমাইয়া রন॥ ক্রমে ক্রমে দুই যাম হইল রজনী। আস্তে ব্যস্তে কৃষ্ণচন্দ্র উঠিয়া অমনি॥ রাধিকার নিকটে গিয়া দেন দরশন॥

কৃষ্ণেরে দেখিয়া রাধা উঠিয়া তখন॥ সমাদরে বসাইলা সিংহাসন দিয়া। আপনি বৈসেন কাছে প্রণত হইয়া॥ সখীগণ আসি তথা চামর ঢুলায়। রাধিকার করে ধরি কন শ্যামরায়॥ শুন শুন গুণবতী আমার বচন। বহুদিন তব সঙ্গে না হৈল ক্রীড়ন॥ যদি বিধি শুভরাত্রি করিলা ঘটন। শুভক্ষণে দুই জনে হইল মিলন॥ ইচ্ছা হয় রাসক্রীড়া করি তব সনে। আদেশ করহ প্রিয়া সন্তোষিত মনে॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা কমলিনী কন। যে কহিলে রাধাকান্ত এ সত্য বচন॥ কিন্তু এক আছে ইথে প্রতিজ্ঞা আমার। নিবেদন করি হরি চরণে তোমার॥ ব্রজ আর গোলোক বিহনে কদাচন। না হইবে রাসক্রীড়া শুন নারায়ণ॥ কৃষ্ণ কন যে কহিলে জানিলাম সার। ভাবিয়া দেখিলে ইথে আছয়ে বিচার॥ যেই স্থানে তুমি আমি থাকিব দুজনা সেইত গোলোক আর সেই বৃন্দাবন॥ বিশেষত চাহি প্রিয়ে দেখ এই স্থান। বৃন্দাবন সম করি করেছি নির্ম্মাণ॥ তোমার আমার আশা মনেতে ভাবিয়া। অবিকল ব্রজধাম রেখেছি স্থাপিয়া॥ কমলিনী কন কৃষ্ণ কহিলে প্রমাণ। দেখিতেছি বটে আমি সেই সব স্থান॥ সেই বৃক্ষ সেই লতা সেই ফলফুল। যমুনা নদীর মত প্রভাসের কূল॥ সেই সব অবয়ব সেই কুঞ্জবন। সঙ্গেতে আছয়ে বটে সেই সখীগণ॥ সেই তুমি সেই আমি সেই সমুদায়। তথাপি আমার মন বৃন্দাবনে ধায়॥ বৃন্দাবন বিনা মন না হয় উল্লাস। কহিলাম মন কথা তোমারে শ্রীবাস॥ এখানেতে কদাচিত না হবে বিহার। এত বলি কমলিনী যাচে পরিহার॥ বুঝিয়া রাধার মন রাজীবলোচন। হইলেন ক্ষান্ত তথা করিতে ক্রীড়ন॥ তবে হরি রাধা সঙ্গে বসি একাসনে। যামিনী যাপন করি বহু আলাপনে॥ তদন্তরে দেখি তথা দিবা আগমন। যশোদা নিকটে আসি ঘুমাইয়া রন॥ অদ্ভুত কৃষ্ণের কার্য্য কহনে না যায়। যে জন যে ভাবে ভাবে সেই ভাবে পায়॥ এখানে পুরীর মধ্যে সবাকার কাছে। সবে ভাবে কৃষ্ণচন্দ্র কাছে কাছে আছে॥ বসুদেব দেবকী দেখেন সর্ব্বক্ষণ। কৃষ্ণচন্দ্র

কাছে কাছে করিছে ভ্রমণ ॥ রুক্মিণী প্রভৃতি করি যতেক রমণী। দেখেন কৃষ্ণেরে কাছে দিবস রজনী ॥ রাখালেরা কাছে কৃষ্ণ দেখে সর্ব্বক্ষণ। গোষ্ঠ মধ্যে গোবৎসাদি করেন চারণ ॥ সখীগণ দেখে কৃষ্ণে রাধিকা সহিত। অহর্নিশি একাসনে আছেন নিশ্চিত ॥ বাঞ্ছা কল্পতরু হরি অচিন্ত আকার। বাঞ্ছা মতে বাঞ্ছাপূর্ণ করেন সবার ॥ এই ভাবে কিছু দিন গত হৈল তথা। এক্ষণে শুনহ সবে আপনার কথা ॥

অথ রুক্মিণী ও সত্যভামাদির সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথোপকথন।

ত্রিপদী। এক দিন রজনীতে, বসি কৃষ্ণ বামভিতে, রুক্মিণী সহিত সত্যবতী। হাসিয়া কটাক্ষ করে, ব্যঙ্গছলে মুরহরে, কহিতে লাগিলা দুই সতী ॥ শুন কৃষ্ণ গুণমণি, তুমি রমণীর মণি, রমণীমোহন মূর্ত্তি ধারি। তোমারে ভুলাতে পারে, নাহি দেখি ত্রিসংসারে, এমন রূপসী কোন নারী ॥ তবে এক কথা হরি, পূর্ব্বেতে শ্রবণ করি, তদবধি দ্বন্দ্ব চক্ষু কাণে। তুমি যদি কৃপা করি এ দ্বন্দ্ব ঘুচাও হরি, চক্ষু তবে সার্থ কতা মানে ॥ শুনিয়াছি ব্রজধামে, গোপ কন্যা রাধা নামে, অতুলা রূপসী ত্রিভুবনে। তুমি তার রূপে ভুলে, হারায়েছ লাভে মূলে, বিক্রয় করেছ নিজ মনে ॥ এক দিন তব দোষে, সে নারী দারুণ রোষে, হয়েছিল অভিমান ভোগী। তুমি সে মানের দায়, ধরেছিলে দুটি পায়, অবশেষে হয়েছিলে যোগী ॥ শেষেতে দাসত্ব করি, দাস-পত্র দিয়া হরি, ভবে নাকি ভেঙ্গেছিলে মান। এমন রূপসী জনে, না দেখিল এ নয়নে, এই হেতু চক্ষু দুঃখ পান। এক্ষণে শুনেছি কাণে, সেই ধনী এই স্থানে, প্রভাসের স্থানে আসিয়াছে। তোমার কারণে হরি, সখীগণে সঙ্গে করি, উপবনে বাস করি আছে ॥ এই করি নিবেদন, শুন হে রাধারমণ, অধীনী গণের প্রতি চাও। কৃপা করি গুণমণি, দেখাইয়া সে রমণী, চক্ষু কর্ণে বিবাদ ঘুচাও ॥ শুনিয়া এ

রূপ বাণী, হাসি কন চক্রপাণী, যে কথা কহিলে সত্য সব। কোন ছলে সেই নারী, দেখাইতে যদি পারি, কিন্তু এক আছে অসবম্ভব॥ চরাচরে রূপ যত, তাহার চরণাগত, রূপের সাগরী রূপ পক্ষে। সে যে রূপ অপরূপ, রূপাতীত অতি রূপ, না ধরিবে তোমাদের চক্ষে॥ হাসি কয় সতীদ্বয়, শুন ওহে রসময়, তব পদে করি নিবেদন। যদি রূপ অসম্ভব, চক্ষেতে না ধরে সব, কিছু ভাগ পাবত দর্শন॥ কৃষ্ণ কন শুন তবে, তোমার সঙ্গেতে রবে, কালি নিশিযোগেতে গোপনে। প্রভাসের তীরে ধনী, আসিবেন সে রমণী, ভাগ্যে থাকে দেখিবে নয়নে॥ রমণী গণের সঙ্গে, এ রূপ কথায় রঙ্গে, রজনী বঞ্চিয়া হৃষীকেশ। প্রভাতে সময় হলে, ললিতারে ডাকি বলে, শিশু কহে শুন সবিশেষ॥

অথ ললিতার সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা।

পয়ার। প্রভাত সময়ে গিয়া প্রভাসের তীরে। ললিতারে ডাকি কৃষ্ণ কন ধীরে ধীরে॥ শুন শুন প্রিয়সখি বচন আমার। রাধারে গোপনে তুমি কবে সমাচার॥ ভীষ্মক দুহিতা আর শত্রাজিত সুতা। দুই জনে নিজ রূপে হয়ে গর্ব্বযুতা॥ দেখিতে রাধার রূপ করিয়া মনন। আমারে বলেছে দোঁহে অনেক বচন॥ আমি কহিয়াছি রূপ দেখিতে নারিবে। অচিন্ত্য রাধার রূপ চক্ষে না ধরিবে॥ এ কথায় ব্যঙ্গ আরো অধিক করিল। দেখিবে বলিয়া রূপ নিতান্ত ধরিল॥ কি করিব দায়ে ঠেকে করেছি স্বীকার। অদ্য রজনীতে রূপ দেখাব রাধার॥ দুই জনে মম সঙ্গে এখানে আসিয়া। দেখিবে রাধার রূপ বিশেষ করিয়া॥ রাধারে কহিবে তুমি মম অঙ্গীকার। কৃপা করে দেখা দিতে হবে একবার॥ ললিতা বলিল কৃষ্ণ কি কথা কহিলে। কি রূপেতে রাধারূপ দেখাতে চাহিলে॥ শতবর্ষ অনাহারে বঞ্চিয়া যে-জন। শরীর হয়েছে শীর্ণ মলিন বরণ॥ না পরে দ্বিতীয় বাস নাহি বান্ধে কেশ। নাহি পরে আভরণ নাহি করে বেশ॥ এক্ষণেতে রাধা

দেহে নাহি সে শোভন। বল দেখি দেখা দিবে করিয়া কেমন॥ রাজকন্যা সত্যভামা রুক্মিণী সুন্দরী। শুনিয়াছি তারা নাকি রূপে সর্ব্বোপরি॥ হেরিলে রাধার রূপ তাহারা হাসিবে। উপহাস করি কত তোমারে নিন্দিবে॥ কৃষ্ণ কন রাধা রূপে নাহি পরিসীমা। অচিন্ত্য রূপিণী রাধা অনন্ত মহিমা॥ তুমি গিয়া রাধা কাছে দেহ সমাচার। রক্ষা করিবেন রাধা মম অঙ্গীকার॥ এত বলি ললিতারে করেন বিদায়। শিশু কহে ললিতা রাধার কাছে যায়॥

অথ রাধা ও ললিতার কথোপকথন।

পয়ার। রাধার নিকটে গিয়া ললিতা সুন্দরী। একে একে নিবে দিলা যে কহিলা হরি॥ শুনিয়া শ্রীমতী রাধা ঈষদ হাসিলা। ললিতা দেখিয়া তাহা অবাক হইলা॥ ক্ষণপরে সহচরী কহে আরবার। কহ দেখি বিধুমুখী কি ভাব তোমার॥ রাজার নন্দিনী সেই রুক্মিনী সুন্দরী। রূপে গুণে নিরুপমা ত্রিলোক উপরি॥ সত্যভামা তদুপমা শুনেছি শ্রবণে। তার তুল্য রূপবতী নাহি ত্রিভুবনে॥ নানাবিধ অলঙ্কার নানা বস্ত্র পরে। রূপে তারা রজনীতে অন্ধকার হরে॥ তোমার লাবণ্য পূর্ব্বে আছিল যেমন। এক্ষণেতে সুবদনী না দেখি তেমন॥ ভাবি ভাবি কলেবর করিয়াছ শীর্ণ। নাহি কর বেশভূষা বস্ত্র পর জীর্ণ॥ স্বপত্নী শত্রুতাভাবে দেখিবে তোমায়। কি ভাবেতে কমলিনী হাসিলে ইহায়॥ শুনি ললিতার বাণী রাধা চন্দ্রমুখী। কহিতে লাগিলা কিছু হয়ে হাস্য মুখী॥ শুন ওগো প্রাণসখি কথা পূর্ব্বকার। যখন না ছিল সৃষ্টি ছিল অন্ধকার॥ পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণচন্দ্রে না ছিল আকার। আমারে আশ্রয় করি হয়েন সাকার॥ রূপবান হয়ে হরি দেখিতে দেখিতে। আমাকে বাহির কৈলা বামাঙ্গ হইতে॥ প্রকৃতি পুরুষ রূপে ক্রমেতে সৃজন। সে কথা কহিতে সখি অনেক বচন॥ যতেক প্রকৃতি দেখ মম অংশ সব। অংশ অংশ তদংশ বিভূতি সমুদ্ভব॥ আমার অংশেতে জন্ম লক্ষ্মী সরস্বতী। তদংশেতে

জন্মেছে রুক্মিণী সত্যবতী ॥ অহঙ্কার করি আমা দেখিবারে চায়। না পাবে দেখিতে রূপ কহি গো তোমায় ॥ আমার প্রকৃত রূপ না ধরিবে চক্ষে। অপরুদ্ধ হবে তারা দেখিবা প্রত্যক্ষে ॥ সে যে হৌক আর কথা কর অবধান। তোমরা সঙ্গিনী মম প্রাণের সমান ॥ এক্ষণেতে পৃথিবীতে আর না থাকিব। গোলোক ধামেতে আমি গমন করিব ॥ বহু দিন শূন্য আছে গোলোক নগরী। পরিবার সহ শীঘ্র যাব সহচরী ॥ অদ্য আমি রজনীতে করিব গমন। কহিলাম তব কাছে যথার্থ বচন ॥ তোমরা সকলে করি এ দেহ পতন। দিব্য দেহ ধরি যাবে আমার সদন ॥ বৃন্দাবন বাসী যত পরিবার-গণ। আমার গমন পরে করিবে গমন ॥ এক্ষণেতে এই কথা না কর প্রকাশ। অদ্য রজনীতে ইহা ঘটিবে নির্যাশ ॥ এত বলি রাধা সতী মৌন হয়ে রন। শিশুরাম দাসে ভাসে ব্যাসের বচন ॥

শ্রীমতী রাধিকার গোলোক ধামে গমন।

পয়ার। শ্রীমতীর সঙ্গে যত কথোপকথন। অষ্ট সখী বিনা না জানিল অন্য জন ॥ তদন্তরে উঠি কৈলা স্নানাদি ভোজন। দেখিতে দেখিতে দিবা করিল গমন ॥ নিশি হৈল আগমন দেখিয়া শ্রীমতী। কৃষ্ণ আগমন কাল চাহিছেন সতী ॥ গোলোকের মহা ভাক করিয়া স্মরণ। উতলা হইল বড় শ্রীমতীর মন ॥ এখানে রুক্মিণী আর সত্যভামা সতী। রাধা রূপ দেখিবারে সচঞ্চল মতি ॥ শ্রীকৃষ্ণ নিকটে দোঁহে কন ধীরে ধীরে। কতক্ষণে যাবে প্রভু প্রভাসের তীরে ॥ দ্বিতীয় প্রহর নিশি হৈল ঘোরতর। দেখিয়া শ্রীহরি তবে উঠিয়া সত্বর ॥ সত্যভামা রুক্মিণীরে করিয়া সংহতি। প্রভাসের তীরে শীঘ্র যাইয়া শ্রীপতি ॥ বংশী ধ্বনি করি হরি ডাকেন রাধায়। সখী সঙ্গে রাধা সতী উঠেন ত্বরায় ॥ স্বর্গে থাকি ব্রহ্মা আদি যত দেব-গণে। রাধার গোলোকে গতি জানিলেন মনে ॥ কি রূপে যাবেন রাধা দেখিবার তরে। আইলেন যত দেব গগণ উপরে ॥ অনেক

দুন্দুভি সহ দেব সুরমণি। আসিয়া বিমান যানে রহেন আপনি॥ নন্দন কাননে পুষ্প যতেক আছিল। ইন্দ্রের আদেশে দেবগণেতে আনিল॥ পুষ্প হস্তে গগণেতে রণ দেবগণ। রাধার গোলোক যাত্রা করিতে দর্শন॥ দেবত্বাব উদয়েতে অন্ধকার হয়ে। দিবা সম হৈল নিশি দেবতার করে॥ এখানে প্রভাস তীরে দেব মুরহর। বংশীতে পুরণ করি সুমধুর স্বর॥ জয় জয় রাধে বলে ডাকেন যখন। সে রবে মোহিত হৈল জগতেরজন॥ সত্যভামা রুক্মিণীর সুজ্ঞান হরিল। রাধা নামে হৃদম্বুজ ঈর্ষাতে পুরিল॥ ওখানে শ্রীমতী শুনি বাঁশীর নিঃস্বন। ত্বরা হয়ে উঠিলেন সঙ্গে সখীগণ॥ নিজ দেহ তেজ রাধা প্রকাশ করিল। প্রবল অনঙ্গ জিনি উজ্জ্বল হইল॥ সে তেজে চক্ষের তেজ করে আহরণ। নাধা নাহি চক্ষু কেহ করে উন্মীলন॥ অন্যাপরে কি কহিব যত দেবগণ। সে তেজে মুদ্রিত চক্ষু করেন তখন॥ জ্যোতিরূপে রাধা সতী গিয়া শীঘ্রগতি। শ্রীকৃষ্ণের শ্রীচরণে করিয়া প্রণতি॥ বামাঙ্গে করিয়া তাঁর দৃঢ় আলি-ঙ্গন। করিলেন নিজপতি কৃষ্ণে আকর্ষণ॥ সে রূপ দেখিতে কেহ বা পায় নয়নে। কৃষ্ণ সহ গেলা সতী গোলোক ভবনে॥ রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রন। তদন্ত আইল তথা যত সখীগণ॥ সখী-দের রূপ তথা করি দরশন। সত্যবতী রুক্মিণীর মুগ্ধ হৈল মন॥ মিনতি করিয়া কৃষ্ণে সুধান তখন। কহ নাথ ইহা মধ্যে রাধা কোন জন॥ কৃষ্ণ কন কেন কেন দেখ নাই রাই। ইহারা রাধার দাসী রাধা ইথে নাই॥ এই যে আসিয়া রাধা প্রণাম করিল। নিজ দেহ সহ সতী পৃথিবী ছাড়িল॥ কোন কিছু দেখেছ কি বল দেখি তাহা। রুক্মিণী বলেন শুন দেখিয়াছি যাহা॥ তোমার দেহের তেজ মেঘের সমান। তাহাতে তড়িত নিভা হয়েছে প্রমাণ॥ দেখেছি যে রূপ রূপ নাহি যায় বলা। তব দেহে চমকিল বারেক চপলা॥ কৃষ্ণ কন সেই ধনী রাধা সুবদনী। না ধরিবে চক্ষে রূপ বলেছি তখনি॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা করে হায় হায়। হেরিয়া দাসীর রূপ দাসী হতে চায়॥ সবে

বলে শ্রীঅঙ্গেতে হইল মিলিত। কিন্তু গোলোকেতে গেলা স্বপতি সহিত॥ এত যদি কহিলেন ব্যাস মহাশয়। শুনি মুনি শুকদেব হইলা বিস্ময়॥ ব্যাসের নিকটে পুনঃ করপুটে কন। যে কথা কহিলা প্রভু অদ্ভুত বচন॥ রুক্মিণীর কৃষ্ণ যিনি তিনি অন্য জন। রাধিকার কৃষ্ণ ভিন্ন এ কথা কেমন॥ এক বেদে দুই কৃষ্ণ করিলে বর্ণন। শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হৈল মম মন॥ আর এক কথা প্রভু কর অবগতি। বহুদিন পরে রাধা পেয়ে নিজ পতি॥ বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ করি কৃষ্ণে হয়ে গত। কি কারণে বিহারিতে হয়েন বিরত॥ এই দুই বচনে সন্দিগ্ধ হৈল মন। কৃপা করি কর প্রভু সন্দেহ মোচন॥ শুনিয়া শুকের কথা ব্যাসদেব কন। সে বড় নিগূঢ় কথা করহ শ্রবণ॥ গোলোকের নাথ কৃষ্ণ ব্রহ্ম সনাতন। কেবল আনন্দময় বিভু নিরঞ্জন॥ না করেন কোন কর্ম্ম এই তাঁর রীতি। কটাক্ষে করেন কর্ম্ম তাঁহার প্রকৃতি॥ প্রধানা প্রকৃতি রাধা তাঁহার কামিনী। সৃষ্টিকালে মহাবিষ্ণু প্রসবেন যিনি। নামমালা তন্ত্রে তার দেখহ প্রমাণ। মহাবিষ্ণু প্রসূরপি রাধার আখ্যান॥

যথা।

কৃষ্ণ প্রাণাধিকা দেবী মহাবিষ্ণু প্রসূরপি।

পয়ার। মহাবিষ্ণু হইলেন রাধার বালক। বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মীর পতি ব্রহ্মাণ্ড পালক॥ দৈত্য ভয়ে ভীত হয় যত দেবগণ। ভূভার হরণ হেতু করিয়া চিন্তন॥ মন্ত্রণা করিয়া সবে ক্ষীরোদে যাইয়া। মহাবিষ্ণু আরাধিলা প্রণত হইয়া॥ দেবগণ প্রতি দেব হইয়া সদয়। অবতার হব বলি দিলেন অভয়॥ দেবকীর গর্ব্ভবাদ করিয়া স্বীকার। ভূভার হরিতে বিষ্ণু হন অবতার॥ বিষ্ণুর কামিনী লক্ষ্মী সরস্বতী দ্বয়। সত্যভামা রুক্মিণী হইয়া জন্ম লয়॥ রুক্মিণীর পতি কৃষ্ণ দেবকীনন্দন। এক্ষণেতে শুন রাধা কৃষ্ণ বিবরণ॥ শ্রীদাম শাপহেতু হয়ে রাধা সে সময়। ব্রজে আসি বৃষভানু গৃহে জন্ম লয়॥ রাধা

হেতু কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে অবতরি। বিষ্ণুর সাহায্য হেতু দুর্গা সঙ্গে করি॥ যমজ হইয়া জন্ম গর্ব্বে যশোদার। যা বলে শিবের বাক্যে প্রমাণ তাহার॥

যথা। নন্দপত্ন্যাং যশোদায়াং মিথুনং সমপদ্যত।
বাসুদেবো বিশেত্তস্মিন্ ঘনে সৌদামিনী যথা॥

পয়ার। যশোদায় জন্ম নিলা যমজ হইয়া। নন্দালয়ে নিদ্রা দিয়া সবারে মোহিয়া॥ যশোদার কোলে খেলা করেন যখন। আইলেন বসুদেব লইয়া নন্দন॥ আসিয়া দেখেন তথা অপূর্ব্ব বালক। হইয়াছে শ্রীনন্দের পুরের পুলক॥ আপন বালক সম বালকে দেখিল। বালিকা দেখিয়া বসু অবাক হইল॥ তবে বসু বালকে লইয়া সেইক্ষণ। একত্র রাখিয়া দোঁহে করেন দর্শন॥ যেই মাত্র দুই শিশু একত্র হইল। বসুদেব সুত নন্দ-সুতেতে মিশিল॥ যেই রূপে সৌদামিনী মেঘেতে মিলায়। বাসুদেব নন্দ-সুত দেহেতে লুকায়॥ তাহা দেখি বসুদেব অনেক ভাবিয়া। বালকে রাখিয়া গেল বালিকা লইয়া॥ সেই যে বালিকা কংস হাতে নির্বর্ত্তিয়া। অনেক নিন্দিল কংসে ঊর্দ্ধেতে উঠিয়া॥ বিন্ধ্যাচলে অধিবাস হইল তাঁহার। ব্রহ্মা আদি করিলেন পূজার প্রচার॥ স্বয়ং কৃষ্ণ ভগবান ব্রজে অবতার। আনন্দ ক্রীড়ন বিনা কর্ম্ম নাহি তাঁর॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম ফল নাহি লয়। ভক্তি গুণে ভক্ত জনের ফল প্রদ হন॥ স্বয়ংএর কর্ম্ম নহে ভূভার হরণ। অংশ অবতারে করে এ সব করণ॥ এই হেতু তথা আসি মিশি নন্দসুতে। ভূভার হরণ হৈলা দেবকীর সুতে। যদি বল ভিন্ন রূপে কেন না না রহিল। কংস ভয়ে গোপনের প্রয়োজন ছিল॥ অক্রুরের সঙ্গে যবে করিলা গমন। তখন বিভিন্ন দেহ হৈল দুই জন॥ বাসুদেব, মথুরায় করেন গমন। নন্দসুত ব্রজধামে ভজিতে রন॥

যথা।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তুগোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য সক্কচিন্নৈবগচ্ছতি।
পাঠান্তরং। পাদমেকং নগচ্ছতি॥

পয়ার। শ্রীদামের বাক্য হরি করিতে পালন। চক্ষুর অদৃশ্য হয়ে রন্ বৃন্দাবন॥ ব্রজবাসীগণ সঙ্গে অলক্ষে রহিয়া। পুনশ্চ মিশ্রিতহন প্রভাসেতে গিয়া॥ একারণে দুই কৃষ্ণ এক দেহে রন্। রাধার বিহার কথা করহ শ্রবণ॥ গর্ব্বস্থ বালক বিষ্ণু কৃষ্ণেতে হেরিল। প্রভাসে বিহার রাধা তাহে না করিল॥ যদি বল ব্রজধামে ছিলেন মিলিত। সেখানেতে কি রূপেতে বিহার হইত॥ তাহার তদন্ত শুন বলি আরবার। যখন যেতেন হরি নিকটে রাধার॥ বিষ্ণুদেহে যশোদার নিকটে থাকিয়া। কৃষ্ণদেহে সেইক্ষণে বাহির হইয়া॥ রাধার সঙ্গেতে হরি করিয়া বিহার। অলক্ষে আসিয়া পুনঃ হৈতেন্ একাকার॥ তাহার প্রমাণ রাণী একদিন পায়। বিস্তার করিয়া তাহা শুনাই তোমায়॥ একদিন যশোমতী জল আনিবারে। যষ্টি হাতে দিয়া কৃষ্ণে বসাইয়া দ্বারে॥ কহিলেন শুন বাপ ও নীলরতন। এখানে বসিয়া গৃহ করহ রক্ষণ॥ যে পর্য্যন্ত নাহি আসি আমি নিয়া জল। কোথাও না যাবে বাছা হইয়া চঞ্চল॥ গৃহে যদি মাজ্জার কুক্কুরে কিছু খায়। তবে এই দণ্ড দিয়া দণ্ডিব তোমায়॥ কৃষ্ণ কন মাগো আমি বসিয়া থাকিব। তুমি না আইলে গৃহে কোথা না যাইব॥ এই রূপে যশোদায়ে কন ভগবান। যশোদা জলের হেতু যমুনায় যান॥ হেনকালে যত গোপী একত্রে মিলিয়া। গৃহে বসি কৃষ্ণের স্মর বিরহে মোহিয়া॥ জানিয়া গোপীর মন রাজীবলোচন। দেহ হৈতে স্বতন্তর হইয়া তখন॥ যশোদা নন্দন রাখি গোপিকা নিলয়ে। দেবকী নন্দন রন্ যশোদা

আলয়ে॥ নন্দরাণী সে সময়ে জলকুম্ভ নিয়া। আসিতে আসিতে পথে দেখে নিরখিয়া॥ খেলিছে বসিয়া কৃষ্ণ গোপীদের ঘরে। দেখিয়া দারুণ রোষ হইল অন্তরে॥ রাণী ভাবে আগে আমি রেখে আসি জল। ইহার উচিত কৃষ্ণে দিব আজি ফল॥ এত ভাবি নিজ গৃহে যায় ত্বরা করি। গিয়া দেখে যষ্টি হাতে দ্বারে বসি হরি॥ গৃহেতে বালকে দেখি অবাক হইল। মনে মনে বহুবিধ ভাবিতে লাগিল॥ জল রাখি নন্দরাণী কৃষ্ণেরে সুধায়। গিয়াছিলে নীলমণি বলহ কোথায়॥ কৃষ্ণ কন মাতা আমি কোথা নাহি যাই। তোমার শপথ মাতা মিথ্যা কহি নাই॥ শুনিয়া কৃষ্ণের কথা রাণী চমকিল। কোলে লয়ে কৃষ্ণচন্দ্রে অমনি চলিল॥ যথায় দেখেছে কৃষ্ণ খেলিছে বসিয়া। ক্ষণমাত্রে সেইখানে উত্তরিল গিয়া॥ যাইয়া দেখিল কৃষ্ণ খেলিছে তথায়। আপনার কোলে কৃষ্ণ দেখিবারে পায়॥ দুই কৃষ্ণ দেখি গোপীগণেরে সুধায়। তোরা গো এমন কৃষ্ণ পাইলি কোথায়॥ কিনিয়া এনেছি কৃষ্ণ বলে গোপীগণে। কৃষ্ণ কি কোথাও নাই ভাবিয়াছ মনে॥ রাণী বলে মম কোলে দেগো একবার। দেখি গো কেমন কৃষ্ণ তোমার আমার॥ এত বলি যেই মাত্র কৃষ্ণ কোলে নিল। দুই তনু এক হয়ে অমনি মিলিল॥ তাহা দেখি নন্দরাণী ভয় পেয়ে মনে। বেগেতে চলিল কোলে লইয়া নন্দনে॥ গোপীরা বলিল রাণী কৃষ্ণ ফিরে দাও। আমাদের কেনা কৃষ্ণ কেন নিয়া যাও॥ সে কথায় যশোদার কর্ণ নাহি আর। কৃষ্ণ লয়ে গেল চলি গৃহে আপনার॥ এত যদি কহিলেন ব্যাস তপোধন। শুনিয়া শুকের হৈল সন্দেহ মোচন॥ দণ্ডবৎ করি শুক ব্যাসের চরণে। জিজ্ঞাসা করেন পুনঃ আনন্দিত মনে॥ কহ প্রভু প্রভাসের কথা সুধাধার। রাধার গমন কথা কি হইল আর॥ ব্যাস কন সবিশেষ শুন সে বারতা। রাধার গমনে তথা হইল যেমন॥